চুল্লবর্গ

[বিনয় পিটকের তৃতীয় খন্ধ]

THE CULLAVAGGO

[A Bengali Translation of Third Vinaya Pitaka]

2546 Buddha Era 2003

অনুবাদক ঃ বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের

Translator : Vinayacariya Ven. Satyapriya Mahathero

প্রথম প্রকাশ

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা, ২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০ বাংলা
১৬ই মে ২০০৩ই
রোজ শুক্রবার।

দ্বিতীয় প্রকাশকাল

২৫৫১ বুদ্ধাব্দ
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১৯ মে ২০০৮ খৃষ্টাব্দ
রোজ সোমবার।

প্রকাশনায়

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

কম্পিউটার কম্পোজ

শ্রীমৎ সৌরজগত ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

সহযোগিতায় ঃ-

শ্রীমৎ দেবানন্দ ভিক্ষু
শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু
শ্রীমৎ শান্তপ্রিয় ভিক্ষু

প্রুফ সংশোধনে ঃ-

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ
শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

মুদ্রণে ঃ-

রাজবন অফসেট প্রেস
ফোন- ০০৮৮-০৩৫১-৬২১৫৮

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

প্রার্থনা গাথা

১. সদ্ধট্‌ঠিতি কামেন, সচ্চম্পিযাপি নামিনা
চূল্লবগ্গস্‌স অত্থবণ্ণনা পকাসসিং মযা।

বঙ্গানুবাদ– তথাগত বুদ্ধ নির্দেশিত প্রজ্ঞাপ্ত বুদ্ধ বচনের চিরস্থিতি কামনার্থে বিনয়পিটকে দেশিত বিশাল নীতি সম্বলিত চূল্লবর্গ নামক বিনয় গ্রন্থখানা আমাকর্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হল। বিনয় প্রতিপালনকারী সৎপুরুষগণ শ্রদ্ধাসহকারে অমূল্য গ্রন্থখানা ধারণ কুরন।

২. পুঞ্‌ঞেনতেন নিব্বানং পাপুনিস্‌সং অনাগতে
চুতস্বাপায ভূমিসু, নভবেয্য কুদাচনং।

বঙ্গানুবাদ–এই বিনয় চূল্লবর্গ নামক গ্রন্থখানা অনুবাদ জনিত পুণ্য প্রভাবে আমি যেন যেকোন জন্মে চিরশান্তিপূর্ণ নির্বাণ লাভে সক্ষম হই। অনির্বাণ কালাবধি যেন আমাকে কখনও চুতুর অপায়ে জন্ম ধারণ করতে না হয়।

৩. উচ্চ কুলে চ উপ্পন্নো, বিরত্তো লজ্জিসীলবা,
দক্‌খো দিট্‌ঠিজুপঞ্ঞো চ, তিক্‌খো সূরো চ ইদ্ধিমা।

বঙ্গানুবাদ– আমি জন্মা–জন্মান্তরে উচ্চ ও সম্যকদৃষ্টিকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারি। কামভাব ও অসৎ কার্যে বিরত হয়ে লজ্জী, শীলবান, দক্ষ ও অনুগত হতে পারি। সম্যকদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাসম্পান্ন, প্রবল শক্তিশালী এবং প্রভূত লাভে সক্ষম হই।

৪. অপ্পিচ্চো অপ্পকোধো চ, তিতো ধঞ্ঞো ভবে ভবে,
খন্তু পেতো সুবণ্ণো ও দীঘাযুকো ভবে ভবে।

বঙ্গানুবাদ–আমি স্বল্পলোগী ও স্বল্পক্রোধী হওতঃ লোকের ভক্তিভাজন ও দর্শনীয় হই। ভগবান প্রভূত ধনশালী, ক্ষান্তিপরায়ণ, সুবর্ণ বর্ণ, দীর্ঘায়ু, নির্ভূল স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে জন্ম ধারণ করি।

৫. সদ্ধোদযো ধিততো চ, দাতজ্ঝুপত কিত্তিমা,
পসংসো পেমবাচো চ, অকক্খলো চ ভোগবা।

বঙ্গানুবাদ- আমি জন্মান্তরে শ্রদ্ধা, দয়া, ধৃতি ও স্থির চিত্ত খ্যাতি সম্পন্ন, প্রিয় মনোজ্ঞ বাক্য ব্যয়বাকী হই। অভিমান বিহীন, কোমল হৃদয় ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হবার প্রার্থনা করছি।

ইতি

গ্রন্থকার

আশীষ বাণী

চূল্লবর্গ বিনয় পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। এবং খন্ধকের দ্বিতীয় অংশ। এই গ্রন্থে সর্বমোট দ্বাদশটি অধ্যায় রয়েছে। যথা- ১) কর্মস্কন্ধ, ২) পরিবারস্কন্ধ, ৩) সমুচ্চয়স্কন্ধ, ৪) শমথস্কন্ধ, ৫) ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধ, ৬) সেনাসনস্কন্ধ, ৭) সংভেদকস্কন্ধ, ৮) ব্রতস্কন্ধ, ৯) প্রাতিমোক্ষ পাঠ স্কন্ধ, ১০) ভিক্ষুণীস্কন্ধ ১১) পঞ্চশতিস্কন্ধ ১২) সপ্তশতিকাস্কন্ধ। এই দ্বাদশ স্কন্ধে মূলত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় আচরণ বিধি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভদ্র রীতিনীতি; অপরাধী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের শাস্তি বিধান, সুশৃঙ্খল ভিক্ষুসংঘ-ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন এবং বুদ্ধের ধর্ম বিনয় সংগ্রহের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। চূল্লবর্গ গ্রন্থে বিনেয়র বহু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলা যায়। ভিক্ষুসংঘের জীবনে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এ'গ্রন্থটি এক অপরিহার্য আইন গ্রন্থ। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমি উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য পদপেক্ষ গ্রহণ করতে মদীয় শিষ্যমন্ডলী ও রাজবন বিহারের উপাসক-উপাসিকাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ ইতিপূর্বে হয়নি। ইহায় প্রথম অনুবাদ। গ্রন্থের মূল অনুবাদক রামু সীমা বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির মহোদয়। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি আমাদেরকে উক্ত গ্রন্থের পান্ডুলিপিটি পুস্তাকাকারে বের করার জন্য প্রদান করেন। কিছু সংশোধন, সংযোজনের প্রয়োজন হয়ে পড়লে এতদিন যাবত ছাপানো সম্ভব হয়নি। উক্ত কাজে প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির সহ মদীয় শিষ্যমন্ডলীদেরকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করতে হয়েছে। তাদের একাজ সত্যিই আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য।

আমি বিনয় পিটকের এই মহামূল্যবান গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। এই চূল্লবর্গ গ্রন্থটি বিশুদ্ধ শীলাচার মন্ডিত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে সহায় হোক এ প্রত্যাশা করছি। যাতে সদ্ধর্মের শাসন হীনপ্রভ, পরিহানী না হয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সমুজ্জ্বল হওত পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী হয়।

তাং- ০১-০৫-০৩ইং

সাধনানন্দ মহাস্থবির-

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

গ্রন্থকারের কথা

আচের–পাচের থের সিক্খাপেসুং একক্খরং ধম্মবিনয মন্তেসু তেসংপাদে নমামহং।

চূল্লবর্গ বিনয় পিটকের অন্যতম গ্রন্থ। ইহা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই দ্বাদশ স্কন্ধের প্রত্যেকটির আয়তন তুলনায় ক্ষুদ্র বলে সমগ্র গ্রন্থকে চূল্লবর্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই চূল্লবর্গের অপর নাম ক্ষুদ্রবর্গ। যৌক্তিক অর্থে ক্ষুদ্রবর্গকে বিনয় ভান্ডার বললে অত্যুক্তি হবে না। বিগত ১৯৫৪ সালে বিশ্ববৌদ্ধ ষষ্ঠ সংগীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাঅধিবেশনে বিশ্বের বৌদ্ধদেশ সমূহের হাজার হাজার বিচক্ষণ, বহুশ্রুত ত্রিপিটক বিশারদ, প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘ অংশগ্রহণ করছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে বহু পন্ডিত ভিক্ষুসংঘ প্রতিনিধি হিসেবে সংগীতিকারকরূপে বিশ্ববিশ্রুত মহাধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন। মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব মায়নমার সংঘ কাউন্সিল ও মায়নমার সরকারের আহ্বানে সংঘায়নে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেন। গুরুদেবের সফরসাথী হিসেবে আমারও ইয়াংগুন যাত্রা করার সৌভাহ্য লাভ হয়, বার্মা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ১৯৫৬ সালে প্রায় ১ বৎসর পর্যন্ত সংগীকিকারকদের নিবাসস্থান জম্বুদ্বীপ মহাবিহারে অবস্থান করি এবং ধর্মদূত পালি কলেজে ভর্তি হই। তথায় পারি সংগীতির সমাপ্তির পর মায়নমার সরকার যৌথভাবে সংঘ কাউন্সিলে আমাদেরকে আরও উন্নত শিক্ষার জন্য অন্যান্য শিক্ষালয়ে প্রেরণ করেন। আমি সর্বপ্রথম ষষ্ঠ মহাসংগীতির ওয়অদাচারিয়া অগ্গ মহাপন্ডিত মহামান্য প্রজ্ঞালোক মহাথের মহোদয়ের সান্নিধ্যে প্রায় ১ বৎসর পর্যন্ত পারাজিকা, মহাবগ্গ, চূল্লবর্গ, পরিবার পাচিত্তিয়, অট্ঠকথা সহ প্রভৃতি গ্রন্থ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অধ্যায়ন করি। শ্রদ্ধেয় ভদন্ত মহোদয় আমাদেরকে নানা উপমায় সাহায্যে বিনয় পিটকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। আমরা মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে প্রশিক্ষণে মনোনিবেশ করি। উক্ত সময় শ্রদ্ধেয় ভন্তের পরামর্শে চূল্লবর্গের বঙ্গানুবাদ ক্রমান্বয়ে আরম্ভ করি। এই গ্রন্থে –

১। ক. কর্মস্কন্ধক, খ. তজ্জনীয়কর্ম, গ. নিয়তকর্ম, ঘ. প্রব্রজানীয় কর্ম, ঙ. পতিসারনীয় কর্ম, চ. আপত্তি অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম, ছ. আপত্তিয়া অপ্পটিকর্মে উৎক্ষেপনীয় কর্ম, জ. পাপীকায় দিট্‌ঠিয়া অপ্পটিকর্মে উৎক্ষেপনীয় কর্ম।

২। পারিবাসিকস্কন্ধ, ৩। সমুচ্চয়স্কন্ধক, ৪। সমথস্কন্ধক, ৫। খুদ্দকবত্থুস্কন্ধক, ৬। সেনাসেনস্কন্ধক, ৭। সংঘভেদকস্কন্ধক, ৮। বত্তস্কন্ধক, ৯। পাতিমোক্‌খট্‌ঠপমস্কন্ধক, ১০। ভিক্ষুণীস্কন্ধক, ১১। পঞ্চসতিকস্কন্ধক, ১২। সত্তসতিকস্কন্ধক সহ সর্বমোট দ্বাদশ প্রকার স্কন্ধকের কথা উত্থাপন করা হয়েছে। খন্ধক সমূহ এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যার মধ্যে তথাগত বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হতে দ্বিতীয় সংগীতি পর্যন্ত বৌদ্ধসংঘের ধারাবাহিক বিবরণের চিত্র অংকন করা হয়েছে। মহাকারুণিক বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ হতেই বৌদ্ধ ইহিতাসের সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ চূল্লবর্গে বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে মহামতি বুদ্ধের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত বা সংযোজিত হয়নি। পরবর্তীকালে যখন সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটে সেই হতে বিনয়ের বিধানগুলি প্রবর্তিত হয়। এই গ্রন্থে বিনয় বিধান সমূহে সুচারুরূপে উপস্থাপন করার ঐকান্তিক প্রয়াসে আমি ক্লান্তিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত প্রচেষ্টা করেছি। নিষ্প্রয়োজনে কোন অবান্তর বিষয়ের অবতারণা হতে দূরে থাকতে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বনে কিঞ্চিৎমাত্রও ভুল করিনি। দীর্ঘ চল্লিশ (৪০) বৎসর পর্যন্ত চূল্লবর্গ অনুবাদখানি অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াসে প্রাজ্ঞ মহাথের মহোদয়গণের হাতে অর্পণ করি। বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শীলালংকার মহাথের মহোদয় তার অমূল্য সময়টুকু ব্যয় করে পুস্তকের বিষয়বস্তু সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। রেঙ্গুন শহরে অবস্থানকালীন পরমারাধ্য গুরুদেব বিনয়াচার্য্য আর্য্যবংশ মহাথের, আমার সহোদয় বড় ভাই উঃ জিনবোধি মহাথের ও অতুলানন্দ মহাথের পাণ্ডুলিপিখানা দেখে যথাশীঘ্র মুদ্রণের জন্য আগ্রহের সাথে অনুরোধ জানান। বার্মা থেকে যখন চট্টগ্রামে আসি দর্শনাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর প্রয়াত বিশুদ্ধাচার মহাথের,

প্রয়াত শীলাচার মহাথের, প্রয়াত উপসংঘরাজ জিনবংশ প্রমূখ মহাথেরোগণ বহিখানা প্রকাশনার্থে আমাকে বিপুলাংশে উৎসাহিত করেছেন। তৎজন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ এই গ্রন্থের শিক্ষনীয় বিনয় বিধানমালা শুধুমাত্র সদ্ধর্মের কাণ্ডারী ভিক্ষুসংঘের পক্ষে নয় সুসভ্য সমাজের পক্ষে যুযোপযোগী হয়েছে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাসী। বাকীটা বিজ্ঞ পাঠকদের বিবেচনাধীন রইল। তবে এইটুকু চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে, চূল্লবর্গ বা ক্ষুদ্রবর্গ গ্রন্থটি বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ একটি অমূল্য রত্ন। যার সাথে আন্তরিক পরিচিতি না থাকলে পবিত্র ভিক্ষু জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং তথাগত বুদ্ধের অসীম কৃতিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে হয়। অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত এই গ্রন্থটি যদিও বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে কিন্তু বাংলা বা মাতৃভাষায় অনুবাদ হয়নি। অথচ পুস্তকখানা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতীত প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বতা বহন করে। নালন্দা বিদ্যাভবনের অন্যতম আচার্য্য পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের কর্তৃক অনুদিত মহাবর্গ গ্রন্থটি অফুরন্ত অভাবের খানিকতা পূরণ করে তিনি পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু বিনয় পিটকীয় দ্বিতীয় কোন বাংলা অনুবাদ অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে মায়নমার (বার্মা) থাকাকালীন আমি এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলাম। চূল্লবর্গ নামের বইটি বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার স্বপ্ন আমার অন্তর্জগতের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আমার স্বপ্নটুকু বাস্তবে রূপায়িত হতে যাচ্ছে দেখে আমার হৃদয়াকাশ পরমানন্দে আলোকিত হয়েছে। তবে আমার সফলতার তাগিদে এক মহাপুণ্যবান পুরুষের আশীর্বাদ তথা অবদান আমি অবনত মস্তকে স্মরণ করছি। ভারত-বাংলা উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, থেরবাদী মূলধারার অগ্রদূত প্রয়াত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের শিক্ষাগুরু সুলভ আচরণে আমি এই গ্রন্থটি হৃদয়ঙ্গাম বা সংকলন করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি চূল্লবর্গের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাংলায় অনুবাদ করে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে আমার প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা ফলপ্রসু হাত প্রসারিত করেছেন। আমার হৃদয় সিংহাসনে তিনি সারাজীবন উপাস্য হয়ে থাকবেন। বিগত চার বৎসর পূর্বে উক্ত বহিখানা দীর্ঘযাত্রার শেষার্ধে রাঙামাটি রাজবন বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ

মহালাভী, যোগীপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর অনুরোধে আমি পাণ্ডুলিপিখানা রাজবন পাবলিকেশন পরিষদে প্রেরণ করি। তথায় বন্ধুবর সাধনানন্দ মহাথেরোর উষ্ণ উদ্দীপনায় স্নেহভাজন সুলেখক প্রজ্ঞাবংশ মহাথের, শ্রীমৎ সৌরজগত থের, শীমৎ জ্যোতিসার থের এবং একজন জনৈক উপাসক প্রমুখ বিহারস্থ বিশিষ্ট ভিক্ষুসংঘের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে চূল্লবর্গের পাণ্ডুলিপিখানা একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে। বিশেষ করে স্নেহধন্য প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর অশেষ শ্রম স্বীকার করে প্রকাশনা ত্বরান্বিত করায় আমি যার পর নাই হৃদয়ে আনন্দ প্রীতি অনুভব করছি। আমি তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। এই গ্রন্থ সংকলনকালীন আমি পালি ও বার্মা ভাষায় লিখিত কয়েকখানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। ষষ্ঠ সংগীতিতে প্রকাশিত ত্রিপিটক অভিধান বার্মা চূল্লবর্গ অট্‌ঠকথা পালি, মহাবর্গ অট্‌ঠকথা পালি, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের কর্তৃক অনুদিত মহাবর্গ বাংলা অনুবাদ প্রভৃতি থেকে আমি যথাযোগ্য সাহায্য নিয়েছি। তজ্জন্য আমি গ্রন্থকার মহোদয়গণের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। সাধু সংবাদ হল যে, আমার এই গ্রন্থখানা মহালাভী সাধকপ্রবর, মহান উদারচেতা, পণ্ডিত সাধনানন্দ মহাস্থবিরের বদান্যতায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তার অর্থানুকুল্যে বইখানা দ্রুত প্রকাশিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে তা আমি অপকটে স্বীকার করছি। তার সাহায্য সহযোগীতা না পেলে আমার পুস্তকখানা এত দ্রুত প্রকাশিত হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। আমি তার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি। তিনি যেন স্বশরীরে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারেন। ভগবান তথাগত সমীপে সেই প্রার্থনা করছি।

পরিশেযে এই বইখানা যাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে তারা যদি উপকৃত হয় তবে আমার পরিশ্রমটুকু সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

গ্রন্থকার

বিনয় পিটকে চূলবর্গ গ্রন্থের ভূমিকা

বহু প্রয়াস প্রযত্নের পর মহান বিনয় পিটকের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "চূলবগ্গো" খণ্ডের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থকারে প্রকাশের যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হলো সর্বজন পূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ইচ্ছা ও নির্দেশে। ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাবাস যাপনে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করে আমি যখন রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে চলে আসি তখনই দেখতে পাই রামু মেরেংলোয়া সীমা বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ভন্তে সত্যপ্রিয় মহাথেরো অনুদিত এই বিশালাকার বিনয় খণ্ডটি ছাপানোর প্রয়াস চলছে। এক পর্যায়ে ১৯৯৮ তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পাণ্ডুলিপিটির কম্পিউটার প্রিণ্ট সংশোধনের দায়িত্ব দিলেন আমাকে। পুরো একটি বছর ব্যয় করে কম্পিউটার প্রিণ্টটির ভাষাগত ত্রুটি দূর করলেও পরবর্তী কম্পোজের সময়ে পুনঃ কিছু কিছু ত্রুটির শিকার হয়ে পড়ে। অধিকন্তু রোমান পালি মূলপিটকের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলাম প্রতিস্কন্ধে (বিভাগে) উল্লেখিত গাথাসহ 'তস্‌সুদ্দানং' নামে স্মারক গাথা গুলো শ্রদ্ধেয় অনুবাদক মহোদয় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে গেছেন। এসকল কারণে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ইহার ছাপানোর কাজ বন্ধ রেখে শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় ভন্তেকে রাজবন বিহারে আহ্বান করে অনুবাদ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় ভদন্ত রাজবন বিহারে এসে তদ্‌লিখিত পাণ্ডুলিপিটি যখন দেখতে চাইলেন, তখন দুঃখজনক ভাবে দেখা গেল যাদের দায়িত্বের এগুলো সংরক্ষিত ছিল তারা তার হদিস পাচ্ছেন না। ফলে আমার সংশোধিত কম্পিউটার প্রিণ্টসহ তিনি এক সময় আমাদেরকে নিয়ে গেলেন তাঁর অবস্থান স্থল রামু সীমা বিহারে। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার কারণে সেখানে কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না দেখে আমরা শূন্য হাতে ফিরে এলাম। ২০০১ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে বার্মিজ ভাষায় শিক্ষিত ভদন্ত সত্যপ্রিয় ভন্তের শিষ্য রামুজাত এক যুবক ভিক্ষু রাজবন বিহারে বেড়াতে এলেন। ভিক্ষু মহোদয়কে নিয়ে বর্মীপিটকীয় গ্রন্থ 'চূল্লবগ্গো' অবলম্বন করে পূর্ণ উদ্যোগ নিলাম। ষষ্ঠ সঙ্গায়নে প্রকাশিত এই পিটকের আলোকে বাংলা চূল্লবর্গ' গ্রন্থটি সংশোধনের প্রয়াসে দেখা গেল মূলের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

অনুবাদ নেই। অতিথি মহোদয় সময় দিতে অক্ষম, আর আমিও বর্মী অক্ষর এবং ভাষায় অনভিজ্ঞ তাই হতাশ হয়ে নিরস্ত হলাম। অতঃপর ২০০২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ইচ্ছায় আবারো আমিই একক দায়িত্ব নিলাম গাথা ও তস্‌সুদ্দানগুলো অনুবাদ করে দিয়ে এই বিশাল গ্রন্থটির অনুবাদ কর্ম পূর্ণাঙ্গ করে ছাপানোর উপযুক্ত করে দিতে। গুরুবর্গের অকৃত্রিম আশীর্বাদের উপর ভর করে যতটুকু করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো তার পূর্ণাঙ্গতা দাবী অসম্ভব। এই মহাগ্রন্থের ভূমিকাটিও যেন, আমারই হাতে লেখা হয়; তেমন নির্দেশ ও আসলো পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে। এমন গুরুভার নির্দেশও অবনত মস্তকে ভন্তের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে 'চূল্লবর্গের ভূমিকা' লেখায় আজকে হাত দিলাম। জানিনা এ গুরুদায়িত্ব বহনে এই অভাজন কতটুকু সক্ষম হই। তবে একাজে আমার মনের সমস্ত শক্তি সাহসের উৎসই হলো পরম আর্যপুরুষ বনভন্তের সস্নেহ আশীর্বাদ।

"চূল্লবর্গ" বিনয় পিটকে পাঁচটি খন্ডের মধ্যে তৃতীয় খন্ড। বিনয় পিটকের অপর চারটি খন্ডের নাম (১) পারাজিকং, (২) পাচিত্তিযং (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গ বা উভতো বিভঙ্গ) (৩) মহাবগ্গো এবং (৪) পরিবারারো। ভগবান তথাগত বুদ্ধ, তৎলব্ধ সর্ব দুঃখ-মুক্ত নির্বাণ সত্যকে বহুজনের হিতে ও কল্যাণে প্রচার, প্রসার ও স্থায়িত্ব দানের দূরদর্শী পরিকল্পনায় এক মহাশক্তিশালী সঙ্ঘশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর নৈর্বাণিক শিক্ষা আদর্শে দীক্ষিত ভিক্ষুগণকে ভিত্তি করে। সেই ভিক্ষুসংঘের সমস্ত শক্তির উৎস কি হবে তা নিরূপণ করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন–

'বিনযস্‌স নাম সাসনস্‌স আযু'–

অর্থাৎ 'বিনয়'ই হবে বুদ্ধের শাসন তথা ধর্মরাজ্যের প্রাণ। বিনয়-নামক সংবিধানে বিধৃত সাঙ্ঘিক বিধি-বিধান সমূহ বুদ্ধের সাংঘিক রাজ্যের বাসিন্দা তথা ভিক্ষুগণ কর্তৃক পরম আদরে, গভীর শ্রদ্ধা-গৌরবের সাথে অনুশীলিত, প্রতিপালিত হলে জগতে বুদ্ধের ধর্মরাজ্য কখনো অবলুপ্ত হবে না, ইহা অখন্ডনীয় অমোঘ সত্য। সমগ্র

ত্রিপিটকশাস্ত্র গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, সূত্র তথা বুদ্ধের দর্শনের প্রায়োগিক উপদেশ এবং অভিধর্ম তথা বুদ্ধের নৈর্বাণিক দর্শন এ–দুই যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়; আর তখনো যদি বুদ্ধ নির্দেশিত বিনয় সমূহ ভিক্ষুদের দ্বারা শ্রদ্ধা গৌরবের সাথে পালন করা হয়; তাহলে বুদ্ধ শাসন এই পৃথিবী হতে তখনো লুপ্ত হবে না। কারণ বিনয় নামক জীবনাদর্শের মধ্যেই বুদ্ধ ও তাঁর জীবনাদর্শ তখনো প্রকাশিত হবে।

মহান বুদ্ধের এই আশাদীপ্ত বাণীকে ভুলে গিয়ে, কালের দোহাই, যুগের দোহাই দিয়ে ইদানিংকালের ভিক্ষু–জীবনে বিনয় সংবিধানের নিয়ম–নীতি লঙ্ঘনে যেরূপ ক্রমবর্ধমান লজ্জাহীন উলঙ্গপনার জন্ম দেয়া হচ্ছে তা নিতান্তই ইচ্ছাকৃত এবং স্বৈরাচারী প্রবৃত্তি বশতঃ বলা চলে। এক সময় আমিও লাভ–সৎকার লোলুপ পুরোহিত্ব মোহগ্রস্ত ভিক্ষুদের এসকল যুগদাবীকে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু, আমার বলবৎ ত্যাগ প্রবৃত্তিময় পুণ্য–কুশলের প্রভাবে, মহান বুদ্ধপুত্র বনভন্তের নিকট সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হই। আর এই পরম সৌভাগ্যই আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, বুদ্ধবাণীর উক্ত পরম আশ্বাস–বাণীই সত্য, "ইচ্ছা থাকলে উপায়ের অভাব কোন দিনই হয় না।" হউক না আড়াই হজার বছর আগেকার ধ্যান–ধারণা, যদি তা খাঁটি সোনাই হয়ে থাকে, তবে তা মূল্যহীন হবে কি করে? বুদ্ধের জীবন দর্শন ও শিক্ষা উপদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসী ও নিবেদিত প্রাণ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবনাদর্শ এবং তাঁর উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা বুদ্ধবাণীর চিরন্তন সত্যতাই প্রমাণ করেছে, সদ্ধর্মের এমন প্রতিকুল পরিবেশে পর্যন্ত।

পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা বর্তমান ভিক্ষুদের দিকে তাকালে বুদ্ধকে, তাঁর ধর্মবাণীকে বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমরা বুদ্ধের দিকেই তাকাবে; সারিপুত্র, আনন্দ, মহাকাস্যপ প্রমুখদের দিকেই তাকাবে। আমি তাঁদের ত্যাগ–তিতিক্ষার দিকে চেয়েই সত্যকে জানার জন্যে অরণ্যে মহাদুঃখকে বরণ করতে পেরেছি। আমি বুদ্ধ শাসনকে উজ্জ্বল করতে চাই। তাই দরকার গৃহী জীবনে উচ্চশিক্ষিত পঞ্চাশ ষাট হাজার যুবক ভিক্ষু। অনাগতে তাদেরই আগমনকে লক্ষ্য

করে তিনি এখন সমগ্র ত্রিপিটক পালিতে, ইংরেজীতে ও বাংলায় সংগ্রহ করে রাজবন বিহারে ত্রিপিটক গবেষণার বিশাল পাঠাগার স্থাপন এবং ত্রিপিটক–পূজা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের এই মহৎ ইচ্ছায় ইতিমধ্যেই রাঙ্গামাটিস্থ প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনী, আমার শিষ্য ডক্টর জ্ঞানরত্ন থেরো, রাজবন বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং খাগড়াছড়ি ধর্মপুর আর্যবন বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘের সহায়তায় রোমান পালি আকারে সমগ্র ত্রিপিটকের সকল গ্রন্থ এখন সংগৃহীত হয়ে গেছে খুব সহজে। ত্রিপিটকের খণ্ড ও তৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থগুলো যা অতীতে ভারত, বাংলা ও রেঙ্গুনে ভদন্ত প্রজ্ঞালোকের রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবগুলো শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদের দিয়ে কম্পিউটার ডিক্সে সংগ্রহ করে রেখেছেন। যারা পালি হতে বাংলা অনুবাদে সক্ষম তাঁদের দিয়ে তিনি ত্রিপিটক সমূহ অনুবাদের ও প্রকাশনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি জনগণের অগাধ শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত যে হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই পালি ও বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞজনের প্রতি আহ্বান রইলো আপনারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এই বিশাল ধর্ম–যজ্ঞে অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসুন। বহুকষ্টে শ্রীলংকা হতে পালি ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে এবং দেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর উচ্চতর শিক্ষা করে, আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, সেই অভিজ্ঞতাকে পরমপূজ্য বনভন্তের এই বিশাল ধর্মজগতে উৎসর্গের সুযোগ পেলাম। প্রার্থনা রইলো, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের স্বপ্নকে সামান্য হলেও বাস্তবায়ন সহায়তা দিয়ে যেতে পারি।

পূর্বেই বলেছি, বিনয় পিটকে চূল্লবর্গের স্থান তৃতীয়। অনুক্রমিকতায় এভাবে স্থান নির্ধারণে বিষয়গত তাৎপর্য্য বেশী, না পর্য্যায়ক্রমিকতার তাৎপর্য্য বেশী তা গবেষণার বিষয়। তবে, সমগ্র চূল্লবর্গ অনুধাবনে এটা স্পষ্ট যে, এখানে বুদ্ধসমকালীন সাংঘিক জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে শয়নাসন স্কন্ধের ন্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র নির্দেশ জারি তথা আইন প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেমন সমস্যার

সমাধান দেয়া হয়েছে, আবার সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ মুক্তিতে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দানও করা হয়েছে। দেখা গেছে চূল্লবর্গ গ্রন্থে মহাবর্গ ও ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষাদি বিনয় পিটকের অপরাপর খণ্ডের সংশ্লিষ্ট পাচিত্তিয় আপত্তির বিষয় আলোচিত হয়েছে কর্মস্কন্ধ, ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধ, শয়নাসনস্কন্ধ, ভিক্ষুণীস্কন্ধ এবং সপ্তশাতিক-স্কন্ধে। সঙ্ঘাদিসেস আপত্তির বিষয় আলোচিত হয়েছে পরিবাসিকস্কন্ধ, সমুচ্চয়স্কন্ধ এবং সঙ্ঘভেদক স্কন্ধে। সপ্ত অধিকরণের বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে চূল্লবর্গের শমথ-স্কন্ধে। অপরদিকে বিনয়পিটকের মহাবর্গ-গ্রন্থে বিষয় সমূহ আলোচিত হয়েছে চূল্লবর্গের কর্মস্কন্ধ, ক্ষুদ্রবস্তু স্কন্ধ, ব্রতস্কন্ধ এবং ভিক্ষুণী-স্কন্ধে।

চূল্লবর্গে উপরোক্ত বিনয় পিটকীয় খণ্ডসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচিত হলেও এ সকল আলোচনার সর্বত্র একটি একক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, উদভূত সমস্যার বিচার মীমাংসায় দণ্ড বা শাস্তি দানের ধরণ ধারণ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করা। বুদ্ধ প্রবর্তিত নৈর্বাণিক ধর্মরাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সাধনের লক্ষেই বিনয় পিটকের জন্ম। চূল্লবর্গে বিধৃত বিনয়-বিধান সমূহ সেই লক্ষ্য অর্জনে ধর্মরাজ্যের প্রচলিত আইনের প্রয়োগধর্মী দায়িত্ব পালন করে থাকে। এখানে আইনের উৎপত্তির কারণ যেমন প্রদর্শন হয়েছে, তেমনি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক রীতিতে বুদ্ধকর্তৃক সেই সেই অপরাধ সমূহের পুনঃ প্রবর্তন রোধের নিমিত্ত শিক্ষাপদ তথা আইন আদিষ্ট হয়েছে। চূল্লবর্গে বিধৃত এসকল আইন সমূহকে সেগুলোর লক্ষণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে যেই শ্রেণী ভাব করা হয়েছে; তাকে 'স্কন্ধ' বলা হয়। স্কন্ধ গুলোর শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ-

(১) কর্মস্কন্ধে বর্ণিত দণ্ডসমূহ?- তর্জনীয় কর্ম, নির্যশ কর্ম, প্রব্রাজনীয় কর্ম, প্রতিস্মরণীয় কর্ম এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম।

(২) পরিবাসিক স্কন্ধে বর্ণিত দণ্ডসমূহঃ- সুদ্ধান্ত পরিবাস, অগ্রসমোধান পরিবাস, মিশ্রসমোধান পরিবাস, মূলে প্রতিকর্ষণ, মানত্ব এবং আহ্বান।

(৩) শমথ স্কন্ধে বর্ণিত দণ্ডসমূহঃ- স্মৃতি বিনয়, অমূঢ় বিনয়, যেভূয্যেসিকা, তৎপাপীয়সিক এবং তৃণাচ্ছাদন।

অতঃপর ৫নং ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধ ও ৬নং শয়নাসনস্কন্ধে বর্ণিত বিষয় সমূহ হলো, ভিক্ষুর ব্যবহার্য্য বিবিধ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কিত বিধি বিধান এবং বিহার সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদ সমূহ। ৭নং সংঘভেদকস্কন্ধে দেবদত্তের আচরণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদসমূহ কাহিনী আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। ৮নং ব্রতস্কন্ধে আগন্তুক তথা অতিথি ভিক্ষু ও আবাসিক ভিক্ষুর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কিত শিক্ষাপদসমূহ বর্ণিত হয়েছে। ৯নং প্রাতিমোক্ষ স্থগিত স্কন্ধে ভিক্ষুসংঘের উপোসথ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ও স্থগিত সম্পর্কিত আলোচনা ও শিক্ষাপদসমূহ সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ১০নং ভিক্ষুণী স্কন্ধে, ভিক্ষুণীসংঘের জন্মকাহিনীসহ ভিক্ষুণীদের শিক্ষাপদ সংক্রান্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ১১নং পঞ্চশতিক স্কন্ধে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। সবশেষে ১২নং সপ্তশতিকস্কন্ধে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কর্মস্কন্ধে বর্ণিত দণ্ডসমূহের স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১। তর্জনীয়কর্মঃ- যে সকল ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুদের সাথে ঝগড়া কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা, তুচ্ছ, বাক্যলাপী এবং সঙ্ঘের নিকটে নিত্য অভিযোগ উত্থাপনকারী হয়ে থাকে, তেমন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ কর্তৃক সর্বপ্রথমে তার দোষ তাকে অবহিত করে তার উপর দোষারোপ করতে হয়। অতঃপর সঙ্ঘের দক্ষ, সক্ষম ভিক্ষুকে একবার প্রজ্ঞপ্তি, তিনবার অনুশ্রবণ ও একবার ধারণের মাধ্যমে কর্মবাক্য আবৃত্তি করার পর দোষী ভিক্ষুকে দণ্ডিত করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত সেই ভিক্ষু অপরকে উপসম্পদা দান হতে, আশ্রয় দান হতে, শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের ইচ্ছা করতে পারবে না, সঙ্ঘের পূর্ব অনুমতি থাকলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানে বিরত থাকতে হবে। অপরাধী ভিক্ষু এসকল নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়ে যেই কর্মের জন্যে দণ্ডিত হয়েছেন তা যদি পুনঃ না করার জন্য সংঘকে প্রতিশ্রুতি দেন তখন তার দণ্ডমুক্তি হয়।

২। নির্যশকর্মঃ– যেই ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং অনুচিত গৃহী সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে অধিকন্তু ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলে প্রতিকর্ষণ, মানত্ব ও আহ্বান কর্মে প্রায়শঃ ব্যাপৃত থাকতে হয়; তেমন ভিক্ষুকে নির্যশ নামক দণ্ডমান করতে হয়। এই দণ্ডদানের বিধান হলো তর্জনীয়কর্মের নিয়মে প্রথমে তাকে তার অপরাধ অবগত করায়ে একবার প্রজ্ঞপ্তি, তিনবার অনুশ্রবণ, একবার ধারণ এই তিনপর্যায়ে কর্মবাক্য পাঠ করে দণ্ডদান করা। এই দণ্ডমুক্তির জন্যে অপরাধী ভিক্ষুকে আরো ১৩টি বিধি নিষেধ পালন করতে হবে। যথা– (১) যে কারণে দণ্ডিত তাদৃশঃ কোন অপরাধ করতে পারবে না, (২) কর্মবাক্যের গুরুতর কোন অপরাধ করতে পারবে না, (৩) কর্মবক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (৪) কর্মবাক্যে পাঠকের নিন্দা করতে পারবেনা, (৫) অদণ্ডিত কোন ভিক্ষুর উপোসথ স্থগতি করতে পারবে না, (৬) প্রবারণা স্থগতি করতে পারবে না, (৭) কোন কাজে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ভিক্ষুগণকে আদেশ–নির্দেশ দিতে পারবে না, (৮) বিহারে কোন প্রকার নেতৃত্বে থাকতে পারবে না, (৯) কোন ভিক্ষুর নিকটে কিছু জিজ্ঞাসার অনুমতি চাইতে পারবে না, (১০) কোন ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করেতে পারবে না, (১১) কোন ভিক্ষুর দোষ স্মরণ করায়ে দিতে পারবে না, (১২) কোন ভিক্ষুকে অন্য ভিক্ষুর বিরুদ্ধে ঝগড়া, কলহ লিপ্ত করাতে পারবে না এবং (১৩) নির্যশদণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুকে দণ্ডমুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দক্ষ ধর্মধর, বিনয়ধর, ভিক্ষুর আশ্রয়ে বসাবাস করতে হবে, কল্যাণমিত্রের সেবা, ভজনা, উপসনা করতে হবে, কল্যাণমিত্রের পাঠ গ্রহণ করতে হবে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হয়ে নিজেকে বহুশ্রুত ধর্মধর বিনয়ধরের আশ্রয়ের মানহীন এবং ব্রতপরায়ন হয়ে বসাবাস করতে হবে।

৩। প্রব্রাজনীয়কর্মঃ যেই ভিক্ষু কলুদূষকজাতীয় কর্ম, যথা– বিহারে গৃহীদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে ফুলের চারা রোপন করে, তাতে জল সিঞ্চন করে, কলুদূহীতা ও কুলকুমারীদের উদ্দেশ্যে ফুলের মালা তৈরী করে বা অন্যকে দিয়ে করায়, কর্ণাভরণ তৈরী করে ও করায়, তাদের

সাথে একত্রে ভোজন করে, পান করে, একাসনে, একই শয্যায় গড়াগড়ি দেয়, বিকালে ভোজন করে, মদ্যপান করে, মাল্য–সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, নৃত্য–গান, বাদ্য–বাজনা করে, নানা প্রকার ক্রীড়া ও আমোদ–প্রমোদে লিপ্ত হয়, ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যা, হস্তীবিদ্যা, রথবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দান; ইত্যাদি গৃহী–মনোরঞ্জনমূলক অনাচারে লিপ্ত হয় তেমন ভিক্ষুকে সংঘ কর্তৃক সেই বিহার বা আবাস ত্যাগের নির্দেশমূলক প্রব্রাজনীয় দণ্ডকর্ম দিতে হয়। এদণ্ড আরোপকালে পূর্বে বর্ণিত কর্মবাক্য নিয়মে প্রথমে প্রজ্ঞপ্তি, পরে অনুশ্রবণ ও ধারণ এই বিধি অনুসরণ করতে হয়।

দণ্ড অমান্যকারী ভিক্ষু সঙ্ঘাদিসেস অপরাধে পুনঃ অভিযুক্ত হয়ে সেই অনুযায়ী পরিবাস দণ্ডভোগী হয়ে থাকে।

৪। প্রতিসারণীয়দণ্ডকর্ম ঃ– যদি কোন ভিক্ষু (ক) গৃহীদেরকে অধর্মতঃ ক্ষতির চেষ্টা করে, (খ) গৃহীদেরকে অধর্মত আক্রোশ ও নিন্দা করে, (গ) গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, (ঘ) গৃহীদেরকে অধর্মতঃ গৃহচ্যুতির চেষ্টা করে, (ঙ) গৃহীকে গৃহীর সাথে বিচ্ছেদ করে দেয়, (চ) গৃহীদের নিকটে বুদ্ধের অগুণ, ধর্মের অগুণ এবং সংঘের অগুণ বর্ণনা করে, (ছ) গৃহীদের প্রদত্ত ধর্মসজ্ঞাত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। এমন ভিক্ষুকে সংঘ পূর্বোক্ত কর্মবাক্য নিয়মে প্রতিসারণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষু ক্ষতিগ্রস্ত গৃহীর নিকটে একজন সঙ্গী ভিক্ষু সহ উপস্থিত হয়ে, ক্ষমা প্রর্থনা সুরে বলতে হবে,–

"আবুসো উপাসক আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে প্রসন্ন করছি"।

এতদ্ সত্ত্বেও গৃহপতি ক্ষমা না করলে, উক্ত ভিক্ষুদ্বয় গৃহপতি শ্রবণ করে এমন শব্দে আপত্তি দেশনা করতে হবে।

প্রতিসারণীয় দণ্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষু যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করবে ততদিন পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হতে বিরত থাকতে হবে – (১) অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) কোন শিক্ষার্থী বা শ্রমণকে

আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হতে পারবে না, এবং (৫) উপদেষ্টা হওয়ার সম্মতি প্রাপ্ত হয়েও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না।

৫। উৎক্ষেপনীয় দন্ডকর্ম ঃ– যেই ভিক্ষু (ক) অপরাধ করেও তা দর্শন করতে বা স্বীকার করতে অস্বীকার করে, (খ) যেই ভিক্ষু বিভেদ সৃষ্টিকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বৃথাবাক্য ভাষী এবং সংঘের নিকট নিত্য অভিযোগকারী হয়, (গ) যেই ভিক্ষু মূর্খ–অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়, (ঘ) যেই ভিক্ষু অযোগ্য গৃহী সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে, এবং পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগী হয়; এমন অপরাধে–অপরাধী ভিক্ষুকে ধর্মসম্ভোগ ও আমিষ সম্ভোগ হতে সাংঘিক বিনয় কর্মবাক্যের বিধি অনুযায়ী সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত বর্জন করতে হয়।
এরূপ শাস্তিবিধানকে উৎক্ষেপনীয় দন্ডকর্ম বলে।

পারিবাসিকস্কন্ধ

এই পরিচ্ছেদে প্রতিমোক্ষ উল্লেখিত সঙ্ঘাদিসেস নামক অপরাধ সমূহের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পরিবাস বলতে সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ মুক্তির জন্যে ব্রতগ্রহণ বুঝায়। এই পরিবাসব্রত চার প্রকার। যথা– (১) অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাস, (২) প্রতিচ্ছন্ন পরিবাস, (৩) শুদ্ধান্ত পরিবাস এবং (৪) সমোধান পরিবাস। বিনয় মহাবর্গ পিটক খণ্ডে উল্লেখিত অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাসটি কেবলমাত্র পূর্বতীর্থিক, যিনি বুদ্ধের সঙ্ঘে উপসম্পদা প্রার্থী হন, শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অবশিষ্ট তিনটি পরিবাস প্রযোজ্য হয়, যারা সঙ্ঘাদিসেস অপরাধে অপরাধী হয়ে তা গোপন করেন, কেবল তাদের ক্ষেত্রে। যেই ভিক্ষু এই তিনটির যে কোন একটি পরিবাস পালন করেন, তাকে পরিবাসিক বলা হয়। পরিবাসব্রত সকুঠিন দন্ডের অন্তর্গত। এই দন্ডপ্রাপ্ত পরিবাসিক ভিক্ষুকে তিরানব্বইটি ব্রত পালন করতে হয়। চূল্লবর্গ গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ আছে কিন্তু বর্তমান অনুবাদিত গ্রন্থে এই সংখ্যার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তন্মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখিত হলো–

১) পরিবাসিক ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারে না, ২) কোন শিক্ষার্থীকে আশ্রয় দিতে পারবে না, ৩) যেই অপরাধের জন্যে সংঘ পরিবাসদণ্ড দিলেন, ভিক্ষু সেই অপরাধের পুনঃরাবৃত্তি করতে পারবে না। যেমন, শুক্রপাতের জন্যে পরিবাসদণ্ড প্রাপ্ত ভিক্ষু, পুনঃ সেই অপরাধ করতে পারবে না, ৪) পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত অবস্থায় নেই, এমন ভিক্ষুর (পাকতত্ত ভিক্ষু) উপোসথ, প্রবারণাদি বিনয়কর্ম বন্ধ করতে পারবে না। ৫) কারো উপর দোষারোপ করা বা কারো দোষ স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না। ৬) পরিবাসব্রতে নেই এমন অদণ্ডিত (পাকতত্ত) ভিক্ষুর অগ্রে গমন করা, সম্মুখে বসা, পশ্চাতগামী হয়ে গৃহীর বাড়ীতে যাওয়া ইত্যাদি হতে বিরত থাকতে হবে। ৭) আরণ্যিকব্রত (ধুতাঙ্গ) গ্রহণ করিতে পারবে না। ৮) ভিক্ষাচর্যাব্রত (পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ) গ্রহণ করতে পারবে না। ৯) আমি যে পরিবাসিক ইহা অন্যে না জানুক এমন অভিপ্রায়ে ভিক্ষান্ন অন্যের দ্বারা আনতে পারবে না। ১০) পরিবাসিক ভিক্ষু অতিথিরূপে অন্য কোন বিহারে গেলে নিজের পরিবাস সকলকে জানাতে হবে। কোন অতিথি ভিক্ষু নিজ আবাসে এলে তাকেও জানাতে হবে, প্রবারণার সময়েও প্রকাশ করতে হবে, নিজে পীড়িত হলে সংবাদ বাহকের মাধ্যমে হলেও সংঘকে অবগত করাতে হবে। ১১) পরিবাসিক ভিক্ষু; যেই আবাসে থাকবে তথায় অবশ্যই অপরিবাসিক অন্য কোন ভিক্ষু থাকতে হবে, ভিক্ষুহীন অন্য কোন আবাসে যেতে পারবে না। ১২) পরিবাসিক ভিক্ষু স্বনিকায়ের অপরিবাসিক ভিক্ষুর সাথেই অবস্থান করতে হবে, ভিন্ন নিকায়ে কোন বিহার বা ভিক্ষুর সাথে, এমন কি স্বনিকায়ের উৎক্ষিপ্তদণ্ড প্রাপ্ত কোন ভিক্ষুর সাথেও অবস্থান করতে পারবে না। ১৩) পরিবাসিক ভিক্ষু অদণ্ডিত ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, অদণ্ডিত ভিক্ষুকে (কনিষ্ঠ হলেও) দেখামাত্র আসন হতে গাত্রোত্থান করতে হবে, তাঁকে আসন প্রদান করতে হবে, অদণ্ডিত ভিক্ষুর চেয়ে নিচু আসনে বসতে হবে, তিনি মাটিতে বসলে নিজেও মাটিতে বসতে হবে, অদণ্ডিতের সাথে সমস্থানে, সমতালে পদচারণা করতে পারবে না। ১৪) পরিবাসিক ভিক্ষু দুইজন হলে কনিষ্ঠজন জ্যেষ্ঠের সাথে একই

ছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না এবং পূর্ব নিয়ম মতে সমআসনে বসতে পারবে না, সমস্থানে সমপদক্ষেপে চংক্রমণ করতে পারবে না। ১৫) পরিবাসিক ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুর সাথেও পূর্বোক্ত মতে আচরণ করতে হবে। ১৬) একই নিয়মে আচরণ ও ব্যবহার করতে হবে পরিবাসিক ও মূলেপ্রতিকর্ষণকারী ভিক্ষুকে মানত্ত প্রাপ্ত ভিক্ষুর সাথে, মানত্তচারিক ভিক্ষুর সাথে এবং আহ্বান প্রাপ্ত ভিক্ষুর সাথে। ১৭) যদি পরিবাসিকসহ অদণ্ডিত চারজন একত্রিত হয়ে অন্য কোন ভিক্ষুকে পরিবাস দান করেন, মানত্ত দান করেন অথবা বিংশতি জনের একজন হয়ে অন্যের আহ্বানকর্ম সম্পাদন করেন, তাহলে এ সমস্ত সবই অকর্মে (ন্যায়বিরুদ্ধ) পরিণত হবে। এমন কর্ম করা কিছুতেই উচিত নহে।

পরিবাসিক সম্পর্কিত অপরাপর বিষয় সমূহ হলো–

ক) পরিবাসে রাত্রি গণনা কিভাবে করতে হয়? অর্থাৎ যতদিন পরিবাস করতে হবে ততদিনের মধ্যে কবে কয়দিন অক্ষুন্নভাবে পরিবাস রক্ষা করা সম্ভব হলো, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কিভাবে? এ প্রশ্নে ভগবান আয়ুষ্মান উপালি থেরোকে বললেন, হে উপালি! পরিবাসিক ভিক্ষুর তিনটি কারণে রাত্রিচ্ছেদ হয় (অর্থাৎ পরিবাস দিবস নষ্ট হয়)। তা কি কি? ১) যদি কারো সঙ্গে একই ছাদে বাস করে, ২) যদি পাকতত্ত (অদণ্ডিত) ভিক্ষুহীন হয়ে একাকী বাস করে, ৩) যদি আরোচনা (নিজের পরিবাস উপস্থিত জনকে জ্ঞাতকরণ) না করে।

খ) কিভাবে কারণে পরিবাস নিক্ষেপ বা স্থগিত করতে হয়? এ প্রসঙ্গে ভগবান বলেন, পারিবাসিক ভিক্ষু আছে, এমন স্থানে যদি বহু ভিক্ষুর সমাবেশ বা আনাগোনার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন অরুণোদয়ের সাথে সাথে অথবা যেই মুহূর্তে তেমন সম্ভাবনা দেখা যায় সেই মুহূর্তে, অন্য কোন পারিবাসিক অথবা পরিবার নিক্ষিপ্ত ভিক্ষুর হস্তপাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে পদাগ্রে ভার রেখে হাতজোড় করে তখন এভাবে তিনবার বলতে হয়–

“আমি পরিবাস নিক্ষেপ করছি, ব্রত নিক্ষেপ করছি।”

(গ) কিভাবে সমাধান বা ব্রত গ্রহণ করতে হয়? এ প্রসঙ্গে ভগবান পরিবাসিক ভিক্ষুকে বলেন, হে ভিক্ষুগণ! যদি দেখা যায় অপরিবাসিক ভিক্ষুর অভাব হলে, তখন তোমরা কোন অপরিবাসিক ভিক্ষুর হস্তপাশে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে পদাগ্রে ভার রেখে বসে হাতজোড় করে তিনবার বলবে,–

"আমি পরবিাস গ্রহণ করছি, ব্রত গ্রহণ করছি।"

(ঘ) মূলেপ্রতিকর্ষণ কাকে বলে? প্রতিকর্ষণ প্রাপ্ত ভিক্ষুর কর্তব্য কি?

যদি কোন ভিক্ষু পরিবাসিক অবস্থায় কয়েকদিন ব্রত পালনের পর ব্রত অনিক্ষিপ্ত অবস্থায় পুনঃ সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ করে থাকে, সেই ভিক্ষুর এতদিন ধরে পালন করা সমস্ত ব্রত নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাকে পুনঃ প্রথম থেকে নতুনভাবে পরিবারব্রত গ্রহণ ও পালন শুরু করতে হয়। এভাবে শুরু করাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ বলে। মূলেপ্রতিকর্ষণকারী ভিক্ষুকে পূর্ব সংকল্পিত পরিবাস যদি সাত দিনের জন্যে হয়, তার সাথে শেষে করা অপরাধটিও যোগ করে মোট আটদিন পরিবাস পালন করতে হয়। বিনয় অট্ঠকথা সামন্তপাসাদিকা মতে ইহাই বিধান। দন্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুর জন্যে উল্লেখিত চুরানব্বইটি নিষেধাজ্ঞা পরিবাস গ্রহণকারী ভিক্ষুকে পালন করতে হবে।

(ঙ) মানত্বব্রত এবং মানত্বচারিক কাকে বলে? মানত্বচারিকের কর্তব্য কি?

পরিবাসদণ্ডে ব্রত পরিশুদ্ধভাবে সমাধানকারী ভিক্ষুর দণ্ডমুক্তির জন্যে পরবর্তী আরো দু'টি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ব্রত পালন করতে হয়, তাহলো ছয়দিনের জন্যে মানত্বব্রত এবং পরবর্তী দায়িত্ব 'আহ্বান কর্ম'। তন্মধ্যে তাকেই বলে, যেই ভিক্ষু পরিশুদ্ধভাবে তাঁর পারিবাসিকব্রত পালনে সক্ষম হয়ে মানত্বব্রত গ্রহণের উপযুক্ততা অর্জন করেছেন। আর সেই ভিক্ষু সঙ্ঘ হতে মানত্বব্রত গ্রহণের পর অবিচ্ছিন্নভাবে ছয় দিবা-রাত্রি মানত্ব পালন করতে হয়। এমন অবস্থায় সেই ভিক্ষুকে বলা হয় মানত্বচারিক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পরিবারব্রত সঙ্ঘের নিকটে গ্রহণ করে, নিক্ষেপের সময়ে একজন ভিক্ষুর নিকটে উপস্থিত হয়েও

নিক্ষেপ এবং পুনঃ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু মানত্ব সঙ্ঘের নিকটেই গ্রহণ ও নিক্ষেপ করতে হতে হয়; কোন অবস্থাতেই চারজনের কম ভিক্ষুর নিকটে নিক্ষেপ ও গ্রহণ করা চলে না।

পরিবাসিক ভিক্ষুর যা দায়িত্ব কর্তব্য, মানত্বচারিকের দায়িত্ব কর্তব্য ও তদনুরূপ।

(চ) আহ্বানকর্ম কি? এই আহ্বানকর্মের বিধি–বিধান কি?

মানত্বব্রত যথাযথভাবে সমাপ্ত করার পর সুযোগ মতো বিশজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে পরিবারব্রতের 'আহ্বান' নামক এই চুড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠান করতে হয়। পরিবাসিকব্রত পালনকারী কোন ভিক্ষু এই বিশজনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না এবং পরিবারদন্ডে দন্ডিত ভিক্ষুর দন্ড প্রত্যাহার করে তাকে সঙ্ঘে আহ্বান করতে বিশজনের চেয়ে একজনও কম হতে পারবে না। এ সকল বিধি–বিধান নিখুঁতভাবে পালন করলে, উপস্থিত বিশজন ভিক্ষুর মাধ্যমে পরিবারব্রত পালনকারী ভিক্ষুকে পুনঃ সঙ্ঘ কর্তৃক যাবতীয় সাঙ্ঘিককর্মে দায়িত্বশীল হওয়ার এবং সঙ্ঘ সভ্যের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে বা সঙ্ঘভূক্ত হতে 'আহ্বান' নামক এই বিনয় সম্পাদন করা হয়। তাই সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ মুক্তির এই চুড়ান্ত পর্বকে 'আহ্বান' বলা হয়েছে।

শুক্রপাতের জন্যে পরিবাসের বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

(ছ) কোন ভিক্ষু যদি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে, তাকে সেই রাত্রি অতিক্রান্ত না হতেই তা অন্য কোন ভিক্ষুকে আপত্তি দেশনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। ইহাকে অগুপ্ত আপত্তি বলা হয়। অন্যথায় এভাবে প্রকাশ না করে যত রাত্রি অতিক্রান্ত হবে ততটি রাত্রি গণনা পূর্বক ততদিনের জন্যেই পরিবাসব্রত পালন করতে হয়।

অগুপ্ত আপত্তিসম্পন্ন ভিক্ষুকে কিন্তু, কোন পরিবাস পালন করতে হয় না। তিনি শুধুমাত্র সঙ্ঘের নিকটে ছয় রাত্রির মানত্বব্রত গ্রহণ ও পালন করলেই শুক্রপাত জনিত সঙ্ঘাদিসেস আপত্তি হতে মুক্ত হতে পারেন।

(জ) বহুদিবস যাবত গোপন রাখা বহু প্রকারের সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ করা প্রসঙ্গেঃ

বুদ্ধের সময়ে কোন ভিক্ষু তেরো প্রকার সঙ্ঘাদিসেস আপত্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি করেছিলেন; তন্মধ্যে কোন অপরাধ একদিন অপ্রকাশিত (প্রতিচ্ছন্ন), কোন কোন অপরাধ দুইদিন, কোন অপরাধ তিনদিন, কোন অপরাধ চারদিন, কোন অপরাধ পাঁচদিন, কোন অপরাধ ছয়দিন, কোন অপরাধ সাতদিন, কোন অপরাধ আটদিন, কোন অপরাধ নয়দিন, কোন অপরাধ দশদিন অপ্রকাশিত ছিল।

ভিক্ষুরা ভগবানকে বিষয়টি জ্ঞাত করালে ভগবান বললেন, "ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ সেই ভিক্ষুকে সেই অপরাধ সমূহের মধ্যে যেই অপরাধ দশদিন পর্যন্ত প্রতিচ্ছন্ন ছিল তজ্জন্য 'অগ্‌ঘ সমবধান পরিবাস' প্রদান করুক।"

ভগবানের এই নির্দেশের মাধ্যমে বুঝা যায়, বহুর মধ্যে যেই অপরাধটি সর্বাপেক্ষা অধিকদিন অপ্রকাশিত থাকবে সেই অপরাধটির জন্যেই সর্বাগ্রে পরিবাসব্রত পালন করতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অপরাপর ভিন্নতর অপরাধ সমূহের জন্যে পৃথকভাবে ব্রত পালন করতে হবে।

(ঝ) যদি কোন ভিক্ষু দুইটি অপরাধ করে থাকেন, তন্মধ্যে একটি অপরাধ কতদিন অপ্রকাশিত রেখেছেন তা মনে থাকে এবং অপর অপরাধ কতদিন গুপ্ত সে সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত না হলেও প্রথমটির জন্যে পৃথকভাবে পরিবাসব্রত গ্রহণ করতে পারেন। পরিবাস চলাকালে অপরটির বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হলে সেই অনুসারে দ্বিতীয়বার পরিবাস গ্রহণ ও পালন করতে পারবেন। ইহাকে 'মিস্‌সক সমোদান পরিবাস বলে।

(ঞ) যদি কোন ভিক্ষু অপ্রকাশিত দুইটি অপরাধ করে থাকেন তন্মধ্যে একটি জ্ঞাতসারে এবং অপরটি অজ্ঞাতসারে গোপন (প্রতিচ্ছন্ন) হয়ে থাকে; তাহলে যেটি জ্ঞাতসারে গুপ্ত কেবল তার জন্যে পরিবাস দান করে, অপরটির জন্যে শুধু মানত্ব দান করতে হবে।

অপ্রকাশিত দুই অপরাধের মধ্যে একটির গোপন বিষয়ে সন্দেহমুক্ত এবং অপরাধটির বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হলেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য।

(ট) যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিসেস অপরাধ করে থাকেন, কিন্তু তার সংখ্যাও মনে থাকে না, কোনটি কত রাত্রি অপ্রকাশিত তাও মনে থাকে না; এমন ভিক্ষু মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবেন অন্ততপক্ষে কতদিন তার পরিবাস পালন করলে ভালো হয়। সেই অনুসারে সেই ভিক্ষু সংঘ হতে যেই পরিবাস প্রার্থনা করবেন তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস বলে।

কোন ধরণের অপরাধীকে 'সুদ্ধান্ত পরিবাস' দেয়া যায় সে সম্পর্কে চূল্লবর্গপিটকে বলা হয়েছে–

১। যে অপরাধের সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা যার মনে নেই, রাত্রির সংখ্যা যার মনে নেই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে, রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দেয়া যায়।

২। যেই ভিক্ষু অপরাধের সংখ্যা জানে, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা জানে না; অপরাধের সংখ্যা যার মনে আছে, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা মনে নেই; অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে তার সন্দেহ আছে; তেমন ভিক্ষুকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে।

৩। যেই ভিক্ষু কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে না; যার কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিসয় স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যাও স্মরণ নেই; যেজন কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত, কোন কোন অপরাধে সন্দেহমুক্ত নহে, রাত্রি সম্পর্কেও সন্ধিগ্ধ; তেমন ভিক্ষুকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দেয়া যায়।

(ঠ) কোন ভিক্ষু পরিবাস পালনকালে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে গৃহী হলে; পুনঃ সে যদি উপসম্পদা গ্রহণ করে, তখন তাকে পূর্বের করতে পরিবাসের অবশিষ্টগুলো সম্পাদনের জন্যে ব্রত গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে ভিক্ষু পরিবাসরত অবস্থায় (২) উন্মাদ হয়ে গেলে, (৩) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে, (৪) বেদনাভিভূত হয়ে গেলে, (৫) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেলে, (৬) অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত হলে। (৭) মিথ্যাদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু উৎক্ষিপ্ত হলে, সেই ভিক্ষু যদি

পুনঃ ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে তখন পূর্ববিধি মতে পরিবাস পালন করতে হবে। এ প্রজ্ঞো বগবান বলেন–

"ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তের পরিবাস থাকে না। সে যদি পুনঃ সংঘে প্রবিষ্ট হয়, তা হলে তাকে পূর্বের পরিবাসই দান করতে হবে। পূর্বে যেই পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থই হয়েছে, যতদিন সে পরিবাস পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে অবশিষ্ট সময়ের জন্যেই পরিবাস পালন করতে হবে।"

এই পরিবাস সম্পর্কে অত্র চুল্লবর্গ গ্রন্থে আরো বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। পরিবাসব্রত পালনকারীদের জন্যে গৃহীত পরিবাস অন্তরায়মুক্ত করতেই অত্র ভূমিকায় এই সার সংক্ষেপ দেয়া হলো।

৪–শমথস্কন্ধ

এখানে শমথ বলতে ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পরে ভুল বুঝাবুঝির কারণে কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হলে, সেই অশান্তি, উপদ্রব, দলভেদ মতভেদকে সাম্য করা, শান্ত করা সমাধা দেয়া বুঝায়। অত্র চূল্লবর্গের শমথস্কন্ধে এ সকল বিষয়ে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে। এ জাতীয় বিচার মীমাংসায় সাতটি পদ্ধতির কথা ভিক্ষু প্রতিমোক্ষে উল্লেখিত হয়েছে। যথা– (১) সম্মুখ বিনয়, (২) স্মৃতি বিনয়, (৩) অমূঢ় বিনয়, (৪) শপথ (পটিঞ্ঞাযা) করানো, (৫) অধিকাংশের মতানুসারে (যেভূয্যাসিকা), (৬) নিন্দা দ্বারা (তৎপাপীয়াসিক) এবং (৭) তৃণাচ্ছাদন দ্বারা। কি কি কারণে ও কি কি প্রকারে এসকল বিচার মীমাংসা করতে হবে তা চূল্লবর্গের শমথস্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

অধিকরণ বলতে অভিযোগ বুঝায়। অভিযোগ সমূহ চার ভাগে শ্রেণীবন্ধ করা হয়েছে। যথা– (১) বিবাদ অধিকরণ, (২) অনুবাদ অধিকরণ, (৩) আপত্তি অধিকরণ এবং (৫) কৃত্য অধিকরণ। এ সকল অভিযোগ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে শমথস্কন্ধের অধিকরণ পরিচ্ছেদে।

৫–ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধ

ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধের আলোচ্য বিষয়সমূহ সঙ্ঘাদিসেস অপরাধের ন্যায় গুরুতর নহে। এসকল অপরাধ হতে মুক্ত হতে এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর নিকট স্বীয় দোষ প্রকাশ পূর্বক 'আপত্তি দেশনা' এবং তদনুযায়ী আচরণ করলেই হয়ে যায়। চূল্লবর্গের আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভিক্ষুত্ব ধ্বংস হয়ে যায় তথা পারাজিকা হয়, এমন কোন বিষয় এ গ্রন্থের আওতায় আলোচিত হয়নি বা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যে সকল অপরাধ করলে ভিক্ষুত্ব থাকে বটে, কিন্তু তিনি দুঃশীল ভিক্ষুরূপে দুর্গন্ধ বিষাক্ত জীবন-যাপন করেন সেই দুর্গন্ধ-বিষাক্ত জীবনকে শীলবিশুদ্ধি দ্বারা সুরভিত, নির্মল জীবনে পরিণত করাই অত্র চূল্লবর্গ গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়গুলোর মূল লক্ষ্য।

তাই অত্র ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধে আলোচ্য আপত্তি দেশনাগামী বিষয় সমূহ শীলবিশুদ্ধিকামী প্রতিটি ভিক্ষুর অবশ্য প্রতিপাল্যরূপে বিবেচিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এ স্কন্ধে আলোচ্য বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে একজন শীলবিশুদ্ধিকামী ভিক্ষু স্নানের সময় কিভাবে স্নান করবেন, কিভাবে মাথার চুল রাখবেন; চিরুনী, দর্পন (মুখ দেখার আয়না) ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন কি না; বিছানায় লেপ, বালিশ এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন কি না; ভিক্ষুরা উৎসব-পাঠন-মেলা ইত্যাদি জাতীয় জনসমাগমে যেতে পারবেন কি-না, কোন নাচ-গান-বাদ্য-বাজনা করতে ও উপভোগ করতে পারবেন কি-না; বহু মূল্যের এবং বহির্মুখি আঁশযুক্ত বক্ষচাদর (উর্না) ভিক্ষুরা ব্যবহার করতে পারবেন কি-না, ভিক্ষুদের আম খাওয়ার নিয়ম কি; সর্প হতে রক্ষার উপায় কি, ভিক্ষুরা লিঙ্গাচ্ছেদ করতে পারেন কি-না, কোন্ ধরণের ভিক্ষাপাত্র ভিক্ষুদের পক্ষে ব্যবহার যোগ্য এবং পাত্র কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়; পাত্রে বা দেয়ালে বা অন্যত্র ভিক্ষুরা কোন শ্রেণীর চিত্রকর্ম করতে পারেন; ভিক্ষুদের ব্যবহার্য চীবর (বস্ত্র) কেমন হওয়া উচিত, এ সকল চীবর তৈরীর বিষয় কি; ভিক্ষুরা কোন্ ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন; ভিক্ষুদের পক্ষে কোন্ ধরণের বিহার (গৃহ) তৈরী করা বিধেয়, চংক্রমণঘর, স্নানাগার, মলমূত্র ত্যাগ, অগ্নিশালা, ভোজনশালা, আবাস-

কক্ষ জলাধার ইত্যাদি ভিক্ষুদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্য এবং বিহারাদি সাংঘিক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার্য দ্রব্যগুলোর ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয় নিয়ে বুদ্ধ তথাগত বহুসংখ্যক বিধি–বিধান প্রজ্ঞাপিত করেছেন। অপরদিকে কোন্ দ্রব্যটি ভিক্ষুদের পক্ষে ব্যবহার যোগ্য, কোন্ দ্রব্যটি অযোগ্য এসকল বিষয়েও ভগবান সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। চূল্লবর্গ গ্রন্থের ক্ষুদ্রবস্তুস্কন্ধে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যে সকল বিধি–বিধান তা লঙ্ঘনকারী ভিক্ষু প্রত্যেকটি অপরাধের জন্যে 'দুক্খট' নামক আপত্তিগ্রস্ত হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই 'দুক্খট' আপত্তিকে ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়, পাচিত্তিয় পটিদেসনীয় এবং সেখিয় এই চার শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে। 'খুদ্দকবত্থু' স্কন্ধে উল্লেখিত বিষয়সমূহ অনুধাবন করলে 'মহাপরিনির্বাণ' সূত্রে বর্ণিত অন্তিম শয্যায় শায়িত মহাকারুণিক বুদ্ধের উক্তিটি মনে পড়ে– হে আনন্দ! সংঘ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ পরিবর্তন করতে পারবে। মূলতঃ 'দুক্খট' আপত্তি পর্যায়ভূক্ত শিক্ষাপদসমূহের বিষয়গুলো স্থান–কাল–পাত্র ভেদে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে বুদ্ধ শাসনকে সচল প্রাণবন্ত এবং উর্ধগামী রাখা যায়। তবে এক্ষেত্রে ধর্মসম্মত ন্যায়ানুকূল জীবি, ধর্ম–বিনয় গারবী ও পিটক অভিজ্ঞ ভিক্ষুসঙ্ঘের ঐক্যমত্যের সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রয়োজন।

৬– শয়নাসন–স্কন্ধ

এই স্কন্ধে দেখা যায়, দায়ক কর্তৃক সংঘের জন্যে অথবা কোন বিশেষ ভিক্ষুর জন্যে বিহার তৈরী করতে গেলে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে; বিহার নির্মাণে ব্যবহৃত দরজা, জানালা, ছাদ এমনকি বিহারের কক্ষসমূহে ব্যবহৃত মঞ্চ–আসনগুলো কেমন হবে; বিহারের আস্তর, চূর্ণকর্ম, চিত্র–লতাদি সজ্জাকর্ম কেমন হবে; ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন। দেখা যায় এখানে ভিক্ষু নিবাসগুলোকে বিহার, পরিবেণ ও আরাম এই তিন পৃথক নামে আখ্যায়িত করলেও এগুলোর পৃথক বৈশিষ্টের কোন উল্লেখ নেই। তবে, আমার ধারণা মতে, 'পরিবেণ' বলতে যেই প্রতিষ্ঠানে ভিক্ষু–শ্রমণকে ধর্ম–বিনয় শিক্ষা দেয়

হয় এবং 'আরাম' বলতে যেই প্রতিষ্ঠানে পরিবেণের ন্যায় বহুসংখ্যক ভিক্ষু-শ্রমণের অবস্থান থাকে বটে, কিন্তু আচার্যের অধীনে ধর্ম-বিনয়ের উপর কোন প্রকার শিক্ষা গবেষণা কর্ম চলে না। অপরদিকে 'বিহার' বলতে পরিবেণ ও আরামে ভিক্ষু-শ্রমণের থাকার জন্য বারান্দাযুক্ত যেই শয়নকক্ষ তৈরী করা হয় সেই আবাসিক গৃহকে 'বিহার' বলে।

এই শয়নাসন স্কন্ধে 'তিত্তির জাতকের' উপমায় তথাগত বুদ্ধ বিনয়নীতি প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন এই বলে-

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, কৃতাঞ্জলি, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন প্রদান করবে।"

ভিক্ষুগণ! সংঘের দ্রব্য-সামগ্রীতে জ্যেষ্ঠানুক্রমে প্রতিবন্ধকতা জন্মাতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধকতা জন্মাবে তার 'দুক্খট' অপরাধ হবে।"

কে জ্যেষ্ঠ, কে বন্দনীয়, এ প্রসঙ্গে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ! পশ্চাত উপসম্পন্নের নিকটে পূর্ব উপসম্পন্ন বন্দনীয়, নানাসংবাসক (ভিন্ন নিকায়ভুক্ত) বৃদ্ধতম ধর্মবাদী ভিক্ষু বন্দনীয় এবং সদেব, মার, ব্রহ্ম ও মনুষ্যলোকে তথাগত অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধই বন্দনীয়।'

ভিক্ষুগণ! এই এগারো জন বন্দনার অযোগ্য- ১) পূর্ব উপসম্পন্ন কর্তৃক পশ্চাদ উপসম্পন্ন, ২) উপসম্পন্নের নিকটে অনুপসম্পন্ন, ৩) নানাসংবাসক (ভিন্ন নিকায়ভুক্ত) ভিক্ষুর মধ্যে ধর্মবাদী প্রবীণ ভিক্ষু ব্যতীত অন্যরা, ৪) উপসম্পদায় জ্যেষ্ঠ হলেও যদি অধর্মবাদী হয়, ৫) উপসম্পন্নের নিকটে নারীজাতি (ভিক্ষুণী হলেও), ৬) পণ্ডক, ৭) পরিবাসব্রত পালনরত, ৮) মূলেপ্রতিকর্ষণ কৃত, ৯) মানত্ব গ্রহণ, ১০) মানত্ব ব্রতরত এবং ১১) আহ্বান পূর্ব ভিক্ষু অবন্দনীয় হয়।

গৃহীঘরে আমন্ত্রিত হয়ে কোন ধরণের শয়নাসন ভিক্ষুরা ব্যবহার করতেন, এ প্রসঙ্গে ভগবান বললেন-

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, অসন্ধি, পালংক ও তুলিক (তুলারগদিযুক্ত) এই তিনটি ব্যতীত অপর যে কোন শয্যায় বসবে কিন্তু শয়ন করবে না।

'ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, গৃহী ব্যবহৃত আসনে বসবে, কিন্তু সামান্য রোগের কারণে এই অগ্রাধিকার দাবী অগ্রাহ্য হবে।

কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে আপন ইচ্ছামতো সাংঘিক বিহার হতে বের করে দিতে পারবে না। সংঘ কর্তৃক মনোনীত শয়নাসন ব্যবস্থাপক ভিক্ষুকর্তৃক কোন ভিক্ষু ধর্মবিনয় বিরুদ্ধ আচরণকারী হলেও বিহার হতে বের করে দিতে পারবে না। শিক্ষাপদ ত্যাগী বা উপসম্পদা বর্জিত ভিক্ষুকেই কেবল সাংঘিক বিহার হতে বহিস্কার করতে পারেন। অন্য কোন কারণে সংঘ আরোপতি দণ্ডবিধানই অনুসরণ করতে হয়।

শয়নাসন গ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, শয়নাসন গ্রহণ তিন প্রকার। যথা– (১) আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর দিবস প্রথম শয়নাসন গ্রহণ করতে হয়, (২) আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে পশ্চাত শয়নাসন গ্রহণ করতে হয়, এবং (৩) প্রবারণা বা আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস হতে পরবর্তী বর্ষাবাসের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তৃতীয় শয়নাসন গ্রহণ করতে হয়। একজন ভিক্ষু এক সাথে দু'টি শয়নাসন দখল করে রাখতে পারে না, এবং যে শয়নাসনটি গ্রহণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র বর্ষাঋতুর তিন মাসই নিজ অধিকারে রাখতে পারবে। অবশিষ্ট ঋতু নিজ অধিকারে থাকবে না। ইহাই সাংঘিক বিহারের আবাসিক নিয়ম।

শিক্ষাদান করার সময়ে আসন গ্রহণের বিধান হলো, শিক্ষার্থি উপসম্পদায় জ্যেষ্ঠ হলেও শিক্ষা দাতার সমআসন অথবা নিম্নাসনে উপবেশন করবে। সমআসন লাভের ক্ষেত্রে দুই বা তিন বর্ষা প্রাপ্তগণ একই আসনে বসা যাবে। আবার অন্য সময়ে পণ্ডক (নপুংসক), নারী এবং উভয়লিঙ্গা এই তিন ব্যতীত যে কোন প্রাণী সাথে দীর্ঘ আসনে (কমপক্ষে তিনজন বসতে পারে) বসলেও উপসম্পন্নের পক্ষে দোষাবহ নহে।

বিবিধ প্রকার মহার্ঘ শয়নাসন ব্যবহারের বিধি নিয়ম হলো– আসন্দির (উঁচু পায়াযুক্ত খাট) পদচ্ছেদন করে, পালংকে হিংস্রজন্তুর চিহ্ন ভেঙ্গে দিয়ে, তুলার গদিযুক্ত আসনের তুলা ফেলে দিয়ে সেই শয়নাসন ব্যবহার করতে হবে।

সাংঘিক বিহারের কোন কোন দ্রব্য ব্যক্তিগত ব্যবহারে বিভাগ করা যায় না? এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– (১) আরাম ও বিহার এবং (২) তাদের ভূমি, (৩) মঞ্চ, চেয়ার, গদি, বালিশ, (৪) লৌহ, লৌহজাত কলসীসহ অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য, (৫) লতা, বাঁশ, তক্তা, বর্বতৃণা, মৃত্তিকা, কাঠেরভাণ্ড, এবং মৃত্তিকাভাণ্ড।

দ্রব্য পরিবর্তন বিনিময় সম্পর্কে বলা হয়েছে–সংঘের উপযোগী সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে মহার্ঘ–কম্বল, মহার্ঘ–যান–বস্ত্রাদি পরিবর্তন করা যাবে, কিন্তু অপরাপর দ্রব্য বিকল্প উপায়ে ব্যবহার করতে হবে, যেমন, বাঘ, ভল্লুকের চামড়াজাতীয় দ্রব্যগুলোকে পাপোষে পরিণত করে ব্যবহার করতে হবে।

অধৌতপদে,সিক্তপদে এবং সেন্ডেল পায়ে শয়নাসনে আরোহণ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হবে। মাঝে, দেয়ালগাত্রে থুথু নিক্ষেপ করলে, মঞ্চ বা চেয়ার খঁটি দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে মসৃণ দেয়ালগাত্রে রেখাপাত করলে বা হেলান দিয়ে বিবর্ণ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

শয়নাসনস্কন্ধে অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে সংঘকর্তৃক নিরপেক্ষ মন–মানসিকতাসম্পন্ন ভিক্ষুকে, সংঘকর্তৃক নিমন্ত্রণ বন্টনকারক, শয়নাসন বন্টনকারক, ফল বন্টনকারক, খাদ্য বন্টনকারক এবং স্বল্পমাত্র বিসর্জক নির্বাচনের বিধান উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভাণ্ডারে দ্রব্যস্বল্পতায় স্বল্প বসর্জক কর্তৃক একজনকে সূঁচ দিলে, অপরজনকে কটিবন্ধনী এভাবে বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বস্ত্রগ্রাহক, পাত্রগ্রাহক, আরাম পরিদর্শক, শ্রমণ পরিদর্শক ইত্যাদিও সংঘকর্তৃক মনোনয়নের কথা উল্লেখ আছে।

দেবদত্তদের প্রব্রজ্যা অধ্যায়

চূল্লবর্গে দেবদত্ত প্রমুখ শাক্যপুত্রগণের প্রব্রজ্যা পর্বটির সংযোজন অনেকাংশে ঐতিহাসিক কাহিনীবহুল হলেও এজগতে যিনি গুরু, শিক্ষক বা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন তাদের চরিত্র বিচার সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। এখানে পাঁচ প্রকার গুরুচরিত্রের কথা বলা হয়েছে। যথা– (১) কোন কোন গুরু নিজে অপরিশুদ্ধ–শীলসম্পন্ন হয়ে, শিষ্যদের নিকট থেকে পরিশুদ্ধ–শীলবানরূপে আরক্ষা প্রত্যাশা নিকট করে। অর্থাৎ আমার শিষ্যগণ জনসাধারণে আমার দুঃশীলতা প্রকাশ না করুক।

(২) কোন কোন গুরু নিজে অপরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন হয়ে শিষ্যগণের থেকে পরিশুদ্ধজীবিরূপে আরক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৩) কোন কোন গুরু নিজে অপরিশুদ্ধ–ধর্মদেশক হয়ে শিষ্যগণের থেকে পরিশুদ্ধ–ধর্মদেশকের আরক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৪) কোন কোন গুরু নিজে অপরিশুদ্ধ–ভবিষ্যদ্বাণীকারক হয়ে শিষ্যগণের কাছে পরিশুদ্ধ–ভবিষ্যদ্বাণীকারকের আরক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৫) কোন কোন গুরু নিজে অপরিশুদ্ধ–জ্ঞানদর্শনকারী হয়ে শিষ্যগণের কাছে পরিশুদ্ধ–জ্ঞানদর্শনকারীরূপে আরক্ষা প্রত্যাশা করে। কিন্তু সত্যিকার গুরু বা নেতৃত্বগুণের অধিকারীগণ উপরোক্ত গুণাবলীর যথার্থ অধিকারী হয়েই শিষ্যদের নিকটে তদনুরূপ আরক্ষা প্রত্যাশী হয়ে থাকেন। দেবদত্ত এসকল গুণে গুণান্বিত নহে। অশ্বতরী (খচ্চরী) যেভাবে স্বীয়মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতেই গর্ভধারণ করে, কদলীবৃক্ষ যেভাবে আপন ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করতেই ফলধারণ করে; একইভাবে দেবদত্ত অজাতশত্রু থেকে লাভ সৎকার উৎপন্ন করতে স্বীয়ঋদ্ধি প্রদর্শন ও তার বিনাশের জন্ম দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভগবান বলেন, এজগতে ত্রিবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত চিত্ত সংশোধন অযোগ্য হয়ে যায়। যথা– (১) পাপ বাসনায় অভিভূত হলে, (২) কুসংসর্গ করলে, এবং (৩) যৎকিঞ্চিত বিশেষত্ব (লাভ সৎকার, যশ–কীর্তি) লাভের দ্বারা অভিভূত হলে।

এ অধ্যায়ে ভদন্ত উপালীর প্রশ্নে সংঘভেদে সম্পর্কে ভগবান বলেন,

(১) এক পক্ষে একজন, অন্যপক্ষে দুইজন এবং চতুর্থজন শ্রোতা হলে, সংঘরাজি (দল ভেদ) হয়, কিন্তু সংগভেদ হয় না।

(২) একপক্ষে দুইজন এবং পঞ্চমজন শ্রোতা হলে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৩) এপক্ষে দুইজন, অন্যপক্ষে তিনজন, এবং ষষ্ঠজন শ্রোতা হলে সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৪) একপক্ষে তিনজন অন্যপক্ষে তিনজন এবং সপ্তমজন শ্রোতা হলেও সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৫) একপক্ষে তিনজন, অন্যপক্ষে চারজন এবং অষ্টমজন শ্রোতা হলেও সংঘরাজি হয়, কিন্তু সংঘভেদ হয় না।

(৬) একপক্ষে চারজন, অন্যপক্ষে চারজন এবং নবমজন শ্রোতা হলে সংঘরাজি হয়; এবং সংঘভেদও হয়।

(৭) কিন্তু, শ্রমণ, শ্রামণেরী উপাসক-উপাসিকারা সংঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম করতে পারে বটে, সংঘভেদ করতে পারে না। এক আবাসে এবং একসীমায় অবস্থিত অপরাধরহিত ভিক্ষুরাই কেবল সংঘভেদ হতে পারে?

কি কি কারণে সংঘভেদ হতে পারে? এ প্রসঙ্গের চূল্লবর্গে আঠারো প্রকার কারণ উল্লেখিত হয়েছে, এবং সংঘভেদ রহিত করতেও এই আঠারো প্রকার অন্যায়মুক্ত হতে হয়। সংঘভেদ দ্বারা যেমন কল্পস্থায়ী পাপকর্ম সম্পাদিত হয়, আবার সেই ভেদগ্রস্ত সংঘকে একতাবন্ধ করতে পারার মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য সম্পদ।

৮-ব্রত-স্কন্ধ

চূল্লবর্গের ব্রত-স্কন্ধে ভিক্ষুজীবন পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যমূলক বিষয়গুলোর উপর বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে, ভগবান বুদ্ধের সংঘ বুদ্ধ আদিষ্ট এসকল দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পূণ্যময় কর্তব্য জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা-গৌরবের সাথে প্রতিপালন করলে, বুদ্ধকর্তৃক প্রশংসিত সেই উত্তম সুখ-শান্তিময় দেব-দুর্লভ সাংঘিক পরিবেশ জন্মদান সম্ভব হবে, সদ্ধর্মও দীর্ঘকাল স্থিত থাকবে। একান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ বৌদ্ধসংঘের এই

দায়িত্ব–কর্তব্য শিক্ষা বিশ্বের নৈতিক শিক্ষার জগতে উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। ব্রতগুলো হলো– আগন্তুক বা অতিথি ভিক্ষু ব্রত, আবাসিক ভিক্ষু ব্রত, গমনকারী ভিক্ষু ব্রত, ভোজন ব্রত, ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারীর ব্রত, অরণ্যবাসী ভিক্ষুর ব্রত, শয়নাসন ব্রত, আচার্য, উপাধ্যায়, অন্তেবাসিক ও সহবিহারীক ব্রত, স্নানাগার, পায়খানা ইত্যাদি ব্রত বিষয়ে আলোচনায় দেখা। ব্রত–স্কন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলো এবং ক্ষুদ্রবস্তু–স্কন্ধে উল্লেখিত বিষয়গুলো একই সদৃশ। তবে ক্ষুদ্রবস্তু–স্কন্ধে আলোচনার বৈশিষ্ট্য এবং ব্রত–স্কন্ধের আলোচনাকে যদি গৃহনির্মাণ বলা হয়, ব্রত–স্কন্ধের আলোচনাকে গৃহের ব্যবহারের সাথে তুলনা করা চলে।

প্রতিমোক্ষ–স্থগতি–স্কন্ধ

এ স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে দেখা যায় ভগবান উপোসথে যোগদান হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ ও অরহতগণ সর্ব অবস্থায় শীলবিশুদ্ধিতে অবস্থান করলেও ধর্ম–বিনয়ের প্রতি গৌরব এবং অনাগত শাসন সদ্ধর্মের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ উপসম্পন্ন মাত্রেই উপোসথাদি বিনয়কর্মে যোগদাকে ভগবান কর্তৃক অনিবার্য কর্তব্য বলে উপদেশ প্রদান করেছেন। তবে যে কারণে এ স্কন্ধকে প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কি কি কারণে প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি শ্রবণ হতে কোন ভিক্ষুকে বহিষ্কার করা যায় সে সম্বন্ধীয় আলোচনা। ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বরামে অবস্থানকালে একদিন এক ছদ্মবেশী ভিক্ষু উপোসথ দিবসে সংঘের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে থাকলো। ভগবান ভিক্ষুটির অপরিশুদ্ধতার কারণে রাতের অন্তিমযাম পর্যন্ত উপোসথ করলেন না। আয়ুষ্মান মহামোগ্গল্যায়ন কর্তৃক তাকে বার বার সংঘ হতে বের হয়ে যেতে বলা সত্ত্বেও না যাওয়ায়, শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের সম্মুখে হতে তাকে হাত ধরে বের করে দিতে হলো, বুদ্ধের নিকট তা খুবই অশোভন প্রতীয়মান হয়। তাই তিনি সঙ্ঘসমক্ষে ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে বুদ্ধ আর উপোসথে যোগ দেবেন না, সংঘই উপোসথ পরিচালনা করবেন। সেদিন সেই অপরাধীর কারণে

প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি হয়নি বলে তাকে প্রতিমোক্ষ–স্থগিতদিবস বলা হয়েছে। ভগবান এ প্রসঙ্গে বলেন–

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, যে অপরাধী হয়ে প্রতিমোক্ষ শ্রবণ করবে, তার প্রতিমোক্ষস্থগিত (বন্ধ) করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবেই তা স্থগিত করবে–

উপস্থিত উপোসথে (চতুর্দশী) বা পঞ্চদশীতে) সেই ভিক্ষুর উপস্থিতে সংঘসভায় বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অপরাধী। তাই তার প্রতিমোক্ষ স্থগিত করছি। তার উপস্থিতিতে প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি করা চলবে না।" এরূপ বলবে প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি স্থগিত হয়ে থাকে।

কি কি কারণে এই প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি স্থগিত হতে পারে? এ প্রসঙ্গে চূল্লবর্গের এই স্কন্ধে দশটি কারণ উল্লেখিত হয়েছে। যথা– (১) পারাজিক দোষে দোষী ব্যক্তি যেই পরিষদে উপস্থিত থাকে, (২) যেই পরিষদে পারাজিক আপত্তির বিচার চলতে থাকে, (৩) শিক্ষাপদ ত্যাগী ব্যাক্তি যেই পরিষদে উপস্থিত থাকে, (৪) শিক্ষাপদ ত্যাগীর বিচার যেই পরিষদে চলতে থাকে, (৫) ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হলে, (৬) ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনঃ বিচারকামী হলে, ৭) ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা চলতে থাকলে, (৮) কাহারো শীলভ্রতা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হলে, (৯) কাহারো আচারভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত অনুমিত হলে, (১০) কারো দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হলে।

এই দশটি কারণে প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি স্থগিত করা যায়।

এখানে 'আত্মদান' নামে একটি ভিষয়ের উল্লেখ আছে। আপন অপরাধ স্বীকার বা প্রকাশ করে দন্ড গ্রহণের ইচ্ছাকে এই 'আত্মদান' বলা হয়েয়ে। বলা হয়েছে, আত্মদান গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষুকে এরূপ চিন্তা করতে হবে, যেই আত্মদান আমি গ্রহণ করতে চাচ্ছি, এখন তার সময় কি, না অসময়? যদি অসময় বলে মনে হয়, তখন এরূপ আত্মদান গ্রহণ করা উচিত নহে। চূল্লবর্গে ভগবান কর্তৃক আয়ুষ্মান উপালীকে এরূপ সিদ্ধান্ত

প্রদানের কারণে, ইহা স্বতঃ প্রমাণিত হয় যে, কোন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিসেস অপরাধী হয়েও যদি তার দণ্ডগ্রহণে অসময় বলে প্রতীয়মান হয়, তিনি উপযুক্ত সময়ে তার প্রতিকারের মানসিকতা পোষণ করে উপোসথ ও প্রতিমোক্ষ–আবৃত্তি যথানিয়মে অংশগ্রহণে দোষ নেই।

ভিক্ষুণী–স্কন্ধ

চূল্লবর্গের ভিক্ষুণী–স্কন্ধে বুদ্ধের বিমাতা গৌতমীর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ এবং ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও ভিক্ষুণীজীবনে অবশ্য প্রতিপাল্য বিষয়সমূহ উল্লেখিত হয়েছে। বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘে দেখা যায় ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা এবং শরণগমন দ্বারা প্রব্রজ্যা কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদার বিধান বিদ্যমান। প্রব্রজ্যার্থীকে 'এহি ভিক্‌খবে!' বলার সাথে সাথে তিনি পাত্র–চীবরধারী প্রবীণ ভিক্ষুতে পরিণত হতেন, অলৌকিকভাবে। এমাত্র বুদ্ধের নিকটে প্রত্যেক উপসম্পদা লাভীদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে থাকতো। কথা আছে, অতীত জন্মে কোন প্রব্রজ্যার্থীকে বা সংঘক্ষেত্রে অষ্টপরিষ্কার দানের হেতু যাদের আছে, বুদ্ধগণ কেবল তাঁদেরকেই এভাবে ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা একবাক্যে, এ নিয়মে প্রদান করে থাকেন। ইহা রাজকীয়, অভিজাত প্রব্রজ্যা উপসম্পদা। বিনয়ের মহাবর্গে উল্লেখিত আছে, বুদ্ধের সংঘে যখন কোন মহনীয় পরিবারের সন্তান প্রব্রজ্যার্থী হতে আসেন, সেই ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতে হবে অতি গৌরবে সঙ্ঘপ্রধানের হাতে। ইহা জন্মগত সুকর্মের অধিকার বা 'জাতি মহত্বতা'। বিনয়ের এই বিধান ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা লগনে কেমনভাবে অনুশীলিত হলো তা দেখার বিষয়। চূল্লবর্গের ভিক্ষুণী–স্কন্ধে দেখা যায় ভিক্ষুণীসংঘে সর্বপ্রথম প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভকারী ভিক্ষুণী হলেন বুদ্ধের বিমাতা ও দুগ্ধদাত্রী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। সেই গৌতমীকে কোন ঋদ্ধিময় উপসম্পদা দেয়া হয়নি। গৌতমী ঠিক বুদ্ধের ন্যায় রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে নিজেই নিজের মস্তক চুল ছেদন ও কাষায়–বস্ত্র ধারণ করে বুদ্ধে সমীপে বৈশালীর মহাবনে, কুটাগারশালায় উপস্থিত হলেন। আনন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বুদ্ধের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৌতমীকে

তখন প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দেয়া হলো, আটটি বিষয়ে গৌতমীর স্বীকারোক্তি আদায়ের মাধ্যমে। আর রাহুল মাতা যশোধরা প্রমূখ শাক্যরাজকীয় কন্যাদের উপসম্পদা দেয়া হলো ভিক্ষুসংঘ দ্বারা বিনয় কর্মবাক্যের মাধ্যমে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী হতে যেই আটটি স্বীকারোক্তি আদায় করা হলো, তাকে 'অষ্ট গুরুধর্ম' বা কঠিন প্রতিজ্ঞা নামেও অভিহিত করা যায়। চূল্লবর্গের ভিক্ষুণীস্কন্ধে এ বিষয়ে বিশদভাবে জানা যাবে। এই আটটি গুরুধর্ম ভিক্ষুণীদের আজীবন প্রতিপাল্য বিষয়, অলঙ্ঘ্যনীয় বিষয়। সমঅধিকারবাদীদের তীব্র অভিযোগ, এখানে বুদ্ধ কর্তৃক নারীজাতিকে খুবই তুচ্ছতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন, "ভিক্ষুণী শতবছরের উপসম্পন্না হলেও অল্পক্ষণ আগে যেজন উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষু হয়েছেন, সেই ভিক্ষুকে উক্ত ভিক্ষুণী আজীবন বন্দনা ও সম্মান-গৌরব প্রদর্শন করতে হবে।"

নারীজাতির প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এমন নির্দেশ খুবই দৃষ্টিকটু ঠেক্‌টে পারে। কিন্তু, মাতৃজাতির প্রকৃতিগত স্বভাব বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করলে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ মোটেই থাকে না। দেখুন না! একটি পনেরো বছরের কিশোরী ত্রিশ বছরের যুবকের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে না হতেই কত স্বচ্ছন্দে পুরুষটির উপরে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। মাতৃজাতির এই স্বভাব-সুলভ অতি দাম্ভিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ত্রিকালদর্শী মহান বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুণীদের জন্যে এত কঠোর নীতির আদেশ করেছেন। গৃহীজীবনে মাতৃজাতির এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য তেমন ক্ষতিকর নহে, কিন্তু প্রব্রজিত ব্রহ্মচর্যজীবনে তার বিধ্বংসী ব্যাপকতা সুদূর প্রসারী। নারী-পুরুষ এ দুই বিপরীত লিঙ্গ ব্রহ্মচর্যজীবনে পরস্পর হতে যত দূরে থাকতে পারেন ততই মঙ্গল। বুদ্ধের শঙ্খবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যার সঙ্গে নারীজাতির প্রবেশাধিকার কত ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ঘটাতে পারে তৎসম্পর্কে বলতে গিয়ে ভগবানের উক্তি-

"হে আনন্দ! যদি মাতৃজাতির তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি না পেত, তা হলে আনন্দ! এই

ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হতো।........এখন এই ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না, সদ্ধর্ম মাত্র পাঁচশ বছর পর্যন্ত নির্মল থাকবে।"

১১–পঞ্চশতিক–স্কন্ধ

চূল্লবর্গের পঞ্চশতিক স্কন্ধে বুদ্ধ পরিনির্বাণ পরবর্তী প্রথম ধর্মসঙ্গায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় বুদ্ধের পরিনির্বাণ সংবাদ আয়ুষ্মান মহাকস্যপ পাবায় অবস্থাকালে এক আজীবক হতে জিজ্ঞাসা করে পেয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর শিষ্যসংঘে অবস্থিত বুদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের স্বেচ্ছাচারী অভিলাষই শংকিত করে তুলেছিল বুদ্ধের শিক্ষা উপদেশের ভবিষ্যত নিয়ে। তাই, যত সহসা সম্ভব, বুদ্ধবাণীর সংরক্ষণ প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে প্রথম ধর্মসঙ্গায়ন রাজগৃহে অনুষ্ঠিত হয় মহাকস্যপ, উপালী এবং আনন্দ থেরো প্রমুখের নেতৃত্বে, মহারাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায়।

প্রথম ধর্মসঙ্গায়নে সর্বপ্রথম বিনয় বিষয়ে বুদ্ধ–নির্দেশগুলো সংগ্রহ করা হয়, বুদ্ধ প্রশংসিত বিনয় শ্রেষ্ঠ উপালী থেরোর মাধ্রমে। চূল্লবর্গের এই পঞ্চশতিক–স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দেখা যায় পারাজিকা অপরাধ চতুষ্টয়ের বিষয়ে এবং বিভঙ্গ (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষ) সম্পর্কে ইংগীত দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ধর্মভাণ্ডাগারিক বুদ্ধসেবক আনন্দ থেরোকে প্রশ্ন করা হয়েছে দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূত্র এবং শ্রামণ্যফল সূত্রসহ পঞ্চনিকায় সম্পর্কে।

পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধ, স্থবির আনন্দকে বলেছিলে, হে আনন্দ! ভিক্ষুসংঘ ইচ্ছা করলে বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করতে পারবে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে বলেননি কোন্ কোন্ শিক্ষাপদ ক্ষুদ্র, এবং ভদন্ত আনন্দও তা জিজ্ঞাসা করে নেননি। সঙ্গায়নকালে তাই এ নিয়ে বির্তক দেখা দিলে বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত সমস্ত শিক্ষাপদই প্রতিপাল্যরূপে গ্রহণ করা হলো। সঙ্গীতিকারকগণের এই সিদ্ধান্তে যুক্তি ছিল, যেহেতু জনগণ জানেন যে, বুদ্ধের শ্রাবকগণের এই নিময়, এই নীতি প্রতিপদা। এখনই তা পরিবর্তন করলে, লোকে বলবে যে, বুদ্ধ নেই হেতু শিষ্যগণ এখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছেন। প্রথম ধর্মসঙ্গায়নে

সংঘের এই সিদ্ধান্ত স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় যথার্থ ছিল কি-না পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হলো। বৌদ্ধসংঘে অতিদ্রুত, অসংখ্য দলউপদলের জন্ম নিয়েছিল মূলতঃ ক্ষুদ্র শিক্ষা সমূহকে ভিত্তি করে। সেদিন বা পরবর্তীকালে সঙ্ঘ যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, যে "বুদ্ধ আদিষ্ট সমস্ত শিক্ষাপদ পিটকে সংগৃহীত থাকবে, সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত থাকবে; কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কোন কোন অবস্থায় ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো সাময়িক ভাবে সঙ্ঘসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিথিল যোগ্য হবে"। এভাবে সে সম্পর্কে উল্লেখ থাকা খুবই প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধ তথাগতের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞপ্তির আনুক্রমিক সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেও আমার এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভিক্ষুজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজানা কোন দেশে একজন ভিক্ষু ধর্ম প্রচারার্থে উপস্থিত হলে, প্রথমে লোকেরা কি করে বুঝবে যে, এই ভিক্ষুরা নিজে রান্না করে খেতে পারে না, এবং অন্যের থেকে চেয়ে নিয়ে খেতে গেলেও অপরাধ হয়? এমন পরিস্থিতিতে প্রথম প্রথম সেই ভিক্ষুকে বিনয়ের কোন কোন শিক্ষাপদ আপাতঃ শিথিল করে আপন জীবনাচারকে অবশ্যই স্থানীয় সকলের নিকটে ক্রমে পরিচিত করে তুলতে হবে। যখন লোকে ভিক্ষুর জীবনাচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন, তখন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষুজীবন অনুশীলনে নিজেকে ফিরে যেতে হবে। বুদ্ধের সংঘ সেদিন এই দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারলে কালের বিবর্তনে বুদ্ধের ধর্ম-বিজয় অভিযান সর্বকালে সর্ব অবস্থায় থাকতো উজ্জ্বল প্রাণবন্ত এবং গতিশীল।

১২-সপ্ত-শতিকা-স্কন্ধ

সপ্ত-শতিক-স্কন্ধে উল্লেখিত বিষয় হলো বৈশালীর বালুকারামে বুদ্ধের প্রধান সেবক আয়ুষ্মান আনন্দ থেরোর সহবিহারী একশত বিশ বছর বয়স্ক বৈশালীর সর্বকামী ভিক্ষুর নেতৃত্বে অরহতবৃন্দ যথা- বৈশালীর আয়ুষ্মান যশকাকাণ্ডক পুত্র, পাবা ও দক্ষিণা পথবাসী ভিক্ষুগণ, সানবাসী অহোগঙ্গা পর্বতে অবস্থানকারী আয়ুষ্মান সম্ভূত, সোরেয়্যবাসী আয়ুষ্মান রেবত, এই মহাথেরীগণের উদ্যোগে দ্বিতীয় মহাধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের

পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে। এই দ্বিতীয় মহাধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠানের প্রধান কারণ ছিল বৈশালীবাসী বৃজিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ কর্তৃক প্রচারিত 'দসবত্থু' নামক দশটি আত্মমতলবী বিষয়। যথা—

(১) সিঙ্গিলোণ কপ্পো ঃ— যে স্থানে লবণের অভাব হবে সেখানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে—গো—মোষাদির শৃঙ্গে লবণ সংরক্ষণ করা।

(২) দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো ঃ— মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিম দুই আঙ্গুল পরিমাণ অতিক্রম করলেও ভোজন করা যাবে।

(৩) গামন্তর কপ্পো ঃ— এক গ্রামসীমায় অমুকদ্রব্য এখন আর ভোজন করবো না এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ভোজন প্রবারিত বলে। ভোজন গ্রহণকালে, এভাবে ভোজন প্রবারিত হলেও অন্য গ্রামসীমায় প্রবেশ করে পুনঃ তা ভোজন করা চলবে।

(৪) আবাস কপ্পো ঃ— এক সীমায় অবস্থিত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথক উপোসথ করা চলবে।

(৫) অনুমতি কপ্পো ঃ— পরে উপস্থিত ভিক্ষুকে জানাবো এই ভেবে, এক সংঘ কর্তৃক বিনয়কর্ম সম্পাদন করা যাবে।

(৬) আচীন কপ্পো ঃ— আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেন, আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেন, এ কারণে আমিও তদনুরূপ করতে পারবো। (এরূপ মত ধর্মসম্মত হলে গ্রহণযোগ্য)।

(৭) অকথিত কপ্পো ঃ— দুধ তার দুগ্ধত্ব ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনো দধিত্ব প্রাপ্ত হয়নি, এমন অবস্থায় তা ভুক্ত—নিবারিত হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্তরূপে পান করা যাবে।

(৮) জলোগ্গিক কপ্পো ঃ— যেই সুরা এইমাত্র চোয়ানো হয়েছে, কিন্তু সুরায় পরিণত হয়নি, তা পান করা যাবে।

(৯) অদসক কপ্পো ঃ— ঝালরযুক্ত বসার আসন ব্যবহার করা যাবে।

(১০) জাত—রূপ—রজত কপ্পো ঃ— স্বর্ণ—রৌপ্য এবং মুদ্রা (টাকা), এসকল গ্রহণ ও ব্যবহার করা যাবে। (সাংঘিক ও প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োজন ব্যতীত, এগুলোর ব্যবহার অবৈধ)।

এ দশ প্রকার নীতি বৈশালরি বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সংঘে প্রবর্তনের অপঃপ্রয়াসকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতির আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয় মহাধর্মসঙ্গীতির আয়োজন ও সঙ্গায়ন পরিচালনায় দেখা যায়, ভিক্ষুদের মধ্যে এই দসবথু বা দশটি মতবাদ নিয়ে তৎকালীন ভিক্ষু দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম দলের নাম 'প্রাচীনক (পূর্বদেশীয়) এবং দ্বিতীয় দলেন নাম পাবেয়্যক (পশ্চিমদেশীয়)। প্রাচীনকদের অভিমত, বুদ্ধগণ পূর্ব জনপদেই উৎপন্ন হয়ে থাকেন; তাই পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণই ধর্মবাদী। পশ্চিম দেশে বুদ্ধগণের আবির্ভাব হয় না, তাই তারা ধর্মবাদী হতে পারেন না। ভিক্ষুগণের মধ্যে এভাবে নানা অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিবাদ এড়ানোর জন্যে সিদ্ধান্ত হলো 'উব্বহিকায়' নামক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কমিটি গঠন করা। তাতে প্রাচীনকপন্থী এবং পাবেয়্যকপন্থী এই দুই গ্রুপের প্রত্যেকটি হতে চারজন করে মনোনীত করা হলো। প্রাচীনক গ্রুপ হতে নেয়া হলো আয়ুষ্মান সর্বকামী, আয়ুষ্মান সাঢ়, আয়ুষ্মান ক্ষুদ্রশোভিয় এবং আয়ুষ্মান বর্ষাভগ্রামিক। অপরদিকে পাবেয়্যক ভিক্ষুগণের পক্ষে রাখলেন আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান সুমন থেরোকে। অজিত নামক দশবর্ষীয় ভিক্ষুকে সংঘের পরিচর্যা ও আসন ব্যবস্থাপনরূপে। দেখা যায় এই দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গায়নে কেবলমাত্র বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরই হয়েছিল এবং শুধুমাত্র দসবথু সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরই হয়েছিল। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আয়ুষ্মান রেবতকে প্রশ্নকারী এবং আয়ুষ্মান সর্বকামীকে উত্তরদানকারী মনোনীত করা হলো। সঙ্গায়নে প্রশ্নোত্তর চলেছে এভাবে–

(১) প্রভু সিঙ্গিলোণ কপ্পো বিহিত কি?

বন্ধু! সিঙ্গিলোণ কপ্পের অর্থ কি? ভন্তে, এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে লবণের অভাব হলে তখন ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে গো-মহিষাদির শিং-এর ভেতরে লবণ সংগ্রহ করে রাখা। বন্ধু! তা উচিত নহে।

ভন্তে! কোথায় তা নিষিদ্ধ হয়েছে?

বন্ধু! শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গ। ভন্তে! ইহা কোন শ্রেণীর অপরাধ? বন্ধু সন্নিধিকারক (সঞ্চয়) ভোজন কথায় তা পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

এভাবে দসবথুর প্রত্যেকটিকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চতুর্থও পঞ্চম বথুকে 'দুক্কট' ৬ষ্ঠ বথুকে বিনয় ও শাস্তার শাসন বহির্ভূত এবং অবশিষ্ট সকল বথুকে পাচিত্তিয় অপরাধ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অন্তিমে বলা হয়;–

মাননীয় সংঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন! সংঘ দসবথুর মীমাংসা করলেন। এই বথু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ, এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। তাই দশম শলাকাও নিক্ষেপ কররাম।"

তখন সর্বকামী থেরো বলেন,–

বন্ধুগণ! এই বিবাদ মীমাংসিত, উপশান্ত, সুউপশান্ত হলো। বন্ধু! আপনি সংঘসভায়ও সেই ভিক্ষুগণের অবগতির জন্যে এই দসবথু সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, (আমি তার সদুত্তর দেবো)।

দ্বিতীয় মহাধর্মসঙ্গীতিতে প্রায় সাতশ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাই এ সঙ্গীতিকে সপ্তশতিকা বলা হয়েছে। এই সপ্তশতিকা সঙ্গায়নের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ এখানে এজন্যেই প্রদত্ত হলো বিবাদ, বির্তক নিরসনে বৌদ্ধ সংঘের অনুপম গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিমিত্ত। বর্তমান ও অনাগত সংঘ ও সমাজ বৌদ্ধসংঘ প্রবর্তিত এই নীতি প্রতিপদা শিক্ষা, গবেষণা ও অনুশীলন করলে তাদের সংঘিক একতা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব হবে।

উপসংহার নিবেদন এই–

চূল্লবর্গের এই নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমার আলোচনায় যদি কোন ত্রুটি–বিচ্যুতি ঘটে তাকে তা আমার জ্ঞান–অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধতা এবং সময় স্বল্পতায়। এজন্যে সর্বান্তকরণে ক্ষমাপ্রার্থী। বিজ্ঞজন ত্রুটি প্রদর্শন করে আমাকে কৃতার্থ করার আবেদন জানাচ্ছি।

চূল্লবর্গের অনুবাদ প্রকাশনায় আমার বন্ধু ভিক্ষু আয়ুষ্মান সৌরজগৎ স্থবির, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগীতার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তাছাড়া আয়ুষ্মান শাসনরক্ষিত থেরো, নির্গন্ঠ তৈরীতে বর্মী হতে বাংলা অক্ষর করে দিয়ে, আয়ুষ্মান বিধূর, চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহারের আয়ুষ্মান প্রিয়রত্ন থেরো প্রমূখ অনেকই মূল অনুবাদক ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথেরোর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা করে এগ্রন্থ প্রকাশনায় সহায়তা করায় সকলের প্রতি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

মূল অনুবাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথেরো মহোদয় রামুর স্বনামধন্য অরুন মহাজনের কলিকাতা নিবাসী সুসন্তান বাবু মন্মত বড়ুয়া এম, এ, মহোদয়ের মাধ্যমে এ গ্রন্থের কিছু অংশের তৃতীয়বার ভাষা শুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই অকৃত্রিম সহায়তার জন্যে সাধুবাদ জানাই।

পরিশেষে পরম পূজ্য আর্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পদতেলে বন্দনা জানিয়ে এ ভূমিকার ইতি টানছি।

২৫৪৬ বুদ্ধবর্ষের ৩০শে পৌষ
১৩ ই জানুয়ারী ২০০৩ খৃষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশনীর দপ্তর হতে

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য বুদ্ধপুত্র, অরহৎ বনভন্তের আবির্ভাবের ফলে এদেশে সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণ সূচীত হয়েছে। পূজ্য বনভন্তের বিরল পুণ্য প্রভাবে রাঙামাটি রাজবন বিহার বৌদ্ধ প্রধান দেশের মতো মহাবিহারের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এবং তাঁকে ঘিরেই পার্বত্য অঞ্চলে অতি সম্প্রতিকালে স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে উঠেছে অনেক শাখা বিহার। তাঁর এই সদ্ধর্ম জাগরণে ফলশ্রুতিতে বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায় কৃমেই ভদন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে প্রব্রজিত জীবন যাপনে উৎসাহিত হয়ে উঠছেন, সদ্ধর্ম অনুশীলনে ব্রতী হয়েছেন। রাজবন বিহার ও অন্যান্য শাখা বিহারে প্রায় তিন শতাধিক ভিক্ষু শ্রামণের তাঁর অনুশাসনে রয়েছেন। ইহা নিঃসন্দেহে সদ্ধর্ম পুনরুত্থানের এক শুভ দিক। এই সদ্ধর্ম পুনরুত্থানকে ভিত্তি করে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার এক মহাপরিকল্পনা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের হৃদয়ে নিত্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি একটি উন্নতমানের অফসেট প্রেস ও শক্তিশালী দক্ষ অনুবাদক, লেখক গোষ্ঠি গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। মদীয় পরম পূজ্য গুরু বনভন্তে মহোদয়ের সেই পরিকল্পিত আশাকে কিঞ্চিৎ পরমিাণ হলেও সার্থক রূপদান কল্পে আমরা অত্র রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ সর্বসম্মতিক্রমে একটি স্থায়ী প্রকাশনা ফান্ড ও স্থায়ী প্রকাশনী গঠন করি। যার নামকরণ করা হয়েছে "বনভন্তে প্রকাশনী"। ত্রিপিটক শাস্ত্রের অন্তর্গত বিনয় পিটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "চূল্লবর্গ" বইটি প্রকাশনা মাধ্যমে আমাদের এই প্রকাশনীর শুভ পদযাত্রা আরম্ভ হল। আমরা আনন্দের সহিত বলতে পারি এই চূল্লবর্গ গ্রন্থটি বনভন্তে প্রকাশনী প্রথম ফসল। কামনা করি, এই প্রকাশনী ক্রমেই সদ্ধর্ম হিতৈষী পূজ্য বনভন্তের আশা ও মহাপরিকল্পনাকে ফুলে ফলে সুশোভিত করুক। একদিন সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ এবং প্রকাশনার মাধ্যমে সদ্ধর্মের শাসনকে বিশ্ব মাঝে চির জাগরুক করে রাখা সম্ভব হবে।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরম পূজ্য বনভন্তে মহোদয়ের নির্দেশ পেয়েই আমরা আলোচ্য গ্রন্থের সফল প্রকাশনার কাজে হাত দিই। চূল্লবর্গ গ্রন্থটির মূল অনুবাদক রামু সীমা বিহারের অধ্যক্ষ পন্ডিত সত্যপ্রিয় মহাস্থবির। এবং বনভন্তের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনীয় স্থানে সংশোধন, সংযোজনের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্ব শান্তি প্যাগোডার অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির। এছাড়া অত্র বিহারে কয়েকজন ভিক্ষুও বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে উক্ত গ্রন্থটি পুস্তাকাকারে বের করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তজ্জন্য প্রকাশনীর পক্ষ হতে আমরা সকলের যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। যে সকল দায়ক দায়িকাগণ আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে আমাদের এই প্রকাশনার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন তাদেরকেও প্রকাশনী পক্ষ হতে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

ইতি

বনভন্তে প্রকাশনী

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

০১। শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
০২। শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন স্থবির
০৩। শ্রীমৎ সৌরজগত ভিক্ষু
০৪। শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত স্থবির
০৫। শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির
০৬। শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রিয় ভিক্ষু
০৭। শ্রীমৎ জ্যোতিসার স্থবির
০৮। শ্রীমৎ দেবানন্দ স্থবির
০৯। শ্রীমৎ ধম্মবোধি ভিক্ষু
১০। শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু
১১। শ্রীমৎ শান্তপ্রিয় ভিক্ষু
১২। শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ ভিক্ষু
১৩। শ্রীমৎ নন্দসিদ্ধি ভিক্ষু
১৪। শ্রীমৎ জ্ঞানরত্ন ভিক্ষু
১৫। শ্রীমৎ রত্নাঙ্কুর ভিক্ষু
১৬। শ্রীমৎ আদিত্য ভিক্ষু
১৭। বাবু মৃত রনেল দেওয়ান
১৮। বাবু কলিন দেওয়ান

সূচীপত্র

চুল্লবর্গ

১– কর্মস্কন্ধ

১– তর্জণীয়কর্ম

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। তর্জণীয়কর্মের প্রাথমিক কথা	০১
(তর্জণীয়কর্মে দণ্ডদানের নিয়ম)	০২
অধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধিবহির্ভূত তর্জণীয়কর্ম)	০৩
ধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধিসম্মত তর্জণীয়কর্ম)	০৪
আকঙ্ক্ষ্যমান ষষ্ঠক (তর্জণীয়কর্মের যোগ্য ব্যক্তি)	০৬
অষ্টাদশ ব্রত (তর্জণীয়কর্মে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য)	০৭
অনুপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ	০৮
উপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ	০৯
নির্যশ–কর্ম	১০
দণ্ডদানের নিয়ম	১১
বিধিবহির্ভূত নির্যশ–দণ্ড	১২
বিধিসম্মত নির্যশ–দণ্ড	১২
নির্যশ–দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি	১২
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য	১৩
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি	১৩
দণ্ড উপশম করার নিয়ম	১৪
প্রব্রাজনীয়কর্ম	১৫
দণ্ড দানের নিয়ম	২৩
বিধিবহির্ভূত প্রব্রাজনীয়কর্ম	২৪
বিধিসম্মত প্রব্রাজনীয়কর্ম	২৪
প্রব্রাজনীয়কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি	২৪
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য	২৭
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি	২৮

বিষয় পৃষ্ঠা
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৩০
দণ্ড উপশম করার নিয়ম ৩০
প্রতিস্মরণীয়কর্ম........................ ৩১
দণ্ড দানের নিয়ম ৩৪
বিধিবহির্ভূত প্রতিস্মরণীয়কর্ম ৩৫
বিধিসম্মত প্রতিস্মরণীয়কর্ম ৩৫
প্রতিস্মরণীয় দণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি ৩৫
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৩৭
অনুদূত দানের নিয়ম ৩৭
দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি ৩৯
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৩৯
দণ্ড উপশম করার নিয়ম ৪০
আপত্তি দর্শন না করায় উৎক্ষেপনীয়কর্ম ৪০
দণ্ড দানের নিয়ম ৪১
বিধিবহির্ভূত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয়কর্ম ৪২
ধর্মসম্মত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয়কর্ম ৪২
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৪৩
দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি ৪৫
দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি ৪৭
দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৪৯
পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে ধর্মতঃ প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব ৫৫
পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ৬ষ্ঠক পর্ব ৫৭
দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি ৬০
দণ্ড রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি ৬০
দণ্ড রহিত করার নিয়ম ৬১

বিষয় পৃষ্ঠা

২– পারিবাসিক–স্কন্ধ

পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য

(১) প্রারম্ভিক কথা ৬৫
পারিবাসিকের ব্রত ৬৭
পরিবাসে গণনীয় এবং অগণনীয় রাত্রি ৭৩
পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করা ৭৩
পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করা ৭৪
মূলেপ্রতিকর্ষণ দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য ৭৪
মানত্ব দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য ৭৫
মানত্বচারিক ভিক্ষুর কর্তব্য ৭৬
আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য ৭৭

৩– সমুচ্চয়–স্কন্ধ

শুক্রপাতের দণ্ড ৭৯
খ– (১) একরাত্রির জন্য পরিবাসব্রত ৮২
ক– (১) ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত ৮৩
ক– (২) আহ্বান ৮৫
গ– (১) দুই ...পাঁচ রাত্রির জন্য পরিবাস ৮৬
(২) পরিবাস পালনকালীন সময়ের মধ্যে পুনঃ সে অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ ঃ ৮৮
(৩) মূলেপ্রতিকর্ষণের পর মানত্ব গ্রহণের আগে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত করণ ঃ ৯০
(৪) তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রির মানত্বব্রত ৯২
(৫) মানত্বব্রত পূরণের সময় পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্ব ৯৪
(৬) মানত্বব্রত পূরণের পর পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় পুনঃ মূলেপ্রতিকর্ষণ করে মানত্ব দান ৯৫
(৭) মানত্বব্রত পূরণ করার পর আহ্বান ৯৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ঘ (১) পক্ষকাল পরিবাস ৯৭

(২) পুনঃ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস ৯৮

(৩) পুনঃ উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস ১০০

(৪) মানত্ব দানের পর পুনরায় সমবধান পরিবাস দান ১০১

(৫) পুনরায় সমবধান পরিবাস ও মানত্ব দান ১০২

(৬) মানত্ব পূরণের পর আহ্বান ১০২

পরিবাস

(১) বহু দিবস গোপিত বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের গোপিত দিবসানুসারে পরিবাস ১০৩

(২) শুদ্ধান্ত পরিবাস ১১৭

(৩) শুদ্ধান্ত পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি ১১৮

(৪) পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি ১১৮

পুনঃ উপসম্পন্নের পূর্ব পরিবাস বহাল

(১) অন্তিম পরিবাস ১১৯

(২) মূলেপ্রতিকর্ষণ........ ১২০

(৩) মানত্ব ১২১

(৪) মানত্বাচরণ ১২১

(৫) আহ্বান ১২২

পরিবাসের সময় অপরাধ করে পুনঃ পরিবাস দান

ক– পরিবাস দান– (১) মূলেপ্রতিকর্ষণ ১২৩

(২) মানত্বের যোগ্য ১২৪

(৩) মানত্বাচারিক ১২৪

(৪) আহ্বান ১২৪

খ– মানত্ব (১) গৃহী হয়ে যায় ১২৫

(২) শ্রামণের হয় ১৩০

বিষয় পৃষ্ঠা

(৩) উন্মাদ হয় ১৩৫

(৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ১৪০

(৫) বেদনার্ত হয় ১৪৫

মূলেপ্রতিকর্ষণে পরিশুদ্ধি ১৫০

(২) শ্রামণের হয় ১৫৪

(৩) পাগল হয় ১৫৫

(৪) বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয় ১৫৫

(৫) বেদনার্ত হয় ১৫৫

খ– মানত্ত (১) গৃহস্থ হয় ১৫৫

গ– মানত্ত পালন ১৫৬

(১) গৃহস্থ হয় ১৫৬

ঘ– আহ্বান যোগ্য

(১) গৃহস্থ হয় ১৫৬

ঙ– পরিমাণ ও অপরিমাণ

(১) গৃহস্থ হয় ১৫৬

চ– দুই ভিক্ষুর অপরাধ ১৫৬

ছ– দুইজন ভিক্ষুর তর্জণীয়ক (ধারণা)– ১৫৮

অবিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ ১৫৯

বিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ ১৬৬

৪– শমথ–স্কন্ধ

ধর্মবাদী ও অধর্মবাদী ১৮২

স্মৃতি–বিনয় আদি ষড়বিধ বিনয়

(১) স্মৃতি–বিনয় ১৮৭

২। অমূঢ় বিনয় ১৯৫

(৩) প্রতিজ্ঞাত–করণ ২০০

(৪) য়দ্ভূয়সিক ২০৩

(৫) তৎপাপীয়সিক ২০৫

বিষয় পৃষ্ঠা

(৬) তৃণাচ্ছাদন ২০৯
চতুর্বিধ অধিকরণ, তার মূল, ভেদ, নামকরণ ও উপশম ২১২
(১) অধিকরণ–সমূহের বিভিন্নতা ২১২
(২) অধিকরণের মূল ২১৪
(৩) অধিকরণের পার্থক্যতা ২১৮
(৪) বিবাদাদির সঙ্গে অধিকরণসমূহের সম্বন্ধ ২২১
(৫) অধিকরণ সমূহের মীমাংসা ২২৩
স্মৃতি–বিনয় ২৩৫

৫– ক্ষুদ্রবস্তু–স্কন্ধ

স্নান, প্রলেপ, গীত, আম খাওয়া, সর্প হতে রক্ষা, লিঙ্গাচ্ছেদন, পাত্র–চীবর ও স্থলী ইত্যাদি

(১) স্নান ২৪১
(৩) কেশ, চিরুনি, দর্পণ আদি ২৪৬
(৪) লেপ, মালিশ আদি ২৪৮
(৫) নৃত্য–গীত ২৪৮
(৬) সখের বস্ত্র ২৪৯
(৭) আম খাওয়া ২৪৯
(৮) সর্প হতে রক্ষার উপায় ২৫১
(৯) লিঙ্গাচ্ছেদন ২৫২
(১০) পাত্র ২৫২
(১১) চীবর ২৫৯
(১২) শস্ত্র ইত্যাদি ২৬০
(১৩) চীবর সেলাই করবার সামগ্রী ২৬২
(১৫) জলছাঁকনি ২৬৭
বিহার নির্মাণ ২৬৮
(২) চংক্রমণ এবং স্নানঘর (গৃহ) ২৬৯
(৩) কোষ্ঠক ২৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা

(৪) জল রাখবার স্থান ২৭৭
(৫) আসন ও শয্যা ২৮০
(৬) বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করা ২৮২
(৭) বোধি রাজকুমারের সৎকার ২৮৬
(৮) বিস্তারিত বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন নিষেধ ২৮৮

ব্যজনী, শিকা, ছাতা, দন্ড, নখ, কেশ ছেদনী, কর্ণমলহরণী ও অঞ্জনদানি

(১) ঘট ও সম্মার্জনী ২৯০
(২) ব্যজনী ২৯১
(৩) ছাতা ২৯২
(৪) শিকা ও দন্ড ২৯৩
(৫) নখ কর্তন করা ২৯৬
(৬) কেশ ছেদন করা ২৯৭
(৭) কর্ণমল হরণী (কান খুস্‌কি) ২৯৯
(৮) তাম্র এবং লৌহভান্ড ২৯৯

সঙ্ঘাটি, অযোগ্য পাট্টা, পাশক এবং বস্ত্র পরিধানের রীতি

(১) সঙ্ঘাটি ৩০০
(২) অযোগ্য পাট্টা ৩০০
(৩) কোমরবন্ধ ৩০১
(৪) গুটিকান্ড পালক ৩০২
(৫) চীবর পরিধানের নিয়ম ৩০৩

ভার বহন, দন্তমার্জন এবং অগ্নি ও পশু হতে আত্মরক্ষা করা

(১) বহন করা ৩০৪
(২) দন্তমার্জন ৩০৪
(৩) অগ্নি হতে আত্মরক্ষা ৩০৫
(৪) বৃক্ষে আরোহণ করা ৩০৬
(১) স্ব স্ব ভাষায় বুদ্ধবচন ৩০৬

বিষয় পৃষ্ঠা
(২) অযথার্থ বিদ্যা শিক্ষা না করা ৩০৭
(৩) হাঁচি আদি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা ৩০৮
(৪) রসুন খাওয়া নিষেধ ৩০৮
প্রস্রাবখানা, পায়খানা, বৃক্ষরোপন, বসান, চৌকি আদি সামগ্রী
(১) প্রস্রাবখানা ৩০৯
(২) পায়খানা ৩০৯
(৩) বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি ৩১৪
(৪) লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃৎভাণ্ড ৩১৪
(৬) শয়ন আসন–স্কন্ধ
১। প্রথম ভণিতা
বিহার ও তার সামগ্রী
(১) রাজগৃহশ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার প্রস্তুত ৩২০
(২) আগত এবং অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার দান ... ৩২২
রাজগৃহশ্রষ্ঠীর বিহার দান অনুমোদন গাথা ৩২২
(৩) কবাট ও কবাটের সামগ্রী ৩২৩
(৪) বাতায়ন ৩২৪
(৫) মঞ্চ ও চৌকি আদি ৩২৪
(৬) সূতা ও বিছানা ইত্যাদি ৩২৮
বিহারের রঙ এবং নানা রকমের গৃহ
(১) ভিত্তির রঙ ৩৩০
(২) ভিত্তিগাত্রে চিত্র ৩৩২
(৩) সোপান আদি ৩৩২
(৪) প্রকোষ্ঠ ৩৩৩
(৫) অলিন্দ ৩৩৪
(৬) উপস্থানশালা ৩৩৪
(৭) পানীয়শালা ৩৩৬
(৮) বিহার ৩৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

(৯) পরিবেণ ৩৩৭

(১০) আরাম ৩৩৯

(১১) প্রাসাদের ছাদন ৩৪০

২। দ্বিতীয় ভণিতা

অনাথপিণ্ডদের দীক্ষা, নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত করা) অগ্রাসন ও অগ্রপিণ্ডদের যোগ্য লোক, তিত্তির জাতক, জেতবন গ্রহণ

(১) অনাথপিণ্ডদের দীক্ষা ৩৪০

(২) নবকর্ম প্রদান ৩৪৭

(৩) অগ্রাসন এবং অগ্রপিণ্ড লাভের যোগ্য ব্যক্তি ৩৪৯

(৪) তিত্তির জাতক ৩৫১

(৫) অবন্দ্য ৩৫২

(৬) বন্দ্য ৩৫৩

বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের অধিকার এবং আসন গ্রহণের নিয়ম

(১) বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের প্রণালী ৩৫৩

(২) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ ৩৫৪

(৩) জেতবন গ্রহণ ৩৫৫

(৪) আসন দান এবং গ্রহণ ৩৫৬

(৫) সঙ্ঘের বিহার ৩৫৮

(৬) শয়নাসন গ্রাহাপক ৩৬০

৩। তৃতীয় ভণিতা

(৭) এক ব্যক্তির দুইস্থান গ্রহণ নিষিদ্ধ ৩৬১

(৮) এক আসনে উপবেশন ৩৬২

বিহার এবং তার সামগ্রী প্রস্তুত করা, বণ্টনযোগ্য দ্রব্য, দ্রব্য অন্যত্র লয়ে যাওয়া বা পরিবর্তন করা, সম্মার্জন

(১) সঙ্ঘের দ্রব্য ৩৬৪

(২) পঞ্চ অদাতব্য ৩৬৪

(৩) অবিভাজ্য ৩৬৬

বিষয় পৃষ্ঠা

(৪) নবকর্ম প্রদান ৩৬৭
(৫) বিহারের দ্রব্য স্থানচ্যুত করা ৩৭২
(৬) দ্রব্য পরিবর্তন ৩৭৩

সঙ্ঘের ত্রয়োদশজন কর্মচারী মনোনয়ন

(১) ভক্ত (গত) উদ্দেশক ৩৭৫
(২) শয়নাসন নির্দিষ্টক ৩৭৬
(৩) চীবর প্রতিগ্রাহক ৩৭৭
(৪) ভাণ্ডাগারিক ৩৭৮
(৫) চীবরভাজক ৩৭৯
(৬) যবাগূভাজক ৩৭৯
(৭) ফলভাজক ৩৮০
(৮) খাদ্যভাজক ৩৮১
(৯) অল্পমাত্র বিসর্জক ৩৮২
(১০) শাটিক গ্রহাপক ৩৮৩
(১১) পাত্রগ্রহাপক ৩৮৩
(১২) আরামিক প্রেষক ৩৮৪
(১৩) শ্রামণের প্রেষক ৩৮৫

৭। সঙ্ঘভেদক-স্কন্ধ

১। প্রথম ভণিতা

দেবদত্তের প্রব্রজ্যা, ঋদ্ধি লাভ ও সম্মান প্রাপ্তি

(১) অনুরুদ্ধাদির সঙ্গে দেবদত্তের প্রব্রজ্যা ৩৮৯
(২) উপালি ৩৯২
(৩) দেবদত্তের লাভ-সৎকার উৎপাদনে আগ্রহ ৩৯৪
(৪) দেবদত্তের কু-বাসনার সঞ্চার ৩৯৫
(৫) পাঁচ প্রকার গুরু ৩৯৭

২। দ্বিতীয় ভণিতা

(৬) দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম ৪০০

বিষয় পৃষ্ঠা

(২) ভোজন সময়ের নিয়ম ৪৩৯

৫। ভোজনশালায় ব্রত কথা ৪৪০

ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ও অরণ্যবাসীর ব্রত

(১) ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারীর ব্রত ৪৪৩

(২) অরণ্য বাসীর ব্রত ৪৪৬

আসন, স্নানঘর এবং পায়খানার ব্রত

(১) শয়নাসনের ব্রত ৪৪৭

(২) স্নানগৃহের ব্রত ৪৫৬

(৩) পায়খানার ব্রত ৪৫৭

সহবিহারী উপাধ্যায়, অন্তেবাসী আচার্যের কর্তব্য

(১) সহবিহারীর প্রতি ব্রত ৪৫৯

(২) উপাধ্যায় ব্রত ৪৬১

(৩) অন্তেবাসীর ব্রত ৪৬১

(৪) আচার্যের ব্রত ৪৬১

(৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিত–স্কন্ধ

কার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা উচিত? ৪৭১

মহাসমুদ্রের অষ্ট আশ্চর্য গুণ

(২) বুদ্ধের ধর্মের অষ্ট অদ্ভুত গুণ ৪৭২

(৪) পুনরায় বুদ্ধের উপোসথের অন্তর্গত না হওয়া ৪৭৪

(৫) ধর্মবিরুদ্ধ এবং ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৭৬

(১) ধর্মবিরুদ্ধভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৭৭

(২) ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৮৩

৭। আত্মদানের অঙ্গ

(১) অপরাধের বিচার এবং দোষারোপ ৪৮৯

আত্মদান ৪৮৯

(৮) দোষারোপকের প্রত্যবেক্ষণ গুণ ৪৯১

৯। দোষারোপকের উপস্থাপিতব্য ধর্ম ৪৯৩

বিষয় পৃষ্ঠা

(২) ভোজন সময়ের নিয়ম ৪৩৯
৫। ভোজনশালায় ব্রত কথা ৪৪০

ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ও অরণ্যবাসীর ব্রত

(১) ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারীর ব্রত ৪৪৩
(২) অরণ্য বাসীর ব্রত ৪৪৬

আসন, স্নানঘর এবং পায়খানার ব্রত

(১) শয়নাসনের ব্রত ৪৪৭
(২) স্নানগৃহের ব্রত ৪৫৬
(৩) পায়খানার ব্রত ৪৫৭

সহবিহারী উপাধ্যায়, অন্তেবাসী আচার্যের কর্তব্য

(১) সহবিহারীর প্রতি ব্রত ৪৫৯
(২) উপাধ্যায় ব্রত ৪৬১
(৩) অন্তেবাসীর ব্রত ৪৬১
(৪) আচার্যের ব্রত ৪৬১

(৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিত–স্কন্ধ

কার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা উচিত? ৪৭১

মহাসমুদ্রের অষ্ট আশ্চর্য গুণ

(২) বুদ্ধের ধর্মের অষ্ট অদ্ভূত গুণ ৪৭২
(৪) পুনরায় বুদ্ধের উপোসথের অন্তর্গত না হওয়া ৪৭৪
(৫) ধর্মবিরুদ্ধ এবং ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৭৬
(১) ধর্মবিরুদ্ধভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৭৭
(২) ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ৪৮৩

৭। আত্মদানের অঙ্গ

(১) অপরাধের বিচার এবং দোষারোপ ৪৮৯
আত্মদান ৪৮৯
(৮) দোষারোপকের প্রত্যবেক্ষণ গুণ ৪৯১
৯। দোষারোপকের উপস্থাপিতব্য ধর্ম ৪৯৩

বিষয় পৃষ্ঠা

ভিক্ষুণী–স্কন্ধ

১। প্রথম ভণিতা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী কাহিনী

নারীজাতির প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, ভিক্ষুণীকে অভিবাদন এবং ভিক্ষুণীর শিক্ষাপদ ৪৯৮
(১) নারীর ভিক্ষুণীত্ব লাভ ৪৯৮
(২) (ভিক্ষুণীর) আটগুরু ধর্ম ৫০০
(৩) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা ৫০৪
(৪) ভিক্ষুণীর ভিক্ষুকে অভিবাদন ৫০৫
(৫) ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সম ও অসম শিক্ষাপদ ৫০৬
(৬) ধর্মের সার ৫০৬
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, দোষ প্রতিকার, সঙ্ঘকর্ম
(১) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি ৫০৭
(২) দোষের প্রতিকার ৫০৮
(৩) সঙ্ঘকর্ম ৫০৯
(৪) অধিকরণ উপশম (মীমাংসা) ৫১০
(৫) বিনয় শিক্ষা ৫১০

দ্বিতীয় ভণিতা

অশ্লীল পরিহাস

(১) ভিক্ষুণীকে সজল কর্দম নিক্ষেপ ৫১১
(২) ভিক্ষুকে সজল কর্দম নিক্ষেপ ৫১২
৩। ভিক্ষুণীকে নগ্নদেহ প্রদর্শন ৫১২
(৪) ভিক্ষুকে নগ্নদেহ প্রদর্শন ৫১৩
উপদেশ শ্রবণ, দেহের শোভাবর্ধন মৃত ভিক্ষুণীর দায়ভাগ, ভিক্ষুকে পাত্র প্রদর্শন এবং ভিক্ষু হতে ভোজন গ্রহণ
(১) উপদেশ স্থগিত করা ৫১৪
(২) উপদেশ শ্রবণে গমন ৫১৫

বিষয় পৃষ্ঠা

(৩) ভিক্ষুর উপদেশ স্বীকার ৫১৬
(৪) উপদেশ শ্রবণে না যাওয়া অপরাধ ৫১৮
(৫) কোমড়বন্ধ ৫১৮
(৬) দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্য পুচ্ছ ঝুলান অনুচিৎ ৫১৯
(৭) শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত মালিশ করা অনুচিত ৫১৯
(৮) মুখে প্রলেপ, চূর্ণ ম্রক্ষণাদি অনুচিৎ ৫২০
(৯) অঞ্জন দেওয়া, নৃত্য-গীত এবং ব্যবসা করা অনুচিৎ ৫২০
(১০) সারা নীল, পীত, বর্ণের চীবর ব্যবহার অনুচিৎ ৫২১
(১১) ভিক্ষুণীর দায়ভাগ ৫২১
(১২) ভিক্ষুকে ধাক্কা দেয়া অনুচিৎ ৫২২
(১৩) ভিক্ষুকে পাত্র খুলে দেখাবে ৫২২
(১৪) পুংচিহ্ন অবলোকন নিষেধ ৫২৪
(১৫) ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পরকে ভোজন দানের নিয়ম ৫২৪

আসন-বসন, উপসম্পদা, ভোজন, প্রবারণা, উপোসথের স্থান এবং দূত দ্বারা উপসম্পদা

(১) ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে আসনাদি দান ৫২৫
(২) ঋতুমতী ভিক্ষুণীর নিয়ম ৫২৬

তৃতীয় ভণিতা

(৩) উপসম্পদার সময় শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ৫২৭
উপসম্পদা কার্যাবলী ৫৩০
(৪) ভোজনাসনে বসবার নিয়ম ৫৩৩
(৫) প্রবারণার নিয়ম ৫৩৩
(৬) প্রতিনিধি পাঠায়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা ৫৩৪
(৭) উপোসথ স্থগিত করা ৫৩৫
(৮) যানারোহণের নিয়ম ৫৩৭
(৯) দূত প্রেরণে উপসম্পদা ৫৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

অরণ্য বাস নিষেধ, ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ, গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন, দণ্ডিতাকে সঙ্গী প্রদান, দুইবার উপসম্পদা এবং শৌচস্থান

(১) অরণ্যবাস নিষেধ ৫৪০

(২) ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ ৫৪০

(৩) গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন ৫৪১

(৪) মানত্তচারণীর সঙ্গিনী প্রদান ৫৪২

(৫) দুইবার উপসম্পদা ৫৪৩

(৬) পুরুষ কর্তৃক অভিবাদন, কেশচ্ছেদনাদি ৫৪৩

(৭) বসবার নিয়ম ৫৪৪

(৮) পায়খানার নিয়ম ৫৪৪

(৯) স্নানের নিয়ম ৫৪৪

পঞ্চশতিকা–স্কন্ধ

১। সঙ্গীতি নিদান

প্রথম সঙ্গীতি কার্যাবলী ৫৪৯

(১) রাজগৃহ মনোনীত ৫৫০

(২) উপালিকে বিনয়ের প্রশ্ন ৫৫২

(৩) আনন্দকে সূত্রের প্রশ্ন ৫৫৩

২। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কথা

নির্বাণের সময় আনন্দের ভুল ৫৫৪

(২) কেন শিক্ষাপদ অপ্রত্যাহার্য ৫৫৫

(৩) আনন্দের আরও কতিপয় ভুল ৫৫৬

আয়ুষ্মান পুরাণের অস্বীকার ৫৫৭

৩। ব্রহ্মদণ্ড কথা

উদয়নকে উপদেশ এবং ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান ৫৫৮

(১) উদয়ন ও তার রাণীকে উপদেশ দান ৫৫৯

(২) ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান ৫৬০

বিষয় পৃষ্ঠা

১২– সপ্তশতিকা–স্কন্ধ

বৈশালীতে নিয়ম–বিরুদ্ধ আচার

(১) বৈশালীতে স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণ ৫৬৩

(২) যশের প্রতিস্মরণীয়কর্ম ৫৬৪

(৩) যশের স্বপক্ষ প্রবল করা ৫৬৬

উভয় পক্ষে শক্তি সংগ্রহ ৫৬৯

(২) রেবতকে স্বপক্ষভুক্ত করা ৫৭১

২। দ্বিতীয় ভণিতা

(৩) বৈশালীবাসী ভিক্ষুগণেরও আয়োজন ৫৭৩

(৪) উত্তরের বৈশালীবাসীর পক্ষাবলম্বন করা ৫৭৪

(৫) সর্বকামীর যশের পক্ষাবলম্বন ৫৭৬

সঙ্গীতির কার্যাবলী ৫৭৮

(১) কার্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন ৫৭৮

(২) অজিত আসন প্রস্তুতকারক মনোনীত ৫৭৯

(৩) সঙ্গীতির কার্যধারা ৫৮০

চূল্লবর্গ

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

১– কর্মস্কন্ধ

১– তর্জণীয়কর্ম

১। তর্জণীয়কর্মের প্রাথমিক কথা

যে সময়ে বুদ্ধ ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে, শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন; সে সময়ে পণ্ডুক[১] এবং লোহিতক নামক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা ছিল। অন্যান্য যে সকল ভিক্ষু ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথাবাক্য ব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা ছিল, তারা তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলত,– "আয়ুষ্মানগণ! এ ভিক্ষু আপনাদেরকে পরাজয় না করুক। অতি দৃঢ়তার সাথে প্রতিমন্ত্রণা বা প্রতিবাদ করুন। বিশেষতঃ আপনারা তাদের চেয়ে অধিক পণ্ডিত, দক্ষ, বহুশ্রুত এবং অধিক সামর্থবান। তাদেরকে ভয় করবেন না। আমরাও আপনাদের পক্ষাবলম্ব করব"। এতে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন হতে লাগল এবং উৎপন্ন ঝগড়া বৃদ্ধি পেতে লাগল। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন পণ্ডুক এবং লোহিক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া বাড়াচ্ছে?" সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

২। ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ভিক্ষুগণকে সমবেত করায়ে জিজ্ঞাসা করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** ১। পণ্ডুক, লোহিতক, মেত্তিয়, ভূম্মজক, অস্সজি, পুনব্বসু– এ ছয়জন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু।

অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া বাড়াচ্ছে”?

হ্যাঁ ভগবান, তা’ সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা’ নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করতঃ বললেন,– “হে ভিক্ষুগণ! সে তুচ্ছ মোঘপুরুষগণের পক্ষে তা’ অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্বয়ং ঝগড়াপরায়ণ, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা–বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া আরও অধিকভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন এবং শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে”।

ভগবান সে ভিক্ষুদেরকে নানাভাবে নিন্দা করে দুর্ভরতা (ভরণ–পোষণে কষ্টদায়কতা) দুষ্পোষতা, মহেচ্ছুকতা, অসন্তুষ্টিতা, জনসঙ্গপ্রিয়তা এবং আলস্যের দোষ বর্ণনা করে অনেক পর্যায়ে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুকতা, সন্তুষ্টিতা, সংলঘুবৃত্তিতা, ধূততা, প্রসন্নতা, নম্রতা, ও উদ্যমশীলতার গুণ বর্ণনা করে ভিক্ষুদেরকে তদনুরূপ, তদনুযায়ী ধর্মকথা বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করতঃ বললেন,– “হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদেরকে তর্জণীয়কর্ম প্রদান করুক।” হে ভিক্ষুগণ! তা এরূপে করতে হবে– প্রথমে পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষুদ্বয়কে তাদের দোষ জানাবে। জানায়ে স্মরণ করাবে। স্মরণ করায়ে আপত্তি (দোষ) আরোপন করবে। দোষারোপ করায়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে–

(তর্জণীয়কর্মে দণ্ডদানের নিয়ম)

৩। **প্রজ্ঞপ্তি**– “মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষু স্বয়ং ঝগড়া–পরায়ণ কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা–বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন

করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া অধিকভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয়কর্ম প্রদান করতে পারেন"। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ পণ্ডুক ও লোহিতক নামক ভিক্ষুদ্বয় স্বয়ং ঝগড়াপরায়ণ, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথাবাক্য ব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়ে অনুৎপন্ন ঝগড়া উৎপন্ন করছে এবং উৎপন্ন ঝগড়া আরও অধিকভাবে বিস্তার লাভ করাচ্ছে। সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয়কর্ম প্রদান করছেন। পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয়কর্ম প্রদান করা যাঁর উচিত বোধ হয়, তিনি মৌন থাকবেন। যাঁর উচিত বোধ না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন"। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]।

ধারণা– "সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়কে তর্জণীয়কর্ম প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি"।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধিবহির্ভূত তর্জণীয়কর্ম)

৪। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা বিনা অপরাধে করা হয়, (২) অদেশনাগামী[১] অপরাধে করা হয়, (৩) দেশিত[২]

---

[১]. কুশলধর্মের বিনাশ সাধনকারী পারাজিকা ও সঙ্ঘাদিসেসজাতীয় গুরুতর অপরাধ।

[২]. কায়–বাক্য–মনের বিশুদ্ধিসাধন।

অপরাধে করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা দোষারোপ না করে করা হয়, (২) স্মরণ না করে করা হয়, (৩) অপরাধ উল্লেখ না করে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা (সঙ্ঘের একাংশ দ্বারা) করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (২) অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা বিনা প্রতিজ্ঞায় করা হয়, (২) অধর্মানুসারে করা হয়, (৩) বর্গের দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধ অঙ্গাবিশিষ্ট তর্জণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে অভিহিত হয়। ৬

[৭নং হতে ১২নং পর্যন্ত পূর্ববৎ]

ধর্ম কর্ম দ্বাদশক (বিধিসম্মত তর্জণীয়কর্ম)

৫। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞানুসারে করা হয়। হে

ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা আপত্তি ভেদে[১] করা হয়, (২) দেশনাগামী[২] অপরাধে করা হয়, (৩) অদেশিত অপরাধে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা দোষারোপ করে করা হয়, (২) স্মরণ করে করা হয়, (৩) আপত্তি উল্লেখ করে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র (উপস্থিত সঙ্ঘ একতাবদ্ধ) হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত,

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** ১। দোষানুরূপ দন্ড করা হয়।

[২]. প্রকাশ করলে যে অপরাধ হতে মুক্ত হওয়া যায় সে পঞ্চ অপরাধ প্রকাশ না করায় করা হয়।

বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ৫

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা প্রতিজ্ঞানুসারে করা হয়, (২) ধর্মানুসারে করা হয়, (৩) সমগ্র হয়ে করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত তর্জণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ৬

[৭নং হতে ১২নং পূর্ববৎ]

আকঙ্ক্ষ্যমান ষষ্ঠক (তর্জণীয়কর্মের যোগ্য ব্যক্তি)

৬। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়, (২) মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী ও অগ্রাহ্যকারী[1] হয়। (৩) অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ ত্রিবিধাঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ১

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে অধিশীলে[2] শীলভ্রষ্ট হয়, (২) অধি-আচারে আচারভ্রষ্ট হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ ত্রিবিধাঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, অপর ত্রিবিধাঙ্গ সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে।

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ ত্রিবিধ অবস্থাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে

---

[1]. **পাদটীকা ঃ** ১। দোষ প্রদর্শন করলে যে গ্রাহ্য করে না।

[2]. শ্রেষ্ঠশীল

তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা– (১) একজন ঝগড়া, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথা–বাক্যব্যয়ী, সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। (২) একজন মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী ও অগ্রাহ্যকারী হয়। (৩) একজন অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, অপর তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা– (১) একজন অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়। (২) একজন অধি–আচারে আচারভ্রষ্ট হয়। (৩) একজন অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, অপর তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। যথা– (১) একজন বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে। (২) একজন ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে। (৩) একজন সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে।

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ তিনজন ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করবে। ৬

অষ্টাদশ ব্রত (তর্জণীয়কর্মে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য)

৭। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। তাতে সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এ– (১) কাউকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, (৫) সঙ্ঘের অনুমোদন নিলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সঙ্ঘ যে অপরাধের জন্য

তর্জণীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) বিনয় কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের[১] নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

অনুপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ

৮। অতঃপর সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুকে তর্জণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করলেন। সঙ্ঘ তর্জণীয়কর্ম করায় তারা সম্যকরূপে ব্রত পালনে রত হল। মান ত্যাগ করল। মুক্তির অনুরূপ চলল। ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলল,– "বন্ধুগণ, সঙ্ঘ আমাদের তর্জণীয়কর্ম করায় আমরা সম্যকরূপে ব্রত পালনে রত আছি। মুক্তির অনুরূপ চলছি। এখন আমাদেরকে কিরূপ করতে হবে"? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন) ঃ হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। যথা– (১) যে অপরকে উপসম্পদা দান করে, (২) নিস্সয় (আশ্রয়) দেয়, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন আকাঙ্ক্ষা করে, (৫) অনুমোদন প্রাপ্ত হলে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ৫

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** যারা কর্মবাক্য পাঠ করে দন্ড প্রদান করে।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা (তুলে নেয়া) উচিত নয়। যথা– (১) সঙ্ঘ যে অপরাধের জন্যে তর্জণীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করে, (২) অথবা তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১০

হে ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গা সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা– (১) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রবারণা স্থগিত করে, (৩) বাক্যালাপ করে না, (৪) নিন্দারোপ করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের সাথে সংমিশ্রণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গা সমন্বিত ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১৮

অনুপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ সমাপ্ত

উপশমনীয় বিষয়ে অষ্টাদশ

৯। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে। সে পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গা একাংশে স্থাপন করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– "প্রভো সঙ্ঘ আমাদের তর্জণীয়কর্ম করায় আমরা সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির অনুরূপ চলেছি। এখন তর্জণীয়কর্মের প্রত্যুপশম যাচ্ঞা করছি"। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার যাচ্ঞা করবে]।

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে সে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয় সঙ্ঘ কর্তৃক তর্জণীয় দণ্ডকর্মে দণ্ডিত হয়ে, সম্যক অনুবর্তী হয়েছে। মান ত্যাগ করেছে। মুক্তির অনুরূপ চলেছে। এখন

তর্জণীয়কর্মের প্রত্যুপশম যাচঞা করছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ পণ্ডুক ও লোহিতক ভিক্ষুদ্বয়ের তর্জণীয়কর্ম প্রত্যুপশম করতে পারেন"। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! ... ধারণা করছি"।

তর্জণীয়কর্ম সমাপ্ত

নির্যশ–কর্ম

১০। সে সময় আয়ুষ্মান সেয়্যসক মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছিল। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হত। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল,– "কেন আয়ুষ্মান সেয়্যসক মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে এবং কেনই বা ভিক্ষুদের তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে?" সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন,–

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী ও অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে এবং ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বান কর্মে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

১১। ভগবান তা' নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তার কার্য অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সে মোঘপুরুষ মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে? কেনই বা ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। তার এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং

কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে।" এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করুক। তাকে অন্যের আশ্রয়ে[১] থাকতে হবে"।

দণ্ডদানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (নির্যশ–কর্ম) করবে। প্রথমে সেয়্যসক ভিক্ষুকে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করতে হবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে–

১২। **প্রজ্ঞপ্তি–** "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। যদি সঙ্ঘ উচিত বোধ করেন, তাহলে সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করতে পারেন,– তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ বলবে]।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ 'সেয়্যসক ভিক্ষুকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে নির্যশ–কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

---

[১]. **পাদটীকাঃ** মহাবর্গ দ্রষ্টব্য।

বিধিবহির্ভূত নির্যশ–দণ্ড

১৩। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল নির্যশ–কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গ বিকল নির্যশ–কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। ১ [২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিবহির্ভূত তর্জণীর দণ্ডকর্ম সদৃশ]।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত

বিধিসম্মত নির্যশ–দণ্ড

১৪। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গসম্পন্ন নির্যশ–কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গসম্পন্ন নির্যশ–কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিসম্মত তর্জণীয় দণ্ডকর্ম সদৃশ]

ধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত

নির্যশ–দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি

১৫। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করবে। যথা– (১) যে ভণ্ডন, কলহ, বিবাদপরায়ণ, বৃথাবাক্যব্যয়ী ও সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা; (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী; (৩) অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে, এ ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জণীয়–দণ্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

আকঙ্ক্ষ্যমান ছয় সমাপ্ত

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

১৬। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তনের নিয়ম এ– (১) অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমেদন লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারবে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যে অপরাধের জন্য সঙ্ঘ নির্যশ–কর্ম করেছে, সে অপরাধ পুনরায় করতে পারবে না, (৭) অথবা তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে তেমন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

নির্যশ কর্মের অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

১৯। অতঃপর সঙ্ঘ 'তোমাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করলেন। সঙ্ঘ তার নির্যশ–কর্ম করায় সে কল্যাণমিত্রের সেবা, ভজন, উপাসন করে, কল্যাণমিত্র প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করে, পরিপৃচ্ছা করে বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচপরায়ণ, শিশিক্ষু হল। সম্যকভাবে চলতে লাগল। মান ত্যাগ করল। মুক্তির উপযোগী কার্য করতে লাগল এবং ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে বলল,– "বন্ধু! আমি সঙ্ঘ কর্তৃক নির্যশ–দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সম্যকভাবে চলছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমাকে কিরূপ করতে হবে?"

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন),– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম উপশম করুক।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা– (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণী উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন লাভের আকাঙ্খা করে, (৫) অনুমোদন লাভ করলে ভিক্ষুণীদের উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১

[২নং ও ৩নং তর্জণীয় দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]।

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য অষ্টাদশ সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

২০। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে– সে সেয়্যসক ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! সঙ্ঘ আমার নির্যশ–কর্ম করার পর আমি সম্যকভাবে চলেছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি এবং নির্যশ কর্মের উপশম যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপে যাচ্ঞা করতে হবে]।

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করছে। ভিক্ষুদেরকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। যদি সঙ্ঘ উচিত বোধ করেন, তাহলে সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করতে পারেন– তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সেয়্যসক ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী এবং অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করছে। ভিক্ষুগণকে তার পরিবাস, মূলেপ্রতিকর্ষণ, মানত্ত্ব ও আহ্বানকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। সঙ্ঘ সেয়্যসক ভিক্ষুর

নির্যশ–কর্ম করছেন। তাকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে। যে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর নির্যশ–কর্ম করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ বলবে]।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– সঙ্ঘ 'সেয়্যসক ভিক্ষুকে অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে' বলে নির্যশ–কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

নির্যশ–কর্ম সমাপ্ত

প্রব্রাজনীয়কর্ম

২১। সে সময় অশ্বজিৎ এবং পুনর্বসু নামক দুইজন ভিক্ষু কীটাগিরিতে বাস করত (আবাসিক ছিল)। তারা এরূপ অনাচার করতেছিল– তরুণফুলের গাছ রোপণ করছিল ও করাতেছিল, জল সিঞ্চন করছিল ও করাতেছিল, চয়ন করছিল ও করাতেছিল, মালা গাঁথছিল ও গাঁথাতেছিল, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছিল ও করাতেছিল, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছিল ও করাতেছিল, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছিল ও করাতেছিল, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, আবেল প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল, উরভূষণ প্রস্তুত করছিল ও করাতেছিল। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলস্নুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছিল; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করত, এক পাত্রে পান করত, এক আসনে বসত, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিত, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিত, বিকালে ভোজন করত, মদ্যপান করত, মালা–সুগন্ধদ্রব্য বিলেপন,

ধারণ করত, নৃত্য করত, গান করত, বাদ্য করত, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য) করত, নর্তকীর সাথে নৃত্য করত, নর্তকীর সাথে গান করত, নর্তকীর সাথে বাদ্য করত, নর্তকীর সাথে লাস করত, গায়িকার সাথে নৃত্য করত, গায়িকার সাথে গান করত, গায়িকার সাথে বাদ্য করত, গায়িকার সাথে লাস করত, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর) সাথে নৃত্য করত, বাদিকার সাথে গান করত, বাদিকার সাথে বাদ্য করত, বাদিকার সাথে লাস করত, অষ্টপদ ফলকে দ্যুতক্রীড়া খেলত, দশপদ ক্রীড়া করত, আকাশে ক্রীড়া করত, পরিহার সাথে[১] ক্রীড়া করত (ভূমিতে নানা পথ ও মণ্ডল করে ক্রীড়া করত) সন্তিকায় ক্রীড়া করত (মেঝে শ্রেণীবদ্ধগুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলকে পাশা খেলত (যুত ফলকে ক্রীড়া করত), (গটিকা) দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রস্বদন্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলত, শলাকাহস্তে খেলত, তক্ষক্রীড়া করত, পঙ্গাচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলত, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলত, ডিগবাজী খেলত, চিঙ্গাক (ফড়ফড়ী) খেলত, পত্তালহ বা পাতা ভাজনে খেলত, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলত, বুদ্ররথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলত, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলত, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলত, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করত, ব্যায়াম করত, মল্লযুদ্ধ করত, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করত, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করত, রথবিদ্যা শিক্ষা করত, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করত, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করত, হস্তীর আগে আগে দৌড়ত, অশ্বের আগে আগে দৌড়ত, রথের আগে আগে দৌড়ত, দৌড়ে শ্মশানে দিরিত দিত, রঙ্গামঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) সঙ্ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলতঃ ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য কর এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছিল।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাসব্রত উদ্‌যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাবার সময় কীটাগিরিতে গমন করলেন। সে ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমন উপযোগী বাস পরিধান করে পাত্র–

---

১. **পাদটীকাঃ** ১। আগে মৃদুহাস্য করে কথা বলা।

চীবর নিয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদক গমন-আগমন রীতিতে আলোকন-বিলোকন, সঙ্কোচন-প্রসারন পদ্ধতিতে চক্ষুদৃষ্টি অধোদিকে বিন্যস্ত করে ঈর্যাপথ (দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গী) সম্পন্ন হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য কীটাগিরিতে প্রবেশ করলেন। জনগণ সে ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলতে লাগল,— অতি অলসের ন্যায়, সুকোমলের ন্যায় এবং অতিভ্রূকুটিকের ন্যায় এ ব্যক্তি কে? গৃহে উপস্থিত হলে কে একে ভিক্ষান্ন দান করবে? আমাদের আর্য অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু মিষ্টভাষী, সুখ-সম্ভাষণকারী, মিহিতনুর্বদম বাদী (আগে হেসে পরে কথা বলা), স্বাগতবাদী, ভ্রূকুটিহীন, বিবৃত বদন ও পূর্বালাপী। তাদেরকেই ভিক্ষান্ন দান করা উচিত।

জনৈক উপাসক সে ভিক্ষুকে কীটাগিরিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতে দেখল। দেখে সে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে সে ভিক্ষুকে অভিবাদন করে বলল,— প্রভো! আর্য কোথায় যাবেন? বন্ধো! ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাব। প্রভো! তাহলে ভগবানের পাদে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করবেন এবং তাঁকে এরূপ বলবেন,— প্রভো! কীটাগিরির আবাস (বিহার) কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক দুইজন নির্লজ্জ ও পাপী ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করে। তারা এরূপ অনাচার আচরণ করছে— তরুণফুলের চারা রোপণ করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করাছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয় দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলস্নুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে;

আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করে, এক পাত্রে পান করে, এক আসনে বসে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দেয়, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দেয়, বিকালে ভোজন করে, মদ্যপান করে, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করে, নৃত্য করে, গান করে, বাদ্য করে, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য) করে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করে, নর্তকীর সাথে গান করে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করে, নর্তকীর সাথে লাস করে, গায়িকার সাথে নৃত্য করে, গায়িকার সাথে গান করে, গায়িকার সাথে বাদ্য করে, গায়িকার সাথে লাস করে, বাদিকার (বাদ্যকারিণীর) সাথে নৃত্য করে, বাদিকার সাথে গান করে, বাদিকার সাথে বাদ্য করে, বাদিকার সাথে লাস করে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুতক্রীড়া খেলে, দশপদ ক্রীড়া করে, আকাশে ক্রীড়া করে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করে (ভূমিতে নানা পথ ও মন্ডল করে ক্রীড়া করত) সন্তিকায় ক্রীড়া করে, (মেঝে শ্রেণীবন্ধগুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলকে পাশা খেলে, (যুত ফলকে ক্রীড়া করে), (গটিকা) দীর্ঘ দন্ডকে হ্রস্বদন্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলে, শলাকাহস্তে খেলে, তক্ষক্রীড়া করে, পঞ্জচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলে. বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলে, ডিগবাজী খেলে, চিঙ্গাক (ফড়ফড়ী) খেলে, পত্তালহ বা পাতার ভাজনে খেলত, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলে, বুদ্রথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গ বৈকল্যাণুরূপ) খেলে, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করে, ব্যায়াম করে, মল্লযুদ্ধ করে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করে, রথবিদ্যা শিক্ষা করে, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করে, হস্তীর আগে আগে দৌড়ে, অশ্বের আগে আগে দৌড়ে, রথের আগে আগে দৌড়ে, দৌড়ে শ্মশানে দিরিত দেয়, রঙ্গামঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) সঙ্ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলে— ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য করছে এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে।

প্রভো! পূর্বে যে সমস্ত লোক শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিল তারা এখন শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছে। পূর্বে সঙ্ঘকে দান দেওয়ার যে প্রথা ছিল, তাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সুশীল ভিক্ষুগণ চলে যাচ্ছেন। পাপী ভিক্ষুগণ অবস্থান করছেন। অতএব ভগবান কীটাগিরিতে ভিক্ষু প্রেরণ করুন যাতে কীটাগিরি বিহার স্থায়িত্ব লাভ করে। 'বন্ধু! তথাস্তু' বলে সে ভিক্ষু সে উপাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন হতে উঠে শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রস্থান করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করে শ্রাবস্তী সান্নিধ্যে অবস্থিত জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। অভ্যাগত ভিক্ষুদের কুশলপ্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধদের স্বাভাবিক রীতি। ভগবান সে ভিক্ষুকে বললেন,– "হে ভিক্ষু! তুমি নিরুদ্বেগে আছ ত? সুখে যাপন করছ ত? অল্পক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছ ত? তুমি কোথা হতে আস্ছ?" "প্রভো! আমি কাশীতে বর্ষাবাস ব্রত উদ্‌যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে আসার সময় কীটাগিরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে জনৈক উপাসক অভিবাদন বরে বলল– প্রভো! আর্য কোথায় যাবেন? বন্ধু! ভগবানকে দর্শন করার জন্য শ্রাবস্তীতে যাব। প্রভো! তাহলে ভগবানের পাদে আমার অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করে তাঁকে এরূপ বললেন– প্রভো! কীটাগিরির আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক দুইজন নির্লজ্জ ও পাপী ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করে। কারণ তরুণফুলের চারা রোপণ করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয়দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলস্নুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে,

বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে বসছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধদ্রব্য বিলেপন, ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করা) করছে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করছে, নর্তকীর সাথে গান করছে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করছে, নর্তকীর সাথে লাস করছে, গায়িকার সাথে নৃত্য করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সাথে লাস করছে, বাদিকার (বাদ্যকারিণীর) সাথে নৃত্য করছে, বাদিকার সাথে গান করছে, বাদিকার সাথে বাদ্য করছে, বাদিকার সাথে লাস করছে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুতক্রীড়া খেলছে, দশপদ ক্রীড়া করছে, আকাশে ক্রীড়া করছে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করছে (ভূমিতে নানা পথ ও মন্ডল করে ক্রীড়া করা) সন্তিকায় ক্রীড়া করছে (মেঝে শ্রেণীবদ্ধগুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলের সাথে পাশা খেলছে (যুত ফলকে ক্রীড়া করা), (গটিকা) দীর্ঘ দন্ডকে হ্রস্বদন্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলছে, শলাকাহস্তে খেলছে, তক্ষক্রীড়া করছে, পঙ্গাচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গাল খেলা) খেলছে, ডিগবাজী খেলছে, চিঙ্গাক (ফড়ফড়ী) খেলছে, পত্তালহ বা পাতাভাজনে খেলছে, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলছে, বুদ্ররথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলছে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গা বৈকল্যাণুরূপ) খেলছে, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলছে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করছে, ব্যায়াম করছে, মল্লযুদ্ধ করছে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করছে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌড়ছে, অশ্বের আগে আগে দৌড়ছে, রথের আগে আগে দৌড়ছে, দৌড়ে শ্মশানে

দিরিত দিচ্ছে, রঙ্গামঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) সঙ্ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলছে ভগ্নি, এখানে নৃত্যকর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য করছে এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে। ভগবান! আমি সে স্থান হতে আসছি।"

ভগবান এ সম্বন্ধে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক দুইজন পাপী, নির্লজ্জ ভিক্ষু কীটাগিরিতে নিত্য বাস করছে এবং তারা এরূপ অনাচার আচরণ করছে তরুণফুলের চারা রোপণ করছে ও করাচ্ছে, জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, চয়ন করছে ও করাচ্ছে, মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, উভয়দিকে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরী করছে ও করাচ্ছে, মঞ্জুরী (ফুলের গুচ্ছ) তৈরী করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক (সূচ বা শলাকা দ্বারা গাঁথা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, অবতংসক (কর্ণাভরণ) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, আবেল প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরভূষণ প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে। তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলস্নুষা, কুলদাসীদের জন্য একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; অবতংস নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; আবেল নিজেও নিয়ে যাচ্ছে, অন্যের দ্বারাও নিয়ে যাচ্ছে; তারা কুলনারী, কুলকুমারী, কুলদুহিতা, কুলবধূ, কুলদাসীদের সাথে এক থালায় ভোজন করছে, এক পাত্রে পান করছে, এক আসনে বসছে, এক মঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক বিছানার চাদরে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা–সুগন্ধদ্রব্য বিলেপন, ধারণ করছে; নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস (ক্রীড়ার ন্যায় নৃত্য করা) করছে, নর্তকীর সাথে নৃত্য করছে, নর্তকীর সাথে গান করছে, নর্তকীর সাথে বাদ্য করছে, নর্তকীর সাথে লাস করছে, গায়িকার সাথে নৃত্য করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সাথে লাস করছে, বাদিকার (বাদ্যকারিনীর) সাথে নৃত্য করছে, বাদিকার

সাথে গান করছে, বাদিকার সাথে বাদ্য করছে, বাদিকার সাথে লাস করছে, অষ্টপদ ফলকে দ্যুতক্রীড়া খেলছে, দশপদ ক্রীড়া করছে, আকাশে ক্রীড়া করছে, পরিহার সাথে ক্রীড়া করছে (ভূমিতে নানা পথ ও মন্ডল করে ক্রীড়া করা), সন্তিকায় ক্রীড়া করছে (মেঝে শ্রেণীবন্ধগুলি না নড়ে মত সরান), খলিকায় ও দ্যুত দলের সাথে পাশা খেলছে (যুত ফলকে ক্রীড়া করা), (গটিকা) দীর্ঘদন্ডকে হ্রস্বদন্ড দ্বারা প্রহার করে ও বিচরণ করে খেলছে, শলাকাহস্তে খেলছে, তক্ষক্রীড়া করছে, পঙ্গাচীর (পাতার বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে) খেলছে, বঙ্কক (গ্রাম্য বালকের লাঙ্গল খেলা) খেলছে, ডিগবাজী খেলছে, চিঙ্গাক (ফড়ফড়ী) খেলছে, পত্তালহ বা পাতাভাজনে খেলছে, মনেসিকা (মনের চিন্তার বিষয় জানন) খেলছে, বুদ্রথের (খেলার গাড়ী) দ্বারা খেলছে, যথা বজ্জেন (অন্যের অঙ্গা বৈকল্যাণুরূপ) খেলছে, থরূস্মিং (তলোয়ারের বাট ধরা বিদ্যা) খেলছে, বাহু আস্ফোটন ক্রীড়া করছে, ব্যায়াম করছে, মল্লযুদ্ধ করছে, হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা শিক্ষা করছে, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করছে, স্তরুনবিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌড়ছে, অশ্বের আগে আগে দৌড়ছে, রথের আগে আগে দৌড়ছে, দৌড়ে শ্মশানে দিরিত দিচ্ছে, রঙ্গামঞ্চে (থিয়েটারের হলের মধ্যে) সঙ্ঘাটি পেতে নর্তকীদেরকে বলছে ভগ্নি, এখানে নৃত্য কর। ললাটিকং (ললাটে অঙ্গুলী স্থাপন) করে নৃত্য করছে এবং আরও নানাবিধ অনাচার আচরণ করছে।

হ্যাঁ ভগবান, তা' সত্য। ভগবান তা' নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! "কেন সে মোঘপুরুষগণ এরূপ অনাচার আচরণ করছে?"

হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে"। এভাবে নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে শারীপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়নকে আহ্বান করলেন,– হে শারীপুত্র! তোমরা কীটাগিরিতে গিয়ে কীটাগিরি হতে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন) দন্ডকর্ম প্রদান কর। তারা তোমাদের সহবিহারী

ছিল। প্রভো! আমরা কিভাবে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে কীটাগিরি হতে নির্বাসিত করব? তারা ত উদ্ধত এবং কটুভাষী। (ভগবান বললেন) ঃ শারীপুত্র! তাহলে তোমরা বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করে গমন কর।

"তথাস্তু প্রভো!" শারীপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

দণ্ড দানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে– প্রথমে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করে দিবে। স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

২৪। **প্রজ্ঞপ্তি**– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুলসমূহ দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। যদি সঙ্ঘ উচিত বোধ করেন তাহলে 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে সঙ্ঘ তাদের প্রব্রাজনীয়কর্ম করতে পারেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কূলদূষক এবং পাপাচারী। এদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। এদের দ্বারা কুলসমূহ দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে সঙ্ঘ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয়কর্ম করছেন। যে আয়ুষ্মান 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয়কর্ম করা উচিত বোধ করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ বলবে]।

ধারণা– 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে সঙ্ঘ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয়কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

বিধিবহির্ভূত প্রব্রাজনীয়কর্ম

২৫। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা বিকল প্রব্রাজনীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল প্রব্রাজনীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিবহির্ভূত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]।

অধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত

বিধিসম্মত প্রব্রাজনীয়কর্ম

২৬। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন প্রব্রাজনীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন প্রব্রাজনীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিসম্মত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]।

ধর্ম কর্ম দ্বাদশক সমাপ্ত

প্রব্রাজনীয়কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি

২৭। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর তর্জণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে ভণ্ডন–কলহ–বিবাদপরায়ণ, বৃথা–বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়; (৩) অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে

বাস করে। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জণীয় দন্ড দানের যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]।

হে ভিক্ষুগণ! আরও ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে করবে। যথা– (১) যে অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, (২) অধি–আচারে আচারভ্রষ্ট হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে করবে। যথা– (১) যে কায়িক ক্রীড়াসম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক ক্রীড়াসম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক–বাচনিক ক্রীড়াসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে কায়িক অনাচারসম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক–বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে কায়িক ব্যতিক্রম[১] করে, (২)

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** ১। কায় সম্বন্ধে ব্যবস্থিত শিক্ষাপদ (নিয়ম) পালন করায় উপহনন, নাশন, বিনাশন, বলে কথিত হয়।

বাচনিক ব্যতিক্রম করে, (৩) কায়িক–বাচনিক ব্যতিক্রম করে।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৬

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে কায়িক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, (২) বাচনিক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, (৩) কায়িক–বাচনিক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৭

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে জন ভণ্ডনকারক হয়, কলহকারক হয়, বিবাদকারক হয়, বৃথা–বাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের অভিযোক্তা হয়; (২) যে জন মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়; (৩) যে জন গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৮

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে জন অধিশীলে শীলভ্রষ্ট হয়, (২) যে জন অধি–আচারে আচারভ্রষ্ট হয়, (৩) যে জন অতিদৃষ্টিতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ৯

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে জন বুদ্ধের অগুণ বলে। (২) যে জন ধর্মের অগুণ বলে। (৩) যে জন সঙ্ঘের অগুণ বলে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১০

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম

করবে। যথা– (১) যে জন কায়িক ক্রীড়া রত, (২) যে জন বাচনিক ক্রীড়া রত, (৩) যে জন কায়িক–বাচনিক ক্রীড়া রত।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১১

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে জন কায়িক–অনাচারসম্পন্ন হয়, (২) যে জন বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হয়, (৩) যে জন কায়িক–বাচনিক অনাচারসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১২

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) যে জন কায়িক ব্যতিক্রমসম্পন্ন হয়, (২) যে জন বাচনিক ব্যতিক্রমসম্পন্ন হয়, (৩) যে জন কায়িক–বাচনিক ব্যতিক্রমসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১৩

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। যথা– (১) একজন কায়িক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, (২) একজন বাচনিক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়, (৩) একজন কায়িক–বাচনিক মিথ্যা আজীবসম্পন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ তিনজন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করবে। ১৪

আকঙ্ক্ষ্যমান চতুর্দশ সমাপ্ত

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

২৮। হে ভিক্ষুগণ! যার প্রব্রাজনীয়কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এ– (১) অন্যকে

উপসম্পদা দান করতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের অনুমোদন স্বীকার করতে পারবে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সঙ্ঘ যে অপরাধের জন্য প্রব্রাজনীয়কর্ম করেছেন পুনরায় সে অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করাতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করায়ে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

২৯। অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ কীটাগিরিতে গিয়ে 'অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু কীটাগিরিতে বাস করতে পারবে না' বলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদের কীটাগিরি হতে প্রব্রাজনীয়কর্ম (নির্বাসনদণ্ড) করলেন। সঙ্ঘ তাদের প্রব্রাজনীয়কর্ম করলেও তারা সম্যক অনুবর্তী হল না। মান ত্যাগ করল না। মুক্তির উপযোগী কার্য করল না। ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল না। বরং ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ এবং পরিবাদ করতে লাগল। ভিক্ষুগণ ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী এবং ভয়গামী বলে দোষারোপ করল। প্রস্থান করল। ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল।

যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তারা নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল,– "কেন অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সঙ্ঘ

প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় সম্যক অনুবর্তী হচ্ছে না? মান ত্যাগ করছে না? মুক্তির উপযোগী কার্য করছে না? ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? কেনই বা ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করছে? কেনই বা ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী বলে দোষারোপ করছে? কেনই বা প্রস্থান করছে? ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করছে?" অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– সত্যই কি ভিক্ষুগণ! ... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে এবং ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন–

হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম না করুক।

৩০। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি গ্রহণ করে, (৫) অনুমোদন লাভ করলে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) যে অপরাধের জন্য সঙ্ঘ প্রব্রাজনীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করে, (২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। ১০

হে ভিক্ষুগণ! অপর অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) যে নির্দোষ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রবারণা স্থগিত করে, (৩) কর্তৃত্ব হিসেবে কোন ভিক্ষুকে আদেশ করে,

(৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করায়।

হে ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে না। ১৮

প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করার অযোগ্য অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

৩১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) যে উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেওয়ার অনুমোদন গ্রহণ করে না, (৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবে। [২নং ও ৩নং তর্জণীয়কর্ম উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]।

উপশম করার যোগ্য অষ্টাদশ সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

৩২। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে– সঙ্ঘ যে ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করেছে সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে– প্রভো! সঙ্ঘ আমার প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের উপশম যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার যাচ্ঞা করবে]। একজন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ নামীয় ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় তিনি সম্যক অনুবর্তী হয়েছেন। মান ত্যাগ

করেছেন। মুক্তির যোগ্য কার্য করেছেন এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের উপশম যাচঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত বোধ করেন, তাহলে সঙ্ঘ এ নামীয় ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম উপশম করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

প্রব্রাজনীয়কর্ম সমাপ্ত

প্রতিস্মরণীয়কর্ম

সে সময়ে আয়ুষ্মান সুধর্ম[১] মচ্ছিকা বনসণ্ডে[২] চিত্র নামক গৃহপতির আবাসিক[৩], নবকর্মিক[৪] ও ধ্রুবভত্তিক[৫] ছিলেন। যখন চিত্র গৃহপতি সঙ্ঘ অথবা অধিক সংখ্যক ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি আয়ুষ্মান সুধর্মকে জিজ্ঞাসা না করে সঙ্ঘ, অধিক সংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতেন না। সে সময় অনেক স্থবির ভিক্ষু, আয়ুষ্মান শারীপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিত, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান মহাচন্দ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান উপালি, আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান রাহুল কাশীতে পর্যটন করতে করতে মচ্ছিকা বনসণ্ডে গমন করলেন। চিত্র গৃহপতি শুনতে পেলেন স্থবির ভিক্ষুগণ নাকি মচ্ছিকা বনসণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুদের অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট চিত্র গৃহপতিকে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। অতঃপর চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান শারীপুত্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** ১। ইনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের অন্যতম মহানাম স্থবির দ্বারা সদ্ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

[২]. সম্ভবত জৌনপুর জেলার মছলী শহর।

[৩]. যে সর্বদা বাস করে।

[৪]. যে গৃহ নির্মাণে তত্ত্বাবধান করে।

[৫]. যে সর্বদা প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করে।

এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে স্থবির ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন করে কহেন, "প্রভো! স্থবিরগণ আগামীকল্যের জন্য অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন।" স্থবিরগণ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

চিত্র গৃহপতি স্থবির ভিক্ষুদের সম্মতি বিদিত হয়ে, আসন হতে উঠে স্থবির ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন করে এবং পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব করে আয়ুষ্মান সুধর্মের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন,– "আর্য আয়ুষ্মান সুধর্ম! আগামীকাল স্থবিরগণসহ আমার অন্ন গ্রহণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন।" আয়ুষ্মান সুধর্ম (ভাবলেন) পূর্বে এ চিত্র গৃহপতি যখন সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছে করেন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস না করে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতেন না। তিনি এখন আমাকে জিজ্ঞেস না করে স্থবির ভিক্ষুগণের নিমন্ত্রণ করেছেন। এ চিত্র গৃহপতির এখন ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। তিনি আমার প্রত্যাশা করছেন না এবং আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন' এ ভেবে চিত্র গৃহপতিকে বললেন,– 'গৃহপতি! আমি স্বীকার করতে পারব না।' দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মকে কহেন, আয়ুষ্মান সুধর্ম! আগামীকাল স্থবিরগণসহ আমার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন।' গৃহপতি! আমি স্বীকার করতে পারব না। চিত্র গৃহপতি (ভাবলেন) 'আয়ুষ্মান সুধর্ম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার কি করতে পারবেন?' এ ভেবে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন এবং পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব করে প্রস্থান করেন। চিত্র গৃহপতি সে রাত্রি অবসানে স্থবির ভিক্ষুদের জন্য উত্তম খাদ্য–ভোজ্য প্রস্তুত করালেন। আয়ুষ্মান সুধর্ম 'স্থবির ভিক্ষুদের জন্য চিত্র গৃহপতি কি প্রস্তুত করেছেন দেখব' এ ভেবে পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস (পোশাকের বিন্যাস) পরিধান করে এবং পাত্র–চীবর নিয়ে চিত্র গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সুধর্মকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করেন। একান্তে উপবিষ্ট চিত্র গৃহপতিকে আয়ুষ্মান

সুধর্ম বল্লেন,– "গৃহপতি! আপনি অনেক খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু একটি মাত্র দ্রব্য-তিল সজ্ঞুলিকা[১] নেই।" প্রভো! বুদ্ধ বাক্যে অনেক রত্ন বিদ্যমান থাকতেও আর্য সুধর্ম কেবল মাত্র তিল সজ্ঞুলিকার কথাই বল্লেন। প্রভো! অতীতকালে দক্ষিণাপথের বণিকেরা পূর্বদেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে একটি কাক এনেছিল। সে কুক্কুটির সাথে বসবাস করে এক শাবক[২] উৎপাদন করেছিল। যখন সে কুক্কুট শাবক কাকের ন্যায় রব করতে চাইল তখন কাক-কুক্কুটের ন্যায় করত। যখন কুক্কুটের ন্যায় রব করতে চাইল, তখন কুক্কুট-কাকের ন্যায় করত। এরূপ বুদ্ধবাক্যে বহু রত্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আর্য সুধর্ম তিল সজ্ঞুলিকার কথাই বললেন। গৃহপতি! আপনি আমাকে আক্রোশ এবং প্রতিবাদ করছেন। গ্রহণ করুন আপনার আবাস, আমি চলে যাচ্ছি। প্রভো! আমি আর্য সুধর্মকে আক্রোশ এবং প্রতিবাদ করছি না। আর্য সুধর্ম মচ্ছিকা বনে বাস করুন। অম্বাটক বন রমণীয় স্থান। আমি আর্য সুধর্মের চীবর, ভোজন, শয্যাসন এবং ঔষধ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত থাকব। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার চিত্র গৃহপতি আয়ুষ্মান সুধর্মকে এরূপ বললেন। চিত্র গৃহপতি বললেন,– "প্রভো! আর্য সুধর্ম কোথায় গমন করবেন?" গৃহপতি! আমি শ্রাবস্তীতে ভগবানকে দর্শন করার জন্য গমন করব। প্রভো! তাহলে আপনি যা বলেছেন এবং আমি যা বলেছি, সে সমস্তই ভগবানকে নিবেদন করবেন। আর্য সুধর্মের মচ্ছিকা বনে প্রত্যাবর্তন করা আশ্চর্যের হবে না। অতঃপর আয়ুষ্মান সুধর্ম শয্যাসন সামলিয়ে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তী অভিমুখে প্রস্থান করলেন এবং ক্রমান্বয়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে

পাদটীকা ঃ ১. পিষ্টক বিশেষ। এ গৃহপতির বংশের আদিপুরুষ পিষ্টক বিক্রেতা ছিল। এ হেতু তাকে উপহাস করে তিল সজ্ঞুলিকার কথা বললেন।

২. কাকের ঔরষে জাত কুক্কুট শাবক যেমন কাকের ন্যায় কিংবা কুক্কুটের ন্যায় রব করতে পারল না। এরূপ আপনিও ভিক্ষু উপযোগী কিংবা গৃহী উপযোগী কথা বললেন না। (সম-পাসা)।

উপবেশন করেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান সুধর্ম নিজে যা বলেছেন এবং চিত্র গৃহপতি যা বলেছেন সে সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করেন। বুদ্ধ তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বলেন; "হে মোঘপুরুষ! তোমার ব্যবহার অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন তুমি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, কারক, সঙ্ঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা করেছ? কেনই বা হীনবাক্যে বিদ্রুপ করেছ? তোমার এ কার্যে শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে"। এভাবে নিন্দা করে এবং ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে'– এ বলে সঙ্ঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করুক।"

দণ্ড দানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (প্রতিস্মরণীয় কর্ম) করবে। প্রথমে সুধর্ম ভিক্ষুকে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করে দিবে। স্মরণ করে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করবে। আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধালু, প্রসন্ন, দায়ক, কারক, সঙ্ঘ সেবক চিত্র গৃহপতিকে হীনবাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করেছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করতে পারেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ সুধর্ম ভিক্ষু শ্রদ্ধালু, প্রসন্ন, দায়ক, কারক, সঙ্ঘসেবক চিত্র গৃহপতিকে হীন বাক্যে নিন্দা এবং বিদ্রুপ করেছে। সঙ্ঘ 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করছেন। যে আয়ুষ্মান 'চিত্র গৃহপতির নিকট তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে' বলে

প্রতিস্মরণীয়কর্ম করা উচিত বোধ করেন, তিনি মৌন থাকবেন। যিনি উচিত বোধ করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।” [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– “তোমাকে চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে’ বলে সঙ্ঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত বোধ করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।”

বিধিবহির্ভূত প্রতিস্মরণীয়কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা বিকল প্রতিস্মরণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল প্রতিস্মরণীয়কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিবহির্ভূত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]

বিধিসম্মত প্রতিস্মরণীয়কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন প্রতিস্মরণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন প্রতিস্মরণীয়কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত এবং সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিসম্মত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]

প্রতিস্মরণীয় দণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ পঞ্চাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) গৃহীদের অলাভের (হানির) চেষ্টা করে, (২) গৃহীদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করে, (৩) গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, (৪) গৃহীদের অবাসের চেষ্টা করে, (৫) গৃহীকে গৃহীর সাথে

বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। ১

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) গৃহীদের নিকট বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) গৃহীদের নিকট ধর্মের অগুণ প্রচার করে, (৩) গৃহীদের নিকট সঙ্ঘের অগুণ প্রচার করে, (৪) গৃহীদেরকে হীন বাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করে, (৫) গৃহীদের নিকট ধর্ম–সজ্ঞাত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) একজন গৃহীদের অলাভের চেষ্টা করে, (২) একজন গৃহীদের অনর্থের চেষ্টা করে, (৩) একজন গৃহীদের অবাসের চেষ্টা করে, (৪) একজন গৃহীদেরকে আক্রোশ ও পরিবাদ করে, (৫) একজন গৃহীকে গৃহীদের সাথে বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ অপর পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। যথা– (১) একজন গৃহীদের নিকট বুদ্ধের অগুণ প্রচার করে, (২) একজন গৃহীদের নিকট ধর্মের অগুণ প্রচার করে, (৩) একজন গৃহীদের নিকট সঙ্ঘের অগুণ প্রচার করে, (৪) একজন গৃহীদেরকে হীন বাক্যে নিন্দা ও বিদ্রুপ করে, (৫) একজন গৃহীদের ধর্মসজ্ঞাত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ পাঁচজন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করবে। ৪

আকঙ্ক্ষ্যমান চার পঞ্চক সমাপ্ত

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এ– (১) অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমতি নিতে পারবে না, (৫) সঙ্ঘের অনুমোদন নিলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) সঙ্ঘ যে অপরাধের জন্য তর্জণীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) বিনয়কর্মের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে স্বয়ং নেতৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করে দিতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরকে বিবাদে রত করাতে পারবে না।

প্রতিস্মরণীয় কর্মে অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত

অনুদূত দানের নিয়ম

'তুমি চিত্র গৃহপতির নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর' বলে সঙ্ঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম করলেন। সঙ্ঘ তার প্রতিস্মরণীয়কর্ম করায় তিনি মচ্ছিকা বনে গিয়ে মৌন রইলেন। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলেন না। তিনি পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– "বন্ধু সুধর্ম! আপনি চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা চেয়েছেন কি?" বন্ধো! আমি মচ্ছিকা বনে গিয়ে মৌন রয়েছিলাম। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা চাইতে পারিনি। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান কহেন) হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুকে

জনৈক অনুদূত (সঙ্গী) প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে– প্রথমে গমনেচ্ছুক ভিক্ষুর মত জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত (সঙ্গী) প্রদান করতে পারেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত দেয়া উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত বোধ করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করুন।"

ধারণা– "সঙ্ঘ চিত্র গৃহপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সুধর্ম ভিক্ষুর অনুদূত প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

হে ভিক্ষুগণ! সুধর্ম ভিক্ষুকে এ অনুদূতসহ মচ্ছিকা বনে গিয়ে চিত্র গৃহপতির নিকট 'গৃহপতি, ক্ষমা করুন; আমি আপনাকে প্রসন্ন করছি' এরূপ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে, তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে, তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে বলতে হবে– গৃহপতি! এ ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন, আপনাকে প্রসন্ন করছেন। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে, তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে, তাহলে অনুদূত ভিক্ষুকে পুনরায় বলতে হবে– গৃহপতি! সঙ্ঘের কথায় এ ভিক্ষুকে ক্ষমা করুন। এরূপ বললে যদি ক্ষমা করে, তাহলে ভাল, যদি ক্ষমা না করে, তাহলে অনুদূত ভিক্ষু সুধর্ম ভিক্ষুকে চিত্র গৃহপতির দর্শন এবং শ্রবণ করার স্থানে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে পদাগ্রে ভার করে বসিয়ে এবং কৃতাঞ্জলি করে সে আপত্তি দেশনা (অপরাধ স্বীকার করা) করতে হবে। অনন্তর আয়ুষ্মান সুধর্ম অনুদূত সহ মচ্ছিকা বনে গিয়ে চিত্র গৃহপতির দ্বারা

ক্ষমা করালেন। তিনি সম্যক অনুবর্তী হলেন। মান ত্যাগ করলেন। মুক্তির উপযোগী কার্য করলেন এবং ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেন,– বন্ধো! সঙ্ঘ আমার প্রতিস্মরণীয়কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমাকে কিরূপ করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন) তাহলে, ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ সুধর্ম ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম উপশম করুক।

দণ্ড উপশম করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। যথা– (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করে, (৫) অনুমোদিত হলে ভিক্ষুণীকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম উপশম করা উচিত নয়। ১

[২নং ও ৩নং তর্জণীয়কর্ম রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম উপশম করা উচিত। যথা– (১) যে অন্যকে উপসম্পদা দেয় না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর প্রতিস্মরণীয়কর্ম উপশম করা উচিত। ১

[২নং ও ৩নং তর্জণীয়কর্ম রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ড উপশম করার নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে। সে সুধর্ম ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গা একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! সঙ্ঘ আমার প্রতিস্মরণীয়কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন প্রতিস্মরণীয় কর্মের উপশম যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে–

[প্রজ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ এবং ধারণা তর্জণীয় কর্মের জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ এবং ধারণা সদৃশ]

প্রতিস্মরণীয়কর্ম সমাপ্ত

আপত্তি দর্শন না করায় উৎক্ষেপনীয়কর্ম

(১) অপরাধ অদর্শনে করণীয় উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রাথমিক কথা সে সময় বুদ্ধ ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন ঘোষিতারামে। সে সময় আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে সে অপরাধ দেখতে (স্বীকার করতে) ইচ্ছা করছিলেন না। যে সমস্ত ভিক্ষু অল্পেচ্ছুক ... তারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন,– "কেন আয়ুষ্মান ছন্ন অপরাধ করে তা দেখতে (স্বীকার করতে) ইচ্ছে করছেন না?" তখন সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে দেখতে ইচ্ছে করছেন না? হ্যাঁ ভগবান, তা' সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা'নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন ঃ "কেন সে মোঘপুরুষ অপরাধ করে দেখতে ইচ্ছে করছে না?" তার এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতে পারে না বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উথাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে

বললেন,– হে ভিক্ষুগণ ! তাহলে অপরাধ (আপত্তি) দর্শন (স্বীকার) না করা হেতু সঙ্ঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সম্ভোগ[১] করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয়কর্ম করুক।

দণ্ড দানের নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এ প্রকারে (উৎক্ষেপনীয় কর্ম) করবে। প্রথম ছন্ন ভিক্ষুকে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করে স্মরণ করে দিবে। স্মরণ করে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুসঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে তা' দর্শন করতে ইচ্ছে করছে না। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতে পারেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ ছন্ন ভিক্ষু অপরাধ করে ইচ্ছে করছে না তা দর্শন করতে। অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য– উৎক্ষেপনীয় কর্ম করছেন। যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু ছন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করা, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।"

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ ছন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগের অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

হে ভিক্ষুগণ! সকল আবাসে (ভিক্ষুর বাসস্থানে) বলে দাও যে, অপরাধ দর্শন না করায় ছন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগের অযোগ্য

---

১. সম্ভোগ দ্বিবিধ। যথা– ধর্মসম্ভোগ এবং আমিষ সম্ভোগ। একসঙ্গে আহার করা আমিষসম্ভোগ। একসঙ্গে উপোসথ, প্রবারণাদি করা ধর্মসম্ভোগ।

উৎক্ষেপনীয় কর্ম করা হয়েছে।

বিধিবহির্ভূত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয়কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয় না, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয় না, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গ বিকল অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ ও দুরূপশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিবহির্ভূত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]

ধর্মসম্মত অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয়কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গসম্পন্ন অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। যথা– (১) যা সম্মুখে করা হয়, (২) জিজ্ঞাসা করে করা হয়, (৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গসম্পন্ন অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম ধর্মসম্মত, বিনয়সম্মত ও সুপোশমনীয় বলে কথিত হয়। ১

[২নং হতে ১২নং পর্যন্ত বিধিসম্মত তর্জণীয়কর্ম সদৃশ]

আপত্তি অদর্শন হেতু উৎক্ষেপনীয়কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর 'অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্ম' সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে করবে। যথা– (১) যে ভণ্ডনকারক, কলহকারক, বিবাদকারক, বৃথাবাক্যব্যয়ী, সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়, (২) মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল এবং অগ্রাহ্যকারী হয়, (৩) অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছে করলে সঙ্ঘ এ ত্রিবিধাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে 'অপরাধ অদর্শনে করণীয় উৎক্ষেপনীয় কর্ম' সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে করবে। ১

[২নং হতে ৬নং পর্যন্ত তর্জণীয়কর্ম করার যোগ্য ব্যক্তি সদৃশ]

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করায় যে ভিক্ষুকে উৎক্ষেপনীয়কর্ম করা হয়েছে, তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এ– (১) উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন স্বীকার করতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যে অপরাধের জন্য অপরাধ অদর্শন হেতু সঙ্ঘ উৎক্ষেপনীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) অদণ্ডিত (ভিক্ষুর দ্বারা) অভিবাদন, (১২) প্রত্যুত্থান, (১৩) অঞ্জলিকর্ম, (১৪) সমীচীনকর্ম (১৫) আসন প্রস্তুত করা, (১৬) শয্যা প্রস্তুত করা, (১৭) পাদোদক, (১৮) পাদপীঠ, (১৯) পাদকথলিক, (২০) পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ, (২১) স্নানের সময় (পৃষ্ঠমর্দন) রগড়ান আদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, (২২) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৩) আচারভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৪) সৎদৃষ্টিভ্রষ্ট হওয়ার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৫) হীনভাবে জীবন যাত্রার দোষারোপ করতে পারবে না, (২৬) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুর বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না, (২৭) গৃহীর বেশ (পরিচ্ছেদ) ধারণ করতে পারবে না, (২৮) তীর্থিকের বেশ ধারণ করতে পারবে না, (২৯) তীর্থিকের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না, (৩০) ভিক্ষুর সাথে মেলামেশা করতে হবে, (৩১) ভিক্ষুদের শিক্ষা (নিয়ম) শিক্ষা করতে হবে, (৩২) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর সাথে একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৩) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৪) একাচ্ছন্ন আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৩৫) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করতে হবে, (৩৬) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বিহারের ভিতরে কিংবা বাইরে বাধা দিতে

পারবে না, (৩৭) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (৩৮) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (৩৯) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে কোন আদেশ করতে পারবে না, (৪০) বিহারে নেতৃত্ব করতে পারবে না, (৪১) অবকাশ করতে পারবে না, (৪২) দোষারোপ করতে পারবে না, (৪৩) স্মরণ করাতে পারবে না, (৪৪) ভিক্ষুদের পরস্পরে কলহ করাতে পারবে না।

ত্রিচত্বারিংশৎ ব্রত সমাপ্ত

তখন সঙ্ঘ অপরাধ দর্শন না করার জন্য ছন্ন ভিক্ষুর সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগ করার অযোগ্য উৎক্ষেপনীয় কর্ম করলেন। অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ তার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় তিনি সে আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানে ভিক্ষুরা তাকে অভিবাদন করলেন না। তাকে দেখে প্রত্যুত্থান করলেন না। হাতজোড় করলেন না। সমীচীনকর্ম (কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করলেন না। সৎকার, গৌরব প্রদর্শন করলেন না। সম্মান প্রদর্শন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তার সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় সে আবাস হতেও অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ তাকে অভিবাদন করলেন না, তাকে দেখে প্রত্যুত্থান করলেন না। হাতজোড় করলেন না। সমীচীনকর্ম (কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করলেন না। সৎকার, গৌরব প্রদর্শন করলেন না। সম্মান প্রদর্শন করলেন না। পূজা করলেন না। ভিক্ষুগণ তার সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় সে আবাস হতেও অন্য আবাসে গমন করলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ তাকে অভিবাদন করলেন না। ভিক্ষুগণ তার সৎকার, গৌরব, সম্মান, পূজা না করায় তিনি পুনরায় কৌশাম্বী প্রত্যাগমন করলেন। তখন সম্যক অনুবর্তী হলেন। মান ত্যাগ করলেন। মুক্তির উপযোগী কার্য করলেন এবং ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে বললেন ,— "বন্ধো! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ আমার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় এখন আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কার্য করেছি। এখন আমি কিরূপ করব?" ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। (ভগবান বললেন),– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ ছন্ন ভিক্ষুর অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করুক।"

দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) যে উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন স্বীকার করে, (৫) অনুমোদিত হলে ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। ১

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) যে অপরাধের জন্য সঙ্ঘ অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষেপনীয়কর্ম করেছেন, পুনরায় সে অপরাধ করে, (২) তাদৃশ অন্য অপরাধ করে, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে, (৪) কর্মবাক্যের নিন্দা করে, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর অভিবাদন, (২) প্রত্যুত্থান, (৩) কৃতাঞ্জলি, (৪) সমীচীনকর্ম, (৫) আসন প্রস্তুত কর্ম গ্রহণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষু দ্বারা শয্যা আনয়ন, (২) পাদোদক, (৩) পাদপীঠ, (৪) পাদকথলিক, (৫) পাত্র–

চীবর প্রতিগ্রহণ, (৬) স্নানের সময় গাত্র মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্ট হবার দোষারোপ করে, (২) আচারভ্রষ্ট হবার দোষারোপ করে, (৩) সৎদৃষ্টিভ্রষ্ট হবার দোষারো!প করে, (৪) মিথ্যা জীবিকার দোষারোপ করে, (৫) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করে দেয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) গৃহীর ধ্বজা (বেশ) ধারণ করে, (২) তীর্থিক ধ্বজা ধারণ করে, (৩) তীর্থিকের সেবা করে, (৪) ভিক্ষুর সেবা করে না, (৫) ভিক্ষুর শিক্ষা (নিয়ম) শিক্ষা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৬

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সাথে একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করে, (২) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করে, (৩) একাচ্ছন্ন আবাসে বা অনাবাসে বাস করে, (৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্র–উত্থান করে না, (৫) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বিহারের ভিতরে বা বিহারে বাধা প্রদান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৭

হে ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে, (২) প্রবারণা স্থগিত করে, (৩) কর্তৃত্ব হিসেবে ভিক্ষুকে

আদেশ করে, (৪) বিহারে কর্তৃত্ব করে, (৫) অবকাশ করায়, (৬) দোষারোপ করে, (৭) স্মরণ করায়, (৮) ভিক্ষুদের দ্বারা পরস্পরে কলহ করায়।

হে ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গ বিকল ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে না। ৮

উপশম করার অযোগ্য ত্রিচত্বারিংশৎ সমাপ্ত

দণ্ড উপশম করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয় দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের অনুমতি লাভের আশা করে না, (৫) অনুমতি পেয়েও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে।১

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) যে অপরাধের জন্য অপরাধ অদর্শনে করণীয় উৎক্ষেপনীয়কর্ম করা হয়েছে, পুনরায় সে অপরাধ করে না, (২) তাদৃশঃ অন্য অপরাধ করে না, (৩) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করে না, (৪)কর্মবাক্যের নিন্দা করে না, (৫) কর্মকারকের নিন্দা করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ২

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষু দ্বারা অভিবাদন, (২) প্রত্যুত্থান, (৩) কৃতাঞ্জলি, (৪) কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (৫) প্রস্তুত আসন ব্যবহার করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৩

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর দ্বারা প্রস্তুত শয্যা, (২) পাদোদক, (৩) পাদপীঠ, পাদকথলিক, (৪) পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ, (৫) স্নানের সময় অঙ্গ মার্জন করায় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৪

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে শীলভ্রষ্ট দোষে দোষারোপ করে না, (২) আচারভ্রষ্ট দোষে দোষারোপ করে না, (৩) সৎদৃষ্টিভ্রষ্ট দোষে দোষোরোপ করে না, (৪) মিথ্যা জীবিকা দোষে দোষারোপ করে না, (৫) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করায় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৫

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) গৃহী বেশ ধারণ করে না, (২) তীর্থিক বেশ ধারণ করে না, (৩) তীর্থিকের সেবা করে না, (৪) ভিক্ষুর সেবা করে, (৫) ভিক্ষুর শিক্ষা শিক্ষা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৬

হে ভিক্ষুগণ! অপর পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর সাথে একাচ্ছন্ন আবাসে বাস করে না, (২) একাচ্ছন্ন অনাবাসে বাস করে না, (৩) একাচ্ছন্ন আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করে না, (৪) অদণ্ডিত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করে, (৫) বিহারের বাইরে বা ভেতরে অদণ্ডিত ভিক্ষুকে বাঁধা দেয় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৭

হে ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। যথা– (১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করে না, (২) প্রবারণা স্থগিত করে না, (৩) কর্তৃত্ব হিসেবে অন্য ভিক্ষুকে আদেশ করে না, (৪) বিহারের কর্তৃত্ব করে না, (৫) অবকাশ করায় না, (৬) দোষারোপ করে না, (৭) স্মরণ করায় না, (৮) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে কলহ করায় না।

হে ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম উপশম করবে। ৮

উপশম করার যোগ্য ত্রিচত্বারিংশৎ সমাপ্ত

দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

হে ভিক্ষুগণ! মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় যে ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করা হয়েছে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হওয়ার নিয়ম এই–

(১) উপসম্পদা দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন গ্রহণ করতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যে অপরাধের জন্য সঙ্ঘ মিথ্যাধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয়কর্ম করেছে, পুনরায় সে অপরাধ করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারবে না, (৯) কর্মবাক্যের নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) কর্তৃত্ব হিসেবে কোন ভিক্ষুকে আদেশ করতে পারবে না, (১৪) বিহারে কর্তৃত্ব করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করাতে পারবে না, (১৬) দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭)

স্মরণ করাতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুদিগের দ্বারা পরস্পরে কলহ করাতে পারবে না।

অষ্টাদশ ব্রত সমাপ্ত

সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন অরিষ্ট নামে পূর্বের গন্ধবাধী এক ভিক্ষুর এরূপ মিথ্যা পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হলো। তিনি বলতে লাগলেন, আমি তথাগতের দেশিত ধর্ম জেনেছি যে, যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম (বিষয়) আছে সে সকল প্রতিসেবনে কোন প্রকার অন্তরায় নেই। জনৈক ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, পূর্বেকার গন্ধবাধী অরিষ্ট নামক ভিক্ষুর এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। তিনি নাকি বলছেন– ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এভাবে জেনেছি যে, ভগবান যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম বলছেন সে সকল প্রতিসেবনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ যেখানে পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে পূর্বের গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে বললেন,– বন্ধু এটা কি সত্য যে, আপনার এমন পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়ে বলছেন ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এভাবে জেনেছি, যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর সে সকল প্রতিসেবনে কোন প্রকার অন্তরায় হয় না?

হ্যাঁ বন্ধু! ... এরূপ আমি জেনেছি। বন্ধু অরিষ্ট এরূপ বলবেন না, এভাবে ভগবানের নিন্দা করবেন না। ভগবানের এভাবে নিন্দা করা কখনো সাধু নয়। বন্ধু! ভগবান এরূপ বলেননি যে,– যে সকল ধর্ম অন্তরায়কর, সে সকল অপ্রসাদকর, অন্তরায়কর ধর্মের প্রতি সেবন বহু দুঃখকর, বহু উপদ্রবপূর্ণ, বহু উপায়াসযুক্ত, যেমন কামনা অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, মাংসখণ্ড সদৃশ, জ্বলন্ত তৃণস্তুপ সদৃশ, জ্বলন্ত কয়লা–চুল্লী সদৃশ, স্বপ্ন সদৃশ, যাচক সদৃশ, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ, কষাইখানা সদৃশ, অসিধার সদৃশ, সর্পের মুখ সদৃশ, বহু দুঃখপূর্ণ, বহু উপায়াসযুক্ত, বহু উপদ্রবপূর্ণ এর চেয়েও অধিক।

পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টকে সে ভিক্ষুগণের দ্বারা এরূপ বলা

সত্ত্বেও তার সে পাপদৃষ্টিতে অবিচল রইলেন, আঁকড়ে রইলেন, নিজ সিদ্ধান্তে অভিনিবিষ্ট রইলেন। ফলে সে ভিক্ষুগণ অরিষ্ট ভিক্ষুর পাপদৃষ্টি অপসারণে অক্ষম হয়ে যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ সকল নিবেদন করলেন।

অতঃপর ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে পূর্বে গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে অরিষ্ট! এটা কি সত্য যে, তোমার এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে? তুমি কি বলছ– ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এরূপ জানি যে, ভগবান যে সকলকে অন্তরায়কর ধর্ম বলছেন সে সকল প্রতিসেবনে কোন অন্তরায় হয় না? হ্যাঁ প্রভু! ভগবানের দেশিত ধর্ম আমি এরূপই অবগত হয়েছি ...। তুমি কেমন মোঘপুরুষ (মূর্খ) যে আমার দেশিত ধর্মকে এভাবে অবগত হলে? হে মোঘপুরুষ! আমার দ্বারা অনেক প্রকারে কি এরূপ বলা হয়নি যে, অন্তরায়কর ধর্ম প্রতিসেবনে অন্তরায়কর, অপ্রসাদকর, কাম বাসনা বহু দুঃখ, বহু অনর্থকর, বহু উপদ্রবপূর্ণ, তার চেয়ে অধিক যেমন,– অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, মাংসখণ্ড সদৃশ, জ্বলন্ত তৃণস্তুপ সদৃশ, জ্বলন্ত কয়লা-চুল্লী সদৃশ, স্বপ্ন সদৃশ, যাচক সদৃশ, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ, কষাইখানা সদৃশ, অসিধার সদৃশ, সর্পের মুখ সদৃশ, বহু দুঃখপূর্ণ, বহু শোক-তাপযুক্ত, বহু উপদ্রবপূর্ণ, তদপেক্ষাও অধিক ! অথচ তুমি মোঘপুরুষ নিজেই বিপরীত ধারণা বশে পাপদৃষ্টি –পরায়ণ হয়ে আমার নিন্দা করে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করছ, বহু অপুণ্য প্রসব করছ। হে মোঘপুরুষ! এটা তোমার দীর্ঘরাত্রি অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। তোমার এ আচরণ অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপত্তির কারণ হবে না, অধিকন্তু শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করবে।

ভগবান এভাবে ভর্ৎসনা করে, ধর্ম প্রসঙ্গে অবতারণা করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করে বললেন– তাহলে ভিক্ষুগণ! পূর্বে গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্ঘ তাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করুক, সঙ্ঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জন করা হোক।

ভিক্ষুগণ! এভাবে তা করতে হবে– পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টকে

প্রথমে দোষারোপ করা কর্তব্য, দোষারোপ করে স্মরণ করে দেওয়া কর্তব্য, স্মরণ করে আপত্তি আরোপ করা কর্তব্য, আপত্তি আরোপ করে দক্ষ, সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সঙ্ঘকে জ্ঞাত করানো কর্তব্য।

প্রজ্ঞপ্তি— ভন্তে সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। (তিনি বললেন) আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এভাবে অবগত আছি যে, যে সকল অন্তরায়কর ধর্ম ভগবান উল্লেখ করছেন সে সকল অন্তরায়কর ধর্ম প্রতিসেবনে কোন পাপ, অন্তরায় হয় না। তিনি তার এ পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করছে না। যদি সঙ্ঘ এটা যথার্থ সময় বলে মনে করেন তাহলে পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি বর্জনের জন্য উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম করুক, সঙ্ঘ (তার সাথে) সম্ভোগ বর্জন করুক।

অনুশ্রবণ— ভন্তে সঙ্ঘ! পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের এরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে (তিনি বলছেন) আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এভাবে জ্ঞাত আছি যে ভগবান কর্তৃক যে সকল ধর্মকে অন্তরায়কর বলে উক্ত হয়েছে সে সকল প্রতিসেবনে কোন অন্তরায় (পাপ) হয় না। তিনি তার এ পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করছেন না। সঙ্ঘ পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু সঙ্ঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করছেন। যিনি পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে সঙ্ঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ যথার্থ মনে করেন, তিনি নীরব থাকুন। আর যিনি যথার্থ মনে না করেন, তিনি নিজে তা ব্যক্ত করুন।

[দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও এরূপ বলছি ... অনুশ্রবণ পর্বকে এভাবে তিনবার আবৃত্তি করতে হবে]।

ধারণা— সঙ্ঘ কর্তৃক পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করা হলো। সঙ্ঘ এটা যথার্থ বিবেচনা করছেন। তাই সকলে নীরব আছেন। আমি এরূপই ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ! আবাস পরম্পরা অত্যাসক্ত পূর্বে গন্ধবাধি ভিক্ষু অরিষ্টের পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু সঙ্ঘ কর্তৃক সম্ভোগ বর্জনার্থে উৎক্ষেপনীয়কর্ম কৃত হলো।

১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয়বহির্ভূত কর্ম হয় এবং দুরূপশমনীয় হয়। যথা– অসম্মুখে কৃত, প্রতি জিজ্ঞাসা না করে কৃত, প্রতিজ্ঞা না করায়ে কৃত দণ্ডকর্ম। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম, দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– আপত্তি বিহীনের প্রতি, অদেশনীয় আপত্তি (সঙ্ঘাদিসেসাদি)কারীর প্রতি, আপত্তি দেশনা কৃতের প্রতি কৃত দণ্ডকর্ম। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়দণ্ড অধর্ম কর্ম, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– (অভিযোগ) পুনঃ পরীক্ষা না করে কৃত হয়, স্মরণ না করায়ে কৃত হয়, আপত্তি আরোপ না করে কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– অনুপস্থিতিতে কৃত, (সঙ্ঘের) একাংশ দ্বারা কৃত এবং অন্যায় (অধর্ম)ভাবে কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ

অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– প্রতি জিজ্ঞাসা না করে কৃত হয়, অন্যায়ভাবে কৃত হয়, একাংশ দ্বারা কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু অপর ত্রিবিধ অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– প্রতিজ্ঞা না করায়ে কৃত, অন্যায়ভাবে কৃত এবং একাংশের দ্বারা কৃত হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– বিনা আপত্তিতে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয়, একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– দেশনা অযোগ্য আপত্তিতে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

৯। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– দেশনা কৃত আপত্তিতে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অজ্ঞাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয়

বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

১০। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ কৃত এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– (অভিযোগ) পুনঃ পরীক্ষা না করে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয়, একাংশের দ্বারা করা হয়। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে– এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয়কর্ম অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের অযোগ্য হয়।

১১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– স্মরণ না করায়ে আরোপ করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু কৃত অপর ত্রিবিধ অঙ্গাসম্পন্ন উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কৃত, বিনয় বিরুদ্ধ এবং দুরূপশমনীয় কর্ম হয়। যথা– আপত্তি আরোপ না করে করা হয়, অধর্মতঃ করা হয় এবং একাংশের দ্বারা করা হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত তিন অঙ্গাসম্পন্ন এ উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অধর্ম কর্ম হয়, বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম হয় এবং উপশমের (সংশোধনের) অযোগ্য হয়।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অধর্মতঃ প্রদত্ত দ্বাদশ উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম পর্ব সমাপ্ত]

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে ধর্মতঃ প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব

১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় (সংশোধন যোগ্য) হয়ে থাকে। যথা– ১) সম্মুখে করা হয়ে থাকে, ২) প্রতি জিজ্ঞাসা করা দ্বারা করা হয়ে থাকে, ৩) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ! এ তিন অঙ্গা (লক্ষণ)বিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত হলে তা ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে।

২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সু পোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) আপত্তিগ্রস্তকে করা হয়, ২) দেশনাগামী আপত্তি গ্রস্ত করা হয় এবং ৩) অদেশনা কৃত আপত্তি গ্রস্তকে করা হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) অভিযোগ উত্থাপন করে করা হয়, ২) স্মরণ করে দিয়ে করা হয়, ৩) আপত্তি আরোপ করে করা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) সম্মুখে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিক (সঙ্ঘের একমতে)ভাবে করা হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) প্রতি জিজ্ঞাসা করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ড ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) প্রতিজ্ঞা দ্বারা করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয়, ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দন্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) আপত্তি গ্রস্তকে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট

উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) দেশনাগামী আপত্তিকৃতকে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয়, ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

৯। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) আপত্তি অদেশিত অবস্থায় করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

১০। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) অভিযোগ উত্থাপন করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

১১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) স্মরণ করায়ে কৃত হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল হয়, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে। যথা– ১) আপত্তি আরোপ করে করা হয়, ২) ধর্মতঃ করা হয় এবং ৩) সামগ্রিকভাবে করা হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগ হেতু প্রদত্ত– এ তিন অঙ্গাবিশিষ্ট উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম ধর্মানুকুল কর্ম, বিনয়ানুকুল কর্ম এবং সুপোশমনীয় কর্ম হয়ে থাকে।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত দ্বাদশ উৎক্ষেপনীয় দণ্ড পর্ব সমাপ্ত]

পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড ৬ষ্ঠক পর্ব

১। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে তিন অঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডারোপ করতে পারে। যথা– ১) ভণ্ডনকারী (ভেদ সৃষ্টিকারী), ২) কলহ–বিবাদকারী, অসার বাক্য ভাষী, সঙ্ঘে

(নিত্য) অভিযোগকারী হলে, ৩) মূর্খ–অদক্ষ, অপরাধবহুল, অগ্রাহ্যকারী, অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বসবাসকারী হলে।

ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে, এ তিন অঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দন্ডারোপ করতে পারে।

২। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দন্ড আরোপ করতে পারে। যথা– ১) অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, ২) অধি আচারে আচার বিপন্ন হয়, ৩) অধি দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দন্ড আরোপ করতে পারে। যথা– ১) বুদ্ধের নিন্দা করে, ২) ধর্মের নিন্দা করে এবং ৩) সঙ্ঘের নিন্দা করে।

৪। ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে অপর তিন অঙ্গাবিশিষ্ট ভিক্ষুকে সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে উৎক্ষেপনীয় দন্ড আরোপ করতে পারে। যথা– ১) একজন ভেদ সৃষ্টিকারী হয়, কলহকারী হয়, বিবাদকারী হয়, সঙ্ঘের (নিত্য) অভিযোগকারী হয়, ২) একজন অদক্ষ মূর্খ হয়, আপত্তি বহুল হয়, অগ্রাহ্যকারী হয়, ৩) একজন অযোগ্য গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে।

৫নং ও ৬নং দন্ডকর্ম বিধি ২নং ও ৩নং এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম মাত্র ৫ নং ও ৬নং–এ উল্লেখিত তিনটি অপরাধের প্রত্যকটিকে 'একো' মূলপালি শব্দটি যুক্ত হওয়াতে এক একটি অপরাধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে উৎক্ষেপনীয় দন্ড প্রয়োগের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দন্ড ৬ষ্ঠক পর্ব সমাপ্ত]

ভিক্ষুগণ! পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দন্ডপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে (দন্ডের বিধি–বিধান) সম্যক অনুবর্তন করতে হবে। সে সম্যক অনুবর্তন হলো– ১) উপসম্পদা দান করতে পারবে না, ২) কাকেও

নিশ্রয় (আশ্রয় বা ধর্মান্তেবাসী হিসেবে রাখা) দিতে পারবে না, ৩) কোন শ্রামণের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, ৪) কোন আদেশ উপদেশ দান করতে পারবে না, ৫) যে কোন আদেশ মানতে বাধ্য থাকতে হবে (সাদিতকী), ৬) অনুমতি প্রাপ্ত হয়েও কোন ভিক্ষুণীকে উপদেশ দান করতে পারবে না, ৭) সঙ্ঘ যে সকল আপত্তি আপত্তিগত মিথ্যাদৃষ্টির অপরিত্যাগ হেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রদান করেছেন সে সকল অপরাধ পুনঃ করতে পারবে না, ৮) তাদৃশ (অন্য) কোন পাপ কর্মও করতে পারবে না, ৯) তারচেয়েও গুরুতর পাপ করতে পারবে না, ১০) কর্মবাক্য পাঠকের নিন্দা করতে পারবে না, ১১) পাকাতাত্তা (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, ১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, ১৩) কোন বাক্যালাপ করতে পারবে না, ১৪) কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না, ১৫) অবকাশ (কিছু বলার অনুমতি) নিতে পারবে না, ১৬) দোষারোপের পুনঃ প্রমাণ (চোদনা) দাবী করতে পারবে না, ১৭) কারো দোষ স্মরণ করায়ে দিতে পারবে না, ১৮) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুর বিবাদ সৃষ্টি করাতে পারবে না।

[পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে প্রদত্ত উৎক্ষেপনীয় দণ্ড অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত]

অতঃপর সঙ্ঘ ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুর 'সঙ্ঘের সাথে সম্ভোগ করতে পারবে না' বলে মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষেপনীয়কর্ম করলেন। মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ তার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল। তখন অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন,– "কেন ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুকে সঙ্ঘ তার মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করল?"

সে ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন,–

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষু মিথ্যাধারণা

পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ তার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। "হে ভিক্ষুগণ! কেন সে মূর্খ মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ তার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করেছে? তার এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতে পারবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে।" এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উথাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ ভূতপূর্ব গন্ধবাধি অরিষ্ট ভিক্ষুর মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু তার কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম রহিত করুক।"

দণ্ড রহিত করার অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম রহিত করবে না। যথা– (১) উপসম্পদা দান করে, (২) আশ্রয় দান করে, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায়, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন গ্রহণ করে, (৫) অনুমোদিত হয়ে ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর মিথ্যাধারণা অপরিত্যাগে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম রহিত করবে না। [অবশিষ্ট অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম সদৃশ]

অষ্টাদশ দণ্ড রহিত করা অযোগ্য ব্যক্তি সমাপ্ত

দণ্ড রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুর মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম রহিত করবে। যথা– (১) উপসম্পদা দান করে না, (২) আশ্রয়দান করে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করায় না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হওয়ার অনুমোদন গ্রহণ করে না, (৫) অনুমোদিত

হয়েও উপদেশ দান করে না।

হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুর মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম রহিত করবে। [অবশিষ্ট অপরাধ অদর্শনে কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম সদৃশ]

অষ্টাদশ রহিত করার যোগ্য ব্যক্তি সমাপ্ত

দণ্ড রহিত করার নিয়ম

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দণ্ড রহিত করবে,– মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় যার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করা হয়েছে, সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ আমার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় আমি সম্যক অনুবর্তী হয়েছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির উপযোগী কর্ম করেছি এবং মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার যাচ্ঞা করতেছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপ করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে– (প্রজ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ ও ধারণা অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয়কর্ম সদৃশ। কেবল অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় কর্মস্থানে মিথ্যাধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয়কর্ম এবং ছন্ন ভিক্ষু স্থানে অমুক নামীয় ভিক্ষু পাঠ করবে)।

মিথ্যাধারণা অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয়কর্ম সমাপ্ত

কর্ম–স্কন্ধ সমাপ্ত

(তস্‌স+উদানং = তস্‌সুদ্দানং)

পণ্ডুক লোহিতক ভিক্ষু নিজেরাই কলহকারী;
এসবের উপশমে না ছিল তারা উৎসাহী।
অনুৎপন্নের জন্ম হলো উৎপন্নের বৃদ্ধিতে;
অল্পেতুষ্ট ভিক্ষুগণ নিন্দা করেন এসব দেখে।
সদ্ধর্মের স্থিতিকামী বুদ্ধ ভগবান;

নিজস্ব জ্ঞানে অগ্র পুরুষে মহান।
নির্দেশিলেন ভিক্ষুগণে তর্জণীয় কর্মেতে;
শ্রাবস্তী নগরে তার অবস্থানকালে।
অসম্মুখে, অজিজ্ঞাসায়, অপ্রতিজ্ঞাতে
অনাপত্তি, অদেশনায়, দেশিতকে ধরে।
অনভিযোগ, অস্মরণে, বিনা আরোপনে,
যে সব দন্ড বিধান তারা ভিক্ষুদেরে করে।
অসম্মুখে অধর্মেতে বিভাগ হয়ে যাহা করে;
অপ্রতিজিজ্ঞাসায় অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে তাহা করে,
অপ্রতিজ্ঞায় অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে যাহা করে,
অনাপত্তি অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে তাহা করে,
অদেশনাগামী অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে যাহা করে,
দেশিতকে অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে তাহা করে,
অস্মরণে অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে যাহা করে,
অনারোপি অধর্মতঃ বিভাগ হয়ে তাহা করে।
অমানিশার এমনকালে শুক্ল দিনের আগমনে,
সঙ্ঘ আকাঙ্খিত হলো তর্জণীয় দন্ডদানে।
কলহকারী মূর্খে বর্জন অধিশীলে, অধিচারে;
অতিদৃষ্টি বিপন্নদের সঙ্ঘ তর্জণীয় দানে।
বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ নিন্দা করে যেই মূর্খ জনে,
তিনে দোষী ভিক্ষুকে, সঙ্ঘ তর্জণীয় দিবে।
কলহকারী, মূর্খ, মিথ্যুক, অতিদৃষ্টি ধারক জনে,
অধিশীলে, অধিচারে নইলে বর্জন সঙ্ঘ করে।
বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ নিন্দা যে জন সদা ভাষণ করে,
তর্জণীয় দন্ড দাও, যথাবিধান মতে তারে।

উপসম্পদা, নিশ্রয় আর সেবা–যত্ন, শ্রামণেতে,
উপদেশ, সন্মানাদি নহে তর্জণীয় তরে।
ক্ষমা নাহি করো, তাদৃশ অপরাধী জনে,
কর্ম কর্মিক উভয়ে যেই ভিক্ষু নিন্দা করে।
উপোসথে, প্রবারণায়, পাকতত্তের নষ্টেতে,
স্বভিপ্রায়ে, দোষারোপে, অভিযোগের সুযোগে;
স্মরণ, সম্প্রয়োগাদি সুযোগ কভু নাহি দিবে।
উপসম্পন্নে নিশ্রয় আর সেবা, শ্রমণেতে;
উপদেশ সম্মানাদি নহে পঞ্চদোষে।
ক্ষমা নাহি করো সেই অপরাধীজনে,
কর্ম কর্মী উভয়ে সে যদি নিন্দা করে।
উপোসথ, প্রবারণা, উদ্দেশ অভিপ্রায়ে,
দোষারোপ, স্মরণ সম্প্রয়োগে সুযোগ নাহি দিবে।
এই সপ্ত দোষে যে জন যুক্ত হয়,
তর্জণীয় কর্ম তারে করিবে নিশ্চয়।
অমানিশার এমনকালে শুক্লদিনের আগমনে,
মূর্খ আপত্তিবহুলে, শ্রেয় সংসর্গ বর্জনে।
নিশ্রয় দন্ড নির্দেশিলেন মহামুনি ভগবানে,
অশ্বী, পুনব্বসু কীটগীরীর দুই ভিক্ষুগণে।
বিবিধ অনাচারে লিপ্ত, সদাচারে গিয়ে ভুলে;
পব্বাজনীয় দিলেন বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে।
মচ্ছিকাখণ্ডের চিত্তবাসী, সুধম্ম নামেতে,
জাতিবাদী নিন্দা করে চিত্ত উপাসকে।
অহঙ্কারের অবসানে ক্ষমাপ্রার্থনাতে,
পটিসারণীয় নির্দেশ দিলেন তথাগতে।

কোশাম্বীর ছন্নকে দণ্ডে নিজ দোষ অদর্শনে,
দর্শনে উৎক্ষেপন দণ্ড আদেশিলেন জিনোত্তমে।
প্রতিকারে অনিচ্ছুক ছন্ন, নিজের আপত্তিকে;
উৎক্ষেপনের, অপ্রতিকারে দণ্ড দিলেন বিনয়কে ।
পাপদৃষ্টিতে অরিষ্ট মগ্ন ভিন্ন মতবাদে,
তাহা পরিত্যাগে জিন, নির্দেশিলেন উৎক্ষেপনে।
নিস্‌সয় পব্বাজনীয় বা প্রতিস্মরণীয়,
অদর্শনে, অপ্রতিকারে দণ্ডে দৃষ্টি অপরিত্যাগে।
ক্রীড়াদি অনাচারে লিপ্ত, মিথ্যা জীবিকাতে,
অতিরিক্তে পব্বাজনীয় দণ্ডিবে তাহাকে।
পর অলাভ, নিন্দাদি দ্বিপঞ্চ নামেতে,
অতিরিক্তে স্মারণীয় দণ্ডে, দণ্ডিবে তাহারে।
তজ্জনীয় ও নিস্‌সয় দুই একাদশ;
পরিত্যাগ (পব্বজ্জা) পটিসারণ, দুই অতিরিক্ত।
তিন উৎক্ষেপন দণ্ডসদৃশ বিভেদ মতে,
তজ্জনীয় আদিষ্ট হয় একই বিধি মতে।

কর্মস্কন্ধ সমাপ্ত

২– পারিবাসিক–স্কন্ধ

পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য

[স্থান – শ্রাবস্তী]

(১) প্রারম্ভিক কথা

সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন– অনাথপিণ্ডদের আরামে। সে সময় পারিবাসিক[১] (পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুদিগের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন[২]কর্ম, আসন–আনয়ন[৩], শয্যা–আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ[৪], পাদকথলিক[৫], পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনা ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন– "কেন পারিবাসিক ভিক্ষুগণ গ্রহণ করতেছেন অদণ্ডিত ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, আসন–আনয়ন, শয্যা–আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা?" অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি পারিবাসিক ভিক্ষুগণ গ্রহণ করতেছে অদণ্ডিত ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান,

---

১. **পাদটীকা ঃ** ১। যারা পরিবাস করতেছে। পরিবাস চতুর্বিধ। যথা– ১। অপ্রতিচ্ছন্ন, ২। প্রতিচ্ছন্ন, ৩। সুদ্ধন্ত ,৪। সমোধান পরিবাস। মহাবর্গে বর্ণিতানুযায়ী পূর্ব তীর্থিককে যা প্রদত্ত হয় তা অপ্রতিচ্ছন্ন পরিবাস। অবশিষ্ট তিনটি পরিবাস যারা সঙ্ঘাদিসেস অপরাধে অপরাধী হয়ে অপরাধ গোপন করে তাদিগকে দেয়া হয়। এই ত্রিবিধ পরিবাসের মধ্যে যে কোনটি পালন করে তাকে পারিবাসিক বলে।

২. ব্যঞ্জন (পাখা) করা আদি অন্যান্য কাজ।

৩. অদণ্ডিত ভিক্ষু আনিত আসনে উপবেশন করা।

৪. ধৌত পদ স্থাপনের চৌকি।

৫. অধৌত পদ স্থাপনের চৌকি।

অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য। ... এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হতে পারে না, বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে এবং ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন,- হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে না। যে গ্রহণ করবে, তার 'দুক্কট'[১] অপরাধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি- পারিবাসিক ভিক্ষুগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠানুসারে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, আসন-আনয়ন, শয্যা-আনয়ন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুগণের পাঁচটি বিষয় জ্যেষ্ঠানুক্রম- (১) উপোসথ, (২) প্রবারণা, (৩) বার্ষিক সাটিক, (৪) বিসর্জন[২] (ওনোজনা), (৫) ভোজনের অন্ন।

হে ভিক্ষুগণ! তা হতে পারিবাসিক ভিক্ষুগণের প্রতিপালনীয় ব্রত বিধান করবে।

১.বারণ করা সত্ত্বেও শিষ্য গুরুর সেবা করলে গুরুর অপরাধ হয় না। সম-পাসা।

২. **পাদটীকা ঃ** ১। ওনোজনন্তি বিস্‌সজ্জনং বুচ্চতি। সচে পি পারিবাসিকাম দ্বে তীনি উদ্দেস ভত্তানি পাপুনন্তি অঞ্ঞস্‌স পুগ্গলিক ভত্ত পুচ্ছাসা হোতি তানি পটিপাটিযা গাহেত্বা ভন্তে হেত্বা গাহেথ, অজ্জ ময্হং ভত্ত পচ্চাসা অত্থি স্বেব গণ্হিস্‌সামীতি বত্বা বিস্‌সজ্জেতব্বানি। এবং পুন দিবসে গণ্হিতুং লভতি ... যদি পন ন গণ্হতি ন বিস্‌সজ্জেতি পুন দিবসে ন লভতি। ইদং ওনোজনং নাম পারিবাসিকস্‌সেব অনুঞ্ঞাতং।

পারিবাসিকের ব্রত

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষুকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী হবার নিয়ম এ,– (১) উপসম্পদা[১] দিতে পারবে না, (২) আশ্রয় দিতে পারবে না, (৩) শ্রামণের দ্বারা নিজের সেবা করাতে পারবে না, (৪) ভিক্ষুণীর উপদেষ্টা হবার অনুমোদন স্বীকার করতে পারবে না, (৫) অনুমোদিত হলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারবে না, (৬) যে অপরাধের জন্য সঙ্ঘ পরিবাস দিচ্ছেন, পুনঃ সে অপরাধ[২] করতে পারবে না, (৭) তাদৃশ অন্য অপরাধ[৩] করতে পারবে না, (৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ[৪] করতে পারবে না, (৯) কর্মের[৫] নিন্দা করতে পারবে না, (১০) কর্মকারকের নিন্দা করতে পারবে না, (১১) প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না, (১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারবে না, (১৩) বলবার যোগ্য[৬] করতে পারবে না, (১৪) শ্রেষ্ঠত্ব[৭] জ্ঞাপন করতে পারবে না, (১৫) অবকাশ করতে পারবে না, (১৬) প্রকট[৮] দোষারোপ করতে পারবে না, (১৭) স্মরণ করাতে পারবে না, (১৮) ভিক্ষুগণের সাথে সংমিশ্রণ[৯] করতে পারবে না, (১৯) প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুর অগ্রে অগ্রে যেতে[১০] পারবে না, (২০) সম্মুখে বসতে পারবে না, (২১) সঙ্ঘের যে অন্তিম

---

[১]. স্বয়ং উপধ্যায় হয়ে অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারবে না; ব্রত ত্যাগ করে উপসম্পদা দিতে পারবে।

[২]. শুক্রপাতের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হলে পুনরায় শুক্রপাত করতে পারবে না।

[৩]. কাম সংসর্গাদি গুরুতর অপরাধ।

[৪]. পারাজিক অপরাধ।

[৫]. পরিবাসের কর্ম বাক্যের; যারা কর্ম করে।

[৬]. অন্তরায় উপস্থিত করা।

[৭]. কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব করতে পারবে না।

[৮]. বিষয় বা অপরাধ প্রকাশ করতে পারবে না।

[৯]. পরস্পরে মিলে কলহ করতে পারবে না।

[১০]. **পাদটীকা ঃ** সংঘ স্থবির হয়ে অগ্রে অগ্রে গমন করতে পারবে না। দ্বাদশ হস্ত দূরে থেকে একাকী গমন করা।

আসন[১], অন্তিম শয্যা ও অন্তিম বিহার[২] (বাসস্থান) তা তাকে দিতে হবে। তাই তাকে ব্যবহার করতে হবে, (২২) পারিবাসিক ভিক্ষু অদণ্ডিত ভিক্ষুর পূর্বগামী কিংবা পশ্চাদগামী শ্রমণরূপে গৃহীর বাড়ীতে যেতে পারবে না, (২৩) অরণ্যবাসের ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, (২৪) ভিক্ষাচর্যার ব্রত গ্রহণ করতে পারবে না, (২৫) আমাকে না জানুক এজন্য ভিক্ষান্ন আনাতে পারবে[৩] না, (২৬) পারিবাসিক ভিক্ষু অভ্যাগতরূপে অন্যত্র গমন করলে নিজের বিষয় বলতে হবে, (২৭) অভ্যাগতকে নিজের বিষয় বলতে হবে, (২৮) উপোসথের সময় বলতে হবে, (২৯) প্রবারণার সময় বলতে হবে, (৩০) পীড়িত হলে সংবাদ বাহক দ্বারা বলতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৩১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে যেতে পারবে না, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত; (৩২) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে (যা ভিক্ষুর বাসস্থান নয় এমন স্থানে) যেতে পারবে না, (৩৩) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে বা অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে বা কোন বিঘ্ন ব্যতীত; (৩৪) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে যেতে পারবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা বিঘ্ন ব্যতীত; (৩৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস থেকে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাবে না প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত; (৩৬) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৩৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সঙ্গে কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত। (৩৮) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সহিত

---

[১]. ভোজনগৃহে নূতন ভিক্ষু বসবার আসন।

[২]. নিকৃষ্ট মঞ্চ, চৌকি আদি, নিকৃষ্ট বাসস্থান; যদি সেখানে অবস্থিত সমস্ত ভিক্ষু বৃক্ষমূলে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে বাস করেন তাহলে বাসস্থান তাঁদের পরিত্যক্ত মধ্যে গণ্য হয়। তাতে বাস করা যায়।

[৩]. ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেই ভোজন করতে হবে।

কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত। (৩৯) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুহীন আবাস কিংবা অনাবাসে যাবে না; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন বিঘ্ন ব্যতীত।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৪০) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না; যেখানের ভিক্ষু নানাসংবাসক[১]; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না; যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪২) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না; কিংবা অনাবাসে যাবে না যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৩) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৪) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৫) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৬) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত। (৪৮) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাসে যাবে না, যেখানের ভিক্ষু নানা সংবাসক; প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে কিংবা কোন অন্তরায় ব্যতীত।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৪৯) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে যেখানে

---

[১]. **পাদটীকাঃ** ১। যারা ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ এবং যারা স্বসম্প্রদায়স্থ হয়েও উৎক্ষিপ্তদণ্ডে দণ্ডিত তাদিগকে নানাসংবাসক বলে।

সমান সংবাসক[১] ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারা যাবে বলে বোধ হয় এরূপ ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫০) ভিক্ষুযুক্ত আবাস[২] হতে যেখানে সমান–সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারা যাবে বলে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে[৩] যাবে। (৫১) ভিক্ষুযুক্ত আবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে যাবে। (৫২) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫৩) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে। (৫৪) ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে। (৫৫) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাবে। (৫৬) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত অনাবাসে যাবে। (৫৭) ভিক্ষুযুক্ত আবাস কিংবা অনাবাস হতে যেখানে সমান সংবাসক ভিক্ষু আছে এবং যেখানে অদ্যই উপস্থিত হতে পারবে বোধ হয় তেমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে যাবে।

হে ভিক্ষুগণ! পারিবাসিক ভিক্ষু (৫৮) প্রকৃতস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, (৫৯) একছাদ যুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬০) একছাদ যুক্ত আবাসে বা

---

[১]. **পাদটীকা ঃ** যে স্বসম্প্রদায়স্থ এবং উৎক্ষিপ্তদণ্ডে দণ্ডিত নয়, তাকে সমানসংবাসক বলে।

[২]. বাসের জন্য প্রস্তুত গৃহ।

[৩]. চৈত্য, গৃহ ইত্যাদি।

অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬১) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে আসন প্রদান করতে হবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে একাসনে বসতে পারবে না, (৬২) প্রকৃতস্থ ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে পারিবাসিক ভিক্ষু উচ্চ আসনে বসতে পারবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, (৬৩) একপাদচারণ[১] স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, নীচ স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চস্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, (৬৪) পারিবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৫) পারিবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ পারিবাসিক ভিক্ষুর সাথে একছাদ যুক্ত অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৬) একছাদ যুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করতে পারবে না, (৬৭) প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুকে আসন প্রদান করতে হবে, প্রকৃতস্থ ভিক্ষুর সাথে একাসনে বসতে পারবে না, (৬৮) প্রকৃতস্থ ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে পারিবাসিক ভিক্ষু উচ্চ আসনে বসতে পারবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসতে পারবে না, নীচ আসনে বসলে উচ্চ আসনে বসতে পারবে না, মাটি বসলে আসনে বসতে পারবে না, (৬৯) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করলে স্বয়ং উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করতে পারবে না, মাটিতে পাদচারণ করলে স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, (৭০) পারিবাসিক ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুর সাথে একছাদ যুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৭১) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৭২) একছাদযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করবে না, (৭৩) মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একাসনে বসবে না, (৭৪) মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষু নীচাসনে বসলে স্বয়ং উচ্চাসনে বসবে না, মাটিতে বসলে আসনে বসবে না, (৭৫) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ

---

১. যে স্থান সমতল করে বালুকা বিকীর্ণ করে পাদচারণের উপযোগী করা হয়েছে।

স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ করবে না, (৭৬) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৭৭) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৭৮) একছাদযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করবে না, (৭৯) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একাসনে বসবে না, (৮০) মানত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে স্বয়ং উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৮১) একপাদচারণ স্থানে একসঙ্গো পাদচারণ করবে না, (৮২) পারিবাসিক ভিক্ষু মানত্বচারিক (মানত্বব্রত পালনে রত) ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৮৩) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৮৪) একছাদযুক্ত আবাসে কিংবা অনাবাসে বাস করবে না, (৮৫) মানত্বচারিক ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, একসঙ্গো একাসনে বসবে না, (৮৬) মানত্বচারিক ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৮৭) একপাদচারণ স্থানে একসঙ্গো পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং উচ্চ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, (৮৮) পারিবাসিক ভিক্ষু আহ্বানার্হ ভিক্ষুর সাথে একছাদযুক্ত আবাসে বাস করবে না, (৮৯) একছাদযুক্ত অনাবাসে বাস করবে না, (৯০) একছাদযুক্ত আবাসে বা অনাবাসে বাস করবে না, (৯১) আহ্বানার্হ ভিক্ষুকে দেখে আসন হতে গাত্রোত্থান করবে, আসন প্রদান করবে, একসঙ্গো একাসনে বসবে না, (৯২) আহ্বানার্হ ভিক্ষু নীচ আসনে বসলে স্বয়ং উচ্চ আসনে বসবে না, মাটিতে বসলে স্বয়ং আসনে বসবে না, (৯৩) একপাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, নীচ পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবার সময় উচ্চ পাদচারণ স্থানে স্বয়ং পাদচারণ করবে না, মাটিতে পাদচারণ করবার সময় স্বয়ং পাদচারণ স্থানে পাদচারণ করবে না, (৯৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি পারিবাসিক সহ চারজনে অন্যকে পারিবাস

দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে, অথবা পারিবাসিক ভিক্ষু সহ বিংশতিজনে অন্যকে আহ্বান করে, তাহলে তা অকর্ম (ন্যায় বিরুদ্ধকর্ম) হবে এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

চতুঃনবুতি পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত

পরিবাসে গণনীয় এবং অগণনীয় রাত্রি

অতঃপর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে নিবেদন করলেন– 'প্রভো! কয় প্রকারে পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয় (রাত্রি গণনীয় হয় না)? হে উপালি! পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ তিন প্রকারে হয়। যথা– (১) সঙ্গে বাস করা[১], (২) বিপ্রবাস[২] (একাকী বাস করা), (৩) আরোচন[৩] না করা (ব্যক্ত না করা)। উপালি! এ তিন প্রকারে পারিবাসিক ভিক্ষুর রাত্রিচ্ছেদ হয়।

পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করা

সে সময় শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন) ঃ হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– পরিবাস নিক্ষেপ (স্থগিত) করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে নিক্ষেপ করবে– সে পারিবাসিক ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে ঃ "পরিবাস নিক্ষেপ করছি।" এরূপ বললে পরিবাস নিক্ষেপ করা হয়। "ব্রত নিক্ষেপ করতেছি।" এরূপ বললে ব্রত নিক্ষেপ করা হয়।

---

১. একছাদের নীচে ভিক্ষুর সাথে রাত্রি যাপন করা।

২. প্রকৃতিস্থ (অদণ্ডিত) ভিক্ষু যেখানে নেই, সে স্থানে বাস করা।

৩. প্রকৃতিস্থ (অদণ্ডিত) বা আগন্তুক ভিক্ষুর নিকট 'আমি পরিবাস করতেছি' এ কথা প্রকাশ না করা। এ তিনটির মধ্যে যে কোনটি ভঙ্গ হলে রাত্রিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ সে রাত্রি পরিবাসে গণ্য হয় না। সম–পাসা।

পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করা

সে সময়ে অপরিবাসিক ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তী হতে এদিকে সেদিকে প্রস্থান করছিলেন। পারিবাসিক ভিক্ষুগণ পরিবাস শুদ্ধ করতে পারতেছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন),– "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করবে।" ভিক্ষুগণ! এভাবে সমাদান করবে, সে পারিবাসিক ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে– "পরিবাস সমাদান (গ্রহণ) করতেছি।" এরূপ বললে পরিবাস সমাদান করা হয়। "ব্রত সমাদান করতেছি।" এরূপ বললে ব্রত সমাদান করা হয়।

পারিবাসিক ব্রত সমাপ্ত

মূলেপ্রতিকর্ষণ দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য

সে সময় মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন,– "কেন মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন

ঃ "ভিক্ষুগণ! কেন মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছে?" তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– [অবশিষ্ট পারিবাসিক দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিকের স্থানে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য' পাঠ করতে হবে।]

মূলেপ্রতিকর্ষণব্রত সমাপ্ত

মানত্ব দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য

সে সময়ে মানত্ব দণ্ড দানের যোগ্য ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছিলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন– "কেন মানত্বার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মানত্বার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন– "ভিক্ষুগণ! কেন মানত্বার্হ ভিক্ষুগণ

প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছে?" তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– [অবশিষ্ট পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে মানত্বার্হ পাঠ করতে হবে]।

মানত্বার্হ ব্রত সমাপ্ত

মানত্বচারিক ভিক্ষুর কর্তব্য

সে সময় মানত্বচারিক (যাঁকে মানত্বব্রত পালনের দণ্ড প্রদত্ত হয়েছে) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছিলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন– "কেন মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতিস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছেন?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– "ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন ঃ "ভিক্ষুগণ! কেন মানত্বচারিক ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ এবং

স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছে?" তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– [অবশিষ্ট পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে মানত্বচারিক পাঠ করতে হবে]।

মানত্বচারিক ব্রত সমাপ্ত

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য

সে সময় আহ্বানার্হ (আহ্বানযোগ্য) ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করতেছিলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক ... তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করলেন,– "কেন আহ্বানার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীন কর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি আহ্বনার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,– "ভিক্ষুগণ! কেন আহ্বনার্হ ভিক্ষুগণ প্রকৃতস্থ ভিক্ষুগণের অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীনকর্ম, প্রস্তুত আসন, প্রস্তুত শয্যা, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ এবং স্নানের সময় অঙ্গ মার্জনাদি সেবা গ্রহণ করছেন?" তাদের এ কার্যে

শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপনপূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,— [অবশিষ্ট পরিবাসদণ্ডে দণ্ডিত ভিক্ষুর কর্তব্য সদৃশ। কেবল পারিবাসিক স্থানে আহ্বানার্হ পাঠ করতে হবে]।

আহ্বানার্হ ভিক্ষুর কর্তব্য সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং

পরিবাস গ্রহণে লাগে অপরিবাসিক ভিক্ষুদের,
অভিবাদন, প্রত্যুত্থান উচিত পরিবাসিক গ্রাহীদের।
আসন, আবাস, পাদপীড়ি, পামোছার থলিতে,
পাত্রব্রতে স্নানকর্মে উৎসাহি আর সুবিনীতে;
দুক্কট আপত্তি মুক্ত, জ্যেষ্ঠদের পঞ্চভাবে;
উপোসথে, প্রবারণায়, বর্ষাব্রতে, যোজনেতে;
যথাসম্যক অনুবর্তন পকতত্তার গমনকালে;
হও যদি প্রিয়ভাজন, পূর্বাপর তথারূপে।
অরণ্যে, পিণ্ডাচারে, আগন্তুক আর উপোসথে,
প্রবারণায় দূত পাঠালে করবে গমন ভিক্ষুসাথে।
বৃষ্টিতে এক আচ্ছাদনে, তথারূপ নিমন্ত্রণে,
আসনে, চংক্রমণে, রাত্রিচ্ছেদে সংশোধনে,
নিক্ষেপ আর সমবদানে— ব্রত পরিবাসিকে।
মূলেপ্রতিকর্ষণে, মানত্তে আর আরোহণে;
এ ব্রত মানতে হবে মানত্ত আহ্বানে;
আহ্বানাদি এ নিয়মে, একই নীতি সন্দেহেতে।
লাগে তিনজন পরিবাসে, চারজন লাগে মানত্তে;
রাত্রিচ্ছেদ নহে কভু, মানত্ত হয় প্রতিদিনে।
দুইকর্ম একদৃশঃ, অবশিষ্ট হয় সমাসমে।

পরিবাস—স্কন্ধ সমাপ্ত

৩– সমুচ্চয়–স্কন্ধ

শুক্রপাতের দণ্ড

[স্থান – শ্রাবস্তী]

ক– (১) ছয়রাত্রির জন্য মানত্ত্বব্রত

১– সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন,– জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি স্বেচ্ছায় শ্রুক্রপাত করে একটি অপরাধ (আপত্তি) করেছিলেন; কিন্তু তা অনাচ্ছন্ন (অগুপ্ত) ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– বন্ধো! আমি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা গোপন করিনি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে অনাচ্ছাদিত (অগুপ্ত) স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দান করুক। ভিক্ষুগণ! এ প্রকারে দিতে হবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গা একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– "প্রভো! স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত আমার একটি অপরাধ আছে; কিন্তু তা অপ্রতিচ্ছন্ন আছে (গোপন করিনি), আমি সেই স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করছি।" [এরূপে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি,– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তা গোপন রাখেননি। তিনি সঙ্ঘের নিকট স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্যে ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে স্বেচ্ছায় শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তা গোপন রাখেননি। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দান করা উচিত বোধ করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

তিনি (উদায়ি) মানত্বব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদিগকে বললেন,– বন্ধো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধ করেছিলাম। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। আমার মানত্বব্রত পূরণ হয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ এ বিষয় ভগবানকে জানালেন। (ভগবান বললেন ঃ)

ক– (২) আহ্বান

হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। এভাবে আহ্বান করতে হবে। সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছি; কিন্তু অনাচ্ছাদিত আছে। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি

অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। আমার ব্রত পূরণ হওয়ায় আমি সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপে যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তিনি তা গোপন রাখেননি। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত এ একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত এ একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এখন মানত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তিনি তা গোপন রাখেননি। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত অনাচ্ছাদিত একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এখন মানত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবার প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত বোধ না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ]

ধারণা (তর্জ্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা হল। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

খ– (১) একরাত্রির জন্য পরিবাসব্রত

সে সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করেছিলেন; কিন্তু তা একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে বললেন– "বন্ধোগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। এখন আমি কি করব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন ঃ) হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একদিন গোপিত একটি অপরাধের হেতু একদিনের জন্য পরিবাস দান করুক। ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে। সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে বলবে,– "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ একদিন গোপন করা হেতু সঙ্ঘের নিকট একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ হয়েছে, তা তিনি একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন করায় একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দেবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখার নিমিত্ত একদিনের জন্য

পরিবাস দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিনের জন্য পরিবাস দান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হল। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(২) ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত

তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদিগকে বললেন,– বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পূরণ করেছি। এখন আমাকে কি করতে হবে? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদান করুক। এভাবে প্রদান করবে। সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে–

প্রার্থনা– "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। এখন আমি পরিবাসব্রত পূরণ করতঃ সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ যাচ্ঞা করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে এখন সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদান করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত দান সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।"[দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদত্ত হল। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৩) আহ্বান

তিনি মানত্ত্বব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্ত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্ত্বব্রত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্ত্বব্রত পূরণ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। এভাবে আহ্বান করতে হবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে–

প্রার্থনা– "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্ত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্ত্বব্রত দিয়েছিলেন। আমি মানত্ত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে তা একদিন গোপন রাখায় একদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি

পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ তাঁকে ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত দিয়েছিলেন। তিনি মানত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট এখন আহ্বান যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে, একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট একদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে একদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্বব্রত পূরণ করে এখন সঙ্ঘের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

গ– (১) দুই ...পাঁচ রাত্রির জন্য পরিবাস

২– সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে দুইদিন গোপন রেখেছিলেন।

৩– সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে তিন দিন গোপন রেখেছিলেন।

৪– সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে চার দিন গোপন রেখেছিলেন।

৫– সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রেখেছিলেন।

তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচ দিন গোপন রেখেছিলাম। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবানকে বললেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত প্রদান করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উরত্তাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে ঃ

প্রার্থনা ঃ প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাচঁদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ হয়েছে, তা তিনি পাঁচদিন গোপন করেছিলেন। তিনি এখন সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখার জন্য পাঁচদিনের পরিবাস যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দেবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষুর সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে, তা পাঁচদিন গোপন

করেছিলেন। তিনি এখন সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখার নিমিত্ত পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস দান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা– "সঙ্ঘ কর্তৃক উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাতজনিত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় পাঁচদিনের জন্য পরিবাস প্রদত্ত হল। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন–আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(২) পরিবাস পালনকালীন সময়ের মধ্যে পুনঃ সে অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ ঃ

তিনি (উদায়ি) পারিবাস ব্রত পূরণ করার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন; কিন্তু তা অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন গোপন রাখায় আমাকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি পরিবাসব্রত পালন করার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পুনরায় একটি অপরাধ করেছি। তা কিন্তু অগুপ্ত রয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) একটি অপরাধের জন্য উদায়ি

ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করতে হবে। সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপে প্রার্থনা করবে–

প্রার্থনা ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) করেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় আমাকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমি পরিবাসব্রত পালন করবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পুনরায় একটি অপরাধ করেছি; কিন্তু তা গোপন করিনি। প্রভো! এখন আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তা গোপন করেননি। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তা

পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করবার সময় পুনরায় পাঁচদিনের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তা গোপন রাখেননি। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করছেন। যে আয়ুষ্মান সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– “সঙ্ঘ মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন-- আমি এরূপ ধারণা করছি।”

(৩) মূলেপ্রতিকর্ষণের পর মানত্ব গ্রহণের আগে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত করণ ঃ

তিনি (উদায়ি) পরিবাসব্রত পূরণ করে মানত্বব্রত গ্রহণের যোগ্য হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন; কিন্তু তা গোপন রাখলেন না। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– “বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা পাঁচদিন গোপন ছিল। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন গোপিত একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন গোপিত একটি অপরাধের জন্য পাঁচদিনের পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। আমি পরিবাস পালন করবার

সময়ের মধ্যে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম। কিন্তু তা অগোপিত ছিল। সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অগোপিত একটি অপরাধের জন্য আমি সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অগোপিত একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পূরণ করে মানত্ব ব্রতের যোগ্য হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছি। কিন্তু তা অগুপ্ত আছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করুক।" ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা পাঁচদিন গোপন ছিল ... আমি পরিবাসব্রত পূরণ করে মানত্বব্রত গ্রহণের যোগ্য হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা গোপন করিনি। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করছি।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করতে হবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছেন; কিন্তু তা গোপন করেননি। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন (অগুপ্ত) অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট

মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তা পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করবার সময় পুনরায় পাঁচদিনের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত আরো একটি অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তা গোপন রাখেননি। তিনি এখন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করছেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করছেন। যে আয়ুষ্মান সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– "সঙ্ঘ মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ গোপন না রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৪) তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রির মানত্বব্রত

তিনি (উদায়ি) পরিবাসব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম; কিন্তু তা পাঁচদিন গোপন রেখেছিলাম। ... আমার পরিবাসব্রত পূরণ করা সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। ভগবান বললেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছিলাম। তা পাঁচদিন গোপন রেখেছিলাম। আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পাঁচদিনের পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। ... প্রভো! আমার পরিবাসব্রত পালন সমাপ্ত হয়েছে। এখন সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করতেছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ সজ্ঞাত মনে করেন তবে উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করেছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি

পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৫) মানত্বব্রত পূরণের সময় পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্ব

তিনি (উদায়ি) মানত্বব্রত পালনের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন। কিন্তু তা অপ্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন ঃ "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলাম। ... আমি মানত্বব্রত পালনের সময় পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রাখিনি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন ঃ হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রির মানত্বব্রত প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে– ... ভিক্ষুগণ! এভাবে ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করবে– ... সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৬) মানত্বব্রত পূরণের পর পুনঃ উক্ত অপরাধ করায় পুনঃ মূলেপ্রতিকর্ষণ করে মানত্ব দান

তিনি (উদায়ি) মানত্বব্রত পূরণ করবার পর আহ্বানার্হ হয়ে পুনরায় সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন ঃ "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... আমি মানত্বব্রত পূরণ করার পর আহ্বানার্হ হয়ে পুনরায় শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য উদায়ি ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করুক।" ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে ... এভাবে ছয়রাত্রি মানত্বব্রত দান করবে ... সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রির মানত্বব্রত প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৭) মানত্বব্রত পূরণ করার পর আহ্বান

তিনি (উদায়ি) মানত্বব্রত পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত করে পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম ... আমি মানত্বব্রত পূরণ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক।" ভিক্ষুগণ এভাবে আহ্বান করবে। সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে .... এরূপ বলবে–

প্রার্থনা ঃ "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) একটি অপরাধের জন্য পাচঁদিন পরিবাস যাচ্‌ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন

প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পাঁচদিন পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস পালন করবার সময় আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস সমাপন করবার পর মানত্বার্হ হয়ে পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সঙ্ঘের নিকট আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছিলাম। আমাকে সঙ্ঘ পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। আমি পরিবাস সমাপন করে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করেছিলেন। আমি মানত্বব্রত পূরণের সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সঙ্ঘের নিকট আমি পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছিলাম। আমাকে সঙ্ঘ পুনঃ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলাম। আমাকে সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত অপ্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত দিয়েছিলেন। প্রভো! এখন আমি মানত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছি।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে—

প্রজ্ঞপ্তি— “মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন

গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেন। সঙ্ঘ তাঁকে ছয়রাত্রির মানত্বব্রত প্রদান করলে তিনি তা পূরণ করে এখন সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছেন। যদি সঙ্ঘ সঙ্গত মনে করেন, তবে উদায়ি ভিক্ষুকে সঙ্ঘ আহ্বান করতে পারেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করেছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করলে তিনি তা পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট আহ্বান যাচ্ঞা করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে সঙ্ঘে আহ্বান করা সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সঙ্ঘে আহ্বান করছেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

ঘ (১) পক্ষকাল পরিবাস

সে সময় আয়ুষ্মান উদায়ি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন[১] একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,–

---

১. অপরাধ করে একপক্ষ পর্যন্ত গোপন করা। সে পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে পুনরায় পরিবাস দান করা। যদি পূর্বের অপরাধ পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন হয় এবং পরের অপরাধ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন হয়, তাহলে পুনরায় পক্ষকাল পরিবাস পালন করবে।

"বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস প্রদান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে,–

প্রার্থনা ঃ প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। সঙ্ঘের নিকট আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস যাচ্ঞা করছি।

[দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

[অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

(২) পুনঃ পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস

তিনি পরিবাস পালন করার সময়ের মধ্যে ... পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। ... সঙ্ঘ পক্ষকালের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস পালন করবার সময় আমি মধ্যে ... পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে,– [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস দিবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে,– প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। সঙ্ঘের নিকট আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য পক্ষকাল পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। ... প্রভো! আমি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ এবং পূর্ব অপরাধের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমবধানব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন করায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমবধানব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস সমবধানব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ সজ্ঞাত মনে করেন, তবে উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করবেন।" এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছাদিত একটি অপরাধ করছেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমবধানব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ পাঁচদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে পাঁচদিনের জন্য পরিবাস সমবধানব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাস সমাধানব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট

তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত যাচ্ঞা করতেছেন। সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্বব্রত প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(৩) পুনঃ উক্ত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে সমবধান পরিবাস

তিনি (উদায়ি) পরিবাসব্রত পূরণের পর মানত্বার্হ হয়ে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... আমি পরিবাসব্রত পূরণ করার পর মানত্বার্হ হয়ে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন আরো একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস দান করুন।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস দিবে ...সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ এবং পূর্ব অপরাধের জন্য সমবধান পরিবাস প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৪) মানত্ব দানের পর পুনরায় সমবধান পরিবাস দান

তিনি পরিবাস সমাপন করে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... আমি পরিবাস সমাপন করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব দান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দিতে হবে– সেই উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপ বলবে,– "প্রভো! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... প্রভো! পরিবাস সমাপন করেছি। এখন সঙ্ঘের নিকট তিনটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব যাচ্ঞা করছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ যাচ্ঞা করবে]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে– [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

তিনি মানত্বব্রত পূরণ করবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করলেন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... আমি মানত্বব্রত পূর্ণ করবার সময়ের মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস দান করতঃ ছয়রাত্রি মানত্বব্রত দান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে,– (পূর্ববৎ)

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব দান করবে,– ...সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের ছয়রাত্রি মানত্ব দান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সজ্ঞাত মনে করে মৌন

রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৫) পুনরায় সমবধান পরিবাস ও মানত্ব দান

তিনি মানত্ব সমাপন করে আহ্বান যোগ্য হবার পর মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করলেন। ... হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে ... মূলেপ্রতিকর্ষণ করে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস প্রদান করুক এবং ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে ঃ ... এভাবে পূর্ব অপরাধের সাথে সমবধান পরিবাস প্রদান করবে। ... এবং এভাবে ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করবে,– ... সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে মধ্যে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পাঁচদিন প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য ছয়রাত্রি মানত্ব প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

(৬) মানত্ব পূরণের পর আহ্বান

তিনি মানত্ব পূরণ করে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। ... আমি মানত্ব সমাপন করেছি। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে আহ্বান করবে– সে উদায়ি ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে,– বন্ধুগণ! আমি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত পক্ষকাল প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধ করেছিলাম। (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)

সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

শুক্রপাতের দণ্ড সমাপ্ত

পরিবাস

(১) বহু দিবস গোপিত বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের গোপিত দিবসানুসারে পরিবাস

ক– (১) সে সময় জনৈক ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) ছিল, একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের, একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভিক্ষুদিগকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি অনেক সঙ্ঘাদিশেষ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিন প্রতিচ্ছন্ন ছিল, একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের এবং একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন ছিল। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সে ভিক্ষুকে সে অপরাধ সমূহের মধ্যে যে অপরাধ দশদিন পর্যন্ত প্রতিচ্ছন্ন ছিল তার যোগ্য (অগ্‌ঘ) সমবধান পরিবাস প্রদান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে– সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে ... এরূপে প্রার্থনা করবে,–

প্রার্থনা– "প্রভো! আমি অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন, একটি অপরাধ দুইদিনের, একটি অপরাধ তিনদিনের, একটি অপরাধ চারদিনের, একটি অপরাধ পাঁচদিনের, একটি অপরাধ ছয়দিনের, একটি অপরাধ সাতদিনের, একটি অপরাধ আটদিনের, একটি অপরাধ নয়দিনের এবং একটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। আমি সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের

মধ্যে যে অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের যোগ্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করছি।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– “মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে দশদিন গোপন রেখেছিলেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে দশদিন গোপন রাখায় যোগ্য সমবধান পরিবাসব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে দশদিন গোপন রাখায় যোগ্য সমবধান পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে দশদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ তাঁকে সজ্ঞানে শুক্রপাত করে একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত দিয়েছিলেন। তিনি মানত্বব্রত পূরণ করে সঙ্ঘের নিকট এখন আহ্বান যাচ্ঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করবেন।” এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– “মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উদায়ি ভিক্ষু সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে, একদিন গোপন করেছিলেন। তিনি সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট যোগ্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে যোগ্য সমবধান পরিবাসব্রত দিয়েছিলেন। তিনি পরিবাসব্রত পূরণ করে সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় সঙ্ঘের নিকট ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ সজ্ঞানে শুক্রপাত সম্ভূত একটি অপরাধ করে একদিন গোপন রাখায় উদায়ি ভিক্ষুকে ছয়রাত্রির জন্য মানত্বব্রত প্রদান করেছিলেন। তিনি মানত্বব্রত পূরণ করে এখন সঙ্ঘের নিকট আহ্বান

প্রার্থনা করছেন। যে আয়ুষ্মান উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে]

ধারণা– "সঙ্ঘ উদায়ি ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।"

(২) সে সময় জনৈক ভিক্ষু অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন, দুইটি অপরাধ দুইদিনের প্রতিচ্ছন্ন, তিনটি অপরাধ তিনদিনের প্রতিচ্ছন্ন, চারটি অপরাধ চারদিনের প্রতিচ্ছন্ন, পাঁচটি অপরাধ পাঁচদিনের প্রতিচ্ছন্ন, ছয়টি অপরাধ ছয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, সাতটি অপরাধ সাতদিনের প্রতিচ্ছন্ন, আটটি অপরাধ আটদিনের প্রতিচ্ছন্ন, নয়টি অপরাধ নয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, দশটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধ একদিনের প্রতিচ্ছন্ন, দুইটি অপরাধ দুইদিনের প্রতিচ্ছন্ন, তিনটি অপরাধ তিনদিনের প্রতিচ্ছন্ন, চারটি অপরাধ চারদিনের প্রতিচ্ছন্ন, পাঁচটি অপরাধ পাঁচদিনের প্রতিচ্ছন্ন, ছয়টি অপরাধ ছয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, সাতটি অপরাধ সাতদিনের প্রতিচ্ছন্ন, আটটি অপরাধ আটদিনের প্রতিচ্ছন্ন, নয়টি অপরাধ নয়দিনের প্রতিচ্ছন্ন, দশটি অপরাধ দশদিনের প্রতিচ্ছন্ন। এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সে ভিক্ষুকে সে অপরাধ সমূহের মধ্যে যে অপরাধসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিকদিন প্রতিচ্ছন্ন, সে অপরাধ সমূহের যোগ্য সমবধান পরিবাস প্রদান করুন।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে– সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে ... এরূপ বলবে,– [অবশিষ্ট পূর্ববৎ। কেবল একদিনের প্রতিচ্ছন্ন স্থলে যে অপরাধসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিকদিন প্রতিচ্ছন্ন এরূপ পাঠ করবে।]

(৩) সে সময় জনৈক ভিক্ষু দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) রেখেছিলেন। তাঁর মনে এ চিন্তা উদয় হল– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করলেন। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুইমাস পরিবাস প্রদান করলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় তার লজ্জার সঞ্চার হল। আমি ...দুইটি অপরাধ করেছিলাম এবং আমার মনে প্রথমে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল– ... অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন একটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। ... সঙ্ঘ আমাকে ... একটি অপরাধের জন্য দুইমাস পরিবাস দিয়েছেন। কিন্তু পরিবাসব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জা উপস্থিত হয়েছে। অতএব সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্য ও দুইমাস পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– "বন্ধুগণ! আমি দুইমাসের প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। ... এখন আমি কি করব?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সে ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অন্য অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস প্রদান করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে প্রদান করবে– সে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে,–

[অবশিষ্ট দশদিন প্রতিচ্ছন্ন অগ্ঘ সমবধানের অনুরূপ। কেবল দশদিনের স্থলে দুইমাস বলতে হবে]

ধারণা (তর্জণীয়ক)– সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ

প্রস্তাব সঞ্জাত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে সেদিন হতে দুইমাস পর্যন্ত পরিবাসব্রত পালন করতে হবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে সে একটি অপরাধের বিষয় জানে, অপরটির বিষয় জানে না। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন যে অপরাধের বিষয় জানে, সে অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধের বিষয়ও অবগত হয়। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। তন্মধ্যে একটি অপরাধের বিষয় জেনেছিলাম এবং অপর অপরাধের বিষয় জানতে পারিনি। আমি সঙ্ঘের নিকট যে অপরাধের বিষয় জেনেছিলাম, দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধের বিষয়ও অবগত হয়েছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করতেছে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস দিচ্ছে। হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষু সেদিন হতে দুইমাস পরিবাসব্রত পালন করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অপরটি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহমুক্ত হয়।

তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম, সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহমুক্ত হয়েছি। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে সে হতে দুইমাস পরিবাসব্রত পালন করতে হবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একটি অপরাধ জ্ঞাতসারে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞাতসারে গোপন করেছে। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধ দুইটির জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পন্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এ ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ তদুত্তরে বলেন,– বন্ধু! এ ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সজ্ঞানে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞানে (গোপন) করেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এ ভিক্ষু সে দুইটি

অপরাধ করেছেন। সেজন্য তিনি পরিবাসব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু সজ্ঞানে যে অপরাধ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম–সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যে অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতাবশতঃ গোপন করছেন সে অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায়–সঙ্গত হয়নি। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করে। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হয়ে অপরাধ গোপন করেছে। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধ দুইটির জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এ ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ তদুত্তরে বলেন,– বন্ধু! এ ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন এবং অপর অপরাধ সন্দেহ হয়ে (গোপন) করেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এ ভিক্ষু সে দুইটি অপরাধ করেছেন। সেজন্য তিনি পরিবাসব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু সজ্ঞানে যে অপরাধ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম–সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যে অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতাবশতঃ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয়নি। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

খ (১) সে সময় জনৈক ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। এখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাসব্রত প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় তার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়– "আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমার মনে এ চিন্তা উদয় হল– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জার সঞ্চার হয়েছে। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব।" এ ভেবে তিনি ভিক্ষুদেরকে বললেন,– বন্ধুগণ! আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল। আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় আমার এরূপ লজ্জা উৎপন্ন হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল। আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি, অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের

পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আমি একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আমাকে একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জা উৎপন্ন হয়েছে। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এখন আমার কি করতে হবে?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সে ভিক্ষুকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে দান করবে– সেই ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে–

প্রার্থনা– প্রভো! আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার এ চিন্তা উদয় হয়েছিল– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় আমার লজ্জা উৎপন্ন হয়েছে। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। প্রভো! আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করতেছি।[দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে– [জ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ] হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাসব্রত পালন করতে হবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস প্রদান করে। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় তার এরূপ লজ্জা উপস্থিত হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তখন আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল,– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ আমাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য একমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাস পালন করবার সময় আমার নিকট লজ্জার সঞ্চার হয়েছে। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে পূর্বমাসসহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একমাসের বিষয় অবগত থাকে আর একমাসের বিষয় অবগত থাকে না। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যে মাসের বিষয় অবগত আছে, সে মাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যে মাসের বিষয় অবগত আছে সে মাসের পরিবাস প্রদান করে।

সে পরিবাস পালন করবার সময় অপর মাসের বিষয়ও অবগত হয়। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি মাসের বিষয় অবগত ছিলাম, অপর মাসের বিষয় অবগত ছিলাম না। আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যে মাস অবগত ছিলাম সে মাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। আমাকে সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যে মাস অবগত ছিলাম সে মাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অপর মাসের বিষয়ও অবগত হয়েছি। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য আরও একমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একটির মাস তার স্মরণ থাকে, অপরটির মাস স্মরণ থাকে না। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের মধ্যে যে মাস তার স্মরণ থাকে সে মাসের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধের বিষয়ও তার স্মরণ হয়। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ আমার স্মরণ ছিল, অন্যটি স্মরণ ছিল না। যে অপরাধ আমার স্মরণ হয়েছিল সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধের বিষয়ও আমার স্মরণ হয়েছে। অতএব আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের

পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাকে পূর্বমাস সহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একটি অপরাধ একমাস সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং অপর মাস সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য যে মাস সম্বন্ধে সন্দেহহীন সে মাসের জন্য পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন নিঃসন্দেহ অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অপর অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহমুক্ত হয়। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমি দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি অপরাধ আমার স্মরণ ছিল, অন্যটি স্মরণ ছিল না। যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত এবং অপর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলাম, সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপরাধের জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলাম। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধের জন্য আমাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। আমি পরিবাসব্রত পালন করবার সময় অন্য অপরাধ সম্বন্ধেও সন্দেহমুক্ত হয়েছি। অতএব আমি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন অপর অপরাধের জন্যও তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। হে ভিক্ষুগণ! তাকে পূর্বমাসসহ দুইমাস পরিবাস করতে হবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একমাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন এবং অপর মাস অজ্ঞানতাবশতঃ প্রতিচ্ছন্ন। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস

প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাস পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল, শিক্ষাকামী জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি উপস্থিত ভিক্ষুদেরকে বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু কোন অপরাধ করেছেন এবং কেন এ ভিক্ষু পরিবাস করতেছেন? তদুত্তরে তাঁরা বলেন,– বন্ধু! এ ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একমাস জেনে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন এবং অপর মাস না জানিয়া প্রতিচ্ছন্ন করেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছেন। সঙ্ঘ তাকে দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস দিয়েছেন। বন্ধু! সে ভিক্ষু যে অপরাধ দুইটি করেছেন, তিনি সে অপরাধের জন্য পরিবাস করতেছেন। তখন তিনি বললেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু যেমাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন সে মাসের জন্য তাকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয়েছে; কিন্তু যে মাস সজ্ঞানে প্রতিচ্ছন্ন করেননি, সে মাসের জন্য পরিবাস দান করা ন্যায়-সঙ্গত হয়নি। বন্ধুগণ! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। একমাস স্মরণ করে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন এবং অপর মাস স্মরণ না করে প্রতিচ্ছন্ন করেছেন। সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধ দুইটির জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল, শিক্ষাকামী অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এ ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ তদুত্তরে বলেন,– বন্ধু! এ ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ সজ্ঞানে এবং অপর অপরাধ অজ্ঞানে (গোপন)

করেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এ ভিক্ষু সে দুইটি অপরাধ করেছেন। সেজন্য তিনি পরিবাসব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু সজ্ঞানে যে অপরাধ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম–সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যে অপরাধ অপরাধ অজ্ঞানতাবশতঃ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয়নি। বন্ধু! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে একমাস নিঃসন্দেহ করে এবং অপর মাস সন্দেহ করে, তাহলে সে সঙ্ঘের নিকট দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে অপরাধ দুইটির জন্য সঙ্ঘের নিকট দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করবে। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস প্রদান করবে। সে পরিবাসব্রত পালন করবার সময় বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল, শিশিক্ষু অন্য জনৈক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু কি কোন অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কেন এ ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করতেছেন? উপস্থিত ভিক্ষুগণ তদুত্তরে বলেন,– বন্ধু! এ ভিক্ষু দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন দুইটি অপরাধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি অপরাধ নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছেন এবং অপর অপরাধ সন্দেহ হয়ে (গোপন) করেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট দুইমাস দুইটি অপরাধের জন্য দুইমাসের পরিবাস যাচ্ঞা করেছিলেন। সঙ্ঘ দুইমাস প্রতিচ্ছন্ন সে দুইটি অপরাধের জন্য তাকে দুইমাসের পরিবাস দিয়েছিলেন। বন্ধু! এ ভিক্ষু সে দুইটি অপরাধ করেছেন। সেজন্য তিনি পরিবাসব্রত পালন করতেছেন। এখন তিনি বলেন,– বন্ধুগণ! এ ভিক্ষু সজ্ঞানে যে অপরাধ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাকে পরিবাস প্রদান করা ধর্ম–সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু যে অপরাধ অপরাধ

অজ্ঞানতাবশতঃ গোপন করেছেন সে অপরাধের জন্য তাঁকে পরিবাস দান ন্যায় সঙ্গত হয়নি। তিনি একটি অপরাধের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য। বন্ধু! তিনি একমাসের জন্য মানত্ব দানের যোগ্য।

(২) শুদ্ধান্ত পরিবাস

সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছিলেন। তিনি অপরাধের সংখ্যাও জানতেন না। রাত্রির সংখ্যাও জানতেন না। অপরাধের সংখ্যাও তার স্মরণ ছিল না। রাত্রির সংখ্যাও তার স্মরণ ছিল না। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তার সন্দেহ ছিল। রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও তার সন্দেহ ছিল। তিনি ভিক্ষুদেরকে এ বিষয় জানালেন,– "বন্ধুগণ! আমি অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অপরাধের সংখ্যা আমার জানা নেই, রাত্রির সংখ্যাও জানা নেই। অপরাধের সংখ্যাও আমার স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যাও স্মরণ নেই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। এখন আমায় কি করতে হবে?

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ সে ভিক্ষুকে সে অপরাধ সমূহের জন্য শুদ্ধান্ত পরিবাস প্রদান করুক। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (শুদ্ধান্ত পরিবাস) দিতে হবে,– সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার করে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে,– "প্রভো! আমি অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। অপরাধের সংখ্যাও আমার জানা নেই, রাত্রির সংখ্যাও জানা নেই। অপরাধের সংখ্যাও আমার স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যাও স্মরণ নেই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। প্রভো! আমি সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য শুদ্ধান্ত পরিবাস যাচ্ঞা করতেছি।" [এরূপে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও যাচ্ঞা করবে]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

[জ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ। কেবল সমবধান পরিবাস স্থলে শুদ্ধান্ত পরিবাস পাঠ করবে।] হে ভিক্ষুগণ! এভাবে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়।

(৩) শুদ্ধান্ত পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি

কাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়? (১) যে অপরাধের সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে না। অপরাধের সংখ্যা যার স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই। অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে, তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে। (২) যে অপরাধের সংখ্যা জানে, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা জানে না; অপরাধের সংখ্যা যার স্মরণ আছে, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই; অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে। (৩) যে কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে না; রাত্রির সংখ্যা জানে না; যার কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই; যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ নয়, তাকে শুদ্ধান্ত পরিবাস দান করবে। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হয়।

(৪) পরিবাস দানের যোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে পরিবাস দিতে হয়? (১) অপরাধের সংখ্যা জানে, রাত্রির সংখ্যা জানে, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ থাকে, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ থাকে, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। (২) অপরাধের সংখ্যা জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। (৩) কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা

জানে না, রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নেই, রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা নিঃসন্দেহ এবং রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহহীন, এরূপ ব্যক্তিকে পরিবাস দিবে। হে ভিক্ষুগণ! এভাবে পরিবাস দিতে হয় (১) অপরাধের সংখ্যা জানে না, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নেই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। (২) অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে না, অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই, অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহহীন, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহহীন। (৩) কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা জানে না, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা জানে না, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা স্মরণ নেই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা স্মরণ নেই, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, কোন কোন রাত্রির সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বই দেখুন ... শুদ্ধান্ত পরিবাস দিতে হবে।

পুনঃ উপসম্পন্নের পূর্ব পরিবাস বহাল

(১) অন্তিম পরিবাস

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করবার সময় ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে

ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করবার সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তার পরিবাস থাকে না। যদি সে পুনরায় উপসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে পূর্বের সে পরিবাস প্রদান করবে। পূর্বপ্রদত্ত পরিবাস যথার্থই হয়ে থাকে, যতদিন পরিবাসব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিবাস করতে হবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করবার সময় শ্রামণের হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! শ্রামণের নিকট পরিবাস থাকে না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাসই দান করবে। পূর্বপ্রদত্ত পরিবাস যথার্থ হয়ে থাকে, যতদিন পরিবাসব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিবাস করতে হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিবাসব্রত পালন করবার সময় (১) উন্মাদ হয়ে যায়, (২) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৩) বেদনাভিভূত হয়ে যায়, (৪) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৬) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত[১] হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তের পরিবাস থাকে না। সে যদি পুনঃ সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাসই দান করবে। যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থই হয়ে থাকে; যতদিন পরিবাসব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ের জন্য পরিবাস করতে হবে।

(২) মূলেপ্রতিকর্ষণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে, ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছে তা যথার্থ হয়েছে। তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ

[১]. মহাবর্গ দেখুন।

করবে। (২) যদি কোন ভিক্ষু মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উন্মাদ হয়ে যায়, (৪) বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে হে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করা যায় না। যদি সে পুনরায় সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে।

(৩) মানত্ব

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বযোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে মানত্ব দান করা যায় না। সে যদি পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে; তাকে মানত্ব দান করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বে যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায় (৩) উন্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মানত্ব দান করা যায় না। সে যদি পুনরায় সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তাহলে তাকে পূর্বের পরিবাস দান করবে। যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাস পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে মানত্ব দান করবে।

(৪) মানত্বাচরণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচরণ করবার সময় ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ তার মানত্বাচরণ (মানত্বব্রত পালন) হয় না।

যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বে যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন পরিবাস পালন করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। যে মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন মানত্ব আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে অবশিষ্ট মানত্বব্রত আচরণ করতে হবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচরণ করবার সময় শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উম্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ভিক্ষুগণ! উৎক্ষিপ্তকে মানত্বাচরণ হয় না। যদি সে পুনরায় সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তাহলে তাকে পূর্বে যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যতদিন পরিবাসব্রত পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যে মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে এবং যতদিন মানত্ব আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে; তাকে অবশিষ্ট মানত্বব্রত পালন করতে হবে।

(৫) আহ্বান

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে। তাহলে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে তাকে আহ্বান করা যায় না। যদি সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে তাকে পূর্বে যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে। যতদিন পরিবাস পালন করেছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যে মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যে মানত্বব্রত আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে আহ্বান করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানের যোগ্য হয়ে শ্রামণের হয়ে যায়, (৩) উন্মাদ হয়ে যায়, (৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৫) বেদনাতুর হয়ে যায়, (৬) অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৭) অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়, (৮) মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে ভিক্ষুগণ! যে

ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হয় তাকে আহ্বান করা যায় না। যদি সে পুনরায় সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তাহলে তাকে পূর্বের যে পরিবাস প্রদত্ত হয়েছিল তা যথার্থ হয়েছে; যে মানত্ব প্রদত্ত হয়েছিল তাও যথার্থ হয়েছে। যে মানত্বব্রত আচরণ করেছে তাও যথার্থ হয়েছে। তাকে আহ্বান করবে।

চত্বারিংশৎ সমাপ্ত

পরিবাসের সময় অপরাধ করে পুনঃ পরিবাস দান

ক– পরিবাস দান– (১) মূলেপ্রতিকর্ষণ

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। (২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন–অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করবে। (৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন অপ্রতিচ্ছন্ন অনির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন

অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। (৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু প্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। (৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন–অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(২) মানত্বের যোগ্য

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ব যোগ্য হওয়ার পর অপ্রতিচ্ছন্ন (প্রকট) নির্দিষ্ট সংখ্যক বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [২নং হতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।]

(৩) মানত্বাচারিক

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্বাচারণ করবার সময়ে অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [২নং হতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।]

(৪) আহ্বান

(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য হয়ে অপ্রতিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [২নং হতে ৯নং পর্যন্ত পরিবাসের ন্যায় জ্ঞাতব্য।]

ষড়ত্রিংশৎ সমাপ্ত

খ– মানত্ব (১) গৃহী হয়ে যায়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে। তাহলে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে। তাহলে সে ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে। তাহলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে গৃহী হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, সে অপরাধসমূহ গোপন করে। তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে সে গৃহী হয়ে যদি পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না। তাহলে সে ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও করে থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে যে

অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে ও গোপন করে না। তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে। (ভাল করে দেখুন)

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, তাহলে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহও পরে গোপন করে। তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

খ– (১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না, যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে গৃহী হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে, সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধসমূহ স্মরণ আছে, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ স্মরণ নেই সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে। তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায়

কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই। যে অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, সে অপরাধ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল, সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না। তাকে প্রতিচ্ছন্ন পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধসমূহ স্মরণ আছে, সে অপরাধসমূহ গোপন করে, যে অপরাধসমূহ স্মরণ নেই, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না। যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে। তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধসমূহ স্মরণ আছে, সে অপরাধসমূহ গোপন করে, যে অপরাধসমূহ স্মরণ নেই, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ থাকা গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যে অপরাধসমূহ স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না। তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধসমূহ স্মরণ আছে, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ স্মরণ নেই সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে। তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায়

পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে। তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) শ্রামণের হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে, সে অপরাধসমূহ গোপন না করে। তাহলে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা

গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে শ্রামণের হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন

করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল, সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহও পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

খ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব

দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে। তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

গ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান

করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই, যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যে অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না, সে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) উন্মাদ হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে উন্মাদ হয়ে এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে উন্মাদ হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে উন্মাদ হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে উন্মাদ হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

১৮৯ – (৭) মূল পালি বই দেখুন

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে উন্মাদ হয়ে পূনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

খ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন

করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

গ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে উন্মাদ হয়ে পুনরায়

উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই, যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যে অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে

অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন সেই অপরাধ গোপন করে, সে উন্মাদ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ

স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে। ১৮৯– (৭)

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে

গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহও পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

খ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন

করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

গ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ

স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই, যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যে অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সে

অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন সেই অপরাধ গোপন করে, সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) বেদনার্ত হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে বেদনার্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে বেদনার্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে শেষের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে

গোপন না করে বেদনার্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে তাকে পূর্বের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন করে বেদনার্ত হয় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে এবং অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন না করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।
১৮৯—(৭)

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে

এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে বেদনার্ত হয় পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

খ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছে সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ

গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না। সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে অজ্ঞাতসারে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জ্ঞাতসারে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে, কোন কোন অপরাধের বিষয় জানে না। যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধ সমূহের বিষয় জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জ্ঞাতসারে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও জ্ঞাতসারে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি, সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

গ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধের বিষয় তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধের বিষয় স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকায় গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ

স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ তার স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই, যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে, যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে এবং পূর্বে যে অপরাধ স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ আছে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ নেই। যে অপরাধ স্মরণ আছে, সে অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ স্মরণ নেই সে অপরাধ গোপন করে না। সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধ পরেও স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন করে এবং যে অপরাধ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধ পরে স্মরণ হওয়ায় গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব প্রদান করবে।

ঘ– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সে

অপরাধ গোপন করে এবং যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহান্বিত হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে নিঃসন্দেহ হয়ে গোপন করে না, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন এবং কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত, যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না এবং যেই অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন সেই অপরাধ গোপন করে, সে বেদনার্ত হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না এবং যে অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে, তাহলে তাকে পূর্ব ও পরের প্রতিচ্ছন্ন অপরাধ স্কন্ধের ন্যায় পরিবাস দিয়ে মানত্ব দান করবে।

মানত্ব শতক সমাপ্ত

মূলেপ্রতিকর্ষণে পরিশুদ্ধি

(ক) পরিবাস–

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে

সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে গোপন করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

খ– (৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যেই অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে তাকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, অপ্রতিচ্ছন্ন অপরাধও থাকে, সে গৃহস্থ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দিবে।

গ– (৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জ্ঞাত থাকে, কোন কোন অপরাধ জ্ঞাত থাকে না, যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও জেনে গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(১০) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের

মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে এবং যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে না এবং যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস প্রদান করবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরেও জেনে গোপন করে, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরেও জেনে গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ জানে, কোন কোন অপরাধ জানে না, যে অপরাধসমূহ জানে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, যে অপরাধসমূহ জানে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে জেনে গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে না, যে অপরাধসমূহ পূর্বে না জেনে গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে জেনে গোপন করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে

যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে।

ঘ– (১৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ স্মরণ থাকে, কোন কোন অপরাধ স্মরণ থাকে না, যে অপরাধসমূহ স্মরণ থাকে সে অপরাধসমূহ গোপন করে, যে অপরাধসমূহ স্মরণ থাকে না সে অপরাধসমূহ গোপন করে না, সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেছিল সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না যে অপরাধসমূহ পূর্বে স্মরণ না থাকায় গোপন করেনি সে অপরাধসমূহ পরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। [১৪, ১৫, ১৬ নম্বর পূর্ববৎ]

ঙ– (১৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, কোন কোন অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহহীন, সে অপরাধ গোপন করে, সে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত সে অপরাধ গোপন করে না। সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে যে অপরাধ পূর্বে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করেছিল, সে অপরাধ পরে সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না, যে অপরাধ পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে গোপন করেনি সে অপরাধ পরেও সন্দেহহীন হয়ে গোপন করে না, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে এবং প্রতিচ্ছন্ন অপরাধসমূহ পূর্ব অপরাধের সাথে যোগ করে সমবধান পরিবাস দান করবে। [১৮, ১৯, ২০ নম্বর পূর্ববৎ]

(২) শ্রামণের হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তা গোপন না করে শ্রামণের হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৩) পাগল হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তা গোপন না করে পাগল হয়। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৪) বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তা গোপন না করে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

(৫) বেদনার্ত হয়

ক– (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তা গোপন না করে বেদনার্ত হয়। [অবশিষ্ট গৃহস্থ হয়ে যাওয়ার ন্যায়]

খ– মানত্ত (১) গৃহস্থ হয়

ক– (১ হতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ত যোগ্য হওয়ার মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [সমস্ত পূর্ববৎ]

গ– মানত্ত পালন

(১) গৃহস্থ হয়

ক– (১ হতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু মানত্ত ব্রত পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে তা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করে সে অপরাধসমূহ গোপন না করে, তাহলে সে ভিক্ষুকে মূলেপ্রতিকর্ষণ করবে। [সমস্ত পূর্ববৎ]

ঘ– আহ্বান যোগ্য

(১) গৃহস্থ হয়

ক– (১ হতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু আহ্বানার্হ হয়ে মধ্যে বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তা গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায়। [সমস্ত পূর্ববৎ]

ঙ– পরিমাণ ও অপরিমাণ

(১) গৃহস্থ হয়

(১) ক– (১ হতে ১০০ নম্বর) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তন্মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপরাধ গোপন না করে, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপরাধ গোপন না করে, এক বিষয়ের অপরাধ গোপন না করে, নানা বিষয়ের অপরাধ গোপন না করে, সভাগ (সম) অপরাধ গোপন না করে, বিসভাগ (অসম) অপরাধ গোপন না করে, ব্যবস্থিত অপরাধ গোপন না করে, সম্ভিন্ন[১] অপরাধ গোপন না করে গৃহস্থ হয়ে যায়। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

চ– দুই ভিক্ষুর অপরাধ

(১) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়। তারা সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধকে সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ বলে মনে করে। একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করাতে হবে এবং গোপন করা অনুযায়ী পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(২) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে সে অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে

---

[১]. ব্যবস্থিত, সম্ভিন্ন শব্দের অর্থ সদৃশ–বিসদৃশ। সম–পাসা।

মানত্ব প্রদান করবে।

(৩) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে সে সম্বন্ধে তারা মিশ্র[১] দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৪) দুইজন ভিক্ষু মিশ্রিত অপরাধে অপরাধী হয়ে সে সম্বন্ধে সঙ্ঘাদিশেষ দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৫) দুইজন ভিক্ষু মিশ্রিত অপরাধে অপরাধী হয়ে মিশ্রিত দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজন অপরাধ গোপন করে, অপরজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ব প্রদান করবে।

(৬) দুইজন ভিক্ষু 'শুদ্ধক[২]' অপরাধে অপরাধী হয়ে তাতে সঙ্ঘাদিশেস দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজনে অপরাধ গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে উভয়কে ধর্মানুসারে দণ্ড প্রদান করবে।

(৭) দুইজন ভিক্ষু 'শুদ্ধক' অপরাধে অপরাধী হয়ে শুদ্ধক দৃষ্টি লাভ করে। তাদের মধ্যে একজনে গোপন করে, অন্যজন গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা (স্বীকার) করায়ে উভয় ধর্মানুসারে দণ্ড প্রদান করবে।

ছ– দুইজন ভিক্ষুর তর্জণীয়ক (ধারণা)–

(১) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা সঙ্ঘাদিশেষকে সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ বলে ধারণা করে। তাদের মধ্যে একজন চিন্তা করে,– প্রকাশ করব; অন্যজন চিন্তা করে,– প্রকাশ করব না। এ ভেবে সে প্রথম যামেও গোপন করে, দ্বিতীয় যামেও গোপন করে, তৃতীয় যামেও গোপন করে, অরুণোদয়ে তার অপরাধ প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) হয়ে যায়। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করায়ে গোপিত করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত্ব প্রদান করবে।

(২) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা সঙ্ঘাদিশেষকে সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধী বলে মনে করে। তারা অন্যজনের নিকট প্রকাশ করবার জন্য গমন করবার সময় পথের মধ্যে একজনের মনে কপটতা উপস্থিত হয়,– 'প্রকাশ করব না'। এ ভেবে সে প্রথম যামও গোপন করে, দ্বিতীয় যামও গোপন করে, তৃতীয় যামও গোপন করে, অরুণোদয়ে তার অপরাধ প্রতিচ্ছন্ন (গোপিত) হয়ে যায়। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত্ব প্রদান করবে।

(৩) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা সঙ্ঘাদিশেষকে সঙ্ঘাদিশেষ বলে মনে করে। তারা উভয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। তারপরে উন্মত্ততা–মুক্ত হয়ে একজনে অপরাধ গোপন করে, অন্যজনে গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে উভয়কে মানত্ত্ব প্রদান করবে।

(৪) দুইজন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হয়ে তারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির সময় এরূপ বলে,– এখন মাত্র আমরা জানলাম, এ ধর্ম (বিষয়) নাকি সূত্রান্তর্গত, সূত্র সংযোজিত এবং প্রতি অর্ধমাসে আবৃত্তি করা হয়। এ ভেবে তারা সঙ্ঘাদিশেষকে সঙ্ঘাদিশেষ বলে মনে করে। তাদের মধ্যে একজনে গোপন করে, অন্যজনে গোপন করে না। যে গোপন করে তার 'দুক্কট' অপরাধ দেশনা করায়ে গোপন করা অনুসারে তাকে পরিবাস দিয়ে মানত্ত্ব প্রদান করবে।

অবিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, নানা নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত, সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সঙ্ঘের নিকট উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচঞা করে। সঙ্ঘ উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যেকৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যেকৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুসারে, ন্যায় সঙ্গত স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করবে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ব দান করে এবং আহ্বান করে, ভিক্ষুগণ! তাহলে সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সঙ্ঘের নিকট উক্ত অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচঞা করে, সঙ্ঘ উক্ত অপরাধের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিত, কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে এবং যদি ধর্ম বহির্ভূতভাবে মানত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে

অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে। তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে, সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক, অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে।

সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করবে। কিন্তু বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে

ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গাত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত এবং সম্ভিন্ন বহুসংখ্যক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে বহু নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তজ্জন্য সে সঙ্ঘের নিকট মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্মানুকুল, ন্যায় সঙ্গাত এবং স্থানোচিত কার্য দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস দান করে। কিন্তু যদি বিধি বহির্ভূতভাবে মানত্ত্ব দান এবং আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(ক) মূলেপ্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ অপরিশুদ্ধ সমাপ্ত

খ (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট

সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। যদি সঙ্ঘ তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করবে। সে পরিবাস করবার

সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচঞা করে, সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচঞা করে, সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে

সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধসমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট

সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘও সে অপরাধ সমূহের জন্য তাকে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য ধর্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, ধর্মবিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে এবং ধর্মানুসারে মানত্ত্ব দান ও আহ্বান করে, তাহলে (এজন্য) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয় না।

(খ) মূলেপ্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ অপরিশুদ্ধ সমাপ্ত

বিশুদ্ধভাবে মূলেপ্রতিকর্ষণ

ক (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত

ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু

সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও

আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সজ্ঞাত, ন্যায়–সজ্ঞাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সজ্ঞাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সজ্ঞাত, ন্যায়–সজ্ঞাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সজ্ঞাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত

ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে এবং সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে। সে কিন্তু পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ যদি তাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দান করে, মানত্ত্ব দান করে ও আহ্বান করে, তাহলে (এরূপ করলে) সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(ক) মূলেপ্রতিকর্ষণ সম্বন্ধে নয়বিধ বিশুদ্ধ সমাপ্ত

খ (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে

অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘও তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সেই অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান

করে। ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে এবং সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে, সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত

অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘও তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধসমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি

পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধসমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে

সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ন্যায়-বহির্ভূত , ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,— আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক,

অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন–অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গত, ন্যায়–সঙ্গত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সঙ্ঘ নিয়ম–বিরুদ্ধভাবে ন্যায়–বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম–বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম–সঙ্গত, ন্যায়–সঙ্গত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধসমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম–বিরুদ্ধ, ন্যায়–বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম–বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে।

সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন–অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম–সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সঙ্ঘ নিয়ম–বিরুদ্ধভাবে ন্যায়–বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম–বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম–সঙ্গাত, ন্যায়–সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার

সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,- আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধসমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,— আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্ঞা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করে ও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের

নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ত ও আহ্বান যাচ্এগ্রা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্এগ্রা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক, একনামবিশিষ্ট, বিভিন্ন নামবিশিষ্ট, সদৃশ, বিসদৃশ, ব্যবস্থিত ও সম্ভিন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্এগ্রা করে। সঙ্ঘ তাকে সে অপরাধসমূহের জন্য সমবধান পরিবাস দান করে, সে পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন ও অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধ সমূহের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্এগ্রা করে। সঙ্ঘ তাকে নিয়ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করে। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দান করে। সে পরিবাস করতেছি এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ও অপ্রতিচ্ছন্ন অনেক সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সে সে অবস্থায় পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ করে। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হয়,— আমি নির্দিষ্ট সংখ্যক, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিচ্ছন্ন-অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। আমি সঙ্ঘের নিকট মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ যাচ্এগ্রা করেছি। সঙ্ঘ আমাকে মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত, স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ করে এবং ধর্ম-সঙ্গাতভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। আমি পরিবাস পালন করবার সময়ের মধ্যে অনেক নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। সঙ্ঘ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে ন্যায়-বহির্ভূত ও অস্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য মূলেপ্রতিকর্ষণ করেছেন। নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে সমবধান পরিবাস দিয়েছেন। তখন আমি

পরিবাস 'করতেছি' এরূপ মনে করেও মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক অপ্রতিচ্ছন্ন বহু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করেছি। সে অবস্থায় আমার পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে। পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধ স্মরণ হয়েছে; অতএব আমি পূর্ব অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্য এবং পরে কৃত অপরাধের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যও সঙ্ঘের নিকট ধর্ম-সঙ্গাত, ন্যায়-সঙ্গাত ও স্থানোচিৎ কর্ম দ্বারা মূলেপ্রতিকর্ষণ এবং ধর্মানুসারে সমবধান পরিবাস, মানত্ব ও আহ্বান যাচ্ঞা করব। এ ভেবে সে সঙ্ঘের নিকট সে অপরাধ সমূহের জন্য সমবধান পরিবাস যাচ্ঞা করে। সঙ্ঘ তাকে ... আহ্বান করে। সে ভিক্ষু উক্ত অপরাধসমূহ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

(খ) মূলেপ্রতিকর্ষণে নয়বিধ পরিশুদ্ধ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং

অপ্রতিচ্ছন্ন এক, দুই, তিন আর চারি,
পঞ্চ অদর্শনাপত্তি, বলেন যাহা মহামুনি।
সুদ্ধান্ত আর সন্দেহেতে দুই ভিক্ষুর সম্মুখেতে,
দুই সংজ্ঞায় আর ভুলেতে, তথা যথা একই মতে।
মিশ্র এক, দৃষ্টি দুই, অশুদ্ধে এক, দৃষ্টিতে;
দৃষ্টি শুদ্ধ দুই প্রকারে নিয়ম মতে বিধানেতে।
অনুরূপ এক প্রতিচ্ছন্নে, গণ্য যাহা মূখ্য মতে;
উন্মত্তকে শোনাতে, মূলে আঠারো বিশুদ্ধিতে।
আর্যদের বিশেষনে, তাম্রপর্ণী দ্বীপ প্রসাদে,
মহাবিহারবাসীর বাক্য, সদ্ধর্মেরই স্থিতে।

(সমুচ্চয়-স্কন্ধ সমাপ্ত)

তৃতীয় ভাণবার সমাপ্ত।

৪– শমথ–স্কন্ধ

ধর্মবাদী ও অধর্মবাদী

[স্থান – শ্রাবস্তী]

(১) সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে অনাথ–পিণ্ডদের আরামে। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপণীয় কর্ম (শাস্তি বিধান) করতেছিলেন। তদ্দর্শনে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছেন?"

অনন্তর তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের সে কার্য অননুরূপ, অননুযায়ী, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সে মোঘপুরুষগণ অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছে?" তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় কিংবা উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতে পারবে না, যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪– শমথ–স্কন্ধ

ধর্মবাদী ও অধর্মবাদী

[স্থান – শ্রাবস্তী]

(১) সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে অনাথ–পিন্ডদের আরামে। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপণীয় কর্ম (শাস্তি বিধান) করতেছিলেন। তদ্দর্শনে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছেন?"

অনন্তর তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছে?" হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের সে কার্য অননুরূপ, অননুযায়ী, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সে মোঘপুরুষগণ অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতেছে?" তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! অনুপস্থিত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় কিংবা উৎক্ষেপনীয় কর্ম করতে পারবে না, যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) অধর্মবাদী জনৈক ব্যক্তি, অধর্মবাদী বহুসংখ্যক ব্যক্তি, অধর্মবাদী সঙ্ঘ, ধর্মবাদী জনৈক ব্যক্তি, ধর্মবাদী বহুসংখ্যক ব্যক্তি, ধর্মবাদী সঙ্ঘ।

ক (১) জনৈক অধর্মবাদী (অন্যায়ের পক্ষপাতী) ব্যক্তি অন্য ধর্মবাদী (ন্যায়ের পক্ষপাতী) ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন, এটাই গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। এ প্রকারে যদি অধিকরণ (অভিযোগের বিষয়) উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম (ন্যায় বিরুদ্ধ) সম্মুখ (উপস্থিত) বিনয় প্রতিরূপ (ছায়া, প্রতিবিম্ব) অস্পষ্ট প্রকাশ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(২) অধর্মবাদী ব্যক্তি অন্য বহুসংখ্যক ধর্মবাদীকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৩) অধর্মবাদী ব্যক্তি ধর্মবাদী সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৪) বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি জনৈক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৫) বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে, সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন– (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে

অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৬) বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তি ধর্মবাদী সঙ্ঘকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়, এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৭) অধর্মবাদী সঙ্ঘ ধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৮) অধর্মবাদী সঙ্ঘ বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৯) অধর্মবাদী সঙ্ঘ ধর্মবাদী সঙ্ঘকে সংজ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায়, অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (উপদেশ)। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা অধর্ম সম্মুখ বিনয় প্রতিরূপ দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

নয় কৃষ্ণপক্ষ সমাপ্ত

খ (১) জনৈক ধর্মবাদী ভিক্ষু জনৈক অধর্মবাদী ভিক্ষুকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে

কথিত হয়।

(২) ধর্মবাদী ব্যক্তি বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৩) ধর্মবাদী ব্যক্তি অধর্মবাদী সঙ্ঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়! এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে সে অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৪) বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি জনৈক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৫) বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটাগ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মূখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৬) বহুসংখ্যক ধর্মবাদী ব্যক্তি অধর্মবাদী সঙ্ঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়,– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়,

তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৭) ধর্মবাদী সঙ্ঘ জনৈক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়!– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৮) ধর্মবাদী সঙ্ঘ বহুসংখ্যক অধর্মবাদী ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়!– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

(৯) ধর্মবাদী সঙ্ঘ অধর্মবাদী সঙ্ঘকে সংজ্ঞাপন করে, জ্ঞাপন করে, প্রদর্শন করে, অনুপ্রদর্শন করে, দর্শন করায় এবং অনুদর্শন করায়!– এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন; এটা গ্রহণ কর এবং এতে রুচি উৎপাদন কর। যদি এরূপে এ অধিকরণ উপশম হয়, তাহলে তা ধর্মানুসার সম্মুখ বিনয় দ্বারা উপশম হয় বলে কথিত হয়।

নয় শুক্লপক্ষ সমাপ্ত

স্মৃতি–বিনয় আদি ষড়বিধ বিনয়

(১) স্মৃতি–বিনয়

[স্থান – রাজগৃহ]

(ক) পূর্বকথা–

সে সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। সে সময় মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব জন্ম হতে সপ্তবছর বয়সে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছিলেন। শ্রাবকের যা প্রাপ্তব্য তিনি তা লাভ করেছিলেন এবং তার আর কোনও করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু ছিল না। অতপর মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকবার

সময় তার মনে এ চিন্তা উদয় হল,– "আমি জন্ম হতে সাতবছর বয়সে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছি। শ্রাবকের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য তা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর কোনও করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু নেই। অতএব, আমি সঙ্ঘের কোন সেবা করব?" তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হল– আমি সঙ্ঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজন নিরামন (ব্যবস্থাপন) করব। অনন্তর মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব সায়াহ্নে ধ্যান হতে উঠে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন; একান্তে উপবেশন করে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ভগবানকে বললেন,– "প্রভো! আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকবার সময় আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছে– জন্ম হতে সাতবছর বয়সে আমি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছি। শ্রাবকের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য সে সমস্তই আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর কোন করণীয় কিংবা কৃতের বৃদ্ধি করবার কিছু নেই, আমি সঙ্ঘের কোন সেবা করব? তখন আমার মনে এ চিন্তা উদয় হল,– আমি সঙ্ঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজনের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করতেছি।" "দব্ব! সাধু, সাধু, তুমি সঙ্ঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং ভোজন নিরামন করতে পার।" তথাস্তু প্রভো! বলে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ভগবানকে প্রত্যুত্তর দান করলেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসনের ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিরামনের জন্য নির্বাচিত করুক।" হে ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্বাচন করবে,– প্রথমে দব্বের মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসনের ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচিত করতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করতেছেন। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করা যে আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ বলবে।]

ধারণা– সঙ্ঘ মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজন নিয়ামক নির্বাচন করলেন। সঙ্ঘ যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব নির্বাচিত হয়ে সমভাবাপন্ন ভিক্ষুদিগের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (১) যে ভিক্ষুগণ সূত্রান্তিক তাঁরা পরস্পর সূত্রান্ত আলোচনা করবেন। এ ভেবে তাদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (২) যাঁরা বিনয়ধর তাঁরা পরস্পরে বিনয়ের মীমাংসা করবেন। এ ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৩) যাঁরা ধর্মকথিক তাঁরা পরস্পর ধর্মালোচনা করবেন– এ ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৪) যাঁরা ধ্যান–পরায়ণ তাঁরা পরস্পরের বিঘ্ন উপস্থিত করবেন না– এ ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৫) 'যাঁরা বৃথালাপ করে থাকেন এবং আলস্য–পরায়ণ তাঁরা এ আনন্দেও বাস করতে পারবেন' এ ভেবে তাঁদের জন্য পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। (৬) যাঁরা বৈকালে গমন করেন তাদের জন্যও তেজধাতু সম্প্রাপ্ত হয়ে তারই আলোকে শয্যাসন নির্দিষ্ট করেন। বিশেষতঃ ভিক্ষুগণ 'আমরা মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের ঋদ্ধি প্রতিহার্য অবলোকন করব' এ ভেবে স্বেচ্ছায় বৈকালে আগমন করেন। তাঁরা মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলেন,– বন্ধু দব্ব! আমাদের জন্য শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। তাঁদেরকে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব এরূপ বলেন,– আয়ুষ্মানগণ, কোথায় ইচ্ছা করেন? কোথায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করব? তাঁরা ইচ্ছা করে দূরে প্রদর্শন করেন। বন্ধুবর দব্ব, আমাদের জন্য গৃধ্রকুট পর্বতে শয্যাসন নির্দিষ্ট

করুন। আমাদের জন্য চোর প্রপাতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য ঋষিগিলিপার্শ্বে কালশিলায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য বৈভার–পর্বতপার্শ্বে সপ্তপর্নিগুহায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য সীতবনে সপ্ত শৌণ্ড পাহাড়ে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য গৌতম কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য তিন্দুক কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য তপোদারামে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য জীবকাম্রবনে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্য মর্দকুক্ষি মৃগদাবে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব তেজধাতু সম্প্রাপ্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গুলির আলোকে তাদের অগ্রে অগ্রে গমন করতেন। তাঁরা ও সে আলোকে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতেন। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব এরূপে তাঁদের জন্য শয্যাসন নির্দিষ্ট করতেন। এটা মঞ্চ, এটা চৌকি, এটা মাদুর, এ বালিশ, এ স্থানে পায়খানা, এ স্থানে প্রস্রাব করতে হয়, এটা পানিয় ও পরিভোগ্য জল, এ লাঠি (কত্তরদণ্ড), এটা সঙ্ঘের নিয়মাবলী, এ সময়ে প্রবেশ করতে হয়, এ সময়ে বের হতে হয়। এরূপে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব শয্যাসন নির্দিষ্ট করে পুনরায় বেলুবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

সে সময় মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুদ্বয় নূতন ও ভাগ্যহীন ছিল। সঙ্ঘের যে সমস্ত নিকৃষ্ট শয্যাসন (বাসস্থান) তাই তাদের ভাগ্যে মিলিত এবং নিকৃষ্ট খাদ্যসমূহ তাঁদের ভাগ্যে পড়িত। সে সময় রাজগৃহের জনসাধারণ স্থবির ভিক্ষুদিগকে সদ্যপ্রস্তুত (অভিসংস্কারিক) চর্বি, তৈল, উত্তরিভঙ্গা (খাদ্য বিশেষ) প্রদান করতেন। কিন্তু মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুগণ নিকৃষ্ট চাউলের ভাত ও বিড়ঙ্গা নামধেয়ে ব্যঞ্জনমাত্র লাভ করতেন। তারা মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষান্ন সংগ্রহান্তে প্রত্যাবর্তন করে স্থবির ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করতেন, বন্ধুগণ আপনাদের ভোজন স্থানে কি কি দিব? কোন কোন স্থবির বললেন,–বন্ধুগণ আমাদের ভোজন স্থানে চর্বি, তৈল, উত্তরিভঙ্গা ছিল। মৈত্রেয় ও

ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ বলল,– বন্ধুগণ! আমাদের ভোজন স্থানে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গোর ব্যঞ্জন ছিল।

সে সময় কল্যাণ ভত্তিক নামক গৃহপতি নিত্য সঙ্ঘকে চারপ্রকারে ভোজন প্রদান করতেন। তিনি ভোজনের সময় দারাপুত্রসহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে পরিবেশন করতেন। কাকেও ভাতের প্রয়োজন কিনা, কাকেও সূপের প্রয়োজন কিনা, কাকেও তৈলের প্রয়োজন কিনা এবং কাকেও উত্তরিভঙ্গোর প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করতেন।

এক সময় কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর ভোজনের পালা পড়েছিল। তিনি কোন প্রয়োজনবশতঃ একদিন আরামে গমন করলেন এবং মল্লপুত্র দব্বের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন, একান্তে উপবিষ্ট কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতিকে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব কর্তৃক ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে বললেন– প্রভো! আগামীকাল আমার গৃহে কোন ভিক্ষুর ভোজনের পালা পড়েছে? গৃহপতি! আগামীকাল মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর আপনার গৃহে ভোজনের পালা পড়েছে। তচ্ছ্রবনে কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি অসন্তুষ্ট হলেন– "কেন পাপিষ্ট ভিক্ষু আমার গৃহে ভোজন করবে?" এ বলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দাসীকে অনুজ্ঞা করলেন– রে দাসী! আগামীকাল অন্ন ভোজীগণ আগমন করবে। অতএব তাদেরকে প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গোর ব্যঞ্জন পরিবেশন কর। তথাস্তু আর্য! বলে সে দাসী কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতিকে প্রত্যুত্তর দান করল।

মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু আগামীকাল কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে আমাদের ভোজনের পালা পড়েছে। তিনি আগামীকাল দারাপুত্রসহ দণ্ডায়মান থেকে পরিবেশন করবেন,– কেহ অন্নের প্রয়োজন কিনা, কেহ ভাতের প্রয়োজন কিনা, কেহ সূপের প্রয়োজন কিনা, কেহ তৈলের প্রয়োজন কিনা এবং কেহ উত্তরিভঙ্গোর প্রয়োজন কিনা আমাদেরকে

জিজ্ঞাসা করবেন। এ ভেবে সে আনন্দাতিশয্যে রাত্রিতে তাদের ইচ্ছানুসার নিদ্রা হল না।

অনন্তর মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হল। দূর হতে দাসী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক নামক ভিক্ষুগণকে আসতে দেখে প্রকোষ্ঠে আসন নির্দিষ্ট করে তাঁহাদেরকে বলল,– প্রভো! এখানে উপবেশন করুন। তখন সে ভিক্ষুদিগের মনে এ চিন্তা উদয় হল,– বোধ হয় এখনও ভোজন পাক করা শেষ হয়নি। এজন্য আমাদিগকে প্রকোষ্ঠে বসিয়েছে। দাসী নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন সহ বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন লয়ে উপস্থিত হল। প্রভো! ভোজন করুন। ভগ্নি! আমরা এখানের নিত্যভোজী। আর্যগণ যে এখানে নিত্যভোজী তা আমি জানি, কিন্তু গতকল্য গৃহপতি আমাকে অনুজ্ঞা করেছেন। রে দাসী! আগামীকাল অন্ন ভোজীগণ আসবে। অতএব তাদেরকে প্রকোষ্ঠে আসন দিয়ে নিকৃষ্ট চাউলের অন্ন ও বিড়ঙ্গের ব্যঞ্জন পরিবেশন করবে। প্রভো! ভোজন করুন। অনন্তর মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু গতকল্য কল্যাণ ভত্তিক গৃহপতি আরামে মল্লপুত্র দব্বের নিকট গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মল্লপুত্র দব্ব গৃহপতিকে আমাদের বিরুদ্ধে বলেছেন। এ ভেবে তারা মানসিক দুঃখে যথারুচি ভোজন করল না।

তাঁরা ভোজন সমাপ্ত করে, আরামে গিয়ে পাত্র-চীবর সামলায়ে রেখে আরামের বাইরে অবস্থিত প্রকোষ্ঠে সঙ্ঘাটি পেতে নীরব, মৌন, স্কন্ধ ও মুখ অবনত করে আলাপ না করে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়ে উপবেশন করল। তখন মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে তাঁহাদেরকে বলল,– আর্য! আপনাদিগকে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। এরূপ বললে মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু কোন আলাপ করল না। দুই তিনবার মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী এরূপ বলল। তবুও তারা আলাপ করল না। আর্যগণের আমি কোন অপরাধ করেছি যে আপনারা আমার সঙ্গে আলাপ করতেছেন না? ভগ্নি, মল্লপুত্র দব্ব আমাদেরকে

উৎপীড়ন করতে দেখেও তুমি যে কিছু করতেছ না। আর্য, আমায় কি করতে হবে? ভগ্নি, তুমি করলে ভগবান অদ্যই মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে বহিষ্কৃত করে দিবেন। আর্য! আমি কি করব? আমি কি করতে পারি? ভগ্নি! তুমি যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গমন কর। গমন করে ভগবানকে এরূপ বল– প্রভো! এটা যোগ্য নয়। এটা উচিত নয়। যেদিক পূর্বে বিঘ্নহীন, ভয়হীন এবং নিরুপদ্রব ছিল, সেদিক এখন বিঘ্ন সঙ্কুল, ভয়সঙ্কুল, ও উপদ্রবযুক্ত হয়েছে। যেখানে বায়ু প্রবাহিত হত না, এখন সেখানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যেন জল জ্বলতেছে। আর্য মল্লপুত্র দব্ব আমাকে দূষিত করেছেন।

তথাস্তু আর্য! এ বলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী তাদেরকে প্রত্যুত্তর দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হল, একান্তে দাঁড়িয়ে সে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণী ভগবানকে বলল,– "প্রভো! এটা যোগ্য কিংবা উচিত নয়। যেদিক পূর্বে ভয়, বিঘ্ন এবং উপদ্রবহীন ছিল, তা এখন ভয়, বিঘ্ন এবং উপদ্রব সঙ্কুল হয়েছে। যেদিকে বায়ু ছিল না, সেদিকে এখন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। বোধ হয় জল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, আমি যে আর্য মল্লপুত্র দব্ব দ্বারা কলুষিত হয়েছি। অনন্তর ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন,– দব্ব! এ ভিক্ষুণী যা বলতেছে তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি? প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন,– দব্ব! এ ভিক্ষুণী যা বলতেছে তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি? প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দব্ব! অভিযোগের বিষয় এভাবে মীমাংসিত হয় না। যদি তুমি করে থাক, তাহলে করেছ বলে প্রকাশ কর; আর যদি না করে থাক, তাহলে করনি বলে প্রকাশ কর। "প্রভো! আমার জন্ম হতে আমি স্বপ্নেও মৈথুন সেবন করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না। জাগ্রতাবস্থায় কথা আর কি বলব? অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! তাহলে মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে সঙ্ঘ হতে বের

করে দাও এবং এ ভিক্ষুদেরকেও (মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুকে) সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন (জেরা) কর।” ভগবান এরূপ বলে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন। তখন উপস্থিত ভিক্ষুগণ মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে বিতাড়িত করলেন। মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু সে ভিক্ষুদেরকে বললেন,– বন্ধুগণ! আপনারা মৈত্রেয়ী ভিক্ষুণীকে বিতাড়িত করবেন না। তাঁর কোন দোষ নেই। কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে দব্বকে ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত করবার মানসে আমরাই একে উৎসাহিত করেছি। বন্ধুগণ! তোমরাই কি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করেছ? ‘হ্যাঁ বন্ধু।’ যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– “কেন মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে?” অনন্তর তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে?” হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। অনন্তর ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন,– “হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ মল্লপুত্র দব্বকে স্মৃতি বিপুলতার জন্য স্মৃতি–বিনয় দান করুক।”

(খ) **স্মৃতি–বিনয়–** হে ভিক্ষুগণ! এভাবে (স্মৃতি–বিনয়) দিতে হবে,– ভিক্ষুগণ, সে মল্লপুত্র দব্ব সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদিগের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে– প্রভো! এ মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু আমার উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। আমি স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হয়েছি, এ হেতু সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে,–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি–বিনয় দান করতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষু মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বের উপর অমূলক শীল বিনাশ সম্বন্ধে দোষারোপ করতেছে। মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্ব স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচঞা করতেছেন। সঙ্ঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি–বিনয় দান করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি–বিনয় দান করা যে আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে।]

ধারণা– সঙ্ঘ স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত মল্লপুত্র আয়ুষ্মান দব্বকে স্মৃতি–বিনয় দান করলেন। যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সঙ্ঘ মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ স্মৃতি–বিনয় দান ধর্ম–সঙ্গত। যথা,– (১) ভিক্ষু নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ হয়, (২) তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, (৩) তিনি স্মৃতি–বিনয় যাচঞা করেন, (৪) তাকে সঙ্ঘ স্মৃতি–বিনয় দান করে এবং (৫) ধর্মানুসার সমগ্র হয়ে দান করে। ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চবিধ স্মৃতি–বিনয় দান ধর্ম–সঙ্গত।

২। অমূঢ় বিনয়

(ক) পূর্ব কথা–

সে সময় গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হয়েছিল এবং তার চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়েছিল। সে উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত গর্গ ভিক্ষু অশ্রমণোচিৎ

বিবিধ বাক্য এবং কার্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ উন্মাদ চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত গর্গ ভিক্ষুর উপর অনাচারের জন্য দোষারোপ করলেন, "আয়ুষ্মান এবম্বিধ অপরাধ করেছেন অতএব তা স্মরণ করুন।" সে বলল,– বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ছিলাম এবং আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ছিল। সে অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ের পরাক্রম প্রকাশ করেছিলাম। এরূপ বলা সত্ত্বেও আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন। অতএব তা স্মরণ করুন। এ বলে ভিক্ষুগণ তাঁকে প্রকট করতেই লাগলেন। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক তাঁরা আন্দোলন নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুগণ উন্মাদ চিত্ত বৈপরীত্য প্রাপ্ত অবস্থায় কৃত বিবিধ অশ্রমণোচিৎ অপরাধের জন্য গর্গ ভিক্ষুকে 'আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন; অতএব তা স্মরণ করুন, বলে প্রকট করতেছেন। তিনি বলতেছেন; বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ছিলাম। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ছিল। সে অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রকাশ করেছি। তা এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থাতেই আমি সে কার্য করেছিলাম। এরূপ বলা সত্ত্বে ও আয়ুষ্মান আপনি স্মরণ করুন। আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন এরূপ বলে ভিক্ষুগণ তাকে প্রকট করতেছেন।" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন,– "হে ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়–বিনয় প্রদান করুক। ভিক্ষুগণ! এভাবে অমূঢ়–বিনয় দিতে হবে–সে গর্গ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ যাচ্ঞা করবে,– "প্রভো! আমি উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলাম। সে অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি। বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রকাশ করেছি। ভিক্ষুগণ আমাকে উন্মাদ ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য প্রকট

করতেছেন, আয়ুষ্মান স্মরণ করুন, আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন। আমি তাদেরকে এরূপ বলতেছি, বন্ধুগণ! আমি উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলাম। সে অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। তা এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ করেছিলাম। আমি এরূপ বললে ও তাঁরা আমাকে 'আয়ুষ্মান স্মরণ করুন, আপনি এরূপ অপরাধে অপরাধী হয়েছেন' এ বলে প্রকট করতেছেন। এ হেতু আমি সঙ্ঘের নিকট অমূঢ়-বিনয় যাচ্ঞা করতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়েছিল। তিনি সে অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছেন এবং বাক্যে ও কার্যে পরাক্রম প্রকাশ করেছেন। ভিক্ষুগণ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এ অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। অতএব, তা স্মরণ করুন।" তিনি বলতেছেন,– "বন্ধুগণ! তখন আমি উন্মত্ত এবং বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ছিলাম। সে অবস্থায় আমি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ আচরণ করেছি এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। তা আমার স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ অপরাধ করেছিলাম।" এরূপ বলা সত্ত্বেও ভিক্ষুগণ তাকে প্রকট করতেছেন, আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন। এখন তিনি অমূঢ় হয়ে সঙ্ঘের নিকট অমূঢ়-বিনয় যাচ্ঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ এ প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় দিতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ গর্গ ভিক্ষু উন্মত্ত এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত ছিলেন। তিনি সে অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছেন এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছেন। ভিক্ষুগণ উন্মত্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অবস্থায় কৃত অনাচার ও অপরাধের জন্য

গর্গ ভিক্ষুকে প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন, তা এখন স্মরণ করুন।" তিনি বলতেছেন, "বন্ধুগণ! আমি তখন উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত ছিলাম। সে অবস্থায় কৃত অপরাধ এবং কায়-বাক্যের পরাক্রম প্রদর্শন এখন আমার স্মরণ হচ্ছে না; মূঢ় অবস্থায় আমি সেরূপ করেছিলাম।" এরূপ বলা সত্ত্বে ও তাকে ভিক্ষুগণ প্রকট করতেছেন, "আয়ুষ্মান, এরূপ অপরাধ করেছেন; অতএব, তা স্মরণ করুন। তিনি এখন অমূঢ় হয়ে অমূঢ়-বিনয় যাচঞা করতেছেন। সঙ্ঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় দিচ্ছেন। যে আয়ুষ্মান অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় দান করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– সঙ্ঘ অমূঢ় গর্গ ভিক্ষুকে অমূঢ়-বিনয় প্রদান করলেন। এ প্রস্তাব সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সঙ্ঘ মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অমূঢ়-বিনয় দান অধর্ম-সঙ্গাত এবং ত্রিবিধ ধর্ম-সঙ্গাত। ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে অমূঢ়-বিনয় দান অধর্ম-সঙ্গাত?

(খ) অধর্ম-সঙ্গাত অমূঢ় বিনয়– হে ভিক্ষুগণ! (১) যদি কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক ভিক্ষু কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান এ অপরাধ করেছেন। অতএব তা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সে এরূপ বলে, এরূপ কোন অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে যদি সঙ্ঘ অমূঢ়-বিনয় দান করেন, তাহলে অমূঢ়-বিনয় দান অধর্ম-সঙ্গাত হবে।

হে ভিক্ষুগণ! (২) যদি কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক অথবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান এ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সে এরূপ বলে, বন্ধুগণ! স্বপ্নবৎ তা আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে যদি সঙ্ঘ অমূঢ়-বিনয় দান করে, তাহলে তা অধর্ম-সঙ্গাত হবে।

হে ভিক্ষুগণ! (৩) যদি কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে– আয়ুষ্মান এ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। তদুত্তরে সে উন্মাদনা হয়ে উন্মাদের ন্যায় বলে,– আমি এরূপ কার্য করেছি, আপনারাও এরূপ কার্য করুন। আমার পক্ষে ও এটা বিহিত এবং আপনাদের পক্ষেও এটা বিহিত। তাকে যদি সঙ্ঘ অমূঢ়–বিনয় দান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্গাত অমূঢ়–বিনয় দান করা হবে। এ ত্রিবিধ অমূঢ়–বিনয় দান প্রণালী অধর্ম–সঙ্গাত।

(গ) **ধর্ম–সঙ্গাত অমূঢ়–বিনয়**– হে ভিক্ষুগণ! কি প্রকারে অমূঢ়–বিনয় দান ধর্ম–সঙ্গাত? হে ভিক্ষুগণ! (১) যদি কোন ভিক্ষু উন্মাদ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে উন্মাদ অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ না থাকায় সে বলে, "বন্ধুগণ! আমি এরূপ অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে যদি সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু অমূঢ়–বিনয় দান করে, তাহলে তা ধর্ম–সঙ্গাত হবে।

হে ভিক্ষুগণ! (২) যদি কোন ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে উন্মাদ অবস্থায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং বাক্যে ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। তদুত্তরে স্মরণ না থাকায় সে এরূপ বলে, "বন্ধুগণ! স্বপ্নবৎ তা আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে যদি সঙ্ঘ অমূঢ়–বিনয় দান করে, তাহলে তা ধর্ম–সঙ্গাত হবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু উন্মাদ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়। সে অবস্থায় সে অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, "বন্ধু আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, তা এখন আপনার স্মরণ আছে কি? সে যথার্থ উন্মাদ হয়ে উন্মাদের ন্যায় তদুত্তরে বলে,– আমিও এরূপ

করতেছি, আপনারাও এরূপ করুন। আমার পক্ষেও এটা বিহিত এবং আপনাদের পক্ষেও তা বিহিত। তাকে যদি সঙ্ঘ অমূঢ়-বিনয় দান করে, তাহলে তা ধর্ম-সঙ্গাত হবে। এ ত্রিবিধ অমূঢ়-বিনয় দান প্রণালী ধর্ম-সঙ্গাত।

(৩) প্রতিজ্ঞাত-করণ

(ক) পূর্ব কথা–

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা প্রতিজ্ঞাত (স্বীকৃতি) ব্যতীত ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্মের (শাস্তির) বিধান করতেছিল। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিনা স্বীকৃতিতে ভিক্ষুগণের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় এবং উৎক্ষেপনীয় কর্মের বিধান করতেছে?" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ... হ্যাঁ ভগবান, সত্য বটে। ভগবান নিন্দা করে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! বিনা স্বীকৃতিতে ভিক্ষুদিগের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় কিংবা উৎক্ষেপনীয় কর্মের বিধান করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এরূপে প্রতিজ্ঞাত-করণ এ কারণে অধর্ম-সঙ্গাত এবং এরূপে ধর্ম-সঙ্গাত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপের প্রতিজ্ঞাত-করণ অধর্ম-সঙ্গাত?

(খ) অধর্ম-সঙ্গাত প্রতিজ্ঞাত-করণ– (১) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করে থাকে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিকা প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে, "বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, থুল্লচ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ থুল্লচ্চয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম-সঙ্গাত হবে।

(২) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে, আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, পাচিত্তিয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পাচিত্তিয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে। (৩) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পাটিদেশনীয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে। (৪) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, দুক্কট প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ দুক্কটের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে। (৫) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক প্রাপ্ত হয়। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, দুব্ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ দুব্ভাসিতের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে।

(১) যদি কোন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হইনি, পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে। (২) যদি কোন ভিক্ষু থুল্লচ্চয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হইনি, পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সঙ্ঘাত হবে। (৩) যদি কোন ভিক্ষু পাচিত্তিয় অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,–

আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, পাটিদেশনীয় প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৪) যদি কোন ভিক্ষু পাটিদেশনীয় অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, দুক্কট প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৫) যদি কোন ভিক্ষু দুক্কট অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি পারাজিক প্রাপ্ত হইনি, দুব্ভাসিত প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৬) যদি কোন ভিক্ষু দুব্ভাসিত অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– বন্ধুগণ! আমি সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হইনি। পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা অধর্ম–সজ্ঞাত হবে।

(গ) ধর্ম–সজ্ঞাত প্রতিজ্ঞাত করণ– হে ভিক্ষুগণ! কিরূপের প্রতিজ্ঞাত করণ ধর্ম–সজ্ঞাত হয়?

(১) যদি কোন ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি পারাজিক অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পারাজিকের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (২) যদি কোন ভিক্ষু সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান সংঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি সংঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ সংঙ্ঘাদিশেষের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৩) যদি কোন ভিক্ষু থুল্লচ্চয়

অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান থুল্লচ্চয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি থুল্লচ্চয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ থুল্লচ্চয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৪) যদি কোন ভিক্ষু পাচিত্তিয় অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পাচিত্তিয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি পাচিত্তিয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পাচিত্তিয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৫) যদি কোন ভিক্ষু পাটিদেশনীয় অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান পাটিদেশনীয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি পাটিদেশনীয় অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ পাটিদেশনীয়ের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৬) যদি কোন ভিক্ষু দুক্কট অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান দুক্কট অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি দুক্কট অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ দুক্কটের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে। (৭) যদি কোন ভিক্ষু দুব্ভাসিত অপরাধ করে। তাকে সঙ্ঘ, বহুসংখ্যক কিংবা জনৈক ভিক্ষু বলে,– আয়ুষ্মান দুব্ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন। তদুত্তরে সে বলে,– হ্যাঁ বন্ধু! আমি দুব্ভাসিত অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি। তাকে যদি সঙ্ঘ দুব্ভাসিতের দণ্ড প্রদান করে, তাহলে তা ধর্ম–সজ্ঞাত হবে।

(৪) যদ্ভুয়সিক

সে সময় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘসভায় ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে পরস্পরের মুখরূপী অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করতেছিল। সে বিবাদ উপশম করতে সমর্থ ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এরূপ বিবাদ (অধিকরণ) যদ্ভুয়সিত দ্বারা (অধিকাংশের মতানুসারে) উপশম করবে।"

(ক) শলাকা–গ্রাহাপকের যোগ্যতা এবং নির্বাচন– হে ভিক্ষুগণ!

পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে শলাকা-গ্রাহাপক নির্বাচন করবে। যথা- (১) যে স্বেচ্ছাচারের বশীভূত নয়, (২) দ্বেষের বশীভূত নয়, (৩) মোহের বশীভূত নয়, (৪) ভয়ের বশীভূত নয়, (৫) যে গৃহীত ও অগৃহীত অবগত থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! এ প্রকারে নির্বাচিত করবে- প্রথমে সে ভিক্ষুর মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,-

প্রজ্ঞপ্তি- মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা-গ্রাহাপক নির্বাচিত করতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ- মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সঙ্ঘ শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা-গ্রাহাপক নির্বাচন করা যে আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা- সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শলাকা-গ্রাহাপক নির্বাচিত করলেন। সঙ্ঘ যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন- আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! ধর্মবিরুদ্ধ শলাকা গ্রহণ সম্মতি দাতা দশবিধ এবং ধর্ম-সঙ্গাত শলাকা গ্রহণ দশবিধ।

(খ) ধর্মবিরুদ্ধ নির্বাচন- ধর্মবিরুদ্ধ দশবিধ শলাকা গ্রহণ কিরূপ?

যথা- (১) বিবাদের বিষয় অবধারণ সামান্য-রকম হয় (২) দুই-তিন আবাস বিস্তৃতি লাভ করেনি, (৩) তারা নিজেইও দুই-তিনবার স্মরণ করেনি অথবা অন্যের দ্বারাও স্মরণ করেনি, (৪) অধর্ম বাদীর সংখ্যা যে অধিক[১] তা জানে, (৫) বস্তুত অধর্মবাদীর সংখ্যাই অধিক হয়, (৬) সঙ্ঘ ভেদ যে হবে তা জানে, (৭) বস্তুত সঙ্ঘ ভেদ হয়ে থাকে, (৮)

---

[১]. সে সময় রঙ্গীন সরু কাঠি দ্বারা মত গ্রহণ করা হতো। যিনি শলাকা বিতরণ করতেন, তাকে শলাকা-গ্রাহাপক বলা হতো।

ন্যায়-বিরুদ্ধভাবে নির্বাচন করে, (শলাকা গ্রহণ করে) (৯) সঙ্ঘের একাংশ লয়ে শলাকা গ্রহণ করে, (১০) স্বীয় মতানুসারে শলাকা গ্রহণ (নির্বাচন) করে না। ধর্মবিরুদ্ধ শলাকা গ্রহণ এ দশবিধ।

(গ) ধর্ম-সঙ্গাত নির্বাচক– ধর্ম-সঙ্গাত দশবিধ শলাকা গ্রহণ কি প্রকার? যথা– (১) অধিকরন (বিবাদের বিষয়) সামান্য রকমের না হয়, (২) দুই-তিন আবাসে বিস্তৃতি লাভ করেছে, (৩) তারা নিজেইও দুই-তিনবার স্মরণ করেছে, অথবা অন্যের দ্বারাও স্মরণ করেছে, (৪) ধর্মবাদীর সংখ্যা যে অধিক তা জানে, (৫) বস্তুত ধর্মবাদীর সংখ্যাই অধিক হয়, (৬) সঙ্ঘ ভেদ হবে না এ কথা জানে, (৭) বস্তুত সঙ্ঘ ভেদ হয় না, (৮) ন্যায়-সঙ্গাতভাবে নির্বাচন করে, (৯) সকলে সমগ্র হয়ে নির্বাচন করে, (১০) স্বীয় মতানুসার নির্বাচন করে। ধর্ম-সঙ্গাত শলাকা গ্রহণ এ দশবিধ।

(৫) তৎপাপীয়সিক

(ক) পূর্ব কথা–

সে সময় উবাঢ় নামক ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করলে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করেছিল, প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছিল, এক বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর দিত এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলত। যে ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছুক, তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন উবাঢ় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অপরাধ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রথম অস্বীকার করে পরে স্বীকার করতেছে, প্রথম স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছে, এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর দিতেছে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলতেছে?" অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ... হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে। ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন,– হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ উবাঢ় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের (শাস্তির) বিধান করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে করতে হবে– প্রথমে উবাঢ় ভিক্ষুকে জ্ঞাপন করতে হবে। জ্ঞাপন করে স্মরণ করায়ে দিতে হবে। স্মরণ করায়ে দিয়ে দোষারোপ করতে হবে এবং দোষারোপ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে, প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করে, এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলে। যদি সঙ্ঘের নিকট এ প্রস্তাব যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ উবাঢ় ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে, প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করে, এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে অন্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করে এবং সজ্ঞানে মিথ্যা বলে। সঙ্ঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করতেছেন। যে আয়ুষ্মান উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান, উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকুন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করুন। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ।]

ধারণা– সঙ্ঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করলেন। সঙ্ঘ উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্ম–সঙ্গত।

(খ) ধর্ম–সঙ্গত– (১) অশুচি (দোষী) হয়, (২) লজ্জাহীন হয়, (৩) নিন্দনীয় (সানুবাদ) হয়, (৪) সঙ্ঘ ধর্মানুসার তার তৎপাপীয়সিক কর্মের

বিধান করে এবং (৫) সমগ্র সঙ্ঘ করে। হে ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চবিধ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্ম–সঙ্গাত।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা বিকল তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং অযথার্থভাবে সম্পাদিত হয়।

(গ) ধর্মবিরুদ্ধ– (১) যা অনুপস্থিতিতে করা হয়, জিজ্ঞাসা না করে করা হয়, বিনা স্বীকৃতিতে করা হয়, (২) ধর্মবিরুদ্ধভাবে করা হয় এবং (৩) সঙ্ঘের একাংশ দ্বারা করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয় বিরুদ্ধ এবং অযথার্থভাবে সম্পাদিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্ম–সঙ্গাত, বিনয়–সঙ্গাত এবং যথার্থভাবে সম্পাদিত হয়।

(ঘ) ধর্ম–সঙ্গাত– (১) উপস্থিতিতে করা হয়, জিজ্ঞাসা করে করা হয়, স্বীকৃতিতে করা হয়, (২) ধর্ম–সঙ্গাতভাবে করে, (৩) সমগ্র সঙ্ঘ করে। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গাসম্পন্ন তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান ধর্ম–সঙ্গাত, বিনয়–সঙ্গাত এবং যথার্থভাবে সম্পাদিত হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সঙ্ঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ প্রিয় হয়, বৃথা–বাক্যব্যয়ী হয়, নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) মূর্খ, অদক্ষ, বহু অপরাধে অপরাধী, দুষ্কার্য ত্যাগে অনিচ্ছুক এবং (৩) অন্যায়ভাবে গৃহী–সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করে। হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সঙ্ঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! অপর ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা হলে সঙ্ঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, (২) অধি–আচারে আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে

তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা করলে সঙ্ঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর ইচ্ছা করলে সঙ্ঘ তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(জ) হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে ঝগড়া, কলহ, বিবাদ প্রিয় হয়, বৃথা–বাক্যব্যয়ী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়; (২) যে মূর্খ, অদক্ষ হয়, বহু অপরাধে অপরাধী, দুষ্কার্য ত্যাগে অনিচ্ছুক হয় এবং (৩) যে অন্যায়ভাবে গৃহী–সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে।

হে ভিক্ষুগণ! এ ত্রিবিধাঙ্গা বিকল ভিক্ষুর সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(ঝ) হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে অধিশীলে শীল বিপন্ন হয়, (২) অধি–আচারে আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতি দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

(ঞ) হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে। যথা– (১) যে বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (২) যে ধর্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৩) যে সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে।

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ ইচ্ছা করলে তিনজনের তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করবে।

ছয় আকঙ্ক্ষ্যমান সমাপ্ত

(ট) দণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য– হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ যার তৎপাপীয়সিক কর্মের বিধান করে তাকে সম্যক অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক অনুবর্তী

হবার বিধি এ,– উপসম্পদা দিতে পারবে না, আশ্রয় দিতে পারবে না, শ্রামণের সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার সম্মতি (অনুমোদন) স্বীকার করতে পারবে না, সম্মতি প্রাপ্ত হলেও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে না ... ভিক্ষুদিগের সাথে সংমিশ্রণ করতে পারবে না। অনন্তর সঙ্ঘ উবাঢ় নামীয় ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্মের (শাস্তির) বিধান করলেন।

তৎপাপীয়সিক কর্ম অষ্টাদশ সমাপ্ত

(৬) তৃণাচ্ছাদন

সে সময়ে ভিক্ষুগণ ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছিলেন এবং বাক্য ও কায়ে পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। অনন্তর সে ভিক্ষুদিগের মনে এ চিন্তা উদয় হল– আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করেছি এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা এ অপরাধের পরস্পরের নিকট প্রতিকার করি, তাহলে এ বিবাদ আরও ভীষণ ও অধিক হতে পারে, ভেদের কারণ হতে পারে। অতএব এখন আমাদিগকে কি করতে হবে? তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণ ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় যদি অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার করে থাকে এবং কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করে থাকে এবং ভিক্ষুদিগের মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমরা ঝগড়া, কহল, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি, কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি, আমরা পরস্পরের নিকট এ অপরাধের প্রতিকার করলে হয়ত ভীষণ ও অধিক হতে পারে।

হে ভিক্ষুগণ! এরূপ বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা উপশম করবে।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপশম করবে– উপস্থিত সকলকেই সমবেত হতে হবে। সমবেত হয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন

করবে,–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি, কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। আমরা যদি পরস্পরের নিকট এ অপরাধের প্রতিকার করি, তাহলে হয়ত এ বিবাদ ভীষণ আকার ধারণ করবে; ভেদের কারণ হবে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ গুরুতর অপরাধ ও গৃহী–সংসর্গ অপরাধ ব্যতীত এ বিবাদ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা মীমাংসা করতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অতঃপর এক পক্ষাবলম্বী ভিক্ষুদিগের মধ্যে যে দক্ষ ও সমর্থ সে স্বপক্ষীয়দিগকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,– আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ঝগড়া, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি। কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্পরের নিকট এ অপরাধের প্রতিকার করি, তাহলে হয়ত এ বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যে অপরাধ আছে তা আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য সঙ্ঘসভায় তৃণাচ্ছাদনের দ্বারা গুরুতর অপরাধ এবং গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত দেশনা (স্বীকার) করব।

অতঃপর অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি স্বীয় পক্ষকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,– আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করায় বহু অশ্রমণোচিৎ অনাচার আচরণ করেছি, কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্পরের নিকট এ অপরাধের প্রতিকার করি, হয়ত এ বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য সঙ্ঘসভায় গুরুতর অপরাধ ও

গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত দেশনা (স্বীকার) করব। এক পক্ষের ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বহু অনাচার আচরণ করেছি কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা পরস্পরের নিকট এ অপরাধের প্রতিকার করি, তাহলে হয়ত এ বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি এ আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যে অপরাধ আছে তা এ আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য গুরুতর অপরাধ এবং গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করব। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা ভণ্ডন, কলহ, বিবাদ–পরায়ণ হয়ে অবস্থান করে অশ্রমণোচিৎ বিবিধ অনাচার আচরণ করেছি। কায়ে ও বাক্যে পরাক্রম প্রদর্শন করেছি। যদি আমরা এ অপরাধ পরস্পরে প্রতিকার করি, তাহলে হয়ত এ বিবাদ অধিকতর ভীষণাকার ধারণ করবে এবং ভেদের কারণ হবে। অতএব আমি আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের যে অপরাধ আছে তা এ আয়ুষ্মানগণের এবং আমার নিজের জন্য গুরুতর অপরাধ ও গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত সঙ্ঘসভায় তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করব। গুরুতর অপরাধ ও গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত আমাদের এ অপরাধ সঙ্ঘসভায় তৃণাচ্ছাদন দ্বারা দেশনা করা যে আয়ুষ্মান সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি সঙ্গত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করবেন।

ধারণা– গুরুতর অপরাধ ও গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত আমাদের এ অপরাধ তৃণাচ্ছাদন দ্বারা সঙ্ঘসভায় দেশনা (প্রকাশ) করা হল। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি। অতঃপর অপর পক্ষীয় ভিক্ষুগণের মধ্যে যিনি দক্ষ এবং সমর্থ তিনি

সঙ্ঘসভায় এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,– [জ্ঞপ্তি, অনুশ্রবণ এবং ধারণা পূর্ববৎ]

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে সে ভিক্ষুগণ গুরুতর অপরাধ, গৃহী–সংশ্লিষ্ট অপরাধ এবং সেখানে দেখে প্রকাশযোগ্য অপরাধ ব্যতীত সে অপরাধ হতে মুক্ত হয়।

চতুর্বিধ অধিকরণ, তার মূল, ভেদ, নামকরণ ও উপশম

সে সময়ে ভিক্ষুগণও ভিক্ষুগণের সাথে বিবাদ করতেছিল, ভিক্ষুগণও ভিক্ষুণীগণের সঙ্গে বিবাদ করতেছিল, ভিক্ষুণীগণ ও ভিক্ষুগণের সাথে বিবাদ করতেছিল। ছন্ন ভিক্ষুও ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হয়ে ভিক্ষুগণের সঙ্গে বিবাদ করতেছিল। ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করতেছিল। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ছন্ন ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হয়ে ভিক্ষুগণের সাথে বিবাদ করতেছে, ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করতেছে?" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (ভগবান বললেন–)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ছন্ন ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের পক্ষ হয়ে ভিক্ষুগণের সাথে বিবাদ করতেছে, ভিক্ষুণীগণের পক্ষাবলম্বন করতেছে?"

হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

(১) অধিকরণ–সমূহের বিভিন্নতা

হে ভিক্ষুগণ! অধিকরণ চতুর্বিধ। যথা– (১) বিবাদ অধিকরণ, (২) অনুবাদ অধিকরণ, (৩) আপত্তি অধিকরণ এবং (৪) কৃত্য অধিকরণ।

(১) বিবাদ অধিকরণ কাকে বলে?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণ বিবাদ করে এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত দ্বারা ভাষিত–আলাপিত; এটা তথাগত দ্বারা ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত দ্বারা আচরিত, এটা তথাগত দ্বারা আচরিত নয়, এটা তথাগত দ্বারা প্রজ্ঞাপিত (বিধান কৃত), এটা তথাগত দ্বারা প্রজ্ঞাপিত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুষ্থুল আপত্তি (গুরুতর অপরাধ) পারাজিক, সঙ্ঘাদিশেষ, এটা দুষ্থুল অপরাধ নয়। এ সমস্ত বিষয় লয়ে যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানা বাদ (বিরুদ্ধবাদ), অন্যথা বাদ (বিপরীত বাদ), অন্যায় ব্যবহার এবং মেধগ (কটু বাক্য) প্রয়োগ হয় তাই বিবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণ কাকে বলে?

হে ভিক্ষুগণ! আচার ভ্রষ্টতার অথবা আজীব (জীবিকা) ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে। এ কারণে যে অনুবাদ, অনুবাদন, অনুল্লপন, অনুভাষণ, অনুসম্প্রবক্রতা[১], অভ্যুৎসহন এবং অনুবল প্রদান করা হয়, তাই অনুবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণ কাকে বলে?

সপ্তবিধ আপত্তি–স্কন্ধ (অপরাধ রাশি) আপত্তি অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৪) কৃত্য অধিকরণ কাকে বলে?

সঙ্ঘের যে কৃত্য করণীয় অবলোকন কর্ম[২], জ্ঞপ্তি কর্ম[৩], জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম[৪] এবং জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম তাই কৃত অধিকরণ নামে কথিত হয়।

---

১. সংঘের সম্মতি।

২. সংঘের সম্মতি নিবার সময় প্রস্তাবের সূচনা করা।

৩. কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে একবার জ্ঞপ্তি ও একবার অনুশ্রবণ করে সংঘের সম্মতি গ্রহণ করা।

৪. সাধারণ পরিস্থিতিতে।

(২) অধিকরণের মূল

(১) বিবাদ অধিকরণের মূল কি?

(ক) ষড়বিধ বিবাদের মূল বিবাদ অধিকরণের মূল; (খ) ত্রিবিধ অকুশল–মূল (লোভ, দ্বেষ, মোহ) বিবাদ অধিকরণের; (গ) ত্রিবিধ কুশল মূলও (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) বিবাদ অধিকরণের মূল।

(ক) কোন ষড়বিধ বিবাদের মূল বিবাদ অধিকরণের মূল?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু ক্রোধী ও উপনাহী সুদীর্ঘকাল ক্রোধ পোষণকারী হয়। যে ভিক্ষু ক্রোধী ও উপনাহী হয়, সে শাস্তার প্রতি গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে, সঙ্ঘের প্রতিও গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাও (ভিক্ষুগণের নিয়ম) পরিপূর্ণকারী হয় না। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষা পরিপূর্ণকারী হয় না; সে ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। সে বিবাদ বহুজনের অহিত, অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়। দেব–মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এরূপ বিবাদের মূল তোমরা, তোমাদের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেখতে পাও, তাহলে অধিকতর মূল পরিত্যাগ করবার জন্য উদ্যমশীল হবে। যদি এরূপ বিবাদের মূল নিজের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেখতে না পাও, তাহলে সে অহিতকর বিবাদ–মূলের বিনাশ সাধিত হয়। এভাবে এ অহিতকর বিবাদ–মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু ম্রক্ষ–পরায়ণ ও নিষ্ঠুর হয়, (৩) ঈর্যা ও মাৎসর্য–পরায়ণ হয়, (৪) শঠ ও মায়াবী হয়, (৫) পাপেচ্ছা ও মিথ্যাদৃষ্টি–পরায়ণ হয়, (৬) সন্দৃষ্টি–পরামর্শী (বর্তমান দর্শনকারী) আধানগ্রাহী ও দুঃপরিত্যাগী হয়। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু সন্দৃষ্টি পরামর্শী, আধানগ্রাহী ও দুঃপরিত্যাগী হয়, সে শাস্তার প্রতি গৌরব–সৎকার রহিত হয়। ধর্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি ও গৌরব–সৎকার রহিত হয় এবং শিক্ষা পরিপূর্ণকারী হয় না। সে সঙ্ঘের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। সে বিবাদ বহুজনের অহিত ও অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়।

দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি তোমরা এরূপ বিবাদ-মূল তোমাদের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেখতে পাও; তাহলে সে অহিতকর বিবাদ-মূল পরিত্যাগের জন্য উদ্যমশীল হবে। যদি এরূপ বিবাদ-মূল তোমাদের অভ্যন্তরে ও বাইরে দেখতে না পাও; তাহলে সে অহিতকর বিবাদ-মূল যাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে না পারে তজ্জন্য প্রযত্ন করবে। এরূপে এ অহিতকর বিবাদ-মূলে পরিত্যাগ সাধিত হয় এবং এরূপে এ অহিতকর বিবাদ-মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হতে পারে না। এ ষড়বিধ বিবাদ-মূলই বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(খ) কোন ত্রিবিধ অকুশল-মূল বিবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু লোভযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে, দ্বেষযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে, মোহযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে- এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ অকুশল-মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(গ) কোন ত্রিবিধ কুশল-মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়? ভিক্ষু অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ চিত্তে বিবাদ করে- এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ কুশল-মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(২) অনুবাদ অধিকরণের মূল কি? (ক) ষড়বিধ অনুবাদ–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (খ) ত্রিবিধ অকুশল–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (গ) ত্রিবিধ কুশল–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল, (ঘ) কায়ও অনুবাদ অধিকরণের মূল, (ঙ) বাক ও অনুবাদ অধিকরণের মূল।

(ক) কোন ষড়বিধ অনুবাদ–মূল অনুবাদ–অধিকরণের মূল? (১) ভিক্ষু ক্রোধী, উপনাহী হয় সে শাস্তার প্রতি গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে, সঙ্ঘের প্রতিও গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাও (ভিক্ষুগণের নিয়ম) পরিপূর্ণকারী হয় না। সে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি গৌরব–সৎকার রহিত হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষা পরিপূর্ণকারী হয় না; সে সঙ্ঘের মধ্যে অনুবাদ উৎপন্ন করে। সে অনুবাদ বহুজনের অহিত ও অসুখের কারণ হয়। বহুজনের অনর্থের কারণ হয়। দেব–মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এরূপ বিবাদের মূল তোমরা তোমাদের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেখতে পাও, তাহলে অধিকতর মূল পরিত্যাগ করবার জন্য উদ্যমশীল হবে। যদি এরূপ বিবাদের মূল নিজের অভ্যন্তরে বা বাইরে দেখতে না পাও, তাহলে সে অহিতকর বিবাদ–মূলের বিনাশ সাধিত হয়। এভাবে এ অহিতকর বিবাদ–মূল ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয় না।

(৬) সন্দৃষ্টি–পরামর্শী, আধানগ্রাহী হয়। যদি এ প্রকার অনুবাদের মূল তোমরা নিজের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সে অহিতকর অকুশল–মূল পরিত্যাগের জন্য উদ্যোমশীল হবে।

...

ভিক্ষুগণ! এ ষড়বিধ অনুবাদ–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(খ) কোন ত্রিবিধ অকুশল–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু লোভযুক্ত চিত্তে, দ্বেষযুক্ত চিত্তে, মোহযুক্ত চিত্তে বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত

কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ অকুশল–মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(গ) কোন ত্রিবিধ কুশল–মূল অনুবাদ অধিকরণের মূল? ভিক্ষু অলোভ চিত্তে, অদ্বেষ চিত্তে, অমোহ চিত্তে বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ অকুশল–মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(ঘ) কোন কায় অনুবাদ অধিকরণের মূল? কোন ব্যক্তি কুরূপ, সুদর্শন, বামন (কোটিমক), বহু রোগী, কানা, বক্র, খঞ্জ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। সেজন্য অন্য ব্যক্তি তাকে অনুবাদ (দোষারোপ করে) করে, এরূপ কায়ই অনুবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়।

(ঙ) কোন বাক্য অনুবাদ অধিকরণের মূল? কোন ব্যক্তি দুর্বাক্য প্রয়োগকারী, মর্মচ্ছেদবাক্য প্রয়োগকারী এবং তোৎলা হয়। সেজন্য অন্য ব্যক্তি তাকে অনুবাদ করে। এরূপ বাক্যই অনুবাদ অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি অধিকরণের মূল কি? ষড়বিধ আপত্তি সমুত্থান (অপরাধ উৎপত্তি হবার স্থান) আপত্তি অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়। (১) কোন আপত্তি কায় হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য কিংবা মন হতে নয়, (২) কোন আপত্তি বাক্য হতে উৎপন্ন হয়, কায় কিংবা চিত্ত হতে নয়, (৩) কোন আপত্তি কায় ও বাক্য উভয় হতে উৎপন্ন হয়, চিত্ত হতে নয়, (৪) কোন আপত্তি কায় ও চিত্ত হতে উৎপন্ন হয়, বাক্য হতে নয়, (৫) কোন

আপত্তি চিত্ত ও বাক্য (উভয়) হতে উৎপন্ন হয়, কায় হতে নয়, (৬) কোন আপত্তি কায়, বাক্য ও চিত্ত (তিন) হতে উৎপন্ন হয়। এ ষড়বিধ আপত্তি সমুত্থান আপত্তি অধিকরণের মূল নামে কথিত হয়।

(৪) কৃত্য অধিকরণের মূল কি? কৃত্য অধিকরণের একমাত্র মূল হচ্ছে সঙ্ঘ।

(৩) অধিকরণের পার্থক্যতা

(ক) বিবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত (ভালও নয়, মন্দও নয়)। বিবাদ অধিকরণ (১) কুশলও হতে পারে, (২) অকুশলও হতে পারে এবং (৩) অব্যাকৃতও হতে পারে।

(১) কোন বিবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অকুশল চিত্তে বিবাদ করে, এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ অকুশল-মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এজন্য যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে অকুশল বিবাদ অধিকরণ।

(২) কোন বিবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কুশল চিত্তে বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত-আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা

অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ কুশল–মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এজন্য যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে কুশল বিবাদ অধিকরণ।

(৩) কোন বিবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অব্যাকৃত চিত্তে বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি, এ ত্রিবিধ অব্যাকৃত–মূল বিবাদ অধিকরণের মূল বলে কথিত হয়। এজন্য যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে অব্যাকৃত বিবাদ অধিকরণ।

(খ) অনুবাদ অধিকরণ কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত হয় কি? অনুবাদ অধিকরণ (১) কুশলও হতে পারে, (২) অকুশলও হতে পারে এবং (৩) অব্যাকৃতও হতে পারে।

(১) কোন অনুবাদ অধিকরণ অকুশল? ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর অকুশল চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচারভ্রষ্টতা, দৃষ্টি(মত)ভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকা–ভ্রষ্টতার দ্বারা অনুবাদ (দোষারোপ) করে। এজন্য যে অনুবাদ, অনুবদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহদান, অনুবল প্রদান তাকে বলে অকুশল অনুবাদ অধিকরণ।

(২) কোন অনুবাদ অধিকরণ কুশল? ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর কুশল চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচারভ্রষ্টতা, দৃষ্টিভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকাভ্রষ্টতার অনুবাদ করে। এজন্য যে অনুবাদ, অনুবদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহ দান, অনুবল প্রদান তাকে বলে কুশল অনুবাদ অধিকরণ।

(৩) কোন অনুবাদ অধিকরণ অব্যাকৃত? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর অব্যাকৃত চিত্তে শীলভ্রষ্টতা, আচারভ্রষ্টতা, দৃষ্টিভ্রষ্টতা কিংবা জীবিকাভ্রষ্টতার অনুবাদ করে। এজন্য যে অনুবাদ, অনুবাদন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংপ্রবঞ্চণ, অনুৎসাহ দান, অনুবল প্রদান তাকে বলে অব্যাকৃত অনুবাদ অধিকরণ।

(গ) আপত্তি অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত হয় কি? আপত্তি অধিকরণ (১) অকুশলও হতে পারে, (২) অব্যাকৃতও হতে পারে। কিন্তু কুশল হতে পারে না।

(১) কোন আপত্তি অধিকরণ অকুশল? যা জেনে, বুঝে ইচ্ছাপূর্বক ব্যতিক্রম করা হয়, তাকে বলে অকুশল আপত্তি অধিকরণ।

(২) কোন আপত্তি অধিকরণ অব্যাকৃত? যা না জেনে না বুঝে ইচ্ছাপূর্বক ব্যতিক্রম করা হয় না তাকে বলে অব্যাকৃত আপত্তি অধিকরণ।

(ঘ) কৃত্য অধিকরণ কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত হয় কি? কৃত্য অধিকরণ (১) কুশলও হতে পারে, (২) অকুশলও হতে পারে এবং (৩) অব্যাকৃতও হতে পারে।

(১) কোন কৃত্য অধিকরণ অকুশল? সঙ্ঘ অকুশল চিত্তে যে অবলোকন কর্ম, জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে, তাকে বলে অকুশল কৃত্য অধিকরণ।

(২) কোন কৃত্য অধিকরণ কুশল? সঙ্ঘ কুশল চিত্তে যে অবলোকন কর্ম, জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে তাকে বলে কুশল কৃত্য অধিকরণ।

(৩) কোন কৃত্য অধিকরণ অব্যাকৃত? সঙ্ঘ অব্যাকৃত চিত্তে যে অবলোকন কর্ম, জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম, আদি কর্ম করে তাকে বলে অকুশল কৃত্য অধিকরণ।

(৪) বিবাদাদির সঙ্গো অধিকরণসমূহের সম্বন্ধ

(ক) বিবাদ বিবাদ–অধিকরণ, বিবাদ বিনা অধিকরণে, অধিকরণ বিনা বিবাদে এবং অধিকরণ ও বিবাদ (উভয়) হতে পারে কি? বিবাদ, বিবাদ অধিকরণ বিনা বিবাদ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও বিবাদ (উভয় এক সঙ্গো) হতে পারে।

(১) কি প্রকারে বিবাদ বিবাদ–অধিকরণ হতে পারে?

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি। এজন্য যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে বিবাদ বিবাদ অধিকরণ।

(২) কি প্রকারে বিবাদ বিনা অধিকরণ হতে পারে? মাতাও পুত্রের সঙ্গো বিবাদ করে, পুত্রও মাতার সঙ্গো বিবাদ করে, পিতাও পুত্রের সঙ্গো বিবাদ করে, পুত্রও পিতার সঙ্গো বিবাদ করে, ভ্রাতাও ভ্রাতার সঙ্গো বিবাদ করে, ভ্রাতাও ভগ্নির সঙ্গো বিবাদ করে, ভগ্নিও ভ্রাতার সঙ্গো বিবাদ করে, সহায়ও সহায়ের সাথে বিবাদ করে, একে বলে বিবাদ বিনা অধিকরণ।

(৩) কি প্রকারে অধিকরণ বিনা বিবাদ হতে পারে? অনুবাদাধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ এ সমস্ত অধিকরণকে বলে বিনা বিবাদে অধিকরণ।

(৪) কি প্রকারে অধিকরণ ও বিবাদ (উভয় এক সঙ্গো) হতে পারে? বিবাদ অধিকরণে বিবাদ ও উভয় একসঙ্গো হতে পারে।

(খ) অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণ, অধিকরণ বিনা অনুবাদ, অনুবাদ

বিনা অধিকরণ, অধিকরণ ও অনুবাদ উভয় একসঙ্গে হতে পারে কি?

(১) অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা অনুবাদ হতে পারে, (৩) অনুবাদ বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও অনুবাদ দুইটি একসঙ্গে হতে পারে।

(১) অনুবাদ অনুবাদ অধিকরণ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুর উপর শীল-ভ্রষ্টতার, আচার ভ্রষ্টতার, দৃষ্টি ভ্রষ্টতার ও জীবিকা ভ্রষ্টতার অনুবাদ (দোষারোপ) করে। এজন্য যে অনুবাদ, অনুকথন, অনুসংলাপ, অনুভাষণ, অনুসংবক্রতা, অভ্যুৎসাহ দান করে, অনুবল প্রদান সে অনুবাদই অনুবাদ অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা অনুবাদ কাকে বলে? মাতাও পুত্রকে অনুবাদ করে, পুত্রও মাতাকে অনুবাদ করে, পিতাও পুত্রকে অনুবাদ করে, পুত্রও পিতাকে অনুবাদ করে, ভ্রাতাও ভ্রাতাকে অনুবাদ করে, ভ্রাতাও ভগ্নিকে অনুবাদ করে, একে বলে অধিকরণ বিনা অনুবাদ।

(৩) অনুবাদ বিনা অধিকরণ কাকে বলে? আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ, বিবাদাধিকরণ, একে বলে অনুবাদ বিনা অধিকরণ।

(৪) অধিকরণ ও অনুবাদ কাকে বলে? অনুবাদাধিকরণ অধিকরণ ও অনুবাদ নামে কথিত হয়।

(গ) আপত্তি আপত্তি অধিকরণ, অধিকরণ বিনা আপত্তি, আপত্তি বিনা অধিকরণ, অধিকরণ ও আপত্তি উভয়ে একসঙ্গে হতে পারে কি?

(১) আপত্তি আপত্তি-অধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা আপত্তি হতে পারে, (৩) আপত্তি বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও আপত্তি একসঙ্গে হতে পারে।

(১) আপত্তি আপত্তি-অধিকরণ কাকে বলে? পঞ্চ আপত্তিও আপত্তি-অধিকরণ এবং সপ্তবিধ আপত্তিও আপত্তি-অধিকরণ; এ আপত্তি আপত্তি-অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা আপত্তি কাকে বলে? স্রোতাপত্তি সম্প্রাপ্তি[১]; এটা অধিকরণ বিনা আপত্তি নামে কথিত হয়।

(৩) আপত্তি বিনা অধিকরণ কাকে বলে? কৃত্য অধিকরণ, বিবাদ অধিকরণ, অনুবাদ অধিকরণ, এটা আপত্তি বিনা অধিকরণ নামে কথিত হয়।

(৪) অধিকরণ ও আপত্তি কাকে বলে? আপত্তি অধিকরণ, অধিকরণ ও আপত্তি নামে কথিত হয়।

(ঘ) কৃত্য কৃত্যাধিকরণ, অধিকরণ বিনা কৃত্য, কৃত্য বিনা অধিকরণ, অধিকরণ ও কৃত্য উভয় একসঙ্গো হতে পারে কি?

(১) কৃত্য কৃত্যাধিকরণ হতে পারে, (২) অধিকরণ বিনা কৃত্য হতে পারে, (৩) কৃত্য বিনা অধিকরণ হতে পারে, (৪) অধিকরণ ও কৃত্য উভয় একসঙ্গো হতে পারে।

(১) কৃত্য কৃত্য অধিকরণ কাকে বলে? সঙ্ঘের যে কৃত্য করণীয় অবলোকন কর্ম (মত জিজ্ঞাসা), জ্ঞপ্তি কর্ম, জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম, জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম কৃত্য কৃত্যাধিকরণ নামে কথিত হয়।

(২) অধিকরণ বিনা কৃত্য কাকে বলে? আচার্য কৃত্য, উপাধ্যায় কৃত্য, সম-উপাধ্যায় (গুরু ভ্রাতার) কৃত্য, সম-আচার্য কৃত্য, একে বলে অধিকরণ বিনা কৃত্য।

(৩) কৃত্য বিনা অধিকরণ কাকে বলে? বিবাদাধিকরণ অনুবাদাধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ; একে বলে কৃত্য বিনা অধিকরণ।

(৪) অধিকরণ ও কৃত্য কাকে বলে? কৃত্যাধিকরণকে অধিকরণ ও কৃত্য বলে।

(৫) অধিকরণ সমূহের মীমাংসা

(ক) বিবাদ-অধিকরণ-মীমাংসা বিবাদ অধিকরণ কয়বিধ শমথ (মীমাংসার) উপায় দ্বারা উপশম হয়? বিবাদ অধিকরণ দ্বিবিধ শমথ দ্বারা

---

[১]. এস্থলে আপত্তি অর্থে প্রাপ্তি। নির্বাণগামী স্রোত হবার নাম স্রোতাপত্তি। সমাধির আপত্তি (প্রাপ্তি) সমাপত্তি বা সম্প্রাপ্তি।

উপশম হয়। যথা– (১) সম্মুখ (উপস্থিতিতে) বিনয় দ্বারা এবং (খ) য়দ্ভুয়সিক (অধিকাংশের মতানুসারে) দ্বারা বিবাদ অধিকরণ (১) য়দ্ভুয়সিক ব্যতীত একমাত্র সম্মুখ–বিনয় দ্বারা উপশম হতে পারে এটা বলা যায়।

সম্মুখ–বিনয় দ্বারা কি প্রকারে? ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিবাদ করে– এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা বিনয়, এটা অবিনয়, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত, এটা তথাগত কর্তৃক ভাষিত–আলাপিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত, এটা তথাগত কর্তৃক আচরিত নয়, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত, এটা তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত নয়, এটা আপত্তি, এটা আপত্তি নয়, এটা লঘু আপত্তি, এটা গুরু আপত্তি, এটা সাবশেষ আপত্তি, এটা অনবশেষ আপত্তি, এটা দুস্থূল আপত্তি, এটা অদুস্থূল আপত্তি। এজন্য যে ভন্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, নানাবাদ, অন্যথাবাদ, অন্যায় ব্যবহার, মেধগ হয়, তাকে বলে বিবাদ বিবাদ অধিকরণ।

ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষু সে অধিকরণ (আপোষে) মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ–বিনয় দ্বারা। সম্মুখ–বিনয় কাকে বলে? (১) সঙ্ঘের সম্মুখতা, (২) ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তির সম্মুখতা।

(১) তথায় সঙ্ঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত[১] তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় একে বলে সঙ্ঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যে ধর্ম দ্বারা, যে বিনয় দ্বারা এবং যে শাস্তার শাসন দ্বারা সে অধিকরণ মীমাংসিত

---

[১]. চারিজনের দ্বারা করণীয় কর্মে চারিজন, পাঁচজনের করণীয় কর্মে পাঁচজন, দশজনের করণীয় কর্মে দশজন, বিশজনের করণীয় কর্মে বিশজন উপস্থিত থাকলে, কর্ম প্রাপ্ত বলে কথিত হয়। সম–পাসা।

হয়, তথায় একে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী–প্রত্যর্থী (বাদী–প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় একে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ! এরূপ মীমাংসিত অধিকরণকারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) যদি পুনর্বিচার করে, তাহলে তার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(২) ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ সে আবাসে সে অধিকরণ (মামলা) মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদেরকে যে আবাসে অধিক–সংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করে তথায় যেতে হবে। ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ সে আবাসে যাবার সময় রাস্তার মধ্যে সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত বলে বলা যায়? সম্মুখ–বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ–বিনয় কি? (১) সঙ্ঘের সম্মুখতা, (২) ধর্ম সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা।

(১) তথায় সঙ্ঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় একে বলে সঙ্ঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যে ধর্ম দ্বারা, যে বিনয় দ্বারা এবং যে শাস্তার শাসন দ্বারা সে অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় একে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী–প্রত্যর্থী (বাদী–প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় একে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ! এরূপ মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকারীদের মধ্যে

কেহ) যদি পুনর্বিচার করে, তাহলে তার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ সে আবাসে যাবার সময় রাস্তার মধ্যে সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে সে ভিক্ষুদিগকে সে আবাসে যেয়ে সে আবাসে উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে– বন্ধুগণ! এ অধিকরণ এভাবে জ্ঞাত হয়েছে, এভাবে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব, আয়ুষ্মানগণ, এ অধিকরণ ধর্ম–বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে যে প্রকারে এ অধিকরণ সম্যকভাবে মীমাংসিত হয়, সেভাবে মীমাংসা করুন। ভিক্ষুগণ! যদি আবাসিক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয় এবং আগন্তুক ভিক্ষু বয়োকনিষ্ঠ হয়, সে আবাসস্থ ভিক্ষুগণকে সে আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে এরূপ বলতে হবে,– আয়ুষ্মানগণ! আপনারা মুহূর্তকাল একান্তে অপেক্ষা করুন, আমরা একটু পরামর্শ করে লই। ভিক্ষুগণ! যদি আবাসস্থ ভিক্ষু বয়োকনিষ্ঠ হয় এবং আগন্তুক ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে আবাসস্থ ভিক্ষুকে আগন্তুক ভিক্ষুকে এরূপ বলতে হবে,– আয়ুষ্মানগণ! আপনারা এস্থানে মুহূর্তকাল অবস্থান করুন, আমরা একটু পরামর্শ করে লই। ভিক্ষুগণ! যদি পরামর্শ করবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হয়,– আমরা এ অধিকরণ ধর্ম–বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে মীমাংসা করতে পারব না। তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসা করবার ভার গ্রহণ করা তাদের উচিত হবে না। ভিক্ষুগণ! যদি পরামর্শ করবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হয়– আমরা ধর্ম–বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এ অধিকরণ মীমাংসা করতে পারব। তাহলে আবসাস্থ ভিক্ষুদেরকে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে,– আয়ুষ্মানগণ! যদি আপনারা এ অধিকরণ কিরূপে জাত হয়েছে এবং কিরূপেই বা উৎপন্ন হয়েছে তা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন, তাহলে আমরা এ অধিকরণ ধর্ম বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে যেভাবে মীমাংসা করব, সেভাবে তা মীমাংসা হয়ে যাবে। এভাবে আমরা এ

অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করতে পারি। যদি আপনারা এ অধিকরণ কিভাবে জাত হল এবং কিভাবেই বা উৎপন্ন হল তা আমাদিগের নিকট প্রকাশ না করেন, তাহলে ধর্ম-বিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এ অধিকরণ যেভাবে মীমাংসা হতে পারে, সেভাবে এ অধিকরণ মীমাংসিত হবে না। অতএব, আমরা এ অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করব না। ভিক্ষুগণ! এভাবে সম্যকভাবে বুঝে আবাসস্থ ভিক্ষুগণের সে অধিকরণ মীমাংসার ভার গ্রহণ করতে হবে। ভিক্ষুগণ! সে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আবাসস্থ ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলতে হবে,– এ অধিকরণ যেভাবে জাত হয়েছে এবং যেভাবে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করব; যদি আপনারা ইতোমধ্যে এ অধিকরণ ধর্ম-বিনয় শাস্তার শাসন অনুসার এভাবে মীমাংসা করতে পারেন যে, এ অধিকরণ সম্যকভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এ অধিকরণ মীমাংসার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করব।

আয়ুষ্মানগণ! ... মীমাংসা করতে না পারেন ... তাহলে আমরা এ অধিকরণ মীমাংসা করবার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করব না। আমরাই এ অধিকরণের মালিক হব। ভিক্ষুগণ! এভাবে সম্যকরূপে বুঝে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে সে অধিকরণ মীমাংসার ভার আবাসস্থ ভিক্ষুদিগকে দিতে হবে। ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ সম্যকরূপে মীমাংসিত বলে অভিহিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ-বিনয় কি? (১) সঙ্ঘ-সম্মুখতা, (২) ধর্ম-বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি-সম্মুখতা। (১) তথায় সঙ্ঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহূত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধা প্রদান) না করে, তথায় একে বলে সঙ্ঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যে ধর্ম দ্বারা, যে বিনয় দ্বারা এবং যে শাস্তার শাসন দ্বারা সে অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় একে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কাহাকে বলে? যে বিবাদ করে এবং যার সঙ্গে বিবাদ করে উভয় অর্থী–প্রত্যর্থী (বাদী–প্রতিবাদী) উপস্থিত থাকে; তথায় একে বলে ব্যক্তি সম্মুখতা।

ভিক্ষুগণ! এরূপ মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) যদি পুনর্বিচার করে, তাহলে তার পুনর্বিচার উৎকোটন সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়; ছন্দ (মত) দাতা যদি পরে নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি সে অধিকরণ বিচার করবার সময় সে ভিক্ষুগণের মধ্যে অপরিমেয় এদিক–সেদিকের কথার উৎপত্তি হতে থাকে, কথার মর্ম বুঝতে পারা না যায়, তাহলে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিচ্ছি ঐরূপ অধিকরণ উদ্বাহিক[১] (Select committee) দ্বারা মীমাংসা করবে।

উদ্বাহিক, ভিক্ষুগণ! দশাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে উদ্বাহিকার জন্য নির্বাচিত করবে। যথা– (১) যে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ–সংবর (সংযম) দ্বারা রক্ষিত, আচার–গোচরসম্পন্ন, অনুমাত্র দোষে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে। (২) যে বহুশ্রুত–শ্রুতধর (উপদেশ সম্যকভাবে হৃদয়ে গ্রথিত রাখা), যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যে ধর্ম অর্থ ও ব্যঞ্জনসম্পন্ন, বিশেষভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রদর্শন করে, সে ধর্ম বহু শ্রবণ করে, বাক্যে ধারণ করে, মনে গ্রথিত রাখে এবং দৃষ্টি (সিদ্ধান্ত) দ্বারা যার পরিক্ষীত থাকে। (৩) ভিক্ষু–ভিক্ষুণী উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে মুখস্থ করে সম্যকভাবে বিভাজিত (বোধগম্য) সুব্যাখ্যাত সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ যার সুবিনিশ্চিত সুমীমাংসিত। (৪) দৃঢ়ভাবে বিনয়ে সংস্থিত। (৫) বাদী–প্রতিবাদী উভয়কে জ্ঞাপন করতে, বুঝাতে, প্রদর্শন করাতে, দর্শন করাতে, প্রসন্ন করতে সমর্থ। (৬) অধিকরণ মীমাংসা করতে দক্ষ। (৭) অধিকরণের কারণ জানে। (৮)

---

১. ভার গ্রহণ করে অদ্য ভাণ্ড ধৌত করব, অদ্য পাত্রে জ্বালাব, অদ্য একটি প্রতিবন্ধক আছে, তাদের অহংকার বিনাশ করবার জন্য এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত করতে হবে। সম–পাসা।

অধিকরণ জানে। (৯) অধিকরণের বিনাশ জানে। (১০) অধিকরণ বিনাশের উপায় জানে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– এ দশাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে উদ্বাহিকার জন্য নির্বাচিত করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্বাচিত করবে–

(১) প্রথম সে ভিক্ষুর মত যাচাই করবে। মত লয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে,–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা এ অধিকরণের বিচার করবার সময় পরিমান রহিত অনেক কথা উত্থাপিত হয়েছে। কথার মর্ম বুঝা যাচ্ছে না। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক অমুক ভিক্ষুকে এ অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য নির্বাচিত করবেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা এ অধিকরণ বিচার করবার সময় পরিমাণ রহিত অনেক কথা উত্থাপিত হচ্ছে। এ সব কথার মর্ম বুঝা যাচ্ছে না। উদ্বাহিকার দ্বারা এ অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য সঙ্ঘ অমুক অমুক ভিক্ষুকে নির্বাচন করতেছেন। এ অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য অমুক অমুক ভিক্ষুকে উদ্বাহিকা নির্বাচন কথা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা– উদ্বাহিকার দ্বারা এ অধিকরণ মীমাংসা করবার জন্য সঙ্ঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষু নির্বাচিত হলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ উদ্বাহিকার দ্বারা সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কিসের দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্যক বিনয় দ্বারা (অবশিষ্ট পূর্ববৎ)।

ভিক্ষুগণ! যদি সে অধিকরণ বিচার করবার সময় কোন ধর্ম কথিক যার সূত্র কিংবা সূত্র বিভঙ্গ অধিগত না থাকে, সে অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন (অক্ষর) মাত্র অবলম্বন করে যদি অর্থকে অনর্থ করে, তাহলে দক্ষ এবং

সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ধর্ম কথিক ... অর্থের কদর্থ করতেছেন। যদি আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তাহলে অমুক ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ এ অধিকরণের মীমাংসা করব। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

ভিক্ষুগণ! যদি তারা সে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় দ্বারা। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ।]

ভিক্ষুগণ! যদি সে অধিকরণ বিচার করবার সময় তথায় কোন ধর্মকথিত থাকে, যার সূত্র অধিগত আছে কিন্তু সূত্র বিভঙ্গ অধিগত নেই। সে অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন মাত্র অবলম্বন করে অর্থের কদর্থ করে, তাহলে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে–

প্রজ্ঞপ্তি– আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক ধর্মকথিকের সূত্র অবগত আছে কিন্তু সূত্র বিভঙ্গ অধিগত নেই। তিনি অর্থ না বুঝে ব্যঞ্জন মাত্র অবলম্বন করে অর্থের কদর্থ করতেছেন। অতএব যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন, তাহলে অমুক ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে আমরা অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ এ অধিকরণ মীমাংসা করব। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

ভিক্ষুগণ! যদি সে ভিক্ষুগণ সে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিয়ে সে অধিকরণ মীমাংসা করতে সমর্থ হয়, তাহলে সে অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়।

কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় দ্বারা। সম্মুখ–বিনয় কাকে বলে? ধর্ম–বিনয় সম্মুখতা, ব্যক্তি সম্মুখতা, ... এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক (বিচারকারীদের মধ্যে কেহ) পুনর্বিচার করবার জন্য বলে, তাহলে তার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

য়দ্ভুয়সিক– ভিক্ষুগণ! যদি তারা সে অধিকরণ উদ্বাহিকা দ্বারা মীমাংসা করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে সে অধিকরণ মীমাংসার ভার সঙ্ঘের উপর অর্পণ করতে হবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমরা সে অধিকরণ উদ্বাহিকার দ্বারা মীমাংসা করতে পারতেছি না। সঙ্ঘই এ অধিকরণ মীমাংসা করুন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– এরূপ অধিকরণ য়দ্ভুয়সিকা দ্বারা মীমাংসা করবে।

শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচন– ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষু শলাকা গ্রাহাপক[১] নির্বাচিত করবে। যথা– (১) যে ছন্দগামী নয়, (২) দ্বেষগামী নয়, (৩) মোহগামী নয়, (৪) ভয়গামী নয়, (৫) গৃহীত–অগৃহীত জানে। [জ্ঞপ্তি ও অনুশ্রবণ পূর্ববৎ।]

ধারণা– সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে শলাকা গ্রাহাপক নির্বাচিত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! সে শলাকা গ্রাহাপক ভিক্ষুকে শলাকা বিতরন করতে হবে। অধিক সংখ্যক ধর্মবাদী ভিক্ষুগণ যেরূপ বলেন সেরূপে সে অধিকরণ মীমাংসা করতে হবে। ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় দ্বারা এবং য়দ্ভুয়সিক দ্বারা। তথায় সম্মুখ–বিনয় কাকে বলে? (১) সঙ্ঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম–বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা ... তথায় য়দ্ভুয়সিকা কাকে বলে? যা বহুসংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে কর্ম (বিচার) করা, নির্ধারন করা, মীমাংসা করা, প্রাপ্ত করা, স্বীকার করা, বাধা না দেওয়া তা য়দ্ভুয়সিক কর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! যদি এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ কারক (বিচারকদের মধ্যে কেহ) পূর্ণবিচার করবার জন্য বলে, তাহলে তার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। মত দাতা যদি নিন্দা

---

[১]. পূর্বকালে রঙ্গীন কট্ঠখন্ড শলাকা দ্বারা সম্মতি (ভোট) লওয়া হয়ত। যে শলাকা বিতরণ করত তাকে শলাকা গ্রাহাপক বলত।

করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

সে সময় শ্রাবস্তীতে এরূপে জাত, এরূপে উৎপন্ন একটি অধিকরণ (মামলা) ছিল। তখন শ্রাবস্তীবাসী সঙ্ঘের অধিকরণ মীমাংসার সন্তুষ্ট না হয়ে তারা (বাদী-প্রতিবাদী) শ্রবণ করলঃ অমুক আবাসে বহু শ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সঙ্কোচপরায়ণ, শিশিক্ষু বহুসংখ্যক স্থবির অবস্থান করতেছেন। যদি তারা ধর্মবিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এ অধিকরণ মীমাংসা করেন, তাহলে এ অধিকরণ মীমাংসা হয়ে যাবে। অনন্তর তারা সে আবাসে গিয়ে সে স্থবিরদিগকে বললঃ মাননীয় স্থবিরগণ! এ অধিকরণ এভাবে জাত এবং এভাবে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব, স্থবিরগণ! ধর্মবিনয় শাস্তার শাসন অনুসারে এ অধিকরণ এমনভাবে মীমাংসা করুন যাতে সুমীমাংসিত হয়।

তখন শ্রাবস্তীবাসী সঙ্ঘ যেভাবে অধিকরণ মীমাংসা করেছিলেন, সে স্থবিরগণও সেভাবেই মীমাংসা করলেন। অতঃপর তারা শ্রাবস্তীবাসী সঙ্ঘের বিচারেও অসন্তুষ্ট এবং বহুসংখ্যক স্থবিরের বিচারেও অসন্তুষ্ট হয়ে শ্রবণ করল,- অমুক আবাসে তিনজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন।..পূর্ববৎ।

দুইজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন ... পূর্ববৎ ... একজন স্থবির অবস্থান করতেছিলেন ...পূর্ববৎ ... তখন তারা শ্রাবস্তীবাসী সঙ্ঘের, বহুসংখ্যক স্থবিরের, তিনজন স্থবিরের, দুইজন স্থবিরের, একজন স্থবিরের বিচারেও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানের কাছে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,- ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত হয়ে গিয়াছে, উপশম হয়ে গিয়াছে, সম্যকভাবে শমিত হয়ে গিয়াছে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি- সেই ভিক্ষুগণের অবগতির জন্য ত্রিবিধ শলাকা গ্রাহক। যথা- (১) গুড়ক, (গোপন) (২) সকর্ণজল্পক, (কানে কানে বলা) (৩) বিবৃতক (খোলা)।

(১) গুহ্য শলাকা গ্রাহক- ভিক্ষুগণ! কিরূপে গুহ্য শলাকা গ্রাহক হয়? সে শলাকা বিতরনকারী ভিক্ষুকে শলাকা বিভিন্ন রঙের শলাকা রঞ্জিত

করে এক একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে হবে,— এ শলাকা এ মতাবলম্বীর, এ শলাকা এ মতাবলম্বীর, আপনার যেটি ইচ্ছা হয়, সেটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করবার পর বলবে— কাকেও দেখাবেন না। যদি সে শলাকা বিতরন জানতে পারে যে অধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক, তাহলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয়নি' এ বলে ফেরত লতে হবে। যদি জানতে পারে যে ধর্ম বাদীর সংখ্যা অধিক, তাহলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয়েছে' বলে শ্রবণ করাবে। (জানাবে) ভিক্ষুগণ! এভাবে গুড়ক শলাকা গ্রাহক হয়।

(২) ভিক্ষুগণ! কিরূপে সকর্ণজল্পক শলাকা গ্রাহক হয়? সে শলাকা বিতরণকারী ভিক্ষুকে এক এক ভিক্ষুর কানে কানে বলতে হবে,— এ শলাকা এ মতাবলম্বীর, এ শলাকা এ মতাবলম্বীর, আপনার যেটি ইচ্ছা হয়, সেটি গ্রহণ করুন। গ্রহণ করবার পর বলবে— কাকেও বলবেন না। যদি জানতে পারে যে, অধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক, তাহলে 'যথার্থভাবে গৃহীত হয়নি' বলে ফেরত লতে হবে। যদি জানতে পারে যে ধর্মবাদীর সংখ্যা অধিক, তাহলে যথার্থভাবে গৃহীত হয়েছে, এ বলে শ্রবণ করাবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে সকর্ণজল্পক শলাকা গ্রাহক হয়।

(৩) ভিক্ষুগণ! কিরূপে বিবৃতক শলাকা গ্রাহক হয়? যদি জানতে পারে যে ধর্মবাদী সংখ্যা অধিক, তাহলে বিশ্বস্ততার সাথে প্রকাশ্যভাবে শলাকা গ্রহণ করাবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে বিবৃতক শলাকা গ্রাহক হয়।

(খ) অনুবাদ অধিকরণ মীমাংসা— অনুবাদ অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়? চার শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়। যথা— (১) সম্মুখ-বিনয়, (২) স্মৃতি-বিনয়, (৩) অমূঢ়-বিনয় এবং (৪) তৎপাপীয়সিক।

অনুবাদাধিকরণ কি অমূঢ়-বিনয় এবং তৎপাপীয়সিক এ দুই শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ-বিনয় ও স্মৃতি-বিনয় এ দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? যখন কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করে তখন স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত (পূর্ব বিষয় স্মরণে সমর্থ) ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় প্রদান করবে।

স্মৃতি–বিনয় দানের প্রণালী

ভিক্ষুগণ! এভাবে স্মৃতি–বিনয় প্রদান করবে– সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ... এরূপ বলবে,– প্রভো! ভিক্ষু আমার শীলভ্রষ্টতার দোষারোপ করেছে। আমি পূর্ব বিনয় স্মরণে সমর্থ আছি, এ হেতু আমি সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছি। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এভাবে যাচ্ঞা করবে।] দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবেন–

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় প্রদান করবেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় দান করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীযবার ও তৃতীয়বার এরূপ]

ধারণা– সঙ্ঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন–আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত হয় বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় ও স্মৃতি–বিনয় দ্বারা সম্মুখ–বিনয় কাকে বলে? (১) সঙ্ঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম–বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি সম্মুখতা।

(১) তথায় সঙ্ঘের সম্মুখতা কাকে বলে? যেসব ভিক্ষু কর্ম প্রাপ্ত

তারা উপস্থিত হয়, ছন্দ (মত) গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ আহৃত হয়, উপস্থিত ভিক্ষু প্রতিক্রোশ (বাধার প্রদান) না করে, তথায় একে বলে সঙ্ঘের সম্মুখতা।

(২) তথায় ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা কাকে বলে? যে ধর্ম দ্বারা, যে বিনয় দ্বারা এবং যে শাস্তার শাসন দ্বারা সে অধিকরণ মীমাংসিত হয়, তথায় একে বলে ধর্মের সম্মুখতা, বিনয়ের সম্মুখতা।

(৩) ব্যক্তি সম্মুখতা কাকে বলে? যে দোষারোপ করে এবং যার উপর দোষারোপ করে উভয়ের উপস্থিতি ব্যক্তি সম্মুখতা বলে কথিত হয়।

স্মৃতি-বিনয়

স্মৃতি-বিনয় কাকে বলে? স্মৃতি-বিনয়যুক্ত কর্মের (মামলার) যে ক্রিয়া করেন, উপগমন, অভ্যুগমন, স্বীকার, অপ্রতিবন্ধক এটাই তথায় স্মৃতি-বিনয় নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! এভাবে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক (বিচারকের মধ্যে কেহ) পুনর্বিচার করবার চেষ্টা করে, তাহলে তার পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দ দাতা (মত দাতা) যদি নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুবাদাধিকরণ কি স্মৃতি-বিনয় ও তৎপাপীয়সিক এ দ্বিবিধ শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ-বিনয় ও অমূঢ়-বিনয় এ দ্বিবিধ বিনয় দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকার? ভিক্ষুগণ! যখন কোন ভিক্ষু উন্মত্ত, চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়, তখন সে উন্মত্ত চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ভিক্ষু বহু অশ্রমণোচিৎ আচরণ করে। প্রমাণাতীত নানা বাক্য প্রয়োগ করে। উন্মত্ত ও চিত্ত বিপর্যয় অবস্থায় আচরিত অপরাধের জন্য তার উপর অন্য ভিক্ষুগণ দোষারোপ করে,— বন্ধো! আপনি যে এরূপ অপরাধ করেছেন তা আপনার স্মরণ আছে কি? সে এরূপ বলে,— বন্ধো! আমি উন্মত্ত ও চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ছিলাম। তদাবস্থায় আমি শ্রমণাচার বিরুদ্ধ বহু কার্য করেছি। প্রমাণাতীত নানাবিধ বাক্য বলেছি। তা এখন আমার স্মরণ নেই। মূঢ়াবস্থায় আমি তা

করেছি। এরূপ বলা সত্ত্বেও তার উপর দোষারোপ করতে থাকে। আয়ুষ্মান! এরূপ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। ভিক্ষুগণ! সে অমূঢ় ভিক্ষুকে অমূঢ়–বিনয় প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে দিবে– সেই ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে এরূপ বলবেঃ মাননীয় সঙ্ঘ! আমি উন্মাদ ও চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তদাবস্থায় আমি বহু শ্রমণাচার বিরুদ্ধ কার্য করেছি। প্রমাণাতীত নানাকথা বলেছি। উন্মাদ এবং চিত্ত বিপর্যয় অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য ভিক্ষুগণ আমার উপর দোষারোপ করতেছেন। বন্ধো! আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। আমি তাদেরকে এরূপ বলতেছি,– বন্ধো! আমি উন্মাদ এবং চিত্ত বিপর্যয় প্রাপ্ত ছিলাম। তদাবস্থায় আমি শ্রমণাচার বিরুদ্ধ বহু কার্য করেছি, প্রমাণাতীত নানাকথা বলেছি। এখন তা স্মরণ হচ্ছে না। মূঢ়াবস্থায় আমি তা করেছি। এরূপ বলা সত্ত্বে ও তাঁরা আমার উপর দোষারোপ করতেছেন। বন্ধো! আপনি এরূপ অপরাধ করেছেন, অতএব তা স্মরণ করুন। এখন আমি অমূঢ় হয়ে সঙ্ঘের নিকট অমূঢ়–বিনয় যাচ্ঞা করতেছি। [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় প্রদান করবেন। ইহ্াই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি–বিনয় যাচ্ঞা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় দান করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার

এরূপ]

ধারণা– সঙ্ঘ স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি–বিনয় প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় এবং অমূঢ়–বিনয় দ্বারা। সেখানে সম্মুখ–বিনয় কিরূপ? ... তথায় অমূঢ়–বিনয় কিরূপ? অমূঢ়–বিনয় কর্মের যে ক্রিয়া ... অপ্রতিবন্ধক তাই সেখানে অমূঢ়–বিনয় নামে কথিত হয়। এরূপে মীমাংসিত অধিকরণ যদি কারক পুনর্বিচারের জন্য বলে, তাহলে কারকের পুনর্বিচার সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। ছন্দদাতা যদি নিন্দা করে, তাহলে তার নিন্দা সম্বন্ধীয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

অনুবাদাধিকরণ কি স্মৃতি–বিনয় ও অমূঢ়–বিনয় এ দ্বিবিধ শমথ ব্যতীত সম্মুখ–বিনয় ও তৎপাপীয়সিক এ দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? পারে বলে বলতে হয়। কিরূপে? কোন ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় কোন ভিক্ষুর উপর গুরুতর অপরাধ আরোপন করে,– আয়ুষ্মান! আপনার কি স্মরণ আছে যে আপনি এরূপ গুরুতর অপরাধ করেছেন পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্তী? সে এরূপ বলে,– বন্ধো! আমি যে পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্তী কোন অপরাধ করেছি, তা আমার স্মরণ হচ্ছে না। তাকে সে পীড়াপীড়ি করে,– আয়ুষ্মান সম্যকভাবে অনুধাবণ করুন, পারাজিক অথবা পারাজিকা সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন কিনা? সে এরূপ বলে,– বন্ধো! আমি পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। তবে নাকি লঘু অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে। তাকে সে পুনরায় পীড়াপীড়ি করে,– আয়ুষ্মান! আপনি পারাজিক অথবা পারাজিক সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন কিনা সম্যকভাবে স্মরণ করুন। সে এরূপ বলে,– বন্ধো! যদি আমি এরূপ লঘু অপরাধ করে জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই স্বীকার করতে পারি, তাহলে পারাজিক সমীপবর্তী গুরুতর অপরাধ কি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করব

না? তখন তাকে সে এরূপ বলে,– বন্ধো! তুমি এ লঘু অপরাধও জিজ্ঞাসা করবার পূর্বে স্বীকার করতেছ না। পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ কি তুমি জিজ্ঞাসা না করলে স্বীকার করবে? তুমি সম্যকভাবে স্মরণ করে দেখ, পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছ কিনা? সে এরূপ বলে,– বন্ধো! আমি যে পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্তী গুরুতর অপরাধ করেছি তা আমার স্মরণ হচ্ছে। তবে আমি পীড়াচ্ছলে এক কথাচ্ছলে বলেছি। আমি পারাজিক বা পারাজিক সমীপবর্তী কোন গুরুতর অপরাধ করেছি বলে আমার স্মরণ হচ্ছে না। ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্ম করবে।

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করতেছে। প্রথমে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করতেছে, এক কথা জিজ্ঞাসা করলে অন্য কথা বলতেছে, সজ্ঞানে মিথ্যা বলতেছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষু তৎপাপীয়সিক কর্ম করবেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুর উপর শীলভ্রষ্টতার অমূলক দোষারোপ করেছে। তিনি স্মৃতি বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘের নিকট স্মৃতি-বিনয় যাচঞা করতেছেন। স্মৃতি বিপুলতা প্রাপ্ত অমুক ভিক্ষুকে স্মৃতি-বিনয় দান করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। [দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ]

ধারণা– সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুর তৎপাপীয়সিক কর্ম করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় ও তৎপাপীয়সিক দ্বারা। তথায় সম্মুখ-বিনয় কিরূপ? (১) সঙ্ঘ সম্মুখতা, (২) ধর্ম-বিনয় সম্মুখতা, (৩) ব্যক্তি

সম্মুখতা। তথায় তৎপাপীয়সিক কিরূপ? তথায় তৎপাপীয়সিক কর্মের যে ক্রিয়া করুণ ... ছন্দদাতা নিন্দা করলে নিন্দা সম্বন্ধীয় ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

(গ) **আপত্তি অধিকরণ মীমাংসা–** আপত্তি অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়? সম্মুখ–বিনয়, প্রতিজ্ঞা করণ এবং তৃণাচ্ছাদন দ্বারা আপত্তি অধিকরণ কি তৃণাচ্ছাদন শমথ এ এক শমথ ব্যতীত কেবল সম্মুখ–বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ এ দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? কোন ভিক্ষু লঘু অপরাধে অপরাধী হয়। তখন সে ভিক্ষু কোন এক ভিক্ষুর নিকট গিয়ে, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে– “বন্ধো! আমি অমুক অপরাধ করেছি। তা আপনার নিকট দেশনা (স্বীকার) করতেছি। তাকে বলতে হবে দেখতেছি (সে অপরাধ মনে অনুভব করতেছ) কি?” হ্যাঁ আমি দেখতেছি।” ভবিষ্যতে সাবধান হবে। ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ–বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। তথায় সম্মুখ–বিনয় কি? (১) ধর্ম–বিনয় সম্মুখতা এবং (২) ব্যক্তি সম্মুখতা। তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা কি? যে স্বীকার করে এবং যার নিকট স্বীকার করে, উভয়ে সম্মুখীন হওয়া। একে বলে তথায় ব্যক্তি সম্মুখতা। তথায় প্রতিজ্ঞা করণ কি? প্রতিজ্ঞা করণ কর্মের যে ক্রিয়া করণ, উপগমন, অভ্যুপগমন, স্বীকার অপ্রতিবন্ধক। একে বলে প্রতিজ্ঞা করণ। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

এরূপ বলতে পারলে ভাল, যদি করতে পারা না যায় সে ভিক্ষু বহুসংখ্যক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে। “প্রভো! আমি অমুক অপরাধ করেছি। তা স্বীকার করতেছি। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সে ভিক্ষুগণকে জ্ঞাপন করবে, আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক নামধেয় ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছে, বিবৃত করতেছে, প্রকট করতেছে, স্বীকার

করতেছে। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি অমুক ভিক্ষুর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করতে পারি। এ বলে অপরাধীকে বলবে। অপরাধ দেখতেছ, (মনে অনুভব) কি? হ্যাঁ আমি দেখতেছি। ভবিষ্যতে সাবধান হবে।

ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। [পূর্ববৎ]

এরূপ করতে পারলে ভাল। যদি করতে পারা না যায়, তাহলে সে ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ... বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হয়েছি। তা স্বীকার করতেছি। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক ভিক্ষু অপরাধ স্মরণ করতেছে ... স্বীকার করতেছি। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করে, তাহলে আমি অমুক ভিক্ষুর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করব। এ বলে তাকে বলতে হবে। অপরাধ দেখতেছ কি? " হ্যাঁ আমি দেখতেছি।" ভবিষ্যতে সাবধান হবে। ভিক্ষুগণ! এ অধিকরণ মীমাংসিত বলে কথিত হয়। কিসের দ্বারা মীমাংসিত? সম্মুখ-বিনয় এবং প্রতিজ্ঞা করণ দ্বারা। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]।

আপত্তি অধিকরণ কি এক প্রতিজ্ঞা করণ শমথ ব্যতীত অবশিষ্ট সম্যক বিনয় এবং তৃণাচ্ছাদন দ্বিবিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে? হতে পারে বলে বলতে হয়। কি প্রকারে? ভিক্ষুগণ ভণ্ডন কলহ বিবাদাপন্ন হয়ে অবস্থান করলে শ্রমনাচার বিরুদ্ধ বহু অনাচার আচরিত হয়, অপরিমেয় নানাবিধ কথার উৎপত্তি হয়। [অবশিষ্ট পুর্বৎ]।

(ঘ) **কৃত অধিকরণ**– কৃত অধিকরণ কয়বিধ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়, কৃত অধিকরণ সম্মুখ-বিনয় এ শমথ দ্বারা মীমাংসিত হয়।

শমথ-স্কন্ধ সমাপ্ত

৫– ক্ষুদ্রবস্তু–স্কন্ধ

স্নান, প্রলেপ, গীত, আম খাওয়া, সর্প হতে রক্ষা, লিঙ্গাচ্ছেদন, পাত্র–চীবর ও স্থলী ইত্যাদি

[স্থান – রাজগৃহ]

(১) স্নান

(১) সে সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন,– বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ ঘর্ষণ করত। জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে দেখে জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী[১]। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?" ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,

ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

---

[১]. প্রসাধনে অনুরক্ত নাগরিক লোক। সম–পাসা।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় স্তম্ভে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছিল। জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে দেখে জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষ–পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! স্নান করবার সময় স্তম্ভে দেহ, জঙ্ঘা, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় প্রাচীরে দেহ জঙ্ঘা, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা

করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! স্নানের সময় প্রাচীরে দেহ, পৃষ্ঠ, ঘর্ষণ করতে পারবে না। যে ঘর্ষণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অস্থানে স্নান করতেছিল। জনসাধারণ তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; " শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! অস্থানে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) সে সময় ষগবর্গীয় ভিক্ষুরা গন্ধর্ব হস্ত দ্বারা স্নান করতেছিল।

জনসাধারণ তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; " শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! গন্ধর্ব হস্তদ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কুরুবিন্দ শুক্তি দ্বারা স্নান করতেছিল। জনসাধারণ তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে

মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, ভিক্ষুগণ! কুরুবিন্দ শুক্তি দ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(৭) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা পরস্পর দেহে দেহে ঘর্ষণ করে স্নান করতেছিল। জনসাধারণ তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল; "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষ পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! পরস্পর দেহে দেহে ঘর্ষণ করে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(৮) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মল্লক দ্বারা স্নান করতেছিল। জনসাধারণ তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী স্নানের সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে?"

যেন মুষ্ঠিযোদ্ধা, যেন গ্রামের উপদ্রবকারী। ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অতঃপর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? ভগবান তা সত্য বটে। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত কলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষগণের এ কার্য অনুপযোগী, অননুযায়ী অপ্রতিরূপ, শ্রমণাচার' বিরুদ্ধ, অবিহিত এবং অকরণীয়। কেন সে মোঘপুরুষগণ স্নান করবার সময় বৃক্ষে দেহ, জঙ্ঘা, বাহু, বক্ষপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করতেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ! মল্লক দ্বারা স্নান করতে পারবে না।

(৯) সে সময় জনৈক ভিক্ষুর দদ্রুরোগ হয়েছিল। মল্লক বিনা তাঁর স্বস্তিবোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রুগ্নভিক্ষু অকৃত মল্লক ব্যবহার করতে পারবে।

(১০) সে সময় জনৈক ভিক্ষু জ্বরাজনিত দুর্বলতাবশতঃ স্বীয় দেহ ঘর্ষণ করতে পারতেছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– 'উক্কাসিক' দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করবে।

(১১) সে সময় ভিক্ষুগণ! পৃষ্ঠ মর্দন করতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ... ভগবান বললেন– ...ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– হাতের দ্বারা পৃষ্ঠ মর্দন করবে।

(৩) কেশ, চিরুনি, দর্পণ আদি

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দীর্ঘ কেশ রাখতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল–

"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কাম ভোগী গৃহী। তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ কেশ রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিচ্ছি– কেশ দুইমাস[১] অথবা দুই আঙ্গুল রাখবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কুঁচি (কোচ্ছ) দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, (কেশ–সংস্কার করতেছিল), দন্তময় চিরুনি দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, হস্তকে চিরুনি ন্যায় করে অঙ্গুলি দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, নির্যাস মিশ্রিত তৈল দ্বারা কেশ আঁচড়াতেছিল, জল মিশ্রিত তৈল দ্বারা আচঁড়াতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ! কুঁচি দ্বারা আঁচড়াতে পারবে না, দন্তময় চিরুনি দ্বারা কেশ আঁচড়াতে পারবে না, হাত চিরুনির ন্যায় করে কেশ আঁচড়াতে পারবে না, নির্যাস মিশ্রিত তৈল এবং জল মিশ্রিত তৈল দ্বারা কেশ আঁচড়াতে পারবে না, যে আঁচড়াবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দর্পণে এবং জলপাত্রে মুখের প্রতিবিম্ব অবলোকন করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "ভিক্ষুগণ! দর্পণে বা জলপাত্রে[২] মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পারবে না। যে দেখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সে সময় জনৈক ভিক্ষুর মুখে ব্রণ হয়েছিল। তিনি ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন,– "বন্ধো! আমার ব্রন কিরূপে হয়েছে? ভিক্ষুগণ বললেন– 'বন্ধো' আপনার ব্রণ এরূপ হয়েছে। তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস

---

[১] দুইমাসের মধ্যে কেশ দুই আঙ্গুল অপেক্ষা দীর্ঘ হলে দুইমাসের মধ্যে ছেদন করতে হবে।

[২].মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায় এমন কোন দর্পণে মুখাবলোকন করতে পারবে না। সম–পাসা।

করলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগ হলে দর্পণে বা জলপাত্রে মুখের প্রতিবিম্ব অবলোকন করবে।

(৪) লেপ, মালিশ আদি

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মুখ লেপন করতেছিল, মুখ মর্দন করতেছিল, মুখে চূর্ণ মাখতেছিল। মনঃ শিলার দ্বারা (খনিজ দ্রব্য বিশেষ) মুখে তিলক দিচ্ছিল, অঙ্গারাগ (দেহ সজ্জা) মুখরাগ (মুখসজ্জা) এবং অঙ্গারাগ ও মুখরাগ উভয় করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! মুখলেপন, মর্দন করতে পারবে না; মুখে চূর্ণ মাখতে পারবে না, মনঃ শিলা দ্বারা মুখে তিলক দিতে পারবে না। অঙ্গারাগ, মুখরাগ, অঙ্গারাগ ও মুখরাগ করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষু রোগ হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগ হলে মুখে প্রলেপ দিবে।

(৫) নৃত্য–গীত

সে সময় রাজগৃহে পর্বত পাদমূলে মেলা (গিরগ্গ সমজ্জ) হচ্ছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মেলা দেখতে গমন করল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য দর্শনে এসেছে? যেন কামসেবী গৃহী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– "ভিক্ষুগণ! নৃত্য, গীত ও বাদ্য দর্শনে যেতে পারবে না। যে যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্ম (সূত্র) আবৃতি করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "আমরা যেভাবে গান করি, সেভাবে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্ম (সূত্র) আবৃতি করতেছে। ... তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ... তা অন্যায় বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– 'ভিক্ষুগণ'! দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্ম আবৃতি করবার পাঁচটি দোষ আছে। যথা– (১) নিজের যে স্বরে আসক্ত হয়, (২) অন্য লোকও সে স্বরে আসক্ত হয়, (৩) গৃহস্থরা নিন্দা করে, (৪) স্বরকার্যে রত থাকলে সমাধি ভ্রষ্ট হয়, (৫) পরবর্তীগণ তার অনুসরণ করে। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘস্বরে ধর্মগান করবার এ পঞ্চবিধ দোষ। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্মগান (সূত্র আবৃতি) করতে পারবে না। যে গান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ সু-স্বরে আবৃতি করতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সু-স্বরে আবৃতি করতে পারবে।

(৬) সখের বস্ত্র

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহির্মুখী উর্নাযুক্ত প্রাবার ব্যবহার করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছিল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী"! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! বর্হিভাগে রোমযুক্ত ওড়না প্রাবার ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৭) আম খাওয়া

(১) সে সময় মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারের বাগিচায় আমগাছ ফলেছিল। মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন, আর্যগণ ইচ্ছানুযায়ী আম পরিভোগ করুন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঁচা আম পেড়ে খেয়ে ফেলল। মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারের আমের প্রয়োজন হল। তিনি

কর্মচারীকে আদেশ করলেন,– ভণে! বাগিচায় গিয়ে আম লয়ে আস। "দেব! তাই হোক বলে কর্মচারী মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বাগিচায় গিয়ে উদ্যান পালকে বলল,– ভণে! মহারাজের আমের দরকার, আম দাও।" আর্য আম নেই, কাঁচা পেড়ে ভিক্ষুগণ খেয়ে ফেলেছেন। অনন্তর সে কর্মচারীগণ মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারকে এ বিষয় জানালেন। মগধরাজ বললেন– আর্যগণ আম খেয়েছেন ভাল হয়েছে। কিন্তু ভগবান খাবার মাত্রা সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়েছেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে রাজার আম খেল।" ভিক্ষুগণ তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। এ বিষয় ভগবানকে অবগত করালেন এবং ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! কাঁচা আম পেড়ে খেতে পারবে না। যে খাবে, তার 'দুক্কট' হবে।

(২) সে সময় এক পূর্গ (বণিক সমিতি) সঙ্ঘকে ভোজন প্রদান করেছিল। সূপে আমের টুকরা প্রলেপ করেছিল। ভিক্ষুগণ! সঙ্কোচ করে প্রতিগ্রহণ করলেন না। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! আম পরিভোগ কর। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আমের টুকরা পরিভোগ করবে।

(৩) সে সময় এক বণিক সমিতি সঙ্ঘকে ভোজন দিয়েছিল। তাঁরা আম টুকরা করতে পারল না। এজন্য পরিবেশন করবার সময় অকর্তিত আম নিয়ে এল। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করে গ্রহণ করলেন না। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চবিধ আকারে কৃত শ্রমণযোগ্য ফল পরিভোগ করবে। যথা– (১) অগ্নি দ্বারা চিহ্নিত, (২) অস্ত্র দ্বারা চিহ্নিত, (৩) নখ দ্বারা চিহ্নিত, (৪) বীজহীন এবং (৫) যার বীজ বের করা হয়েছে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এ পঞ্চবিধ আকারে কৃত শ্রমণযোগ্য ফল পরিভোগ করবে।

(৮) সর্প হতে রক্ষার উপায়

(১) সে সময় জনৈক ভিক্ষু সর্পদংশিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! সে সময় এ ভিক্ষু চার সর্পরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে আপ্লাবিত করেনি। যদি সে ভিক্ষু চার অহিরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করত, তাহলে সে ভিক্ষুর সর্পদংশনে মৃত্যু হত না। সে অহিরাজকুলের নাম কি? (১) বিরুপাক্ষ অহিরাজকুল, (২) এরাপথ অহিরাজকুল, (৩) ছব্যাপুত্ত অহিরাজকুল, (৪) কৃষ্ণগৌতমক অহিরাজকুল। ভিক্ষুগণ! নিশ্চয়ই সে ভিক্ষু এ চার অহিরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করেনি, যদি সে ভিক্ষু এ চার অহিরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করত, তাহলে সে ভিক্ষুকে সর্পদংশন করত না। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এ চার অহিরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করবে। আত্মগুপ্তি, আত্মরক্ষা এবং আত্মপরিত্রাণের জন্য, ভিক্ষুগণ এভাবে করবে।

(২) বিরূপক্ষের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে, এরাপথের সঙ্গে আমার মিত্রতা আছে, ছব্যাপুত্তের সাথে আমার মিত্রতা আছে, কৃষ্ণগৌতমকের সাথে আমার মিত্রতা আছে, পদহীনের সাথে আমার মিত্রতা আছে, দ্বিপদীর সাথে আমার মিত্রতা আছে, চতুষ্পদীর সাথে আমার মিত্রতা আছে, বহুষ্পদীর সাথে আমার মিত্রতা আছে, পদহীনের প্রতি আমার হিংসা নেই, পদহীন আমাকে হিংসা করিও না, দ্বিপদী আমাকে হিংসা করিও না, চতুষ্পদী আমাকে হিংসা করিও না, বহুষ্পদী আমাকে হিংসা করিও না। সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী এবং সমস্ত ভূত কল্যাণ দর্শন করুক, কারও নিকট অমঙ্গল না আসুক। বুদ্ধ অপ্রমাণ (যার পরিমাণ বলা যায় না), ধর্ম অপ্রমাণ, সঙ্ঘ অপ্রমাণ। সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, ঊর্ণানাভী (মাকড়সা), সরভূ (তক্ষক), মূষিক ইত্যাদি সরীসৃপের প্রমাণ আছে। আমি রক্ষা করলাম, আমি পরিত্রাণ করলাম, ভূত (প্রাণী) চলে যাও। আমি ভগবানকে নমস্কার করতেছি। সাতজন সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার করতেছি।

মৈত্রী আমার বিরূপক্ষে, মৈত্রী এরাপথের;
ছব্যাপুত্রের প্রতি মৈত্রী, মৈত্রী কাহ্নগৌতমে।
পাদহীনে মৈত্রী আমার, মৈত্রী দ্বিপদীকে;
চারিপদে মৈত্রী আমার, মৈত্রী বহুপদে।
পদহীন প্রতি আমার নাহি কোন হিংসা;
দ্বিপদীর প্রতি আমার নাইরে কোন হিংসা।
চতুর্পদীর প্রতি মোর নাহি কোন হিংসা;
বহুপদীর প্রতি মোর নাইরে কোন হিংসা।
সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী, সর্বভূত কেবল;
পাপাগম নাহি হউক, শুভদর্শন করুক সকল।
অপ্রমাণ বুদ্ধ, ধর্ম অপ্রমাণ,
অপ্রমাণ সঙ্ঘ, কিন্তু প্রাণী সরীসৃপ প্রমাণ।
সর্প, শতপদী, মাকড়ুসা, সরভূ, মুষিক প্রতি;
কৃত মোর রক্ষা পরিত্রাণ যাও হে সকলে চলি।

(৯) লিঙ্গাচ্ছেদন

সে সময় জনৈক ভিক্ষু অনভিরতিতে (ব্রহ্মচর্য পালনের অনিচ্ছায়) পীড়িত হয়ে স্বীয় লিঙ্গাচ্ছেদন করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! সে মোঘপুরুষ একটিকে ছেদন করতে গিয়ে অন্যটিকে ছেদন করল। ভিক্ষুগণ! স্বীয় লিঙ্গাচ্ছেদন করতে পারবে না। যে ছেদন করবে, তার থুল্লচ্চয় অপরাধ হবে।

(১০) পাত্র

(১) সে সময় রাজগৃহশ্রেষ্ঠী সারবান একখণ্ড চন্দন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর মনে এ চিন্তা উদয় হল, আমি এ চন্দনখণ্ড দ্বারা পাত্র খোদিত করব, চূর্ণ আমার ব্যবহারে আসবে, পাত্র দান দিব, এ ভেবে রাজগৃহশ্রেষ্ঠী সে চন্দনখণ্ড দ্বারা পাত্র খোদিত করে শিকায় রেখে

বাঁশের অগ্রভাগে সংলগ্ন করে একটি বাঁশের আর একটি বাঁশ বেঁধে বললেন– যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান এ পাত্র তাকে প্রদত্ত হল, তিনি পাত্র অবতারণ করুন। পূর্ণকশ্যপ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন– গৃহপতি! আমি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব আমাকে পাত্র প্রদান করুন। “প্রভো!” যদি আয়ুষ্মান অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে আমার প্রদত্ত পাত্র অবতারণ করুন।

মক্ষলীগোশাল, অজিত কেশকম্বল, প্রকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলষ্টিপুত্র এবং নিগ্রন্থনাথপুত্র রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন,– গৃহপতি! আমি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব আমাকে পাত্র প্রদান করুন। “প্রভো! যদি আয়ুষ্মান অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান হয়ে থাকেন তাহলে আমার প্রদত্ত পাত্র অবতারণ করুন।

সে সময় আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়ন এবং আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ পূর্বাহ্নে অন্তর্বাস পরিধান করে, পাত্র–চীবর লয়ে রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করেছিলেন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়নকে বললেন– “আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আপনি অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব আপনি গিয়ে এ পাত্র অবতারণ করুন। এ পাত্র আপনারই। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজও অরহৎ এবং ঋদ্ধিমান, অতএব বন্ধু ভারদ্বাজ! আপনি গিয়ে এ পাত্র অবতারণ করুন। সে পাত্র আপনারই। তখন আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ আকাশে উড়ে সে পাত্র লয়ে তিনবার রাজগৃহের উপর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করলেন। সে সময় রাজগৃহশ্রেষ্ঠী দ্বারাপুত্র সহ কৃতাঞ্জলি হয়ে নমস্কার করতে করতে স্বীয় গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। প্রভো! আর্য ভারদ্বাজ এখানে আমার গৃহেই অবতরণ করুন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর গৃহে অবতরণ করলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের হস্ত হতে পাত্র লয়ে মহার্ঘ খাদ্যে পরিপূর্ণ করে তাঁকে প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ পাত্রসহ আরামে (বাসস্থানে) গমন করলেন। জনসাধারণ শুনতে পেল– আর্য পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারণ করেছেন।

বহুসংখ্যক কোলাহল করে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগল। ভগবান কোলাহল শ্রবণ করলেন। শ্রবণ করে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন– আনন্দ! এ কোলাহল কিসের? প্রভো! আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারণ করেছেন। এজন্য জনসাধারণ কোলাহল করতে করতে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতেছে। এ কোলাহল তারই।

তখন ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান ভারদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করলেন। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ! সত্যই কি তুমি রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর পাত্র অবতারণ করেছ? "হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।" ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন– ভারদ্বাজ! তোমার এ কার্য অননুযায়ী, অননুরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকরণীয়। ভারদ্বাজ! কেন তুমি তুচ্ছ সে কাষ্ঠপাত্রের জন্য গৃহীদিগকে মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেছ? ভারদ্বাজ! কোন কোন নারী তেমন তুচ্ছ অর্থের জন্য লজ্জাস্থান প্রদর্শন করে, তেমনই তুমি তুচ্ছ কাষ্ঠপাত্রের জন্য মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেছ। ভারদ্বাজ! তোমার এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন হতে পারে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন–

ভিক্ষুগণ! গৃহীকে মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করবে না। যে প্রদর্শন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! এ পাত্র ভগ্ন কর এবং টুকরা টুকরা করে ভিক্ষুদেরকে অঞ্জন পিষিবার জন্য প্রদান কর। ভিক্ষুগণ! কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মূল্যবান পাত্র ব্যবহার করতেছিল। যথা– স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী

গৃহী"। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। রৌপ্যপাত্র, মণিময় পাত্র, বৈদুর্যময় পাত্র, স্ফটিকপাত্র, কাঁচপাত্র, সীসাপাত্র, রাংপাত্র, তাম্রপাত্র, ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দুই রকমের পাত্র ব্যবহার করবে। লৌহপাত্র ও মৃৎপাত্র।

সে সময় ভিক্ষাপাত্রের তলদেশ ঘর্ষিত হয়ে নষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাত্রমণ্ডল (পাত্র রাখবার আধার) ব্যবহার করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্বর্ণনির্মিত পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! মহামূল্য পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দ্বিবিধ পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করবে। রাং বা সীসা নির্মিত।

(৩) মোটা মণ্ডলে পাত্রের তলদেশ স্পর্শিত হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– রেখাপাত করবে।

(৪) মসৃণ হয়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– মকরদন্তের ন্যায় ছেদন করবে।

(৫) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সঙ্ঘের দ্বারা চিত্র অংকিত করে চিত্র-বিচিত্র পাত্রমণ্ডল ব্যবহার করতেছিল এবং ধারণ করে রাস্তায়

জনসাধারণকে প্রদর্শন করে ভ্রমণ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভিক্ষুরা এ বিষয় ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! রূপ (মূর্তি) অংকিত সঙ্ঘের দ্বারা চিত্রিত পাত্রমণ্ডল ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্বাভাবিক মণ্ডল ধারণ করবে।

(৬) সে সময় সজল পাত্র সামলিয়ে রাখত। তাতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সজল পাত্র সামলিয়ে রাখতে পারবে না। যে সামলিয়ে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাত্র শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

(৭) সে সময় ভিক্ষুগণ সজল পাত্র রৌদ্রে কিংবা অগ্নিতে শুষ্ক করে রাখতেছিল। এতে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সজল পাত্র রৌদ্রে কিংবা অগ্নিতে শুষ্ক করতে পারবে না। যে শুষ্ক করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাত্র জলশূন্য করে কাপড় দ্বারা মুছে শুষ্ক করে পাত্র সামলিয়ে রাখবে।

(৮) সে সময় ভিক্ষুগণ রৌদ্রে পাত্র রেখে দিত। তাতে পাত্রের রং বিকৃত হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! রৌদ্রে পাত্র ফেলে রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মুহূর্তমাত্র রৌদ্রে পাত্র শুষ্ক করে সামলিয়ে রাখবে।

(৯) সে সময় বহুপাত্র উন্মুক্ত স্থানে বিনা আধারে রেখে দিত।

বাতাসে আবর্তিত হয়ে পাত্র ভেঙ্গো যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাত্রাধারে পাত্র রাখবে।

(১০) সে সময় ভিক্ষুগণবারাণ্ডার প্রান্তে পাত্র রেখে দিত। পাত্র পতিত হয়ে ভেঙ্গো যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ!বারাণ্ডার প্রান্তে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে!

(১১) সে সময় ভিক্ষুগণ প্রাচীরের বহির্ভাগের ক্ষুদ্রবারাণ্ডায় পাত্র রেখে দিত। পাত্র পতিত হয়ে ভেঙ্গো যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ক্ষুদ্র ভিত্তিতে (দেইলী) পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১২) সে সময় ভিক্ষুগণ মাটিতে পাত্র উবুড় করে রেখে দিত। তাতে পাত্রের মুখ ঘর্ষিত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তৃণের উপর পাত্র রাখবে।

(১৩) তৃণ উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কাপড়ের উপর পাত্র রাখবে।

(১৪) কাপড় উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বেদীতে পাত্র রাখবে।

(১৫) বেদী হতে পড়ে পাত্র ভাঙ্গাতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বৃহৎমুখী মৃৎপাত্রের মুখে পাত্র রাখবে।

(১৬) বৃহৎমুখী মৃৎপাত্রে পাত্র ঘর্ষিত হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাত্র রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে।

(১৭) স্কন্ধাবরণ ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্কন্ধাবরণ সরু লম্বা কাপড় এবং সূতা ব্যবহার করবে।

(১৮) সে সময় ভিক্ষুগণ ভিত্তিখিল এবং হস্তীদন্তে পাত্র সংলগ্ন করে রাখত। পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! পাত্র সংলগ্ন রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১৯) সে সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চে পাত্র রেখে দিত। ভুলবশতঃ বসবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! মঞ্চে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২০) সে সময় ভিক্ষুগণ চৌকির উপর পাত্র রেখে দিত। ভুলবশতঃ বসবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! চৌকিতে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২১) সে সময় ভিক্ষুগণ অঙ্কে (ক্রোড়ে) পাত্র রাখত। ভুলবশতঃ উঠবার সময় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অঙ্কে পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২২) সে সময় ভিক্ষুগণ ছাতায় পাত্র রাখত। ছাতা বাতাসে উৎক্ষিপ্ত

হওয়ায় পাত্র পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ছাতায় পাত্র রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(২৩) সে সময় ভিক্ষুগণ পাত্রহস্তে কপাট খুলত। কপাট আবর্তিত হয়ে পাত্র ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ পাত্রহস্তে কপাট খুলতে পারবে না। যে খুলবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(২৪) সে সময় ভিক্ষুগণ তুম্বকটাহ (লাউয়ের খোল) হস্তে ভিক্ষান্বেষণ করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! তুম্বকটাহহস্তে ভিক্ষাচর্যা করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(২৫) সে সময় ভিক্ষুগণ ঘটিকটাহ কলস ইত্যাদির ভগ্ন অংশ হস্তে ভিক্ষা সংগ্রহ করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন তীর্থিক"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ঘটিকটাহে ভিক্ষাচর্যা করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(১১) চীবর

(১) সে সময় জনৈক ভিক্ষু সর্ব বিষয়ে পাংশুকূলিক[১] হয়েছিল। তিনি মৃতের করোটির (মাথার খুলির) পাত্র ধারণ করতেন। জনৈক নারী

---

১. যে ব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য আবর্জনাস্তূপ হতে কুড়ায়ে ব্যবহার করে। সম-পাসা।

তা দেখে বিকট চিৎকার করে উঠিল, অব্ভূযং মেঃ[১] অব্ভূযং মেঃ এ যে পিশাচ! জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ শবের করোটি পাত্র ধারণ করতেছে? যেন পিশাচ চিল্লিকা।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! শবের করোটির পাত্র ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! সর্ব বিষয়ে পাংশুকূলিক হতে পারবে না। যে হবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় ভিক্ষুগণ! চর্বিত দ্রব্য অস্থি এবং উচ্ছিষ্টজল পাত্রে করে লয়ে যেত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "এ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যে স্থানে (পাত্রে) ভোজন করে তা–ই তাদের পিক্দান"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! চর্বিত খাদ্য–দ্রব্য, অস্থি কিংবা উচ্ছিষ্টজল পাত্রে করে বের করতে পারবে না। যে বের করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ! হস্তে চীবর ছিঁড়ে চীবর সেলাই করত। চীবর ঠিক হত না (বিলোমং হোতি)। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কাঁচি এবং শস্ত্র মুড়িবার বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করবে।

(১২) শস্ত্র ইত্যাদি

(১) সে সময় সঙ্ঘ দণ্ডসংযুক্ত শস্ত্র (কাটরি দা) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

---

[১]. আমি বিনাশ প্রাপ্ত হলাম। ভীতিজনক রব। সার–দীপ।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দণ্ডসংযুক্ত শস্ত্র ব্যবহার করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্বর্ণ ও রৌপ্যময় মূল্যবান শস্ত্রের দণ্ড ধারণ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! মূল্যবান শস্ত্রদণ্ড ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অস্থিময়, দন্তময়, বিষাণময়, নলময়, বেণুময়, কাষ্ঠময়, জতুময়, ফলময়. লৌহময় এবং শঙ্খনাভিময় শস্ত্রদণ্ড ধারণ করবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ! কুক্কুটপালক এবং বেণুপেশী দ্বারা চীবর সেলাই করতেছিল। চীবর যথার্থভাবে সেলাই হত না। ভগবাকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সূঁচ দ্বারা সেলাই করবে।

(৪) সূঁচে মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সূঁচ রাখবার কৌটা ব্যবহার করবে।

(৫) কৌটায় ও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সূঁচচূর্ণ দ্বারা কৌটায় পূর্ণ করে রাখবে।

(৬) চূর্ণ দ্বারাও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– হরিদ্রাচূর্ণ পূর্ণ করে রাখবে।

(৭) হরিদ্রচূর্ণ দ্বারাও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাষাণচূর্ণ পূর্ণ করে রাখবে।

(৮) পাষাণচূর্ণ দ্বারাও মরিচা ধরতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মোম মেখে রাখবে।

(৯) মোম ভগ্ন হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মধুমাখা বস্ত্র ব্যবহার করবে।

(১৩) চীবর সেলাই করবার সামগ্রী

ক। (১) সে সময় ভিক্ষুগণ খিল পেতে তার সঙ্গে বেঁধে চীবর সেলাই করতেছিলেন। চীবরের কোণা বের হয়ে পড়ল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কঠিন কঠিনরজ্জু দ্বারা বেঁধে সেলাই করবে।

(২) অসমতল স্থানে 'কঠিন' প্রসারিত করায় কঠিন ভগ্ন হতে লাগল্। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অসমতল জায়গায় 'কঠিন' প্রসারিত করতে পারবে না। যে প্রসারিত করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) মাটিতে 'কঠিন' পাংশুলিপ্ত হল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তৃণ বিছাবে।

(৪) কঠিনের প্রান্তভাগ জীর্ণ হল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বায়ুর অনুকূলে পরিভণ্ড আরোপন করবে।

(৫) কঠিনে কুলাল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দণ্ডকঠিন পিদলক শলাকা বাঁধবার রশি, বাঁধবার সূতা বেঁধে চীবর সেলাই করবে।

(৬) মধ্যের সূতাগুলি (সুত্তন্তরিকায়ো) সমান হচ্ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কলিম্বক ব্যবহার করবে।

(৭) সূতা বক্র হচ্ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মোঘসূত্র ব্যবহার করবে।

খ। (১) সে সময় ভিক্ষুগণ অধৌত পদে কঠিন মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হয়ে যাচ্ছিল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! পদ ধৌত না করে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় ভিক্ষুগণ সিক্তপদে 'কঠিন' মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সিক্তপদে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ চর্মপাদুকা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতেছিল। কঠিন ময়লা হয়ে গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চর্মপাদুকা পায়ে দিয়ে কঠিন মাড়াতে পারবে না। যে মাড়াবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

গ। (১) সে সময় ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করবার সময় অঙ্গুলি দ্বারা প্রতিগ্রহণ করতেছিলেন। অঙ্গুলি বেদনা হত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পটিগ্গহ অঙ্গুলিকঞ্চুক ব্যবহার করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্বর্ণ-রৌপ্যময় বহু মূল্যবান

'পটিগ্গহ' ধারণ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! স্বর্ণ–রৌপ্যময় বহু মূল্যবান 'পটিগ্গহ' ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অস্থি, দন্ত, বিষাণ, নল, বেণু, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ নির্মিত 'পটিগ্গহ' ধারণ করবে।

(৩) সে সময় সূঁচ, কাঁচি ও পটিগ্গহ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আবেসন বিথক ব্যবহার করবে।

(৪) আবেসন বিথকের সমাকুল (ছড়ায়ে পড়া) হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অঙ্গুলিকঞ্চুকের স্থলী ব্যবহার করবে।

(৫) স্কন্ধাবরণ (স্থলী স্কন্ধে ঝুলায়ে রাখবার ফিতা বা সরু দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্কন্ধে ঝুলায়ে ফিতা ও সূত্র ব্যবহার করবে।

ঘ। (১) সে সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে চীবর সেলাবার সময় শীতোষ্ণে কষ্ট পেতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কঠিনশালা এবং কঠিনমণ্ডল ব্যবহার করবে।

(২) কঠিনশালার বাস্তু (মেঝ) নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে

লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মেঝ উচু করবে।

(৩) বেড়া (চয়ো বেষ্টনী) পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ বেষ্টনী দেবে। যথা– ইষ্টকের বেষ্টনী, শিলার বেষ্টনী এবং কাষ্ঠের বেষ্টনী।

(৪) আরোহণ করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ সোপান দেবে। যথা– ইষ্টকের সোপান, শিলার সোপান এবং কাষ্ঠের সোপান।

(৫) আরোহণকারী পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বন (বাঁশ বা রশি অবলম্বনের সামগ্রী) ব্যবহার করবে।

(৬) কঠিনশালায় তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আচ্ছাদন করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে এবং শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক রঙে মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু রাখবে।

(৭) সে সময় ভিক্ষুগণ চীবর সেলাই করে সেখানেই কঠিন পরিত্যাগ করে চলে যেতেন। কঠিন ইন্দুরে ও উইয়ে খেয়ে ফেলত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কঠিন ভাঁজ করবে।

(৮) 'কঠিন' ভগ্ন হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বেলু বা কাষ্ঠদন্ড ভিতরে দিয়ে কঠিন ভাঁজ করবে।

(৯) কঠিন বেষ্টিত হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বন্ধনরজ্জু ব্যবহার করবে।

(১০) সে সময় ভিক্ষুগণ খুটি ও স্তম্ভে 'কঠিন' হেলান দিয়ে রাখত এবং প্রস্থান করতেন। কঠিন পড়ে ভেঙ্গে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রাচীরের খিলে অথবা নাগদন্তে লাগিয়ে রাখবে।

[স্থান – বৈশালী]

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালীর অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। সে সময় ভিক্ষুগণ সূঁচ, কাঁচি এবং ঔষধ পাত্রে করে লয়ে যেতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ঔষধ রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে। অংশবন্ধক (স্কন্ধে ঝুলায়ে রাখবার ফিতা) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ফিতা (অংশবন্ধক) এবং বন্ধন করবার সূতা ব্যবহার করবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু চর্মপাদুকা কটিবন্ধ দ্বারা বন্ধন করে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গমন করলেন। অভিবাদন করবার সময় জনৈক উপাসকের মস্তক চর্মপাদুকায় ঠেকল। সে ভিক্ষু মৌন হলেন। অতঃপর তিনি আরামে (বাসস্থানে) গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ তা ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চর্মপাদুকা রাখবার স্থলী ব্যবহার করবে। অংশবন্ধক (ফিতা) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ফিতা এবং বন্ধনসূত্র ব্যবহার করবে।

(১৫) জলছাঁকনি

সে সময় রাস্তায় জল অবিহিত (অপরিস্কৃত) ছিল। ভিক্ষুগণের জলছাঁকনি ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জলছাঁকনি ব্যবহার করবে।

কাপড়ে কুলাল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চামচের ন্যায় জলছাঁকনি ব্যবহার করবে।

কাপড়ে কুলাল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ধর্মকরক গাড়ু ব্যবহার করবে।

সে সময় দু'জন ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণে রত ছিলেন। তন্মধ্যে জনৈক ভিক্ষু অনাচার করতে লাগল। অন্যজন তাকে বললেন– বন্ধো! এরূপ করবেন না। তা করা উচিত নয়। সে তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করল। একদিন সে ভিক্ষু পিপাসিত হয়ে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ভিক্ষুকে বললেন,– বন্ধো! আমাকে জলছাঁকনি প্রদান করুন। আমি জল পান করব। বিদ্বেষী ভিক্ষু জলছাঁকনি প্রদান করল না। সে ভিক্ষু পিপাসা পীড়িত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অনন্তর সে (বিদ্বেষী) ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ বললেন– বন্ধো! সত্যই কি তুমি যাচ্ঞা করা সত্ত্বেও জলছাঁকনি দাওনি। হ্যাঁ বন্ধো! তা সত্য বটে। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন যাচ্ঞা করা সত্ত্বেও ভিক্ষু জলছাঁকনি দিচ্ছে না।" তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ

প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে সে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে ভিক্ষু! সত্যই কি তুমি জলছাঁকনি যাচ্ঞা করা সত্ত্বেও দাওনি? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তা অন্যায় বলে প্রকাশ করে বললেন–

মোঘপুরুষ! তোমার এ কার্য অননুপযোগী, অননুরূপ, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকরণীয় হয়েছে। কেন তুমি যাচ্ঞা করা সত্ত্বেও জলছাঁকনি দাওনি। তোমার এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ পথযাত্রী ভিক্ষু জলছাঁকনি যাচ্ঞা করলে যদি থাকে তাকে অবশ্যই দিতে হবে। যে দিবে না তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! জলছাঁকনি ব্যতীত দীর্ঘপথ ভ্রমণে যেতে পারবে না। যে যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

যদি জলছাঁকনি বা ধর্মকরক না থাকে তাহলে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করতে হবে এ সঙ্ঘাটির কোণা দ্বারা ছেঁকে জল পান করব।

বিহার নির্মাণ

(১) নবকর্ম (গৃহ প্রস্তুতের কার্য)

অনন্তর ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে বৈশালী গমন করলেন। বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন মহাবনে কুটগীরিশালায়। সে সময় ভিক্ষুগণ নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত) করতেছিলেন। জলছাঁকনি দ্বারা কার্য করতে পারতেছিলেন না। তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দণ্ডজলছাঁকনি ব্যবহার করবে।

দণ্ডজলছাঁকনি দ্বারাও কার্য করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ওত্থরকন্তি।

সে সময় ভিক্ষুগণ মশক দ্বারা উপদ্রুত হচ্ছিলেন। ভগবানকে এ

বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মশারি (মকসকুটি) ব্যবহার করবে।

সে সময় বৈশালীতে উত্তম খাদ্যের পর্যায় নির্দিষ্ট হয়েছিল। ভিক্ষুগণ উত্তম খাদ্য ভোজন করে 'অভিসন্ন' দেহ এবং নানা রোগে পীড়িত হলেন। কোন কার্যোপলক্ষে কৌমারভৃত্য জীবক বৈশালীতে আগমন করলেন। কৌমারভৃত্য জীবক দেখতে পেলেন, (ভিক্ষুগণ) 'অভিসন্ন' দেহ এবং বহু রোগাক্রান্ত। দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে কৌমারভৃত্য জীবক ভগবানকে বললেন,– প্রভো! ভিক্ষুগণ এখন অভিসন্ন দেহ এবং বহু রোগাক্রান্ত হয়েছেন। অতএব ভগবান ভিক্ষুগণকে চংক্রমণ করতে এবং স্নানঘর ব্যবহার করতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। এরূপে ভিক্ষুগণ রোগাক্রান্ত হবে না।

ভগবান কৌমারভৃত্য জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। কৌমারভৃত্য জীবক ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। অতঃপর ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

(২) চংক্রমণ এবং স্নানঘর (গৃহ)

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চংক্রমণ করবে এবং স্নানঘর ব্যবহার করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ অসমতল স্থানে চংক্রমণ করতেছিলেন। তাতে পায়ে বেদনা হত। এ ভগবানকে অবগত করালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চংক্রমণ সমতলে করবে।

চংক্রমণে জমি নীচু হল। তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ

বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মেঝে ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করবে।

উঠবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ চংক্রমণ (পাদচারণ) করবার সময় পড়ে যাচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চংক্রমণ বেদী ব্যবহার করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে চংক্রমণ করায় শীতোষ্ণ দ্বারা ক্লেশ পাচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চংক্রমণশালা ব্যবহার করবে।

চংক্রমণশালায় তৃণচূর্ণ করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আচ্ছাদিত করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে এবং শ্বেতবর্ণ, কালবর্ণ ও গৈরিকবর্ণ ব্যবহার করবে। মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক, অঙ্কিত করবে। চীবর রাবিার বাঁশ ও রজ্জু দিবে। স্নানঘরের মেঝে নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মেঝে উচু করবে।

চয় (মাচা) পড়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা, অথবা মাচা (চয়)

ব্যবহার করবে।

আরোহণ করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

স্নানঘরের কপাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কপাট, পৃষ্ঠসঙ্ঘাট, উদূখল, উত্তরাপাসক, অর্গলবর্তিক, কপিশীর্ষ, ঘটিক, সূচী, তালার ছিদ্র, রশির ছিদ্র (আবিঞ্ছন ছিদ্র), ঝুলান রশি (আবিঞ্ছন রজ্জু) ব্যবহার করবে।

স্নানঘরের ভিত্তি মূল জীর্ণ হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মণ্ডলিকা প্রস্তুত করবে।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– (স্নানাগার) সুগন্ধিযুক্ত করবে।

স্নানঘরের ধূমনেত্র (ধূম বের হবার চিমনি) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চিমনি (ধূমনেত্র) দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র স্নানঘরে মধ্যস্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিবার স্থান করায় গমনাগমনের পথ ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ছোট স্নানঘরের একপার্শ্বে এবং বৃহৎ স্নানঘরের মধ্যস্থলে অগ্নিস্থান করবে।

স্নানঘরে অগ্নিমুখের তাপে দেহ হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— অগ্নিমুখে মৃত্তিকা দিবে।

হস্ত দ্বারা মাটি ভিজাতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— মাটি ভিজাবার জন্য দ্রোণি ব্যবহার করবে।

মৃত্তিকা দুর্গন্ধ হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— গন্ধ (গোময়) মিশ্রিত করবে।

স্নানঘরে অগ্নিকায় দগ্ধ হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— জল এনে রাখবে।

হস্ত এবং পাত্র দ্বারা জল আনতেছিল। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— জলপাত্র এবং সরা রাখবে।

স্নানঘর তৃণাচ্ছাদিত ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে।

স্নানঘরে কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ— এ ত্রিবিধ দ্রব্যের মধ্যে যে কোনটি বিছাবে।

তবু ও কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— কর্দম ধৌত করবে।

জল জমে রল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নিঃসরণের প্রণালী প্রস্তুত করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ স্নানঘরে উপবেশন করায় দেহ চুলকাত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্নানঘরে চৌকি ব্যবহার করবে।

সে সময় স্নানঘর ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টকপ্রাকার, শিলাপ্রাকার অথবা কাষ্ঠপ্রাকার– এ ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে যে কোন প্রাকার দ্বারা ঘেরা দেবে।

(৩) কোষ্ঠক

দ্বার কোষ্ঠক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দ্বার কোষ্ঠক দিবে।

কোষ্ঠক নীচু হওয়ায় জল সঞ্চিত হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কোষ্ঠক উচু করবে।

চয় (মাটির উচ্চভূমি) পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ– এ ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহণ করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলম্বন করবার রজ্জু অথবা বাঁশ (আলম্বনবাহু) দিবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কপাট, পৃষ্ঠসঙ্ঘাট, উদূখলিক, উত্তরপাসক, অর্গলবর্তিক, কপিশীর্ষ, সূচী, ঘটিক, তালাছিদ্র, আবিঞ্ছন ছিদ্র, ঝুলাবার রজ্জু ব্যবহার করবে।

কোষ্ঠকে তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিক বর্ণের রঙ দিবে। লতা, মালা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে।

পরিবেণে কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নূড়িপাথর (মরুম্বৎ) ছড়িয়ে দিবে।

কুলাল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিলা (পদরসিলৎ) নিক্ষিপ্ত করবে।

জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নির্গমন প্রণালী দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ নগ্নকে অভিবাদন করতেছিল। নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করাতেছিল। নগ্ন নগ্নের পরিকর্ম (অঙ্গ মার্জন) করতেছিল। নগ্ন নগ্নের পরিকর্ম করাতেছিল। নগ্ন নগ্নকে (দ্রব্য) দিচ্ছিল। নগ্ন নগ্ন হতে

প্রতিগ্রহণ করতেছিল। নগ্ন হয়ে খেতেছিল। ভোজন করতেছিল। ঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগলেন। পান করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

নগ্ন নগ্নকে অভিবাদন করতে কিংবা করাতে পারবে না। নগ্ন অভিবাদন করতে পারবে না। নগ্নের অঙ্গ মার্জন করতে কিংবা নগ্নের অঙ্গ মার্জন করতে পারবে না। নগ্ন নগ্নকে দ্রব্য দিতে পারবে না। নগ্ন হতে নগ্ন (দ্রব্য) প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না। নগ্নাবস্থায় খেতে, ভোজন করতে, ঘ্রাণ গ্রহণ করতে, পান করতে পারবে না। যে পান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ স্নানঘরে ভূমিতে চীবর ফেলে রাখত। তাতে চীবর পাংশুলিপ্ত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— স্নানঘরে চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু দিবে।

বৃষ্টির সময় চীবর ভিজতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— স্নানগৃহের শালা করবে।

স্নানঘরের শালার ভূমি নীচু ছিল। জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ভূমি উচু করবে।

চয় (মাটির উচ্চভূমি) পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ— এ ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহণ করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলম্বন করবার রজ্জু অথবা বাঁশ (আলম্বনবাহু) দিবে।

স্নানঘরে তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিক বর্ণের রঙ দিবে। লতা, মালা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে।

পরিবেণে কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নুড়িপাথর (মরুম্বং) ছড়িয়ে দিবে।

কুলাল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিলা (পদরসিলং) নিক্ষিপ্ত করবে।

জল সঞ্চিত হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নির্গমন প্রণালী দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ (নগ্নাবস্থায়) স্নানঘরে এবং জলে অঙ্গ মার্জনা করতে সঙ্কোচ করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ আচ্ছাদনীয়– স্নানাগার আচ্ছাদন, জলের আচ্ছাদন এবং বস্ত্রের আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে।

(৪) জল রাখবার স্থান

সে সময় স্নানাগারে জল থাকত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বৃহৎ জলপাত্র (উদকপান) রাখবে।

জলপাত্রের (উদকপানের) কূল (কিণারা) ভেঙ্গে পড়ল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা চয় নির্মিত করবে।

উদকপান রাখবার জমি নীচু ছিল। তাতে জল সঞ্চিত হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উচু করবে।

'চয়' পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ– এ ত্রিবিধ দ্রব্যের যে কোনটি দ্বারা মাচা তৈয়ার করবে।

আরোহণ করবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলম্বন করবার রজ্জু অথবা বাঁশ (আলম্বনবাহু) দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ লতা এবং কোমরবন্ধ দ্বারা জল উত্তোলন করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল তুলবার জন্য রজ্জু ব্যবহার করবে।

হাতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তুল, করকটক, চক্কবট্টক ব্যবহার করবে।

পাত্রবাহু ভাঙ্গাতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধবারক,– লৌহবারক, কাষ্ঠবারক (কাষ্ঠের বাল্‌তি) এবং চর্মনির্মিত স্থলী ব্যবহার করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ উন্মুক্ত স্থানে জল তুলবার সময় শীতোষ্ণে ক্লেশ পাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কূপশালা (উদকশালা) ব্যবহার করবে।

কূপশালায় তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক বর্ণ করবে। মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক, অঙ্কিত করবে এবং চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

কূপ অনাবৃত থাকায় তাতে তৃণচূর্ণ, পাংশু পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ঢাকনা দিবে।

জল পাত্র ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উদকদ্রোণি ও জলকটাহ ব্যবহার করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ আরামের যেখানে সেখানে স্নান করায় কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চন্দনিক (জলের হাউস) জলাধার ব্যবহার করবে।

চন্দনিক অনাবৃত ছিল। ভিক্ষুগণের স্নান করতে লজ্জা হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ প্রাকার দ্বারা ঘেরা দিবে। যথা–ইষ্টকপ্রাকার, শিলাপ্রাকার ও কাষ্ঠপ্রাকার।

চন্দনিকা কর্দমাক্ত হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ– এ তিনটির মধ্যে যে কোনটি বিছায়ে দিবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নির্গমন প্রণালী রাখবে।

সে সময় ভিক্ষুগণের দেহ আর্দ্র থাকত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তোয়ালে দ্বারা দেহ মুছে শুষ্ক করবে।

সে সময় জনৈক উপাসক সঙ্ঘের জন্য পুষ্করিণী খনন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পুষ্করিণী খনন করবে।

পুষ্করিণীর পাড় ভাঙ্গাতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ (ইষ্টক, শিলা, কাষ্ঠ) চয় (পাড়) প্রস্তুত করবে। ।

উঠবার সময় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান

বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ সোপান দিবে। ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের সোপান।

উঠবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলম্বন করে উঠবার বাঁশ বা রজ্জু (অলম্বনবাহু) দিবে।

পুষ্করিণীর জল পুরাতন (বাসি) হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নির্গমন প্রণালী ও নানা উদক নিদ্ধমন প্রস্তুত করবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু সঙ্ঘের জন্য 'নিল্লেখ' স্নানগৃহ প্রস্তুত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– 'নিল্লেখ' স্নানঘর ব্যবহার করবে।

(৫) আসন ও শয্যা

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বসবার আসন ব্যতীত চারমাস বাস করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বসবার আসন ব্যতীত চারমাস বাস করতে পারবে না। যে বসবার আসন ব্যতীত বাস করবে; তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করতেছিল। জনসাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগিল। "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে, তার

'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনসাধারণ সুগন্ধদ্রব্য এবং ফুলের মালা লয়ে বিহারে আসত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করে তা প্রতিগ্রহণ করত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সুগন্ধদ্রব্য গ্রহণ করে কবাটে পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ দিবে। পুষ্প গ্রহণ করে বিহারের একপ্রান্তে রেখে দিবে।

সে সময় সঙ্ঘের নমতক (বস্ত্রখণ্ড) উৎপন্ন হতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নমতক (বস্ত্রখণ্ড) গ্রহণ করবে।

ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল– বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করতে হবে, না বেনামা করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা করবে না।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা আসর্তিক উপাধানে ভোজন (তাম্র ও রৌপ্য খচিত বালিশ ব্যবহার) করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আসর্তিক উপাধানে ভোজন করতে পারবে না। যে ভোজন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। তিনি ভোজন করবার সময় হস্তে পাত্র রাখতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মলোরিক ভাজন ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা এক ভাজনে ভোজন এবং এক পেয়ালায় পান করতেছিল। এক মঞ্চে শয়ন করতেছিল। এক বিছানায় শয়ন

করতেছিল। এক কম্বলের মধ্যে (পাবুরণে) শয়ন করতেছিল। এক বিছানায় ও এক কম্বলের মধ্যে শয়ন করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! এক ভাজনে ভোজন, এক পেয়ালায় জল পান, এক মঞ্চে শয়ন, এক বিছানায় শয়ন, এক কম্বলের মধ্যে শয়ন, এক বিছানায় ও এক কম্বলের মধ্যে শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করা

সে সময় বড্‌ঢ লিচ্ছবি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুগণের সহায়ক ছিল। তখন বড্‌ঢ লিচ্ছবি মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হল, উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বলল,– আর্যগণ! আমি আপনাদেরকে বন্দনা করতেছি। এরূপ বললে মৈত্রেয়–ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ আলাপ করল না। দ্বিতীয়বারও বড্‌ঢ লিচ্ছবি তাদেরকে বলল,– আর্যগণ আমি বন্দনা করতেছি। দ্বিতীয়বারেও তারা আলাপ করল না। তৃতীয়বারও বড্‌ঢ লিচ্ছবি তাদেরকে বলল– আর্যগণ! আমি বন্দনা করতেছি। তৃতীয়বারও মৈত্রেয়–ভৌম্যজক ভিক্ষুগণ আলাপ করল না। (তখন পুনরায় বড্‌ঢ লিচ্ছবি বলল) আমি আর্যগণের কোন অপরাধ করেছি? কেন আর্যগণ আমার সঙ্গে আলাপ করতেছেন না? "বন্ধু বড্‌ঢ! মল্লপুত্র দব্ব আমাদিগকে উৎপীড়ন করতে দেখে ও তুমি কেন উপেক্ষা করতেছ?" আর্যগণ! আমায় কি করতে হবে? বন্ধু বড্‌ঢ! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে ভগবান অদ্যই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে বিতাড়িত করবেন।

আর্যগণ! আমি কিরূপ করব? আমি কি করতে পারব? বন্ধু বড্‌ঢ! তুমি ভগবানের নিকট গমন কর। গমন করে ভগবানকে বল– প্রভো!

এটা উচিত নয়, এটা প্রতিরূপ নয়, প্রভো যেদিক ভয়হীন, বিঘ্নহীন, উপদ্রবহীন এখন সেদিক ভয়াবহ, বিঘ্নজনক, উপদ্রবজনক। যেদিকে বাতাস ছিল না, সেদিকে বাতাস। মনে হচ্ছে যেন জল আদীপ্ত হয়েছে, আর্য মল্লপুত্র দব্ব যে আমার পত্নীকে দূষিত করেছে।

তাই হবে বলে বড্‌ঢ লিচ্ছবি মৈত্রেয়-ভৌম্যজক ভিক্ষুগণের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবেশন করে বড্‌ঢ লিচ্ছবি ভগবানকে বলল— প্রভো! এটা উচিত নয়, এটা প্রতিরূপ নয়। প্রভো যেদিক ভয়হীন, বিঘ্নহীন, উপদ্রবহীন এখন সেদিক ভয়াবহ, বিঘ্নজনক, উপদ্রবজনক। যেদিকে বাতাস ছিল না, সেদিকে বাতাস। যেন জল আদীপ্ত হয়েছে, আর্য মল্লপুত্র দব্ব যে আমার পত্নীকে দূষিত করেছেন।

অনন্তর ভগবানই এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন,— দব্ব! এ বড্‌ঢ লিচ্ছবি যা বলল তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হয় কি?

প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে বললেন দব্ব! বড্‌ঢ যা যা বলতেছে তুমি সেরূপ কার্য করেছ বলে তোমার স্মরণ হচ্ছে কি?

প্রভো! ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন। দব্ব! (দ্রব্য অভিযোগের বিষয়) এভাবে মীমাংসিত হয় না। যদি তুমি করে থাক, তাহলে করেছ বলে প্রকাশ কর। যদি না করে থাক, তাহলে করনি বলে প্রকাশ কর।

প্রভো! যেদিন হতে আমার জন্ম হয়েছে সেদিন হতে স্বপ্নেও আমি মৈথুন সেবন করেছি বলে আমি জানি না। জাগ্রত অবস্থায় কথা আর কি বলব।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখ (নিক্কুজ্জন) করুক। সঙ্ঘের সম্ভোগ বিরহিত করুক।

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গাসম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র অধোমুখী করবে। (অষ্টাঙ্গ এই)– (১) ভিক্ষুগণের হানির জন্য প্রয়াস করে, (২) ভিক্ষুসঙ্ঘের অনর্থের জন্য প্রয়াস করে, (৩) ভিক্ষুগণের অনাবাসের জন্য প্রয়াস করে, (৪) ভিক্ষুগণকে আক্রোশ ও পরিভাষ করে, (৫) ভিক্ষুর সাথে ভিক্ষুকে ভেদ করে দেয়, (৬) বুদ্ধের দুর্নাম প্রচার করে, (৭) ধর্মের দুর্নাম প্রচার করে, (৮) সঙ্ঘের দুর্নাম প্রচার করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এ অষ্টাঙ্গাসম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র অধোমুখী করবে।

ভিক্ষুগণ এভাবে অধোমুখী করবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। বড্‌ঢ লিচ্ছবি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অমূলক শীলভ্রষ্টতার দ্বারা দোষারোপ করতেছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করতে পারেন এবং সঙ্ঘের সম্ভোগ বর্জিত করতে পারেন, এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ।

আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করে পাত্র–চীবর লয়ে বড্‌ঢ লিচ্ছবির গৃহে উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে বড্‌ঢ লিচ্ছবিকে বললেন,–

বন্ধু! সঙ্ঘ আপনার জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন, এখন আপনি সম্ভোগ বর্জিত হয়েছেন। এখন বড্‌ঢ লিচ্ছবি সঙ্ঘ আমার জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন এবং আমি নাকি সঙ্ঘের সম্ভোগ বর্জিত হয়েছি। এ ভেবে সে স্থানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর বড্‌ঢ লিচ্ছবির বন্ধু–বান্ধব, জ্ঞাতি সলোহিতগণ বড্‌ঢ লিচ্ছবিকে বলল– বন্ধু বড্‌ঢ! শোক করবেন না। পরিদেবন করবেন না। আমরা ভগবান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রসন্ন করব।

অনন্তর বড্ঢ লিচ্ছবি স্ত্রী–পুত্র–বন্ধু–বান্ধব–জ্ঞাতি সলোহিত সঙ্গে করে আর্দ্রবস্ত্রে, আর্দ্রকেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির স্থাপন করে ভগবানকে বলল– প্রভো! মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতাবশতঃ আর্য মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলক শীলভ্রষ্টতার দোষারোপ করে আমি যে অপরাধ করেছি, সে অপরাধ ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য আমি স্বীকার করতেছি। ভগবান আমার সে দোষ স্বীকার অনুমোদন করুন।

বন্ধু বড্ঢ! তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও অজ্ঞানতাবশতঃ দব্ব মল্লপুত্রের উপর অমূলক শীলভ্রষ্টতার দোষারোপ করে যে অপরাধ করেছ এবং সে দোষকে দোষ বলে ধর্মানুসারে প্রতিকার করায় আমরা তোমার দোষ স্বীকার অনুমোদন করলাম। বন্ধু বড্ঢ! দোষকে দোষ বলে যে ধর্মানুসারে তার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে, আর্য–বিনয় মতে তার প্রবৃদ্ধি হবার কথা। অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ বড্ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করুক এবং সঙ্ঘের সম্ভোগ সম্পন্ন করুক।

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গসম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করবে। যে– (১) ভিক্ষুগণের অলাভের জন্য প্রয়াস করে না, (২) ভিক্ষুগণের অনর্থের জন্য প্রয়াস করে না, (৩) ভিক্ষুগণের অবাসের জন্য প্রয়াস করে না, (৪) ভিক্ষুগণকে আক্রোশ কিংবা পরিভাষ করে না, (৫) ভিক্ষুর সঙ্গে ভিক্ষুকে ভেদ করে দেয় না, (৬) বুদ্ধের দুর্নাম প্রচার করে না, (৭) ধর্মের দুর্নাম প্রচার করে না, (৮) সঙ্ঘের দুর্নাম প্রচার করে না।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এ অষ্টাঙ্গসম্পন্ন উপাসকের জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে ঊর্ধমুখী করবে। ভিক্ষুগণ! সে বড্ঢ লিচ্ছবি সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে– প্রভো! সঙ্ঘ আমার জন্য পাত্র অধোমুখী

করেছেন। আমি সঙ্ঘের সম্ভোগ (সংশ্রব) বর্জিত হয়েছি। প্রভো! এখন আমি সম্যক্ অনুবর্তন করতেছি। মান ত্যাগ করেছি। মুক্তির অনুরূপ কার্য করতেছি এবং সঙ্ঘের নিকট আমার জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেছি। (এভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও যাচ্ঞা করবে)। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি— মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র অধোমুখী করেছেন এবং সঙ্ঘ তার সংশ্রব বর্জন করেছেন। সে এখন সম্যক অনুবর্তী হয়েছে। মান ত্যাগ করেছে, মুক্তির কার্য করতেছে এবং সঙ্ঘের নিকট তার জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ বড্‌ঢ লিচ্ছবির জন্য পাত্র ঊর্ধমুখী করতে পারেন এবং সঙ্ঘের সংশ্রবযুক্ত করতে পারেন। এটাই প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

[স্থান – সুংসুমার গিরি]

অনন্তর ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে ভগ্গ অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে ভগ্গদেশে উপস্থিত হলেন। ভগবান ভগ্গদেশে অবস্থান করতে লাগলেন। সুংসুমার গিরিতে ভেসকলাবনের মৃগদাবে।

(৭) বোধি রাজকুমারের সৎকার

সে সময় বোধি রাজকুমারের কোকনদ নামক প্রাসাদ অধুনা নির্মিত হয়েছিল। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বা কোন মানব তাতে পূর্বে বাস করেনি। বোধি রাজকুমার সঞ্জিকাপুত্র মানবককে আহ্বান করলেন— বন্ধু সঞ্জিকাপুত্র! ভগবানের নিকট উপস্থিত হও। উপস্থিত হয়ে আমার কথানুসারে ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা কর এবং আরোগ্য, নিরাতঙ্ক, লঘুস্থান (দেহের কার্যক্ষমতা), শক্তি, অনুকূল বিহার জিজ্ঞাসা কর।

প্রভো! রাজকুমার বোধি ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করে আরোগ্য, নিরাতঙ্ক, লঘুস্থান (দেহের কার্যক্ষমতা), শক্তি, অনুকূল বিহার জিজ্ঞাসা করতেছেন। ইহাও বলবে–

প্রভো! আগামীকল্যের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ রাজকুমারের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। তাই হোক বলে সঞ্জিকাপুত্র মানবক বোধি রাজকুমারের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। কুশলপ্রশ্ন এবং স্মরণীয় বিষয় আলোচনা করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবেশন করে সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানকে বলল। বোধি রাজকুমার মহানুভব গৌতমের পাদে অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন এবং আপনার আরোগ্য নিরাতঙ্ক, লঘুস্থান (দেহের কার্যক্ষমতা), শক্তি, অনুকূল বিহার জিজ্ঞাসা করেছেন। আরও বলেছেন– মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকল্যের জন্য তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানালেন।

সঞ্জিকাপুত্র মানবক ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে বোধি রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে বোধি রাজকুমারকে বলল। আমি আপনার কথামত ভগবান গৌতমকে বলেছি। বোধি রাজকুমার মহানুভব গৌতমের পাদে বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। আরোগ্য নিরাতঙ্ক, লঘুস্থান (দেহের কার্যক্ষমতা), শক্তি, অনুকূল বিহার জিজ্ঞাসা করেছেন। ইহাও বলেছেন,– মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকাল বোধি রাজকুমারের আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। শ্রমণ গৌতম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। বোধি রাজকুমার সে রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করে কোকনদ প্রাসাদের সোপানের সর্ব নিম্নতল পর্যন্ত শ্বেতবস্ত্র বিছায়ে সঞ্জিকাপুত্র মানবককে আহ্বান করলেন– বন্ধু সঞ্জিকাপুত্র! ভগবানের নিকট গমন কর। গমন করে ভগবানকে ভোজনের সময় জ্ঞাপন কর। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, আহার্য প্রস্তুত। তথাস্তু বলে সঞ্জিকাপুত্র বোধি রাজকুমারকে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন

করলেন। মহানুভব গৌতম! ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছে, আহার্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে বোধি রাজকুমারের গৃহে উপস্থিত হলেন। সে সময় বোধি রাজকুমার ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। বোধি রাজকুমার দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখতে পেলেন। দেখে অভ্যর্থনা করে ভগবানকে অভিবাদন করে তাঁকে পুরোভাগে রেখে কোকনদ প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান শেষ প্রান্তের সোপান তলে দণ্ডায়মান হলেন। বোধি রাজকুমার ভগবানকে বললেন– প্রভো! ভগবান বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করুন। সুগত! বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করুন। যাতে আমার চিরকালের জন্য হিত-সুখ সাধিত হয়।

(৮) বিস্তারিত বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন নিষেধ

(১) এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও বোধি রাজকুমার ভগবানকে এরূপ বললেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও ভগবান মৌন রইলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বোধি রাজকুমারকে বললেন,– রাজকুমার বস্ত্র অপসারিত করুন। ভগবান বস্ত্রের উপর দিয়ে গমন করবেন না। ভগবান পরবর্তীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেছেন।

বোধি রাজকুমার বস্ত্রসমূহ অপসারিত করে কোকনদ প্রাসাদের উপর আসন প্রস্তুত করলেন। ভগবান কোকনদ প্রাসাদে আরোহণ করে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন। বোধি রাজকুমার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দান দেবার জন্য বারন না করা পর্যন্ত সন্তৃপ্ত করলেন এবং আহারের পর পাত্র হতে হস্ত অপসৃত করলে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট বোধি রাজকুমারকে ধর্ম উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ভগবান এ নিদানে, এ

প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,— ভিক্ষুগণ বিস্তারিত বস্ত্রের উপর গমন করতে পারবে না। যে গমন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় জনৈক সদ্যপ্রসূতা নারী ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করে কাপড় বিস্তারিত করে বলল,— প্রভো! কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করুন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচবশতঃ কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করলেন না। প্রভো! মঙ্গালের জন্য কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করুন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচবশতঃ কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করলেন না। তখন সে নারী আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল— "কেন আর্যগণ মঙ্গালের জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কাপড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছেন না।" ভিক্ষুগণ সে নারীর আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তখন ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! গৃহীগণ মঙ্গাল প্রত্যাশী, এ হেতু আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— গৃহীগণের মঙ্গালের জন্য প্রার্থনা করলে কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ! ধৌতপদে কাপড়ের উপর দিয়ে যেতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ধৌতপদে কাপড়ের উপর দিয়ে গমন করবে।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

ব্যজনী, শিকা, ছাতা, দণ্ড, নখ, কেশ ছেদনী, কর্ণমলহরণী ও অঞ্জনদানি

[স্থান – শ্রাবস্তী]

(১) ঘট ও সম্মার্জনী

ভগবান ভগ্গদেশে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন। জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। বিশাখা মৃগারমাতা ঘট, কতক (চুকরি) ও সম্মার্জনী লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। উপবেশন করে বিশাখা মৃগারমাতা ভগবানকে বললেন– প্রভো ভগবান! ঘট, চুকরি ও সম্মার্জনী প্রতিগ্রহণ করুন, যাতে আমার দীর্ঘকাল হিত–সুখ সাধিত হয়।

ভগবান ঘট ও সম্মার্জনী প্রতিগ্রহণ করলেন; কিন্তু চুকরি প্রতিগ্রহণ করলেন না। ভগবান বিশাখা মৃগারমাতাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। বিশাখা মৃগারমাতা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। অনন্তর ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ঘট ও সম্মার্জনী ব্যবহার করবে। কিন্তু চুকরি ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শর্করা (কাঁকর), কাষ্ঠ এবং সমুদ্রফেনা– এ ত্রিবিধ পাদরগড়াবার দ্রব্য ব্যবহার করবে।

(২) ব্যজনী

বিশাখা মৃগারমাতা ব্যজনী ও তালবৃন্ত লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে বিশাখা মৃগারমাতা ভগবানকে বললেন,– প্রভো! দীর্ঘকাল আমার হিত–সুখ সাধিত হবার জন্য এ ব্যজনী ও তালবৃন্ত (তালপাতার পাখা) প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান ব্যজনী ও তালবৃন্ত প্রতিগ্রহণ করলেন। অতঃপর ভগবান বিশাখা মৃগারমাতাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। বিশাখা মিগারমাতা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উথাপন করে ভিক্ষুগণকে বললেন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ব্যজনী ও তালবৃন্ত ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ মশক ব্যজনী ও চামরী ব্যজনী প্রাপ্ত হতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন এবং ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মশকব্যজনী ব্যবহার করবে।

সঙ্ঘ চামরীব্যজনী প্রাপ্ত হতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন এবং ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! চামরীব্যজনী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাক (বৃক্ষত্বক), উশীর (খশ) এবং ময়ূরপালক নির্মিত ব্যজনী ব্যবহার করবে।

(৩) ছাতা

সে সময় সঙ্ঘ ছাতা পেয়েছিলেন। তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ছাতা ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ছাতা হস্তে বিচরণ করতেছিল। জনৈক উপাসক কিছুসংখ্যক আজীবক শ্রাবকগণের সাথে উদ্যানে গমন করেছিল। আজীবক শ্রাবকগণ দূর হতেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে ছত্রহস্তে আসতে দেখতে পেল। দেখে সে উপাসককে বলল,– আর্য! তোমাদের পূজ্যগণ ছাতাহস্তে আসতেছে, যেন গণক মহামাত্য (হিসাব পরীক্ষক)। আর্য! এরা ভিক্ষু নয় পরিব্রাজক।

ভিক্ষু, ভিক্ষু নয়– এ বলে তারা পণ (অব্‌ভূতং) রাখল। যখন তারা উপস্থিত হল, তখন তাদেরকে চিনে উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন পূজ্যগণ ছাতাহস্তে বিচরণ করতেছেন?" ভিক্ষুগণ সে উপাসকের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু ছাতাহস্তে বিচরণ করতেছে? হ্যাঁ ভগবান! সত্য। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। ছাতাবিনা তাঁর সুখবোধ হত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগী ছাতা ব্যবহার করবে।

সে সময় ভগবান রোগীভিক্ষুগণকে ছাতা ব্যবহার করবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সুস্থকে নয়। এ ভেবে আরামে এবং আরামের উপকণ্ঠে ছাতা ব্যবহারে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নিরোগীও আরামে ও আরামের উপকণ্ঠে ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

(৪) শিকা ও দণ্ড

সে সময় জনৈক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র শিকায় পূরে দণ্ডে ঝুলায়ে বিকালে একটি গ্রামের দ্বার দিয়ে যাচ্ছিল। জনসাধারণ, আর্যগণ! একজন চোর যাচ্ছে, তার অসি পরিদৃষ্ট হচ্ছে– এ বলে পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধৃত করে চিনে ছেড়ে দিল। ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জ্ঞাপন করল। ভিক্ষুগণ বললেন– বন্ধো! তুমি কি দণ্ডশিকা ধারণ করেছিলে? হ্যাঁ বন্ধো। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ভিক্ষু দণ্ডশিকা ধারণ করতেছে?" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষু সত্যই কি তুমি দণ্ডশিকা ধারণ করতেছ? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দণ্ডশিকা ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু রুগ্ন ছিল। দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রুগ্নভিক্ষুকে দণ্ড ধারণের সম্মতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ এভাবে প্রদান করবে। সে রুগ্নভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! আমি পীড়িত হওয়ায় দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছি না। আমি সঙ্ঘের নিকট দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছি। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক নামের

ভিক্ষু পীড়িত হওয়ায় দণ্ড ব্যতীত চলতে পারতেছেন না। তিনি সঙ্ঘের নিকট দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দণ্ড ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবেন। এটা প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি শিকা ব্যতীত পাত্র লয়ে চলতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রুগ্নভিক্ষুকে শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ এভাবে প্রদান করবে। সে রুগ্নভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! আমি পীড়িত হওয়ায় শিকা ব্যতীত চলতে পারতেছি না। আমি সঙ্ঘের নিকট শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছি। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপে যাচঞা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক নামের ভিক্ষু পীড়িত হওয়ায় শিকা ব্যতীত চলতে পারতেছেন না। তিনি সঙ্ঘের নিকট শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবেন। এটা প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি দণ্ডশিকা ব্যতীত পাত্র লয়ে চলতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রুগ্নভিক্ষুকে দণ্ডশিকা ব্যবহারের

সম্মতি প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ এভাবে প্রদান করবে। সে রুগ্নভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে এবং কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে,– প্রভো! আমি পীড়িত হওয়ায় দন্ডশিকা ব্যতীত চলতে পারতেছি না। আমি সঙ্ঘের নিকট দন্ডশিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছি। [দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপে যাচ্ঞা করবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

প্রজ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক নামের ভিক্ষু পীড়িত হওয়ায় দন্ডশিকা ব্যতীত চলতে পারতেছেন না। তিনি সঙ্ঘের নিকট দন্ডশিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রার্থনা করতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দন্ডশিকা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করবেন। এটা প্রজ্ঞপ্তি।

[অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

সে সময় জনৈক ভিক্ষু রোমন্থক ছিল। সে রোমন্থন করে রোমন্থন করে ভোজন করত। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষু বিকালে ভোজন করতেছেন?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! এ ভিক্ষু গো-যোনি চ্যুত হয়েছে অধিক কাল হয়নি।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোমন্থন করতে পারবে না। মুখের বাইরে এনে পুনরায় ভোজন করতে পারবে না। যে ভোজন করবে, তার ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

সে সময় একটি সমিতি সঙ্ঘোদ্দেশ্যে ভোজন প্রদান করেছিল। ভোজনশালায় বহু উচ্ছিষ্ঠ অন্নকণা বিকীর্ণ হয়েছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভাত পরিবেশন করবার সময় উত্তমরূপে প্রতিগ্রহণ করে না? এক একটি অন্নের কণা শত প্রকার পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়।"

ভিক্ষুগণ তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেল। সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পরিবেশন করবার সময় যা পতিত হয় তা স্বয়ং গ্রহণ করে ভোজন করবে। কেননা, তা প্রদান করেছে।

(৫) নখ কর্তন করা

সে সময় জনৈক ভিক্ষু দীর্ঘনখ রেখে ভিক্ষাচর্যা করতেছিলেন। জনৈক নারী দেখে সে ভিক্ষুকে বলল– প্রভো! আসুন, মৈথুন সেবন করি। ভগ্নি! প্রয়োজন নেই, তা বিহিত নয়।

প্রভো! যদি আপনি সেবন না করেন তাহলে আমি নখে স্বীয় দেহ আঁচড়ে চিৎকার করে বলব,– এ ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে। ভগ্নি তোমার যা মনে হয়।

তখন সে নারী নখ দ্বারা নিজের দেহ আঁচড়িয়ে চিৎকার করে বলল– এ ভিক্ষু আমাকে বলাৎকার করতেছে। জনসাধারণ দেখে দৌড়ে এসে সে ভিক্ষুকে ধৃত করল। জনসাধারণ সে নারীর নখে চর্ম এবং রক্ত দেখতে পেল। দেখে এ নারীর এ কার্য ভিক্ষু কিছুই করেননি। এ বলে সে ভিক্ষুকে ছেড়ে দিল। তিনি আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ বলল,– বন্ধো! আপনি কি দীর্ঘনখ রেখেছেন? হ্যাঁ বন্ধো। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষু দীর্ঘনখ রেখেছেন?" অতঃপর তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘনখ রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ নখ দ্বারাও নখ কাটতে ছিলেন। মুখ দ্বারাও নখ কাটতে ছিলেন, প্রাচীরেও নখ কাটতেছিলেন। তাতে অঙ্গুলিতে বেদনা হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ নরুন ব্যবহার করবে।

শোনিত সহ নখ কাটতেছিলেন। তাতে অঙ্গুলিতে বেদনা হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মাংসের সমান করে নখ কাটবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিংশতি নখ সৃষ্ট করাতেছিল। চেঁচাতেছিল! জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বিংশতি নখ সৃষ্ট করাতে পারবে না। যে করাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) কেশ ছেদন করা

সে সময় ভিক্ষুগণের কেশ দীর্ঘ হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর কেশ ছেদন করতে পারবে কি? হ্যাঁ পারব। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ক্ষুর, ক্ষুর ধারণ করবার শিল, ক্ষুর রাখবার থলি নমতক (খাপ এবং ক্ষৌরীবার সামগ্রী ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা শ্মশ্রু উপযোগী (সাধারণ দায়কদের সদৃশ) করে কাটত, দীর্ঘশ্মশ্রু রাখত, দাড়ি (গোলোমিক মেষের ন্যায় দাড়ি) রাখত চতুষ্কোণ করাত, বক্ষের রোম উন্মুলন করাত, দাড়ি রাখত, গোপনীয় স্থানের রোম উন্মুলন করাত এবং উদরের রোম হরণ করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! শ্মশ্রু উপযোগী (সাধারণ দায়কদের সদৃশ) করে কাটতে

পারবে না, দীর্ঘশ্মশ্রু রাখতে পারবে না। মেষের ন্যায় রাখতে পারবে না, চতুষ্কোণ করাতে পারবে না, বক্ষের রোম হরণ করতে পারবে না, পেটের রোম হরণ করতে পারবে না, দাড়ি রাখতে পারবে না এবং গোপনীয় স্থানের রোম হরণ করাতে পারবে না। যে হরণ করাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষুর গোপনীয় স্থানে ব্রণ হয়েছিল। ঔষধ থাকত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগ হলে গোপনীয় স্থানের রোম হরণ করাতে পারবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাতে পারবে না। যে ছেদন করাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষুর মস্তকে ব্রণ হয়েছিল। ক্ষুর দ্বারা কেশ কাটতে পারতেছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগহেতু কাঁচি দ্বারা কেশ ছেদন করাতে পারবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ নাসিকায় দীর্ঘরোম রাখত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন পিশাচবালক"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! নাসিকায় দীর্ঘরোম রাখতে পারবে না। যে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ শর্করা ও মোম দ্বারা নাসিকায় রোম হরণ করাত। তাতে নাসিকায় বেদনা হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সাঁড়াশি ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা পক্বকেশ হরণ করাত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল। "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! পক্বকেশ হরণ করাতে পারবে না। যে হরণ করাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৭) কর্ণমল হরণী (কান খুস্কি)

সে সময় জনৈক ভিক্ষুর কর্ণকুহরে মলপূর্ণ হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– কর্ণমল হরণী ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহুমূল্যের কর্ণমল হরণী ব্যবহার করতেছিল, স্বর্ণময় এবং রৌপ্যময়। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বহুমূল্যের কর্ণমল হরণী ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি– অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গানল, বেণু, কাষ্ঠ, জাতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খনাভি নির্মিত কর্ণমল হরণী ব্যবহার করবে।

(৮) তাম্র এবং লৌহভাণ্ড

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহু লৌহ এবং কাংস্যভাণ্ড সঞ্চয় করতে লাগল। জনসাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন,

নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বহু লৌহ এবং কাংস্যভাণ্ড সঞ্চয় করতেছে? যেন কাঁসারী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বহু লৌহ এবং কাংস্যভাণ্ড সঞ্চয় করতে পারবে না। যে সঞ্চয় করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনি, অঞ্জনিশলাকা, কর্ণমল হরণী এবং বন্ধন (বাসি ও যষ্ঠি আদি বন্ধন করা) করতেও সঙ্কোচ করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অঞ্জনি, অঞ্জনিশলাকা, কর্ণমল হরণী এবং বন্ধন (বাসি ও যষ্ঠি আদি) করতে পারবে।

সঙ্ঘাটি, অযোগ্য পাট্টা, পাশক এবং বস্ত্র পরিধানের রীতি

(১) সঙ্ঘাটি

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সঙ্ঘাটি সহ হাঁটু জড়ায়ে (সঙ্ঘাটি পল্লত্থিকায়) উপবেশন করত। তাতে সঙ্ঘাটির পাট্টা ছিঁড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘাটি সহ হাঁটু জড়িয়ে বসতে পারবে না। যে বসবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) অযোগ্য পাট্টা

সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিল। আযোগ বিনা তার সুখবোধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– 'আযোগ' ব্যবহার করবে। ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল,– কিরূপে আযোগ প্রস্তুত করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তাঁত, বেম, বটং, শলাকা এবং তাঁতে ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করবে।

(৩) কোমরবন্ধ

(১) সে সময় জনৈক ভিক্ষু কোমরবন্ধ ব্যতীত গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করলেন। রাস্তার মধ্যে তাঁর পরিহিত অন্তর্বাস স্খলিত হল। জনসাধারণ করতালি প্রদান করল। সে ভিক্ষু অধোমুখ হলেন। অনন্তর তিনি আরামে এসে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! কোমরবন্ধ না বেঁধে গ্রামে যেতে পারবে না। যে যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— কোমরবন্ধ ব্যবহার করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহুমূল্যের কোমরবন্ধ ব্যবহার করতেছিল,— কলাবুক, দেড্ডুভক, মুরজ, মদ্দবীন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল— "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! বহুমূল্যের কোমরবন্ধ ব্যবহার করতে পারবে না। কলাবুক, দেড্ডুভক, মুরজ এবং মদ্দবীন যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— দ্বিবিধ কোমরবন্ধ— পট্টিক এবং শুকরের অন্ত্র সদৃশ কোমরবন্ধ ব্যবহার করবে।

(৩) কোমরবন্ধের পাড় (পার্শ্বে) ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— মুরজ এবং মদ্দবীন ব্যবহার করবে।

(৪) কোমরবন্ধের মধ্যস্থল ছিন্ন হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— সোভক এবং গুণক সদৃশ সেলাই করবে।

(৫) কোমরবন্ধের ঝুলানো সূতা (পবনন্তো) ছিন্ন হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বীধ ব্যবহার করবে।

(৬) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহুমূল্যের বীধ ব্যবহার করতেছিল, স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বহুমূল্যের বীধ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গানল, বেণু, কাষ্ঠ, জাতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খনাভি নির্মিত 'বীধ' ব্যবহার করবে।

(৪) গুটিকাণ্ড পালক

সে সময় আয়ুষ্মান আনন্দ লঘুসঙ্ঘাটি পরিধান করে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করলেন। ঘূর্ণীবাত্যা সঙ্ঘাটি উৎক্ষিপ্ত করল। আয়ুষ্মান আনন্দ আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় বললেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গুটিকাপাশক ব্যবহার করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বহুমূল্যের গুটিকা ব্যবহার করতে লাগল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বহুমূল্যের গুটিকা ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অস্থি, দন্ত, বিষাণ, নল, বেণু, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ, শঙ্খনাভি এবং সূতার দ্বারা প্রস্তুত গুটিকা

ব্যবহার করবে।

(৩) সে সময় ভিক্ষুগণ গুটিকা ও পাশক চীবরে লাগাতেছিলেন। তাতে চীবর জীর্ণ হতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গুটিকাপট্টা ও পাশকপট্টা লাগাবে।

(৪) গুটিকাপট্টা ও পাশকপট্টা চীবরের পার্শ্বে সংলগ্ন করায় চীবরের কোণা খুলে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গুটিকাপট্টা চীবরের পার্শ্বস্থানে এবং পাশকফলক সাত–আট আঙ্গুল ভিতরে সংলগ্ন করবে।

(৫) চীবর পরিধানের নিয়ম

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা গৃহীর ন্যায় (হস্তীশুণ্ড, মৎস্যপুচ্ছ, চতুষ্কোণ, তালবৃন্ত, শতবল্লিক সদৃশ) বস্ত্র পরিধান করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! গৃহীর ন্যায় বস্ত্র পরিধান করতে পারবে না। হস্তীশুণ্ড, মৎস্যপুচ্ছ, চতুষ্কোণ, তালবৃন্ত এবং শতবল্লিক সদৃশ। যে পরিধান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কাচা গোঁজিয়ে চীবর পরিধান করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার মুণ্ডবট্টিক (বাহক)"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! কাচা গোঁজিয়ে চীবর পরিধান করতে পারবে না। যে পরিধান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা গৃহীর ন্যায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত

করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল— "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! গৃহীর ন্যায় বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করতে পারবে না। যে আবৃত করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভার বহন, দন্তমার্জন এবং অগ্নি ও পশু হতে আত্মরক্ষা করা

(১) বহন করা

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্কন্ধের উভয়পার্শ্বে বাঁক বহন করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল— "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন রাজার মুণ্ডবট্টিক (বাহক)"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! স্কন্ধের উভয়পার্শ্বে বাঁক বহন করতে পারবে না। যে বহন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— স্কন্ধের একপার্শ্বে বাঁক, মধ্যবাঁক শিরভার, স্কন্ধভার, কটিভার এবং ঝুলাইভার লয়ে যেতে পারবে।

(২) দন্তমার্জন

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দন্তমার্জন করত না। এ হেতু মুখ দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! দন্তমার্জন না করবার পঞ্চবিধ দোষ আছে। যথা— (১) চক্ষুর অনিষ্ট হয়, (২) মুখে দুর্গন্ধ হয়, (৩) রস সঞ্চারক নাড়ী বিশুদ্ধ হয় না, (৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা অন্নে জড়িত হয় এবং (৫) আহারের রুচি হয় না।

ভিক্ষুগণ দন্তমার্জন করবার পঞ্চবিধ ফল আছে। যথা— (১) চক্ষুর উপকার হয়, (২) মুখে দুর্গন্ধ হয় না, (৩) রস সঞ্চারক নাড়ী বিশুদ্ধ হয়, (৪) পিত্ত ও শ্লেষ্মা অন্ন জড়িত করে না এবং (৫) ভোজনে রুচি হয়।

ভিক্ষুগণ! দন্তমার্জন করবার এ পঞ্চবিধ ফল।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দন্তমার্জন করবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জন করত এবং তৎদ্বারাই শ্রামণেরদেরকে প্রহার করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দন্তকাষ্ঠ দীর্ঘে আট আঙ্গুল প্রমাণ করবে; কিন্তু তৎদ্বারা শ্রামণেরদেরকে প্রহার করতে পারবে না। যে প্রহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় জনৈক ভিক্ষু অতি ক্ষুদ্র দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জন করবার সময় তা কণ্ঠে বিদ্ধ হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অতি ক্ষুদ্র দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জন করবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ক্ষুদ্রের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণবিশিষ্ট দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করবে।

(৩) অগ্নি হতে আত্মরক্ষা

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বন দগ্ধ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যে বন দাহক"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বন দগ্ধ করতে পারবে না। যে দগ্ধ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় বিহার তৃণে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বন দগ্ধ হবার সময় বিহারও দগ্ধ হতেছিল। ভিক্ষুগণ প্রতি–অগ্নি দিতে এবং রক্ষা করতে

সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বন দগ্ধ হবার সময় প্রতি–অগ্নি প্রদান এবং রক্ষামন্ত্র করবে।

(৪) বৃক্ষে আরোহণ করা

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বৃক্ষে আরোহণ করত। বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন মর্কট"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! বৃক্ষে আরোহণ করতে পারবে না। যে আরোহণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদ হতে শ্রাবস্তী যাবার সময় রাস্তার মধ্যে একটি হস্তী উপস্থিত হল। তখন তিনি দৌড়ে বৃক্ষমূলে গমন করলেন। কিন্তু ভিক্ষু সঙ্কোচবশতঃ বৃক্ষে আরোহণ করলেন না। সে হস্তী অন্যদিকে চলে গেল। সে ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গিয়ে এ বিষয় ভিক্ষুগণকে জ্ঞাপন করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রয়োজন হলে পুরুষপ্রমাণ এবং বিপদের সময় ইচ্ছানুসারে বৃক্ষে আরোহণ করবে।

(১) স্ব স্ব ভাষায় বুদ্ধবচন

সে সময় যমেড় ও কেকুট নামক ব্রাহ্মণজাতীয় মিষ্টভাষী এবং মিষ্টস্বরবিশিষ্ট দুই সহায় ভিক্ষু ছিলেন। তারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে তাঁরা ভগবানকে বললেন,– প্রভো! এখন নানা নামের, নানা গোত্রের, নানা জাতির, নানা কুলের প্রব্রজিত ভিক্ষুগণ স্বকীয় ভাষায় (মাগধী ভাষায়) বুদ্ধবচন দূষিত করতেছেন।

অতএব প্রভো! বুদ্ধবচন আমরা ছন্দে আরোপিত করব।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করলেন। ... মোঘপুরুষ! কেন তোমরা বলছ– আমরা বুদ্ধবচন ছন্দে আরোপিত করব? তোমাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উথাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! বুদ্ধবচন ছন্দে আরোপন করতে পারবে না। যে আরোপন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্বীয় ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করবে।

(২) অযথার্থ বিদ্যা শিক্ষা না করা

(১) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা লোকায়ত (সামুদ্রিক বিদ্যাদি) শিক্ষা করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন। "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! লোকয়তে সারদর্শী ব্যক্তি এ ধর্ম–বিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্য লাভ করতে পারবে কি? না প্রভো! পারবে না। এ ধর্ম–বিনয়ে সারদর্শী ব্যক্তি লোকায়তে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বৈপুল্য লাভ করতে পারবে কি? না প্রভো! পারবে না। ভিক্ষুগণ! লোকায়ত শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা লোকায়ত শিক্ষা দিচ্ছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! লোকায়ত শিক্ষা দিতে পারবে না। যে শিক্ষা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তির্যক সম্বন্ধীয় বিষয় শিক্ষা

করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

তির্যক বিষয়ক শিক্ষা করতে পারবে না। যে শিক্ষা করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তির্যক বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! তির্যক সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দিবে না। যে শিক্ষা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৩) হাঁচি আদি সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা

(১) সে সময় ভগবান বৃহৎ পরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করবার সময় হাঁচি ত্যাগ করলেন। ভিক্ষুগণ প্রভো ভগবান জীবিত থাকুন, সুগত জীবিত থাকুন, বলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করলেন, সে শব্দে ধর্মকথার বিঘ্ন হল। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! হাঁচি ত্যাগ করবার সময় জীবিত থাকুন, বললে তজ্জন্য জীবিত থাকবে কি, মৃত্যু হবে না? ভিক্ষুগণ! হাঁচি ত্যাগ করবার সময় জীবিত থাক বলতে পারবে না। যে বলবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় জনসাধারণ ভিক্ষুগণ হাঁচি ত্যাগ করবার সময় প্রভো! জীবিত থাকুন বলত; কিন্তু ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করতে লাগল,– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রভো জীবিত থাকুন বললে আলাপ করে না?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! গৃহীগণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এ হেতু আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গৃহীগণ প্রভো জীবিত থাকুন বললে, চিরজীবি হও বলবে।

(৪) রসুন খাওয়া নিষেধ

(১) সে সময় ভগবান বৃহৎ পরিষদের মধ্যে বসে ধর্মদেশনা করতেছিল। জনৈক ভিক্ষু রসুন খাচ্ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের ক্লেশ না হোক, এ ভেবে একান্তে উপবেশন করলেন। ভগবান তাঁকে একান্তে

উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন ঐ ভিক্ষু একান্তে উপবিষ্ট রয়েছ? প্রভো! তিনি রসুন খেয়েছেন। তিনি ভিক্ষুগণের ক্লেশ না হোক, এ ভেবে একান্তে উপবিষ্ট হয়েছেন। ভিক্ষুগণ তা কি খাওয়া উচিত, যা খেলে এরূপ পরিষদের বাইরে থাকতে হয়? না প্রভো! ভিক্ষুগণ রসুন খেতে পারবে না। যে খাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) সে সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্রের পেটে বেদনা হয়েছিল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে বললেন,– বন্ধু শারীপুত্র! পূর্বে আপনার পেটের বেদনা কিসের দ্বারা আরোগ্য হত? বন্ধো! রসুনের দ্বারা আরোগ্য হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগ হলে রসুন খেতে পারবে।

প্রস্রাবখানা, পায়খানা, বৃক্ষরোপণ, বাসন, চৌকি আদি সামগ্রী

(১) প্রস্রাবখানা

(১) সে সময় ভিক্ষুগণ আরামে যেখানে সেখানে প্রস্রাব ত্যাগ করতেন। আরাম কলুষিত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একান্তে প্রস্রাব করবে।

(২) আরাম দুর্গন্ধ হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কুম্ভে প্রস্রাব করবে।

(৩) কষ্টে বসে প্রস্রাব করতেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রস্রাবপাদুকা ব্যবহার করবে।

(৪) প্রস্রাবপাদুকা খোলা থাকত। ভিক্ষুগণ প্রস্রাব করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিম্বা কাষ্ঠপ্রাচীর দ্বারা ঘেরা দিবে।

(৫) প্রস্রাবকুম্ভ অনাবৃত থাকায় দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ঢাকনা দিবে।

(২) পায়খানা

(১) সে সময় ভিক্ষুগণ আরামের যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করতেন। আরাম কলুষিত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একান্তে মল ত্যাগ করবে।

(২) আরাম দুর্গন্ধ হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কূপে মল ত্যাগ করবে।

(৩) মলকূপের পাড় ভাঙতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দ্বারা ‘চয়’ প্রস্তুত করবে।

(৪) মলকূপ নীচু ভূমিতে হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মেঝে উচ্চ করবে।

(৫) ‘চয়’ পড়তে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা ‘চয়’ প্রস্তুত করবে।

(৬) আরোহণ করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

(৭) আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

(৮) ভিতরে বসে মল ত্যাগ করবার সময় পতিত হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কিছু বিস্তারিত করে মধ্যে ছিদ্র করে মল ত্যাগ করবে।

(৯) কষ্টে বসে মল ত্যাগ করতে হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মলপাদুকা ব্যবহার করবে।

(১০) বাইরে প্রস্রাব করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রস্রাবদ্রোণি ব্যবহার করবে।

(১১) অবলেখন (মুছবার) কাষ্ঠ ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলেখনকাষ্ঠ রাখবে।

(১২) অবলেখনকাষ্ঠ রাখবার আধার ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অবলেখনকাষ্ঠ রাখবার আধার স্থাপন করবে।

(১৩) মলকূপ অনাবৃত থাকায় দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ঢাকনা দিবে।

(১৪) খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করবার সময় শীতোষ্ণে পীড়িত হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মলকুটি (পায়খানা) প্রস্তুত করবে।

(১৫) মলকুটির কপাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কপাট, পিট্ঠসঙ্ঘাট (চৌকি কাঠের উভয়পার্শ্বস্থ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড) উদুক্খলিক (কপাট বাঁধবার নিম্নের খিল), উত্তরপাসক (চৌকাঠের অর্ধস্থ ও উর্ধস্থ কাষ্ঠদণ্ড), অগ্গলবট্টিক (গোলাকার অর্গল), কপিশীর্ষক, ঘটিক (কবাট বাঁধবার মধ্যে দীর্ঘদণ্ড), সূচিক (কবাট বাঁধবার ক্ষুদ্রদণ্ড বিশেষ), তালচ্ছিদ্দ (তালা), আবিঞ্জনছিদ্দ (কবাটে রজ্জু বাঁধবার ছিদ্র) আবিঞ্জনরজ্জু (কবাট খুলে রাখবার বন্ধনরজ্জু) দিবে।

(১৬) মলকুটিতে তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত ও 'পঞ্চপটিক' অঙ্কিত করবে এবং চীবর রাখবার বংশদণ্ড ও রজ্জু বেঁধে দিবে।

(১৭) সে সময় জনৈক ভিক্ষু মল ত্যাগ করে উঠবার সময় দুর্বলতাবশতঃ পড়ে গেলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রজ্জু বা দণ্ড অবলম্বন করবে।

(১৮) মলকুটি ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা

ঘেরা দিবে।

(১৯) প্রকোষ্ঠ ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করবে।

(২০) প্রকোষ্ঠের কবাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কবাট, পিট্‌ঠসঙ্ঘাট, উদুক্‌খলিক, উত্তরপাসক, অগ্গলবট্টিক, কপিসীসক, সূচিক, ঘটিকা, তালা, আবিঞ্জনছিদ্দ, আবিঞ্জনরজ্জু দিবে।

(২১) প্রকোষ্ঠে তৃণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ ও গৈরিক রঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত, ‘পঞ্চপটিক’ অঙ্কিত করবে।

(২২) পরিবেণে (পায়খানার উঠানে) কর্দম হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রস্তরকণিকা (মরুম্ব) ছড়ায়ে দিবে।

(২৩) কুলাল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করবে।

(২৪) জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জল নির্গমনের নালা দিবে।

(২৫) আচমনকুম্ভ ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আচমনকুম্ভ রাখবে।

(২৬) আচমন করবার পাত্র (সরাবক) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— আচমনপাদুকা ব্যবহার করবে।

(২৭) আচমনপাদুকা খোলা ছিল। ভিক্ষুগণ আচমন করতে লজ্জাবোধ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ইষ্টক, শিলা অথবা কাষ্ঠ দ্বারা প্রাকার দিবে।

(২৮) আচমনকুম্ভ অনাবৃত থাকায় তাতে তৃণচূর্ণ পড়ত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ঢাকনা দিবে।

(৩) বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা এরূপ অনাচার করতেছিল, ফুলগাছ (মালাবচ্ছৎ) রোপণ করতেছিল, করাতেছিল, জল সিঞ্চন করতেছিল, করাতেছিল, চয়ন করতেছিল, করাতেছিল, গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল, একদিকে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল, উভয়দিকে বৃন্তযুক্ত মালা গাঁথতেছিল, গাঁথাতেছিল, মঞ্জরিক (মালার নাম) করতেছিল, করাতেছিল। বিধূনিক করতেছিল, করাতেছিল, [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! বিবিধ অনাচার আচরণ করতে পারবে না। যে আচরণ করবে, তার উপর ধর্মানুসারে অপরাধ আরোপ করতে হবে।

(৪) লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃৎভাণ্ড

সে সময় আয়ুষ্মান উরুবেল কাশ্যপ প্রব্রজিত হবার পর সঙ্ঘ বহু লৌহ, কাষ্ঠ এবং মৃৎপাত্র পেয়েছিলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল,— ভগবান লৌহভাণ্ড ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? দেননি? কাষ্ঠভাণ্ড ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? দেননি? মৃৎভাণ্ড

ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি, দেননি? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— প্রহরণ (অস্ত্র) ব্যতীত সর্বপ্রকার লৌহভাণ্ড, আসন্দী (চেয়ার), পালঙ্ক, কাষ্ঠপাত্র ; কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম্) ব্যতীত সর্বপ্রকার কাষ্ঠভাণ্ড এবং কতক টুকরি ও মাটির গৃহ ব্যতীত সর্বপ্রকার মৃৎভাণ্ড ব্যবহার করতে পারবে।

স্মারক গাথা

বৃক্ষে, স্তম্ভে, কক্ষে আর অস্থান, সুগন্ধি চূর্ণেতে;
প্রবেশে, স্নানাগারে, ভোজনে, বার্ধক্যে আর প্রসারিত চামচে।
উঁইয়ের ঢিবি, কোমরবন্ধে, কণ্ঠে সূতো না ধরিবে;
কটি সূতোয়, কণ্ঠিহারে, হাতের চুরি আংটিতে।
দীর্ঘ চিরুনী, ফনা হস্তে, প্ররিস্রাবণ জলের থলে;
আয়নাতে পত্রবর্ণে আর মদ্রচূর্ণের লেপনে।
চুরিতে, অঙ্গাসজ্জায়, মুখসজ্জায় উভয়ে;
চক্ষুরোগে, গিরিমেলায়, আয়তনে, সরবাহিরে।
অম্বপেসি সকলে, অচ্ছিন্দি আর চন্দনে;
উচ্চাবচা পত্রমূলে, সুবর্ণে উজ্জ্বলমুক্তাতে।
জীর্ণে বস্ত্রের দুর্গন্ধে, গ্রীষ্মে ভেদি মিড়্‌টিতে;
পরিভাণ্ড, তৃণে, বস্ত্রে, মালা আর কুণ্ডলিতে।
স্থবিকায়, অংশ রন্ধে, তথা বন্ধনী সূতোতে;
খিলে, মঞ্চে, পীঠে, অংকে, ছাতায়, প্রণামে।
তুম্ব, ঘটি ছবশিরে, চলকে প্রতিগ্রহে;
রিপ্‌ফলি দণ্ড সুবর্ণে, পাত্র পেসি আর নালিকে।
কিন্নসুত্তে সরিতে আর মধুছিটে সিপাটকে;

বিকণ্নে বন্ধিবিসমে আর ছ মাজিরপহোতে।
কলিম্ভং, মোঘসূত্রে, অধোতলে বালিশে;
অংগুলে প্রতিগ্রহে বিথকে স্থবিকাবন্ধনে।
আকাশতলে নীচুমেঝে, চৌকি আর কষ্টেতে;
প্রলেপে তৃণচূর্ণে, ভেতর বাহির লেপনে।
শ্বেত-কালো বর্ণেতে, পরিকর্ম গৈরিকে;
মালাকর্ম, লতাকর্ম, মকরদন্ত পাটিতে।
চীবর বংশ, রজ্জুতে, অনুমোদন বিনায়কে;
নিন্দা করে গেলেন চলে, কঠিনের ভঙ্গোতে।
বেণীবর্ত, খুঁটিতে, পাত্রলয়ে যায়রে চলে;
স্থবিকা, বন্ধনী সূতোয়, বন্ধন করে বালিশে।
বালিশ-স্থবিকা আর অসংবন্ধ সূতোতে;
পথের মাঝে কম্পিয় জলে, পরিস্রাবণ বস্ত্রেতে।
ধর্মকৃত্যে দুইভিক্ষু, মুণি আগত বৈশালীতে;
দন্ড পরিস্রাবণেতে, অনুমোদন পরিস্রাবণে।
মশকের বৃদ্ধিতে, ভবরোগে জীবিতে;
চংক্রমণ, অগ্নিশালে, উচু-নীচু মেঝেতে।
তিন চৌকিতে, কষ্টে বাসে, সোপানলম্বন বেদীতে;
আকাশতলে তৃণচূর্ণে, ভেতর বাইরে লেপনে।
শ্বেতকালো বর্ণেতে, পরিকর্ম গৈরিকে;
মালাকর্ম, লতাকর্ম, মকরদন্ত পাটিতে।
বংশ, চীবর রজ্জু আর ভূমি ভাগ উচু করে;
চৌকি, সোপান বাহনে আর কবাট, চেয়ার সংঘাটে।
উদক্খলুত্তর পাসকে, পাকানো কপিশিরে;
সূচি, ঘটি, তালাচ্ছিদ্রে, বেণীবিহীন রজ্জুতে।

মণ্ডলে, ধূমনেত্রে, মধ্যে আর মুখে মৃত্তিকা;
দ্রোণী, দুর্গন্ধে, দহনে, উদক স্থানে, শ্রাবকে।
নহে ঘর্মে আর কর্দমে, ধোবন, নর্দমাদি করে;
চেয়ার, বালিশ কর্মেতে, মারুম্ব শীলা নর্দমাতে।
নগ্ন, ছায়ায় বসবাসে, আচ্ছাদন তিন সেখানে;
জলপানে ভাঙলে নীচে বাহুতে কায়বন্ধনে।
তুলা কাটার চক্রেতে, বহু ভাজন ভঙ্গোতে;
লৌহ, কাষ্ট, চর্মখণ্ডে শালা তৃণে পিদানিতে।
দ্রোণী, খাদে, প্রাকারে, কর্দম আর নর্দমে;
শীতিগত, পুষ্করণী, প্রাচীনে আর নিল্লিখে।
চারিমাসে, শয়নে আর বস্ত্রখণ্ডে, অদর্শনে;
অসিত্তকে, মলোরিকে, ভোজনে, তুবট্রেতে।
বন্ধো বোধি নহে নিষ্ক্রমে, ঘটে কৃত সমার্জনী;
সৎকারে, কৃতচিহ্নে, ফেনাতে, পাদ ঘর্ষণে।
ব্যঞ্জনীতে তালপাত্রে, মশক তাড়ায় চামরে;
ছত্র বিনা বিহারে, তিন শিক্ষায় সম্মতে।
লোমসিখা, দীর্ঘ নখে, ছিন্ন আঙ্গুলীর দুঃখে;
সলোহিত প্রমাণেতে, বিশ প্রকার দীর্ঘ কেশে।
খুর, শীল, সিপাটকে, বস্ত্রখণ্ডে, খুর ভাণ্ডেতে;
মরণ জীবন, বৃদ্ধিতে, গোলোম, চারি অশ্বেতে।
পরিমুখে, অড্ডদুকে আর দাঁতাল, বিঘ্নে সংহারে;
ব্যাধিতে, কত্তরিব্রণে, দীর্ঘকালীন সেবাতে।
পক্কচুলে, থাকেতে উচ্চে, লৌহ দ্রব্যাদি একসাথে;
হাঁঠু বুকে পট্টি বন্ধনে, বটের শলাকা বন্ধনে।
পেষণ যন্ত্রে দেড্ডুক সর্পে, মূরজে আর মন্দবীনকে;

পট্রিতে শুকরতেলে, দশবিধ মূরজ বেণীকে।
অন্তে শোভন গুণেতে আর পবনন্তে ধ্বংসেতে;
গণ্ঠীতে উচ্চবাচ্যেতে ফলকান্তের প্লাবণে।
গৃহী বসন, হস্তী শৌন্ড, মৎস্য চারি কোণাতে;
তালমূল, সতবলী, গৃহীবস্ত্র পারূপণে;
গোল আঘাতে, দ্বিমুখী দণ্ডে, দন্ত কাষ্ঠে আকোটনে;
কণ্ঠে বিলম্বিত প্রদত্তে, পটাগ্নি বৃক্ষহস্তীতে।
রাত্রিযামে, লোকয়তে, পরিপূর্ণ বাক্যেতে;
বাজে কথায়, বাজে বিদ্যায়, নিক্ষিপ্ত হয় মঙ্গালে।
বাতরোগে, দূষিতে, দুর্গন্ধে, পাদুকার দুঃখে;
লজ্জাতে পারুদুর্গন্ধে, তখন তখন করতে হবে।
দুর্গন্ধ কূপের রজ্জুছিঁড়ে, উঁচু মেঝে চয়নে;
সোপানলম্বন আবহ অন্তে, পাদুকায় কষ্টেতে।
বর্হিদ্রোণী কাষ্ঠেতে, চেয়ারে আবরণে;
মলকুঠি কবাটে, চেয়ারে আর সঙ্ঘাটে;
উদুক্খলের মাশুলে, কপিশিরের বেষ্টনে;
সূচি ঘটি, তালার ছিদ্রে, আবিঞ্ছনের ছিদ্রেতে।
রজ্জুতে, ভেতর বাইরে লেপনে, শ্বেত–কালো বর্ণেতে;
মালাকর্ম, লতাকর্ম, বানরের পঞ্চ পাটিতে।
চীবর বংশ রজ্জুতে, জ্বরা–দুর্বল প্রাচীরে;
প্রকোষ্টেতে তথৈবচ, মারুম্ব প্রদর শীলে।
নর্মদার সন্নিকটে, কুম্ভ আর সরাইতে;
দুঃখ, লজ্জা নিবারণে সদাচার অনাচারে।
লৌহভান্ড অনুমোদনে, স্থাপনে, প্রহারণে;
স্থাপনে সন্ধিন পল্লঙ্কে, পাদুকা, কাষ্ঠপাত্রে।

সকল কাষ্ঠময় ভাণ্ডে, মহামুণির অনুজ্ঞাতে;
কৃত হয় কুম্ভকারে, স্থাপনে তথাগতে।
সকল মৃত্তিকা ভাণ্ডে, অনুজ্ঞাতে অনুকম্পাতে;
যাহার বথুতে নির্দেশ, যদি হয় সমান অগ্রে।
তাহার সংক্ষিপ্ত উদানে, ন্যায়তঃ তা জ্ঞাতসারে;
এমনই সহস্র বথু, বিনয়ের ক্ষুদ্র বথুতে।
সদ্ধর্মের স্থিতি কল্পে, শ্রদ্ধাবানের অনুগ্রহে;
সুশিক্ষিত বিনয়ধরে, হিতচিত্তে ভদ্রগণে।
প্রদীপ্ত করণে বিজ্ঞে, বহুশ্রুতে পূজাতে।

ক্ষুদ্রবস্তু–স্কন্ধ সমাপ্ত

(৬) শয়ন আসন–স্কন্ধ

১। প্রথম ভণিতা

বিহার ও তার সামগ্রী

[স্থান– রাজগৃহ]

(১) রাজগৃহশ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার প্রস্তুত

(১) সে সময় বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তখন পর্যন্ত ভগবান ভিক্ষুগণের শয়নাসন (বাসস্থান) নির্দিষ্ট করে দেননি। ভিক্ষুগণ যেখানে সেখানে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উন্মুক্ত ময়দানে এবং পলালপুঞ্জে (তৃণস্তুপে) অবস্থান করত। তাঁরা সকলেই সে সে স্থান অরণ্য বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উন্মুক্ত ময়দানে এবং পলালপুঞ্জ হতে ভদ্রোচিৎ গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, অঙ্গাসঙ্কোচন, প্রসারণ করে চক্ষুদৃষ্টি নিম্ন রেখে দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গিযুক্ত হয়ে বের হতেন। তখন রাজগৃহশ্রেষ্ঠী প্রত্যুষে উদ্যানে আগমন করলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী পূর্বাহ্নে সে ভিক্ষুগণকে অরণ্যবৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপথে, উন্মুক্ত ময়দানে এবং পলালপুঞ্জ হতে ভদ্রোচিৎ গমনাগমন, অবলোকন, বিলোকন, অঙ্গাসঙ্কোচন, প্রসারণ করে চক্ষুদৃষ্টি নিম্ন রেখে দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গিযুক্ত হয়ে বের হতে দেখলেন। দেখে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হল। অতঃপর রাজগৃহশ্রেষ্ঠী সে ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বললেন– প্রভো! যদি আমি বিহার প্রস্তুত করি, তাহলে আমার বিহারে আপনারা বাস করবেন কি? গৃহপতি! ভগবান বিহারের বিধান প্রদান করেননি। প্রভো! তাহলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন। তা করব, গৃহপতি! এ বলে সে ভিক্ষুগণ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন

করলেন। একান্তে উপবেশন করে সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন– প্রভো! রাজগৃহশ্রেষ্ঠী বিহার প্রস্তুত করাতে ইচ্ছা করেছেন। এখন কি করতে হবে? তখন ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চবিধ লেন (বাসস্থান)– (১) বিহার, (২) অর্ধযোগ, (৩) প্রাসাদ, (৪) হর্ম ও (৫) গুহা ভিক্ষুরা গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারবে।

অতঃপর সে ভিক্ষুগণ রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে রাজগৃহশ্রেষ্ঠীকে বললেন–

গৃহপতি! ভগবান বিহারের বিধান দিয়েছেন। অতএব এখন আপনি যা উচিত মনে করেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী একদিনেই ষাটখানা বিহার প্রস্তুত করালেন। তিনি বিহার প্রস্তুত করায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে রাজগৃহশ্রেষ্ঠী ভগবানকে বললেন–

প্রভো! ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকল্যের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌন থেকে সম্মতি প্রদান করলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী ভগবানের সম্মতি জেনে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর রাজগৃহশ্রেষ্ঠী সে রাত্রি শেষে উত্তম খাদ্য–ভোজ্য প্রস্তুত করায়ে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করালেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে। আহার্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করে পাত্র–চীবর লয়ে রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রস্তুত আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপবেশন করলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য–ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করলেন এবং আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত তুলে লবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে রাজগৃহশ্রেষ্ঠী ভগবানকে বললেন।

(২) আগত এবং অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে শ্রেষ্ঠী কর্তৃক বিহার দান

প্রভো! পুণ্যার্থী এবং স্বর্গার্থী হয়ে আমি এ ষাটখানা (৬০) বিহার প্রস্তুত করেছি, এখন সে বিহার আমাকে কি করতে হবে? গৃহপতি! তাহলে আপনি এ ষাটখানা বিহার চতুর্দিক হতে আগত এবং অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করুন। তাই করব প্রভু।

এ বলে রাজগৃহশ্রেষ্ঠী ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে সে ষাটখানা বিহার চতুর্দিক হতে আগত এবং অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করলেন। তখন ভগবান রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর দান এ গাথা দ্বারা অনুমোদন করলেন।

রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর বিহার দান অনুমোদন গাথা

শীত–উষ্ণ, হিংস্রপশু–সরীসৃপ মশক,
শিশির, বৃষ্টি ঘোর ঝঞ্ঝা আর বায়ু–তাপ।
প্রতিহত করা তরে এ সব উপদ্রব,
ধ্যান–বিদর্শন আশ্রয়ে সুখ অনুভব।
সঙ্ঘকে বিহার দান বলেন বুদ্ধগণ,
অগ্র এটা শ্রেষ্ঠ এটা জান হে ধীমান।
সেহেতু পণ্ডিত সুজন উত্তম দেখে,
বহুশ্রুতের বাস তরে বিহার তৈয়ার করে।
অন্ন–পান, ব্যবহার্য বস্ত্র আর শয়নাসন,
সরল প্রসন্নচিত্তে করে তারা দান।
সর্বদুঃখ হর ধর্মদেশনা তাতে হয়,
আসবক্ষয়ে পরিনির্বাণ এতে নিশ্চয়।

ভগবান রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর দান এ গাথা দ্বারা অনুমোদন করে আসন হতে উঠেছিলেন।

জনসাধারণ শুনতে পেল। ভগবান বিহারের (বাসস্থানের) বিধান দিয়েছেন। তখন তারা উত্তমরূপে বিহার প্রস্তুত করাতে লাগল। সে

বিহারসমূহে কবাট ছিল না। অহি, বৃশ্চিক, শতপদী প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

(৩) কবাট ও কবাটের সামগ্রী

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কবাট দিবে। ভিত্তিতে ছিদ্র করে লতা ও রজ্জু দ্বারা কবাট বাঁধতে লাগল। তা (লতা ও রজ্জু) ইঁন্দুর ও উইয়ে কেটে ফেলায় কবাট পড়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পিট্‌ঠসঙ্ঘাট, উদুক্‌খলিক এবং উত্তরপাসক দিবে।

কবাট খোলা যেত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আবিঞ্জনছিদ্র এবং আবিঞ্জনরজ্জু দিবে।

কবাট বন্ধ হচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অর্গলবর্তি, কপিশীর্ষ, সূচিক এবং ঘটিক লাগাবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ কবাট বন্ধ করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তালার ছিদ্র, লৌহার তালা, কাষ্ঠের তালা এবং বিষাণের তালা– এ ত্রিবিধ তালা লাগাবে।

যে কেহ খুলে প্রবেশ করতে থাকায় বিহার অরক্ষিত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তালা ও চাবি ব্যবহার করবে।

সে সময় বিহার তৃণাচ্ছাদিত হওয়ায় শীতকালে শীতল এবং উষ্ণকালে উষ্ণ হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে।

(৪) বাতায়ন

সে সময় বিহারে বাতায়ন ছিল না। এ হেতু অন্ধকার এবং দুর্গন্ধ হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ বাতায়ন– বেদিকাবাতায়ন, জালবাতায়ন এবং শলকবাতায়ন দিবে।

বাতায়নের মধ্যদিয়ে কাড়ক (কালবাদুর) ও চড়ুই প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাতায়নে পর্দা দিবে।

পর্দার মধ্যদিয়ে ও কালবাদুর ও চড়ুই প্রবেশ করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাতায়নকপাট ও বাতায়নবৃষি (চিক) দিবে।

(৫) মঞ্চ ও চৌকি আদি

সে সময় ভিক্ষুগণ মাটিতে শয়ন করতেন। তাতে দেহ ও চীবর পাংশুলিপ্ত হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তৃণশয্যা ব্যবহার করবে।

তৃণশয্যা ইদুরে ও উঁইয়ে খেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মী (চাটাই) বিছাবে।

চাটাইতে গাত্র বেদনা করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বিশালমঞ্চ (বেত্র, বেণু বা লতা নির্মিত মঞ্চ) ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত মসারক (মোটা তোষক আঁটা) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মোটা তোষক আটা মঞ্চ ব্যবহার করবে।

মোটা তোষক আটা পীঠ (চৌকি) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মোটা তোষক আটা পীঠ ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত চাদর আটা (বন্দিকাবন্ধ) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চাদর আটা মঞ্চ ব্যবহার করবে।

চাদর আটা পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চাদর আটা পীঠ ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত কুলীরপাদক (কুম্ভিরের পদ সদৃশ পদবিশিষ্ট) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কুলীরপাদক মঞ্চ ব্যবহার করবে।

কুলীরপাদক পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কুলীরপাদক পীঠ ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ শ্মশানে পরিত্যক্ত আহচ্চপাদক (অনাবন্ধ পদবিশিষ্ট) মঞ্চ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আহচ্চপাদক মঞ্চ ব্যবহার করবে।

আহচ্চপাদক পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আহচ্চপাদক পীঠ ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ আসন্দি (চতুষ্কোণ) পীঠ পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আসন্দিক ব্যবহার করবে।

উচ্চ আসন্দিক প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উচ্চ আসন্দিক ব্যবহার করবে।

সত্তঙ্গা (কেদারা) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সত্তঙ্গা ব্যবহার করবে।

উচ্চ সত্তঙ্গা প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উচ্চ সত্তঙ্গাও ব্যবহার করবে।

ভদ্রপীঠ (বেতের চৌকি) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভদ্রপীঠ ব্যবহার করবে।

পীঠীকা (কাপড় আঁটা চৌকি) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পীঠীকা ব্যবহার করবে।

এলকপাদক পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এলকপাদক পীঠ ব্যবহার করবে।

আমলকবট্টিক (আমলকী আকারে সংযুক্ত বহু পদবিশিষ্ট) পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আমলক বট্টিকপীঠ ব্যবহার করবে।

ফলক (কাঠের তক্তা) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ফলক ব্যবহার করবে।

কোছ (উশীর বা মুঞ্জতৃণ) প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কোছ ব্যবহার করবে।

পলাল (তৃণে নির্মিত) পীঠ প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পলালপীঠ ব্যবহার করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উচ্চ মঞ্চে শয়ন করতেছিল। জনসাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উচ্চ মঞ্চে শয়ন করতে পারবে না। যে শয়ন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষু নীচ মঞ্চে শয়ন করবার সময় অহিদংশিত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মঞ্চে পটিপদ দিবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা উচ্চ মঞ্চে পটিপদ ব্যবহার করতেছিল। মঞ্চসহ পটিপদ পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উচ্চ মঞ্চে পটিপদ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আট আঙ্গুল প্রমাণ মঞ্চ পটিপদ ব্যবহার করবে।

(৬) সূতা ও বিছানা ইত্যাদি

সে সময় সঙ্ঘ সূতা পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মঞ্চ সূতা দ্বারা বয়ন করবে।

অঙ্গো সূতা জড়ায়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অঙ্গা বিদ্ধ করে অষ্টপদক (শতরঞ্জা) বয়ন করবে।

কাপড় প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চিমিলিকা প্রস্তুত করবে।

তুলা প্রাপ্ত হলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বিজটিত করে উপাধান প্রস্তুত করবে।

তুলা তিন প্রকার– গাছের তুলা, লতার তুলা ও তৃণের তুলা।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অর্ধকায়িক (দেহের অর্ধেক লম্বা) উপাধান ব্যবহার করতেছিলেন। জনসাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অর্ধকায়িক উপাধান ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— সন্তক প্রমাণ উপাধান ব্যবহার করবে।

সে সময় রাজগৃহে গিরিপাদমূলে উৎসব হচ্ছিল। জনসাধারণ অমাত্যগণের জন্য ঊর্ণা, ত্বক, বস্ত্র দ্বারা গদি (তোষক) প্রস্তুত করতেছিল। উৎসব সমাপ্ত হবার পর তারা তা খুলে আস্তরণ (ছবি) লয়ে গেল। ভিক্ষুগণ উৎসব স্থানে বহু ঊর্ণা, ত্বক, তৃণ ও পত্র পরিত্যক্ত দেখে ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— পঞ্চবিধ তোষক, ঊর্ণা, ত্বক, বস্ত্র ও পত্রের তোষক ব্যবহার করবে।

সে সময় সঙ্ঘ শয্যাসনের উপযোগী থান কাপড় (দুস্‌স) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— তৎদ্বারা তোষক প্রস্তুত করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চের তোষক পীঠে বিছাতেছিলেন। পীঠের তোষক মঞ্চে বিছাতেছিলেন। তোষক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— তোষকযুক্ত মঞ্চ ও তোষকযুক্ত পীঠ ব্যবহার করবে।

বিনা আস্তরণে (চিমিলিকা না দিয়ে) বিস্তারিত করায় অধোভাগ দিয়ে পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— আস্তরণ দিয়ে বিছায়ে তোষক মঞ্চের সঙ্গে সেলাই করবে।

আস্তরণ খুলে লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— রঙ ছিটকায়ে দিবে।

তবুও লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ভত্তিকম্ম (To Thead)

দিবে।

তবুও লয়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভত্তিকম্ম পঞ্চাঙ্গুলের ছাপ দিবে।

বিহারের রঙ এবং নানা রকমের গৃহ

(১) ভিত্তির রঙ

সে সময় তীর্থিকগণের শয্যা শ্বেতবর্ণ ছিল। মেঝে কৃষ্ণবর্ণ এবং ভিত্তি গৈরিকবর্ণের ছিল। বহু লোক শয্যা দেখবার জন্য গমন করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

বিহারে শ্বেত, কৃষ্ণ এবং গৈরিকবর্ণের কাজ করবে।

সে সময় কর্কশ ভিত্তিতে শ্বেতরঙ লাগতেছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তুষ দ্বারা হস্তে মার্জন করে সাদারঙ দিবে।

শ্বেতরঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সূক্ষ্ম মাটির দ্বারা হস্তে মার্জন করে সাদারঙ দিবে।

শ্বেতরঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গাছের নির্যাস ও পিষ্টখইল দিবে।

সে সময় কর্কশ ভিত্তিতে গৈরিকরঙ লাগাচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তুষ দ্বারা হস্তে মার্জন করে গৈরিকরঙ দিবে।

গৈরিকরঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– খড়িমিশ্রিত মাটি দ্বারা হস্তে মার্জন করে গৈরিকরঙ দিবে।

গৈরিকরঙ স্থায়ী হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সর্ষপের খইল ও সোম মিশ্রিত করে দিবে।

অতি খচ্‌খচ্‌ হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ন্যাকড়া দ্বারা মুছবে।

সে সময় কর্কশ ভিত্তিতে কালরঙ লাগাচ্ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তুষ দ্বারা হস্তে মার্জন করে কালরঙ দিবে।

কালরঙ লাগতে ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কেঁচোর মাটি দ্বারা হস্তে মার্জন করে কালরঙ দিবে।

কালরঙ লাগল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গাছের নির্যাস ও হরিতকী আদির কষ মিশ্রিত করবে।

(২) ভিত্তিগাত্রে চিত্র

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিহারে স্ত্রী-পুরুষের আদি চিত্র অঙ্কন করতেছিল। জনসাধারণ বিহারে ভ্রমণ করবার সময় তা দেখে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী"। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্ত্রী-পুরুষের চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মালা, লতা, মরকদন্ত ও 'পঞ্চপটিক' অঙ্কন করবে।

(৩) সোপান আদি

সে সময় বিহারের বাস্তু নীচু হওয়ায় জল জমতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাস্তু উচ্চ করবে।

দেয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের দ্বারা দেওয়াল তুলবে।

আরোহণকারীর কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ সোপান ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

(৪) প্রকোষ্ঠ

সে সময় বিহারসমূহ এক অঙ্গানে (উঠানে) ছিল। ভিক্ষুগণ শুতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পর্দা দ্বারা ঘিরবে।

পর্দা তুলে অবলোকন করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অর্ধদেয়াল দিবে।

অর্ধদেয়ালের উপর দিয়ে অবলোকন করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ গর্ভ (প্রকোষ্ঠ) শিবিকাকৃতি গর্ভ (দীর্ঘ–প্রস্থে সমান কামরা) নালিকগর্ভ (দীর্ঘ কামরা) হর্ম্মগর্ভ, (কামরার উপর কামরা) প্রস্তুত করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র বিহারের মধ্যে গর্ভ (কামরা) প্রস্তুত করতেছিল। গমনাগমনের রাস্তা ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ক্ষুদ্র বিহারে একপার্শ্বে এবং বৃহৎ বিহারে মধ্যস্থলে কামরা প্রস্তুত করবে।

সে সময় বিহারের খুঁটি জীর্ণ হতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্বতন্ত্র গাছের খুঁটি গোড়ার সঙ্গে জোড়া দিবে।

বিহারের খুঁটি ভিজতে ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রক্ষার জন্য কুটিক এবং গোবৎসের গোময়ের সঙ্গে ভষ্ম মিশ্রিত মৃত্তিকা দিবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষুর স্কন্ধের উপর তৃণাচ্ছাদন হতে সর্প পতিত হল। তিনি ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ দৌড়ে

এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। বন্ধো! আপনি বিকট চিৎকার করলেন কেন? তখন সে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বিতান দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চের পদের সঙ্গে ও পীঠের পদের সঙ্গে স্থলী ঝুলিয়ে রাখতেন। তা ইদুরে ও উঁইয়ে কাটতে লাগল। ভগবানকে এ বিস্যয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিত্তিখিল এবং নাগদন্তে ঝুলিয়ে রাখবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ মঞ্চে ও পীঠে চীবর রেখে দিতেন। তাতে চীবর ছিঁড়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু ব্যবহার করবে।

(৫) অলিন্দ

সে সময় বিহারে অলিন্দ (বারাণ্ডা) ছিল। অপ্পটিসরণা। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অলিন্দ, পঘন, পকুড্ড এবং ওসরক প্রস্তুত করবে।

অলিন্দ খোলা ছিল। ভিক্ষুগণ শয়ন করতে লজ্জাবোধ করতেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সংসরণকুটিক (চিক) এবং উদ্ঘাটনকুটিক (চিক) ব্যবহার করবে।

(৬) উপস্থানশালা

সে সময় ভিক্ষুগণ খোলা স্থানে ভোজন করবার সময় শীতোষ্ণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উপস্থানশালা প্রস্তুত করবে।

উপস্থান শালার বাস্তু নীচু ছিল। সে হেতু তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাস্তু উচ্চ করবে।

দেওয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের দেয়াল দিবে।

আরোহণ করতে কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ সোপান, ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

উপস্থানশালায় তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিকরঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত ও পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ খোলা জায়গায় মাটিতে চীবর প্রসারিত করতেন। তাতে চীবর পাংশুলিপ্ত হত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– খোলা জায়গায় চীবর প্রসারিত করবার বাঁশ এবং রজ্জু দিবে।

(৭) পানীয়শালা

জল গরম হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পানীয়শালা এবং পানীয়মণ্ডপ প্রস্তুত করবে।

পানীয়শালার বাস্তু নীচু ছিল। সেহেতু তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাস্তু উচ্চ করবে।

দেয়াল পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দেয়াল দিবে।

আরোহণ করবার সময় কষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবিধ সোপান– ইষ্টকের, শিলার কিংবা কাষ্ঠের সোপান দিবে।

আরোহণ করবার সময় পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

পানীয়শালার তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকার করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কাল, গৈরিকরঙ দিবে। মালা, লতা, মরকদন্ত ও পঞ্চপটিক চিত্রিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ ও রজ্জু দিবে।

পানীয়পাত্র ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পানীয়শঙ্খ (গ্লাস) এবং মাটির পাত্র (সরাব) ব্যবহার করবে।

(৮) বিহার

সে সময় বিহারে ঘেরা ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের প্রাকার দিয়ে ঘেরা দিবে।

কোষ্ঠক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কোষ্ঠক প্রস্তুত করবে।

কোষ্ঠকের বাস্তু নীচু ছিল। সে হেতু জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাস্তু উচ্চ করবে।

কোষ্ঠকের কপাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কপাট, পিট্ঠসঙ্ঘাট, উদুক্খলিক, উত্তরপাসক অগ্গলবট্টিক, কপিসীসক, সূচিক, ঘটিক, তালচ্ছিদ্দ, আবিঞ্জনছিদ্দ এবং আবিঞ্জনরজ্জু দিবে।

কোষ্ঠকে তৃণচূর্ণ পড়তে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিকরঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত এবং পঞ্চপটিক চিত্রিত করবে।

(৯) পরিবেণ

সে সময় পরিবেণের অঙ্গানে কর্দম হতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কাঁকর (মরুম্ব) ছড়িয়ে দিবে।

কাঁকরে ঠিক হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিলা (পদরসিলৎ) নিক্ষেপ করবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, পয় নিঃসরণের প্রণালী দিবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ পরিবেণের যেখানে সেখানে অগ্নি জ্বালাতেছিলেন। পরিবেণ অপরিস্কার হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একপার্শ্বে অগ্নিশালা প্রস্তুত করবে।

অগ্নিশালার নীচু হওয়ায় তাতে জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বাস্তু উচ্চ করবে।

দেয়াল পড়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠ দ্বারা দেয়াল প্রস্তুত করবে।

আরোহণ করতে কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ইষ্টক, শিলা কিংবা কাষ্ঠের দ্বারা সোপান দিবে।

আরোহণ করতে পড়ে যেতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আলম্বনবাহু দিবে।

অগ্নিশালার কপাট ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কপাট, পিট্‌ঠসঙ্ঘাট, উদুক্‌খলিক, উত্তরপাসক, অগ্গলবট্টি, কপিশীসক, সূচিক, ঘটিক, তালচ্ছিদ্দ, আবিঞ্জনছিদ্দ, আবিঞ্জনরজ্জু দিবে।

অগ্নিশালায় তৃর্ণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিকরঙ দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত, পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে। চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু দিবে।

(১০) আরাম

সে সময় আরাম ঘেরা ছিল না। অজ ও গরু প্রবেশ করে রোপিত বৃক্ষাদি অনিষ্ট করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তিন প্রকার ঘেরা– বাঁশ, কণ্ঠক কিংবা পরিখা খান করে ঘেরা দিবে।

কোষ্ঠক না থাকায় পূর্ববৎ ছাগল ও গরু প্রবেশ করে রোপিত বৃক্ষাদির অনিষ্ট করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, কোষ্ঠক, আপেসি, জোড়াকপাট, তোরণ এবং পলিঘ দিবে।

কোষ্ঠকে তৃর্ণচূর্ণ পড়তেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গম্বুজাকৃতি করে ভিতরে বাইরে লেপন করবে। শ্বেত, কৃষ্ণ, গৈরিক রং দিবে। মালা, লতা, মকরদন্ত ও পঞ্চপটিক অঙ্কিত করবে।

আরামে কর্দম হতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কাঁকর ছাড়িয়ে দিবে।

ঠিক হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিলা নিক্ষেপ করবে।

জল জমতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পয়ঃপ্রণালী দিবে।

(১১) প্রাসাদের ছাদন

সে সময় মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে চূণ ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করা প্রাসাদ প্রস্তুত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। ভগবান ছাদের অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি, দেননি? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চবিধ ছাদন– ইষ্টকের ছাদন, শিলার ছাদন, চূণার (সুধার) ছাদন, তৃণের ছাদন এবং পত্রের ছাদন দিবে।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

২। দ্বিতীয় ভণিতা

অনাথপিন্ডদের দীক্ষা, নবকর্ম (নূতন গৃহ প্রস্তুত করা) অগ্রাসন ও অগ্রপিন্ডদের যোগ্য লোক, তিত্তির জাতক, জেতবন গ্রহণ

(১) অনাথপিন্ডদের দীক্ষা

সে সময় অনাথপিন্ডদ গৃহপতি রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর ভগ্নিপতি ছিলেন। কোন একটা কার্যোপলক্ষে অনাথপিন্ডদ গৃহপতি রাজগৃহে আগমন করেছিলেন। সে সময় রাজগৃহশ্রেষ্ঠী আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ

ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করলেন, ভণে! প্রত্যুষেই উঠে যবাগূ পাক করবে। ভাত পাক করবে। সূপ প্রস্তুত করবে। কাঁজি (উত্তরিভঙ্গা) প্রস্তুত করবে।

তখন অনাথণ্ডিদ গৃহপতির এ চিন্তা উদয় হল। এ গৃহপতি পূর্বে আমি আসলে সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে আমারই সাথে প্রীত্যালাপ করতেন। কিন্তু এখন তিনি ব্যস্তভাবে দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করতেছেন। ভণে, প্রত্যুষে উঠে যবাগূ পাক কর, ভাত পাক কর, সূপ পাক কর, কাঁজি প্রস্তুত কর। এ গৃহপতির বাড়িতে কি আবাহ, বিবাহ, মহাযজ্ঞ হবে কিংবা মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্যসামন্ত সহ আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন? অতঃপর রাজগৃহশ্রেষ্ঠী দাস কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়ে অনাথপিন্ডদ গৃহপতির নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অনাথপিন্ডদ গৃহপতির সাথে প্রীত্যালাপ করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজগৃহশ্রেষ্ঠীকে অনাথপিন্ডদ গৃহপতি বললেন– গৃহপতি! পূর্বে আমি আসলে আপনি সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে আমার সাথেই প্রীত্যালাপ করতেন। কিন্তু এখন আপনি ব্যস্ত হয়ে দাস ও কর্মচারীদিগকে আদেশ করতেছেন। ভণে প্রত্যুষে উঠে যবাগূ পাক কর, ভাত পাক কর, সূপ প্রস্তুত কর, কাঁজি প্রস্তুত কর। গৃহপতি! আপনার বাড়িতে কি আবাহ হবে; না বিবাহ হবে? অথবা, মহাযজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে, না মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার সৈন্যসামন্ত সহ আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন?

গৃহপতি! আমার বাড়িতে আবাহ বা বিবাহ হবে না অথবা মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার ও সৈন্যসামন্ত সহ আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হননি, কিন্তু আমার বাড়িতে যজ্ঞ উপস্থিত হয়েছে, আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হ্যাঁ আমি বুদ্ধ বলে বললাম। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হ্যাঁ বুদ্ধ বললাম। গৃহপতি! আপনি কি বুদ্ধ বললেন? গৃহপতি হ্যাঁ বুদ্ধ বলে বললাম। গৃহপতি! এ শব্দ ও জগতে দুর্লভ। গৃহপতি! এ সময় সে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন

করবার জন্য উপস্থিত হতে পারি কি?

গৃহপতি! সে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্য উপস্থিত হবার সময় নয়। আগামীকাল সে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ দর্শন করবার জন্য উপস্থিত হবেন।

তখন অনাথপিন্ডদ গৃহপতি আগামীকাল সে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শনার্থ যাব– এ বুদ্ধবিষয়ক স্মৃতি মনে লয়ে শয়ন করলেন। প্রভাত হয়েছে মনে করে তিনবার শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। অতঃপর অনাথপিন্ডদ গৃহপতি শিবদ্বারে উপস্থিত হলেন, অমনুষ্যগণ (দেবতাদি) দ্বার বিবৃত করে দিলেন। অনাথপিন্ডদ গৃহপতি নগর হতে বের হবার পর আলোক অন্তর্হিত হল, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হল। তাতে তার ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হল। সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করলেন। তখন শিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে শব্দ শ্রবণ করালেন। শত হস্তী শব্দ শ্রবণ করালেন–

শতহস্তী, শতঅশ্ব, অশ্বতরী রথ;
শত–সহস্র কন্যা আর শ্রেষ্ঠতর মণিকুন্ডল।
ষোড়াংশ সম না হয় পুণ্য;
বিহার প্রতি নিক্ষেপে একপদ।
অগ্রসর হও গৃহপতি! অগ্রসরে হও অপ্রমত্ত;
অগ্রসর হওয়াই তব শ্রেয়; নহে শ্রেয় নিবৃত্ত।

গৃহপতি অগ্রসর হও, গৃহপতি অগ্রসর হও, অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়স্কর; প্রত্যাবর্তন নয়।

তখন অনাথপিন্ডদ গৃহপতির অন্ধকার অন্তর্হিত হল। আলোক প্রাদুর্ভূত হল, যে ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়েছিল তা বিদূরিত হল। দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ও অনাথপিন্ডদ গৃহপতির আলোক অন্তর্হিত হল। অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হল, ভয়, স্তব্ধতা, রোমাঞ্চ উপস্থিত হল এবং সে স্থান হতেই প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক হলেন।

তৃতীয়বারও শিবক যক্ষ নেপথ্যে থেকে শব্দ শ্রবণ করালেন–

শতহস্তী, শতঅশ্ব, অশ্বতরী রথ;
শত–সহস্র কন্যা আর শ্রেষ্ঠতর মণিকুণ্ডল।
ষোড়াংশ সম না হয় পুণ্য;
বিহার প্রতি নিক্ষেপে একপদ।
অগ্রসর হও গৃহপতি! অগ্রসরে হও অপ্রমত্ত;
অগ্রসর হওয়াই তব শ্রেয়; নহে শ্রেয় নিবৃত্ত।

অগ্রসর হও গৃহপতি, অগ্রসর হও গৃহপতি, অগ্রসর হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়; প্রত্যাবর্তন নয়।

তৃতীয়বারও অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির অন্ধকার অন্তর্হিত হল, আলোক উৎপন্ন হল এবং যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমঞ্চের সঞ্চার হয়েছিল তা বিদূরিত হল।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি শীতবনে উপস্থিত হলেন। সে সময় ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করতেছিলেন। ভগবান দূরে থাকতেই অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে আসতে দেখতে পেলেন। তখন ভগবান পাদচারণ হতে অবতরন করে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। ভগবান উপবেশন করে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে সম্বোধন করে বললেন– এস সুদত্ত। তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবান আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে আহ্বান করতেছেন। এ ভেবে হৃষ্ট প্রসন্ন হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির অবনত করে ভগবানকে বললেন। প্রভো! ভগবানের সুনিদ্রা হয়েছে তো?

সর্বদা তিনিই সুখী যে ব্রাহ্মণ পরিনিবৃত;
কামে লিপ্ত নহে নিরূপাদিশেষ যে জন শীতিভূত।
সর্বাসক্তি করে ছেদন, বিনয়কে হৃদয়ে ধারণ;
উপশান্ত সুখে থাকে, শান্তচিত্ত সে ভগবন।

ভগবান হ্যাঁ বলে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান অনাথপিণ্ডদ

গৃহপতিকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বললেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের প্রশংসা প্রকাশিত করলেন। চার আর্যসত্য ব্যাখ্যা করলেন– দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা। যেমন কালিকা রহিত শুভ্র বস্তু রঙ প্রতিগ্রহণ করে এরূপই অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির সে আসনেই বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

তখন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহন করে, শাস্তার শাসনে সন্দেহ রহিত হয়ে, বাদ–বিবাদ রহিত হয়ে, বৈশারদ্য লাভ করে এবং আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বললেন– প্রভো! অতি সুন্দর, প্রভো! অতি মনোহর, প্রভো! যেমন অধোমুখকে ঊর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান আমি এরূপে নানা পর্যায়ে বুদ্ধের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

প্রভো! ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকাল আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনতা দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানের সম্মতি অবগত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

রাজগৃহশ্রেষ্ঠী শুনতে পেলেন অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রাজগৃহশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে বললেন,– গৃহপতি আপনি নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন? আপনি তো অতিথি এ হেতু গৃহপতি! আমাকে আমি খরচ দিতেছি তৎদ্বারা আপনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। গৃহপতি প্রয়োজন নেই। আমার

নিকট ব্যয় করবার অর্থ আছে। তৎদ্বারা আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করতে পারব।

রাজগৃহে নৈগম শুনতে পেলেন অনাথপিণ্ডদ নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তখন রাজগৃহের নৈগম অনাথপিণ্ডিদ গৃহপতিকে বললেন,– গৃহপতি! আপনি নাকি আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আপনি অতিথি এহেতু আপনাকে ব্যয় করবার অর্থ দিতেছি, তৎদ্বারা আপনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য ভোজন প্রস্তুত করুন। আর্য! প্রয়োজন নেই। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন প্রদান করবার মত খরচ আমার নিকট আছে।

মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার শুনতে পেলেন। ... আমি ব্যয় ভার বহন করব। দেব! প্রয়োজন নেই। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন দান করবার মত খরচ আমার নিকট আছে।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি সে রাত্রি অবসানে রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করালেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, ভোজন প্রস্তুত। তখন ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে রাজগৃহশ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। অনাথপিণ্ডিদ গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করলেন এবং ভগবান আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি ভগবানকে বললেন–

প্রভো! শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বর্ষাবাস করবার আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। গৃহপতি! শূন্যাগারে তথাগত অভিরমন করেন।

ভগবান! আমি বুঝেছি। ভগবান! বুঝেছি।

ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতিকে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ করে, সন্দীপ্ত করে, সমুত্তেজিত করে এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে

প্রস্থান করলেন।

সে সময় অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি বহু মিত্র, বহু সহায়সম্পন্ন এবং প্রমাণ্য লোক ছিলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি রাজগৃহে তাঁর করণীয় কার্য সমাপ্ত করে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করলেন। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি রাস্তার মধ্যে জনসাধারণকে অনুরোধ করলেন। আর্যগণ! আরাম প্রস্তুত করুন। বিহার প্রস্তুত করুন, দাতব্য দ্রব্য সজ্জিত করুন। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। সে ভগবানকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি। তিনি এ রাস্তা দিয়ে আসবেন। সে জনসাধারণ অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে আরাম প্রস্তুত করল। বিহার প্রতিষ্ঠা করল। দানীয় দ্রব্য সজ্জিত করল। অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি শ্রাবস্তী গিয়ে শ্রাবস্তীর চতুর্দিকে অবলোকন করলেন। ভগবান কোথায় অবস্থান করবেন যা গ্রাম হতে নাতি দূরে নাতি সমীপে। গমনাগমন যোগ্য, দর্শনার্থীগণের যাবার যোগ্য, যা দিবসে অল্প ভিড়, রাত্রে অল্প শব্দ, অল্প কোলাহল। বিজনবাত মানুষের দেহসঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু রহিত। মানবের পক্ষে রহস্যজনক এবং ধ্যানের উপযোগী।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি জেতরাজ কুমারের উদ্যান দেখতে পেলেন। যা গ্রাম হতে নাতিদূরে ও নাতিসমীপে অবস্থিত। গমনাগমনযোগ্য দর্শনার্থীদিগের যাবার উপযোগী। দিবসে অল্প ভিড়, রাত্রিতে অল্প শব্দ, অল্প কোলাহল। বিজনবাত মানবের পক্ষে রহস্যজনক এবং ধ্যানের উপযোগী। দেখে জেত রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে জেত রাজকুমারকে বললেন– আর্যপুত্র! আরাম প্রস্তুত করবার জন্য আপনার উদ্যান আমাকে প্রদান করুন। গৃহপতি উদ্যান দিতে পারব না। কিন্তু একপার্শ্ব হতে মুদ্রা বিছায়ে দিলে দিতে পারি। আর্যপুত্র! আমি আরাম গ্রহণ করেছি। গৃহপতি! আপনি আরাম গ্রহণ করেননি। গৃহীত কি অগৃহীত এ বিষয় ব্যবহারিক অমাত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। মহামাত্য বললেন,– আর্যপুত্র যখনই আপনি মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তখনই আরাম গৃহীত হয়েছে। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি হীরক শকট

বোঝাই করে এনে জেতবনে একপ্রান্ত হতে বিছায়ে দিলেন। একবারে আনীত হীরক দ্বারা কোষ্ঠকের চতুর্দিকে অল্পস্থানে সঙ্কুলান হল না। তখন অনাথপিন্ডদ গৃহপতি স্বীয় লোকদিগকে আদেশ করলেন।

ভণে! গিয়ে হীরক (মোহর) লয়ে আস। তখন জেত রাজকুমারের মনে এ চিন্তা উদয় হল, এ কার্য অল্প মহত্ত্বপূর্ণ হবে না। যেহেতু এ গৃহপতি এখন বহু হীরক ব্যয় করতেছেন। এ ভেবে অনাথপিন্ডদ গৃহপতিকে বললেন,– গৃহপতি! প্রয়োজন নেই। সে শূন্যস্থান আবৃত করবেন না। সে শূন্যস্থান আমাকে প্রদান করুন। তা আমার দান হবে।

তখন অনাথপিন্ডদ গৃহপতি এ জেতকুমার গণ্যমাণ্য প্রসিদ্ধ লোক এ ধর্ম–বিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) ঈদৃশ ব্যক্তির প্রসন্নতা লাভদায়ক। এ চিন্তা করে সে শূন্যস্থান জেত রাজকুমারকে প্রদান করলেন। জেত রাজকুমার সে স্থানে কোষ্ঠক প্রস্তুত করালেন। অনাথপিন্ডদ গৃহপতি জেতবন বিহার প্রস্তুত করালেন। পরিবেণ, কোষ্ঠক, উপস্থানশালা, অগ্নিশালা, বিহিত কুটি, পায়খানা, প্রস্রাবকুটি, চংক্রমণ, চংক্রমণশালা, কূপশালা, স্নানগৃহ, স্নানাগারশালা, পুষ্করিণী, মণ্ডপ প্রস্তুত করালেন।

[স্থান – বৈশালী]

(২) নবকর্ম প্রদান

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করে বৈশালীতে গমন করলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন– মহাবনে, কূটাগারশালায়।

সে সময় জনসাধারণ সৎকার পূর্বক নবকর্ম (নূতন গৃহ নির্মাণ) করত। যে সময় ভিক্ষুগণ নবকর্মের দেখাশুনা (অধিষ্ঠান) করতেন, তিনিও (১) চীবর, (২) পিণ্ডপাত, (৩) শয়নাসন (বাসগৃহ) এবং (৪) গ্লান প্রত্যয় (রোগীর পথ্য) ভৈষজ্য এ দ্রব্যাদি দ্বারা সৎকৃত হতেন। তখন জনৈক দরিদ্র তন্তুবায়ের মনে এ চিন্তা উদয় হল– এ ব্যক্তিগণ যে উত্তমরূপে নবকর্ম (গৃহ নির্মাণ) করতেছে, তা অবর (নিকৃষ্ট) হবে না। অতএব আমিও নবকর্ম করব। এ ভেবে সে দরিদ্র তন্তুবায় স্বয়ং মৃত্তিকা

মর্দন করে ইষ্টক প্রস্তুত করে প্রাচীর তুলল। সে অনভিজ্ঞ দ্বারা প্রস্তুত প্রাচীর পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও প্রাচীর তুলল। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও প্রাচীর পড়ে গেল। তখন সে দরিদ্র তন্তুবায় আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– যারা এ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং রোগীর পথ্য, ভৈষজ্য প্রদান করে তাদেরকে তারা উপদেশ প্রদান করে, অনুশাসন করে, তাদেরই নবকর্মের দেখাশুনা (অধিষ্ঠান) করে, আমি দরিদ্র বলে কেহ আমাকে উপদেশ দেয় না, অনুশাসন করে না কিংবা নবকর্মের দেখাশুনা করে না। ভিক্ষুগণ সে দরিদ্র তন্তুবায়ের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নবকর্ম প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! নবকর্মীকে উৎসুক থাকতে হবে। কিসে শীঘ্র বিহারের কার্য সমাপ্ত হয় এবং কিসে বা টুটা–ফুটার সংস্কার সাধিত হয়। ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্দেশ দিবে। প্রথমে ভিক্ষুর মত নেবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি ঃ মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম (দেখবার ভার) অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করতেছেন। যে আয়ুষ্মান অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ অমুক নামীয় গৃহপতির বিহারের নবকর্ম অমুক নামীয় ভিক্ষুকে প্রদান করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৩) অগ্রাসন এবং অগ্রপিন্ড লাভের যোগ্য ব্যক্তি

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষু বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের আগে গিয়ে বিহার শয্যা অধিকার করতে লাগল। এটা আমার উপাধ্যায়ের জন্য, এটা আমার আচার্যের জন্য এবং এটা আমার জন্য হবে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে বিহার এবং শয্যা অধিকৃত হওয়ায় শয্যা না পেয়ে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে কাশলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ও কাশলেন। ভগবান বললেন—এখানে কে? প্রভো! আমি শারীপুত্র। শারীপুত্র! তুমি কেন এখানে উপবিষ্ট আছ? তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের আগে আগে গিয়ে বিহার এবং শয্যা অধিকার করতেছে, এটা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, এটা আমাদের আচার্যের জন্য এবং এটা আমাদের জন্য? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান তা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! কেন সে মোঘপুরুষগণ বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের আগে আগে গিয়ে এটা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, এটা আমাদের আচার্যের জন্য এবং এটা আমাদের জন্য বলে বিহার এবং শয্যা অধিকার করতেছে? ভিক্ষুগণ! তাদের এ কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপন্ন হবে না। বরং প্রসন্নহীনের অপ্রসন্ন বৃদ্ধি করবে এবং কোন প্রসন্নবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! কে প্রথম আসন, প্রথম জল প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত?

কেহ কেহ বললেন ভগবান! যিনি ক্ষত্রিয়কূল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি ব্রাহ্মণকূল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি গৃহপতি (বৈশ্য)কূল হতে প্রব্রজিত তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি সৌত্রান্তিক তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি বিনয়ধর তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি ধর্মকথিক তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি প্রথমধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি তৃতীয়ধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি চতুর্থধ্যান লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের যোগ্য। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি স্রোতাপন্ন লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের যোগ্য। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি সকৃদাগামী লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি অনাগামী লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি অর্হৎ লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি ত্রিবিধ্যা লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত। কেহ কেহ বললেন,– ভগবান! যিনি ষড়াভিজ্ঞা লাভ করেছেন তিনি প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন লাভের উপযুক্ত।

(৪) তিত্তির জাতক

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বে এক বৃহৎ ন্যাগ্রোধতরু ছিল। তাকে আশ্রয় করে তিত্তির পাখি, বানর এবং হস্তী– এ তিন বন্ধু বাস করত। তারা পরস্পর গৌরব সম্মান না করে এবং সমজীবি–পরায়ণ না হয়ে অবস্থান করতেছিলেন। ভিক্ষুগণ! একদিন সে বন্ধুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল– অহো! আমাদের মধ্যে জন্মে কে শ্রেষ্ঠ? তা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা তাঁকে সৎকার–গৌরব–মান্য করব এবং তাঁর উপদেশ পালন করব।

তখন তিত্তির ও বানর হস্তীরাজকে বলল,– বন্ধো! তোমার কি কোন প্রাচীন কাহিনী স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! যখন আমি শাবক ছিলাম, তখন ন্যাগ্রোধ তরুকে জংগার নিম্নে রেখে গমন করতাম, ইহার অগ্রভাগের অঙ্কুর আমার উদর স্পর্শ করত। বন্ধুগণ! এ প্রাচীন কাহিনী এতটুকু পর্যন্ত আমার স্মরণ আছে।

তিত্তির ও হস্তীরাজ বানরকে জিজ্ঞাসা করল,– বন্ধো! তোমার কোন প্রাচীন কাহিনী স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! আমি যখন শাবক ছিলাম তখন এ ন্যাগ্রোধতরুর অগ্র অঙ্কুর মাটিতে বসে খেতাম। এ পর্যন্ত স্মরণ আছে।

অতঃপর ভিক্ষুগণ! বানর ও হস্তীরাজ তিত্তিরকে জিজ্ঞাসা করল,– বন্ধো! তোমার কোন প্রাচীন বিষয় স্মরণ আছে? বন্ধুগণ! অমুক স্থানে একটি বৃহৎ ন্যাগ্রোধতরু ছিল। সে বৃক্ষ হতে ফল খেয়ে আমি এস্থানে মল ত্যাগ করেছিলাম। সে মল হতে এ ন্যাগ্রোধতরুর জন্ম হয়েছে। বন্ধুগণ! সে সময় আমি বয়সে অধিক ছিলাম।

ভিক্ষুগণ! তখন বানর ও হস্তীরাজ তিত্তিরকে বলল– বন্ধো! তুমি আমাদের অপেক্ষা বয়সে অধিক এ হেতু আমরা তোমাকে সৎকার–গৌরব–মান্য–পূজা করব এবং তোমার উপদেশ পালন করব।

ভিক্ষুগণ! তখন তিত্তির, বানর ও হস্তীরাজকে পঞ্চশীল গ্রহণ করাল এবং নিজেও পঞ্চশীল গ্রহণ করে পালন করতে লাগল। সে হতে তারা

পরস্পর গৌরব–সম্মান এবং সমভাবাপন্ন হয়ে বাস করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! এটা তিত্তির ব্রহ্মচর্য নামে অভিহিত হত।

নরধর্মে প্রাজ্ঞ যে জন, জ্যেষ্ঠ জনে প্রদানে সম্মান,

ইহজন্মেই প্রশংসিত হয়, মরণে সুগতি অপ্রমাণ।

ভিক্ষুগণ! যদি তির্যকপ্রাণী পরস্পর গৌরব, সম্মান এবং সমভাবাপন্ন হয়ে বাস করতে পারে, তাহলে তোমরা এরূপ সু–আখ্যাত ধর্ম–বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে পরস্পর অগৌরব–অসম্মান এবং অসমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় কি?

ভিক্ষুগণ! তোমাদের এ কার্য দ্বারা শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, কৃতাঞ্জলি, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রথম আসন, প্রথম জল এবং প্রথম অন্ন প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘের সামগ্রীতে জ্যেষ্ঠানুসারে প্রতিবন্ধক জন্মাতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক জন্মাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) অবন্দ্য

ভিক্ষুগণ! এ দশজন অবন্দনীয়। যথা– (১) পূর্বে উপসম্পন্নের নিকট পশ্চাৎ উপসম্পন্ন অবন্দ্য, (২) অনুপসম্পন্ন অবন্দ্য, (৩) নানাসংবাসক (যার সাথে বিনয় সম্বন্ধীয় কার্য করা চলে না তেমন ভিক্ষু) বয়োজ্যেষ্ঠ অধর্মবাদী অবন্দ্য, (৪) নারীজাতি অবন্দ্য, (৫) পণ্ডক অবন্দ্য, (৬) পরিবাসব্রত পালনেরত ভিক্ষু অবন্দ্য, (৭) মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য ভিক্ষু অবন্দ্য, (৮) মানত্তার্হ ভিক্ষু অবন্দ্য, (৯) মানত্তব্রত পালনেরত ভিক্ষু অবন্দ্য, (১০) আহ্বানার্হ ভিক্ষু অবন্দ্য।

ভিক্ষুগণ! এ দশজন ব্যক্তি বন্দনীয় নয়।

(৬) বন্দ্য

ভিক্ষুগণ! বন্দনীয় তিনজন। যথা– (১) পশ্চাৎ উপসম্পন্নের নিকট পূর্বে উপসম্পন্ন ভিক্ষু বন্দনীয়, (২) নানাসংবাসক বৃদ্ধতম ধর্মবাদী ভিক্ষু বন্দনীয়, (৩) ভিক্ষুগণ! দেব, মার, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ–ব্রাহ্মণ, প্রজা এবং দেব–মনুষ্যের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বন্দনীয়।

ভিক্ষুগণ! এ তিনজন বন্দনীয়।

বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের অধিকার এবং আসন গ্রহণের নিয়ম

(১) বিহারের দ্রব্য ব্যবহারের প্রণালী

সে সময় জনসাধারণ সঙ্ঘোদ্দেশ্যে মণ্ডপ বিছানা এবং স্থান নির্দিষ্ট করে রাখত। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুগণ ভগবান সঙ্ঘের অধিকৃত দ্রব্যের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠানুসারে অনুজ্ঞা দিয়েছেন, সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য নয়। এ ভেবে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের আগে আগে গিয়ে মণ্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকার করতে লাগল। এটা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, এটা আমাদের আচার্যের জন্য এবং এটা আমাদের জন্য হবে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে মণ্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকৃত হওয়ায় স্থান না পেয়ে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন।

ভগবান রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে কাশলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ও কাশলেন। ভগবান বললেন,– এখানে কে? প্রভো! আমি শারীপুত্র। শারীপুত্র! তুমি এখানে উপবিষ্ট কেন? আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের অন্তেবাসী ভিক্ষুরা ভগবান সঙ্ঘের অধিকৃত দ্রব্যের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠানুসারে অনুজ্ঞা দিয়েছেন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য নয়। এ ভেবে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের

আগে আগে গিয়ে মন্ডপ, বিছানা এবং স্থান অধিকার করতে লাগল। এটা আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য, এটা আমাদের আচার্যের জন্য এবং এটা আমাদের জন্য হবে। ভগবান তা সত্য।

ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘোদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দ্রব্যেও জ্যেষ্ঠানুসারে প্রতিবন্ধক জন্মাতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক জন্মাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ

সে সময় জনসাধারণ ভোজনের সময় স্বীয় গৃহে উচ্চ শয্যা মহাশয্যা বিস্তারিত করত। যথা– আসন্দি, পালঙ্ক, গোণক, চিত্তক, পটিক, পটলিক, তূলিক, বিকতিক, উদ্দলোমি, একন্তলোমি, কট্ঠিস্স, কোষেয়্য, কুত্তং হস্ত্যাস্তরণ, অশ্বাস্তরণ, রথাস্তরণ, অজিনপ্রবেণি, কদলিমৃগ প্রত্যাস্তরণ, সউত্তরচ্ছেদ, উভয়পার্শ্বে লাল রংয়ের বালিশ। ভিক্ষুগণ! সঙ্কোচ করে তাতে বসতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আসন্দি, পালঙ্ক ও তূলিক– এ তিনটি ব্যতীত অবশিষ্ট গৃহী ব্যবহার্য আসনে বসবে, কিন্তু শুবে না।

সে সময় জনসাধারণ আপন গৃহের ভোজন স্থানে তূলার গদি আটা মঞ্চ ও পীঠ প্রস্তুত রাখত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচবশতঃ তাতে উপবেশন করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গৃহী ব্যবহৃত আসনে বসবে কিন্তু শুবে না।

[স্থান – শ্রাবস্তী]

(৩) জেতবন গ্রহণ

ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন, জেতবনে অনাথপিন্ডদের আরামে। অনাথপিন্ডদ গৃহপতি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে অনাথপিন্ডদ গৃহপতি ভগবানকে বললেন– প্রভো! ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকাল ভোজনের নিমিত্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অনাথপিন্ডদ গৃহপতি ভগবানের সম্মতি জেনে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। তিনি সে রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করলেন। প্রভো! ভোজনের সময় হয়েছে, আহার্য প্রস্তুত।

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে অনাথপিন্ডদ গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। অনাথপিন্ডদ গৃহপতিবারণ না করা পর্যন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করে, ভগবান আহার সমাপ্ত করে পাত্র হতে হস্ত উত্তোলন করবার পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে অনাথপিন্ডদ গৃহপতি ভগবানকে বললেন–

প্রভো! আমি জেতবন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করব?

গৃহপতি! তাহলে আপনি জেতবন চতুর্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করুন। তথাস্তু প্রভো! বলে অনাথপিন্ডদ গৃহপতি ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে জেতবন চতুর্দিক হতে আগত অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করলেন। তখন ভগবান অনাথপিন্ডদ গৃহপতির দান এ গাথা দ্বারা অনুমোদন করলেন।

শীত, উষ্ণ প্রতিহত, তথা হিংস্র পশু হতে;

সরীসৃপ মশক আর শিশির বৃষ্টিতে।
তথা ঘোর বায়ু তাপ প্রতিহত করতে;
লেনার্থে, সুখার্থে ধ্যান বিদর্শনে।
সংঘকে বিহার দান, অগ্রদান বলে বুদ্ধগণে;
তাই প্রাজ্ঞ পন্ডিতজন অর্থপূর্ণ এই গুণ দেখে;
সুরম্য বিহার করে, বহুশ্রুত বাস করিবারে;
অন্ন–পান, বস্ত্রদান, শয়নাসন দানে তাঁহাদেরে।
দেয় দান সরল প্রাণে বিপ্রসন্ন চিত্তে;
গ্রহীতার ধর্মদান দাতা জনের সর্বদুঃখ হরে;
যে ধর্ম যথা জ্ঞাতে, পরিনির্বাণ লভে অনাসক্তে।

ভগবান অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির দান এ গাথাযোগে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

(৪) আসন দান এবং গ্রহণ

সে সময় জনৈক আজীবক শ্রাবক মহামাত্য সঙ্ঘোদ্দেশ্যে ভোজন প্রদান করতেছিলেন। আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পরে এসে ভোজন শেষ না হতে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে উঠায়ে দিলেন। ভোজন স্থানে কোহাহল উত্থিত হল। তখন সে মহামাত্য আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পরে এসে ভোজন শেষ না হতে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতেছে? ভোজন স্থানে যে কোলাহল হচ্ছে? স্বতন্ত্র স্থানে বসেও যথারুচি ভোজন করা যায়।" ভিক্ষুগণ সে মহামাত্যের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগল– "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পরে এসে ভোজন শেষ না হতে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে উঠায়ে দিলেন। ভোজন স্থানে যে কোলাহলে পূর্ণ হয়ে গেল।"

অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান

বললেন–

উপনন্দ সত্যই কি তুমি পরে এসে ভোজন শেষ না হতে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে তুমি উঠায়েছ? ভোজন স্থানে কোলাহল হয়েছিল? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! সমাপ্ত হবার পূর্বে ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতে পারবে না। যে উঠায়ে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

যদি উঠায়ে দেয় তাহলে সে ভিক্ষু (ভোজন রত ভিক্ষু) প্রবারিত (আহার গ্রহণে নিবারিত) হয়। তখন সে প্রবারিত ভিক্ষু বলবে,– জল নিয়ে আসুন, এরূপে সম্ভব হলে ভাল। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উত্তমরূপে মুখাভ্যন্তরে স্থিত খাদ্য গলাধঃকরণ করে জ্যেষ্ঠতম ভিক্ষুকে আসন প্রদান করবে। ভিক্ষুগণ! আমি কোন প্রকারেই জ্যেষ্ঠতম ভিক্ষুর আসনের প্রতিবন্ধক করতে পারবে বলছি না। যে প্রতিবন্ধক করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা রুগ্ন ভিক্ষুকে উঠায়ে দিতেছিল। রোগী বলল,– বন্ধো! আমি উঠতে পারতেছি না। আমি যে রুগ্ন। আমরা আয়ুষ্মানদিগকে তুলে দিব। এ বলে হাতে ধরে তুলে দণ্ডায়মান হবার পর ছেড়ে দিল। রোগী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! রোগীকে উঠাতে পারবে না। যে উঠাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা আমরা রুগ্ন, আমাদিগকে উঠায়ে দিতে পারবে না। এ ভেবে উত্তম শয্যাগুলি ব্যবহার করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রোগীকে তার উপযুক্ত শয্যা প্রদান করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা সামান্য রোগের ভাণ করে শয্যাসনের প্রতিবন্ধক উৎপাদন করতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সামান্য পীড়ায় শয্যাসনের প্রতিবন্ধক উৎপাদন করতে পারবে না। যে প্রতিবন্ধক উৎপাদন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) সঙ্ঘের বিহার

সে সময় সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুরা এস্থানে আমরা বর্ষাবাস করব। এ ভেবে প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত একটি বিহার সংস্কার করতেছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বিহার সংস্কার করতে দেখতে পেল। দেখে তারা পরস্পর বলতে লাগল,– বন্ধো! সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুরা এস্থানে একটি বিহার সংস্কার করতেছে। আসুন তাদেরকে বিতাড়িত করি। কেহ কেহ বলল,– বন্ধো! সংস্কার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সংস্কার করা শেষ হলে বিতাড়িত করব।

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বলল,– বন্ধুগণ! তোমরা চলে যাও, এ বিহার আমাদের। বন্ধুগণ! পূর্বেই বলা উচিত ছিল। আমরা অন্য বিহার সংস্কার করতাম। এটা সঙ্ঘের বিহার নয় কি? হ্যাঁ বন্ধো! সঙ্ঘের বিহার বটে। বন্ধুগণ! তোমরা চলে যাও, এ বিহার আমাদের ভাগে পড়েছে। বন্ধুগণ! এ বিহার বৃহৎ। অতএব আপনারাও বাস করুন। আমরাও বাস করব। বন্ধুগণ চলে যাও, এ বিহার আমাদের ভাগে পড়েছে– এ বলে কোপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে লাগল। বহিস্কৃত হবার সময় তারা রোদন করতে লাগল। ভিক্ষুগণ! জিজ্ঞাসা করলেন,– বন্ধূগণ! তোমরা কেন রোদন করতেছ? বন্ধুগণ! এ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদিগকে সঙ্ঘের বিহার হতে বের করে দিচ্ছে। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদিগকে সঙ্ঘের বিহার হতে বের করে দিচ্ছে?" সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে

ভিক্ষুদিগকে সঙ্ঘের বিহার হতে বের করে দিচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! কোপিত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে ভিক্ষুদিগকে সঙ্ঘের বিহার হতে বের করে দিতে পারবে না। যে বের করে দিবে তাকে ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শয়নাসন গ্রহণ করাবে। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। কার দ্বারা শয়নাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দাধীন নয়, (২) যে দ্বেষাধীন নয়, (৩) যে ভয়াধীন নয়, (৪) যে মোহাধীন নয় এবং (৫) যে গৃহীত অগৃহীত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে। প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুসঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করবে। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয়কে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন গ্রাহাপক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৬) শয়নাসন গ্রাহাপক

তখন শয়নাসন গ্রাহাপক ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। কিরূপে শয়নাসন গ্রহণ করাতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রথম ভিক্ষু গণবে, ভিক্ষু গণে শয্যা[১] গণবে, শয্যা গণে অংশ গ্রহণ করাবে। শয্যার অংশ গ্রহণ করায়ে দেয়ায় মঞ্চাদি রাখবার স্থান অতিরিক্ত হল (অধিকাংশ স্থান খালি রইল)। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বিহারের অংশ গ্রহণ করাবে। বিহারের অংশ গ্রহণ করায়ে দেয়াতেও বিহার অতিরিক্ত হল। এ বিষয় ও ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পরিবেণের অংশ গ্রহণ করাবে।

পরিবেণের অংশ গ্রহণ করায়ে দেয়াতেও পরিবেণ অতিরিক্ত হল।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অতিরিক্ত অংশও প্রদান করবে।

অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করাবার পর অন্য ভিক্ষু আগমন করলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– অনিচ্ছায় অংশ দিবে না।

সে সময় ভিক্ষুগণ! সীমার বাইরে অবশিষ্ট শয়নাসন গ্রহণ করাতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সীমার বাইরে অবস্থিত শয়নাসন গ্রহণ করাতে পারবে না। যে গ্রহণ করাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করায়ে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করায়ে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ করে রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বর্ষাঋতুর তিনমাস আবদ্ধ করে রাখবে, অবশিষ্ট ঋতুর সময় আবদ্ধ করে রাখবে না। তখন ভিক্ষুগণের

---

[১]. মঞ্চ রাখবার স্থানাদি। সম–পাসা।

মনে এ চিন্তা উদয় হল। শয়নাসন গ্রহণ করান কয় প্রকার? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করান বিধি ত্রিবিধ– (১) প্রথম, (২) পশ্চাৎ, (৩) মধ্যবর্তী।

(১) আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর দিবস প্রথম শয়নাসন গ্রহণ করাবে।

(২) আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে পশ্চাৎ শয়নাসন গ্রহণ করাবে।

(৩) প্রবারণার আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস হতে পরবর্তী বর্ষাবাসের মধ্যে মধ্যবর্তী শয়নাসন গ্রহণ করাবে।

ভিক্ষুগণ! শয়নাসন গ্রহণ করান– এ ত্রিবিধ।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

৩। তৃতীয় ভণিতা

(৭) এক ব্যক্তির দুইস্থান গ্রহণ নিষিদ্ধ

সে সময় আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র শ্রাবস্তীতে শয়নাসন গ্রহণ করে এক গ্রাম্য আবাসে গমন করলেন। তথায় ও শয়নাসন গ্রহণ করলেন। তখন সে স্থানের ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। বন্ধুগণ! এ আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র ভণ্ডনকারক, কলহকারক, বিবাদকারক, বহু বৃথাবাক্য ব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা। যদি তিনি এখানে বর্ষাবাস করেন, তাহলে আমরা সুখে থাকতে পারব না। অতএব তাঁকে জিজ্ঞাসা করব,– এ ভেবে তাঁরা আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে বললেন,– বন্ধু উপনন্দ! আপনি শ্রাবস্তীতে শয়নাসন গ্রহণ করেননি কি? হ্যাঁ বন্ধো। বন্ধু উপনন্দ! আপনি একাকী কি দু'টি আসন আবদ্ধ করে রেখেছেন? বন্ধুগণ! আমি একটি ত্যাগ করলাম। সেটি গ্রহণ করলাম।

অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র একাকী দু'টি আসন আবদ্ধ করে রাখতে পারেন।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন– উপনন্দ! সত্যই কি তুমি

একাকী দু'টি আসন আবদ্ধ করেছ? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। মোঘপুরুষ! কেন তুমি একাকী দু'টি আসন আবদ্ধ করে রাখতেছ? মোঘপুরুষ! তুমি সে স্থান রেখেছ, এ স্থান ত্যাগ করেছ; এ স্থান রেখেছ, সে স্থান ত্যাগ করেছ। মোঘপুরুষ! এভাবে তুমি উভয় স্থানের বহির্ভূত হয়েছ, তোমার এ কার্যে অপ্রসন্নের প্রসন্নতা উৎপন্ন হবে না। ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! একস্থানে দু'টি স্থান আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবদ্ধ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৮) এক আসনে উপবেশন

সে সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে বিবিধভাবে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। বিনয়ের প্রশংসা করতেছিলেন। বিনয় পর্যপ্তির প্রশসংসা করতেছিলেন। আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা করতেছিলেন।

ভগবান বিবিধ প্রকারে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন, বিনয়ের প্রশংসা করতেছেন, বিনয় পর্যপ্তির আচরণের প্রশংসা করতেছেন এবং ভগবান আয়ুষ্মান উপালির প্রশংসা কীর্তন করতেছেন, এ ভেবে চলুন– বন্ধুগণ! আমরা আয়ুষ্মান উপালির নিকট বিনয় শিক্ষা করব। এ ভেবে অনেক স্থবির, মধ্যম বয়স্ক এবং নবীন ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপালি নিকট বিনয় শিক্ষা করতে লাগলেন। আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ভিক্ষুগণের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে দণ্ডায়মান হয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্থবির ভিক্ষুগণও ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে দণ্ডায়মান অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতেছিলেন। এতে স্থবির ভিক্ষুগণের এবং আয়ুষ্মান উপালি ক্লেশ হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নূতন ভিক্ষু পড়বার সময় সমান আসনে বা উচ্চ আসনে উপবেশন করবে।

স্থবির ভিক্ষুকে পড়াবার সময় ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে সমান আসনে বসবে অথবা ধর্মের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে নীচু আসনে

উপবেশন করবে।

সে সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষুর আয়ুষ্মান উপালির নিকট দণ্ডায়মান হয়ে পাঠ শ্রবণ করায় কষ্ট হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সমান আসন প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ এক আসনে বসবে।

তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কিরূপে সমান প্রাপ্ত নামে কথিত হয়? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তিন বছর অন্তর বয়স্ক ভিক্ষুগণ এক আসনে বসবে।

সে সময় বহুসংখ্যক সমান আসন প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ মঞ্চে উপবেশন করায় মঞ্চ ভেঙ্গো গেল। পীঠে উপবেশন করায় পীঠ ভেঙ্গো গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ত্রিবর্গ (তিনজন) একসঙ্গো এক মঞ্চে উপবেশন করবে। ত্রিবর্গ এক পীঠে একসঙ্গো উপবেশন করবে।

ত্রিবর্গও মঞ্চে উপবেশন করায় মঞ্চ ভেঙ্গো গেল। পীঠে উপবেশন করায় পীঠ ভেঙ্গো গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– এক মঞ্চে দুইবর্গ (দু'জন) বসবে এবং এক পীঠে দুইবর্গ বসবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ অসমান আসন প্রাপ্তের সঙ্গো দীর্ঘ আসনে বসতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পণ্ডক, নারী এবং উভয় ব্যঞ্জনবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অসমান আসন প্রাপ্ত অপর ব্যক্তির সাথে দীর্ঘস্থানে একসঙ্গো বসবে। ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। কত দীর্ঘ আসনকে দীর্ঘ আসন বলে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান

বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– যে আসনে তিনজন বসতে পারে সেরূপ ক্ষুদ্র আসন দীর্ঘ আসন নামে কথিত হয়।

বিহার এবং তার সামগ্রী প্রস্তুত করা, বণ্টনযোগ্য দ্রব্য, দ্রব্য অন্যত্র লয়ে যাওয়া বা পরিবর্তন করা, সম্মার্জন

(১) সঙ্ঘের দ্রব্য

সে সময় বিশাখা মৃগারমাতা সঙ্ঘের জন্যবারাণ্ডাযুক্ত হস্তীনখ প্রাসাদ প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক হলেন। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল– ভগবান প্রাসাদ পরিভোগ করবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন কি? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সকল রকমের প্রাসাদ পরিভোগ করবে।

সে সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের মা অয্যকার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ বহুসংখ্যক অবিহিত ভাণ্ড (অকপ্পিয় ভাণ্ড) প্রাপ্ত হলেন। যথা– আসন্দি, পালঙ্ক, গোণক, চিত্তক, পটিকা, পটলিকা, তূলিক, বিকতিক, উদ্দলোমী, একন্তলোমী, কট্টিস্‌স, কোসেয্য, কুত্তক, হস্ত্যাস্তরণ, অশ্বাস্তরণ, রথাস্তরণ, অজিনপ্রবেণি, কদলীমৃগ প্রবর প্রত্যাস্তরণ, সউত্তরচ্ছদ এবং উভয় পার্শ্বে লাল বর্ণের বালিশ। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আসন্দির পদছেদন করে পরিভোগ করবে। পালঙ্কের হিংস্র জন্তুর চিত্র ভেঙ্গে পরিভোগ করবে। তুলা জটাহীন করে বালিশ প্রস্তুত করবে এবং ভূমিতে বিছাবার আস্তরন করবে।

(২) পঞ্চ অদাতব্য

সে সময় শ্রাবস্তীর নাতিদূরে একটি গ্রাম্য বিহারে আবাসিক ভিক্ষুগণ আগন্তুক এবং গমনকারী ভিক্ষুগণের শয়নাসন প্রস্তুত করতে উপদ্রুত

হচ্ছিলেন। সে ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল– বন্ধুগণ! এখন আমরা আগন্তুক এবং গমনকারী ভিক্ষুগণের শয়নাসন প্রস্তুত করতে করতে উপদ্রুত হয়ে পড়ছি। আসুন আমরা সমস্ত সঙ্ঘের শয়নাসন একজনকে প্রদান করে তাঁর নিকট হতে লয়ে ব্যবহার করব– এ ভেবে তারা সমস্ত সঙ্ঘের শয়নাসন একজনকে প্রদান করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাদেরকে বললেন,– বন্ধুগণ! আমাদের জন্য শয়নাসন প্রস্তুত করুন। বন্ধুগণ! সঙ্ঘের শয়নাসন নেই, সমস্তই আমরা একজনকে দিয়ে ফেলেছি। বন্ধুগণ! আপনারা কি সমস্ত সঙ্ঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছেন? হ্যাঁ বন্ধু। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ভিক্ষুগণ সঙ্ঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছেন?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুরা সঙ্ঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন সে মোঘপুরুষগণ সঙ্ঘের শয়নাসন দিয়ে ফেলেছে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। ভগবান এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে। সে পঞ্চ কি কি?

(১) আরাম ও আরামবাস্তু– এ প্রথম অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(২) বিহার ও বিহারবাস্তু– এ দ্বিতীয় অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৩) মঞ্চ, পীঠ, গদি ও বালিশ– এ তৃতীয় অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত

থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৪) লৌহ, কুম্ভ, লৌহভাণক, লৌহবারক, লৌহকটাহ, বাসি, পরশু, কুঠার, কুদাল ও খনত্রি– এ চতুর্থ অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৫) লতা, বেণু, মুঞ্জ, পর্বজ, তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠভান্ড, মৃৎভান্ড– এ পঞ্চ অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অবিসর্জনীয়। তা সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি বিসর্জন করতে পারবে না। বিসর্জন করলেও অবিসর্জিত থাকে। যে বিসর্জন করবে, তার অপরাধ হবে।

[স্থান – কীটগিরি]

(৩) অবিভাজ্য

ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি অবস্থান করে পঞ্চশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ এবং শারীপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন সহ কীটগিরি অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ এবং শারীপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন সহ কীটগিরিতে আসতেছেন। চলুন আমার সমস্ত সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করে লই। পাপিষ্ট শারীপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছাপরায়ণ। আমরা তাদেরকে শয়নাসন দিব না। এ ভেবে তারা সমস্ত সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করে ফেলল। ভগবান ক্রমশঃ বিচরণ করতে করতে কীটগিরিতে গমন করলেন। ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! তোমরা অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণের নিকট গিয়ে তাদেরকে বল– বন্ধুগণ, ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ এবং শারীপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন সহ আসতেছেন। ভগবানের, ভিক্ষুসঙ্ঘের এবং শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নের জন্য শয়নাসন নির্দিষ্ট করুন। তাই হোক ভগবান বলে সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি

জ্ঞাপন করে অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা ভিক্ষুগণকে বললেন,— বন্ধুগণ! ভগবান পঞ্চশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘের শয়নাসন নেই। আমরা সমস্ত ভাগ করে লয়েছি। বন্ধুগণ! ভগবানের আগমন ভালই হয়েছে। ভগবান যে বিহারে বাস করতে চান, সে বিহারে বাস করতে পারবেন। পাপিষ্ট শারীপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত, এ হেতু আমরা তাদের জন্য শয়নাসন প্রস্তুত করব না। বন্ধুগণ! আপনারা কি সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করে নিয়েছেন? হ্যাঁ বন্ধুগণ। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,— "কেন অশ্বজিত ও পুনর্বসু সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করবেন?" সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি অশ্বজিত ও পুনর্বসু ভিক্ষুরা সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করে নিয়েছে? হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

"ভিক্ষুগণ! কেন সে মোঘপুরুষগণ সঙ্ঘের শয়নাসন ভাগ করবে? তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না।" ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন—

ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়। সে পাঁচটি কি কি?

(১) আরাম বা আরামবাস্তু— এ প্রথম অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়।

(২) বিহার বা বিহারবাস্তু— এ দ্বিতীয় অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়।

(৩) মঞ্চ, পীঠ, গদি, উপাধান বালিশ— এ তৃতীয় অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়।

(৪) লৌহ, কুম্ভ, লৌহভাণক, লৌহবারক, লৌহকটাহ, বাসি, পরশু, কুদাল ও খনত্রি– এ চতুর্থ অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়।

(৫) লতা, বেণু, মুঞ্জ, পর্বজ, তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠের ভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড– এ পঞ্চ অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি তা বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করে, তার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়।

ভিক্ষুগণ! এ পঞ্চ অবিভাজ্য। সঙ্ঘ, গণ বা ব্যক্তি সেগুলি বিভাগ করতে পারবে না। বিভাগ করলেও অবিভক্ত থাকে। যে বিভাগ করবে, তার "থুল্লচ্চয়' অপরাধ হবে।

(৪) নবকর্ম প্রদান

ভগবান কীটগিরিতে যথারুচি অবস্থান করে আলবী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে আলবীতে গমন করলেন।

ভগবান আলবীতে অবস্থান করতে লাগলেন– অগ্গনার চৈত্যে। সে সময় আলবীবাসী ভিক্ষুগণ এরূপ নবকর্ম (গৃহ নির্মাণের উপদেশ) দিচ্ছিল। পিণ্ড নিক্ষেপ (স্থাপন) করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছিল, ভিত্তি লেপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছিল, দ্বার স্থাপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছিল, অর্গলবর্তি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতেছিল, আলোকসন্ধি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছিল। শ্বেতবর্ণ করা, কৃষ্ণবর্ণ করা, গৈরিক পরিকর্ম করা, ছাদন করা, বন্ধন করা, ভণ্ডিকা (কাষ্ঠ) রাখা, টুটা–ফুটা সংস্কার করা, পরিভণ্ড করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছিল, বিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছিল, ত্রিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছিল, আজীবনও নবকর্ম দিচ্ছিল এবং ধূমের মসীলিপ্ত বিহারের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছিল। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আলবী ভিক্ষুগণ এভাবে নবকর্ম দিচ্ছেন। পিণ্ড নিক্ষেপ (স্থাপন) করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছেন, ভিত্তি লেপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছেন,

দ্বার স্থাপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছেন, অর্গলবর্তি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতেছেন, আলোকসন্ধি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছেন। শ্বেতবর্ণ করা, কৃষ্ণবর্ণ করা, গৈরিক পরিকর্ম করা, ছাদন করা, বন্ধন করা, ভণ্ডিকা (কাষ্ঠ) রাখা, টুটা–ফুটা সংস্কার করা, পরিভণ্ড করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছেন, বিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছেন, ত্রিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছেন, আজীবনও নবকর্ম দিচ্ছেন এবং ধূমের মসীলিপ্ত বিহারের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছেন?” ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি আলবী ভিক্ষুগণ এরূপ নবকর্ম (গৃহ নির্মাণের উপদেশ) দিচ্ছে। পিণ্ড নিক্ষেপ (স্থাপন) করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছে, ভিত্তি লেপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছে, দ্বার স্থাপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছে, অর্গলবর্তি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতেছে, আলোকসন্ধি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছে। শ্বেতবর্ণ করা, কৃষ্ণবর্ণ করা, গৈরিক পরিকর্ম করা, ছাদন করা, বন্ধন করা, ভণ্ডিকা (কাষ্ঠ) রাখা, টুটা–ফুটা সংস্কার করা, পরিভণ্ড করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিচ্ছে, বিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছে, ত্রিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছে, আজীবনও নবকর্ম দিচ্ছে এবং ধূমের মসীলিপ্ত বিহারের জন্যও নবকর্ম দিচ্ছে? হ্যাঁ, ভগবান, তা সত্য। ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! মাত্র পিণ্ড রাখা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না, ভিত্তি লেপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না, দ্বার স্থাপন সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না, অর্গলবর্তি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না, আলোকসন্ধি করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না। শ্বেতবর্ণ করা, কৃষ্ণবর্ণ করা, গৈরিক পরিকর্ম করা, ছাদন করা, বন্ধন করা, ভণ্ডিকা (কাষ্ঠ) রাখা, টুটা–ফুটা সংস্কার করা, পরিভণ্ড করা সম্বন্ধেও নবকর্ম দিতে পারবে না, বিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিতে পারবে না, ত্রিশ বছরের জন্যও নবকর্ম দিতে পারবে না, আজীবনও নবকর্ম দিতে পারবে না এবং মাত্র ধূমের মসীলিপ্ত বিহারে নবকর্ম দিতে পারবে না। যে দিবে,

তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অপ্রস্তুত বিহারে কিংবা অসম্পূর্ণ বিহারে নবকর্ম দিবে। ক্ষুদ্র বিহারে কর্ম অবলোকন করে, ছয় বা পঞ্চ বছরের জন্য নবকর্ম দিবে। অর্ধযোগে (গরুড়াকৃতি গৃহে) কর্ম অবলোকন করে, সাত কিংবা আট বছরের জন্য নবকর্ম দিবে। বৃহৎ বিহারে বা প্রাসাদে কর্ম অবলোকন করে, দশ বা দ্বাদশ বছরের জন্য নবকর্ম দিবে।

সে সময় ভিক্ষুরা সমগ্র বিহারের নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সমগ্র বিহারের নবকর্ম দিতে পারবে না। যে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ এক ভিক্ষুকে দুই বিহারের নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! একজনকে দুই বিহারের নবকর্ম দিবে না। যে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুরা নবকর্ম গ্রহণ করে অন্যকে ভার দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! নবকর্ম গ্রহণ করে অন্যকে ভার দিতে পারবে না। যে ভার দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুরা নবকর্ম গ্রহণ করে সঙ্ঘের বিহার আবন্ধ করে রাখতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

নবকর্ম গ্রহণ করে সঙ্ঘের বিহার আবন্ধ করে রাখতে পারবে না। যে আবন্ধ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একটি উত্তমশয্যা গ্রহণ করবে।

সে সময় ভিক্ষুরা সীমার বহির্ভাগে অবস্থিতকে নবকর্ম দিচ্ছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সীমার বহির্ভাগে অবস্থিতকে নবকর্ম দিবে না। যে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুরা নবকর্ম গ্রহণ করে সর্বদা আবন্ধ করে রাখতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! নবকর্ম গ্রহণ করে সর্বদা আবন্ধ রাখতে পারবে না। যে আবন্ধ রাখবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বর্ষার তিনমাস আবন্ধ করবে এবং অন্য ঋতুতে আবন্ধ করবে না।

সে সময় ভিক্ষুরা নবকর্ম গ্রহণ করে প্রস্থান করতেছিলেন, গৃহী হয়ে যাচ্ছিলেন, কাল কবলিত হচ্ছিলেন, শ্রামণের হয়ে যাচ্ছিলেন, শিক্ষা প্রত্যাখাতক হয়ে যাচ্ছিলেন, অন্তিম অপরাধে অপরাধী হয়ে যাচ্ছিলেন, উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিলেন, বিক্ষিপ্তচিত্ত হচ্ছিলেন, বেদনার্থ হচ্ছিলেন, অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন । পণ্ডক, স্তেয়্যসংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, তির্যক, মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক, অর্হৎঘাতক, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগণিত হচ্ছিলেন । ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে প্রস্থান করে, তাহলে সঙ্ঘের ক্ষতি না হোক, এ ভেবে অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে গৃহী হয়ে যায়। উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগণিত হয়, তাহলে সঙ্ঘের ক্ষতি না হোক, এ ভেবে অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সম্পূর্ণ না হতে প্রস্থান করে, তাহলে সঙ্ঘের ক্ষতি না হোক, এ ভেবে অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে গৃহী হয়ে যায়... উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগণিত হয়, তাহলে সঙ্ঘের ক্ষতি না হোক, এ ভেবে

অন্যকে ভার অর্পণ করবে।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার গ্রহণ করে তা সমাপ্ত করে প্রস্থান করে, তাহলে তা তারই হয়। ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে তা সমাপ্ত হবার পর গৃহী হয়ে যায়। কালকবলিত হয়, শ্রামণের হয়ে যায়, শিক্ষা প্রত্যাখাতক হয়ে যায়। অন্তিম অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়, তাহলে সঙ্ঘই তার মালিক। ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সমাপ্ত হবার পর উন্মাদ, বেদনার্থ, অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষিপ্ত অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত, পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহলে তা তারই হয়।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু নবকর্মের ভার লয়ে সমাপ্ত হবার পর পণ্ডক, স্তেয়্যসংবাসক, তীর্থিয়প্রস্থানক, তির্যক, মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক, অর্হৎঘাতক, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোপাদক কিংবা উভয় ব্যঞ্জনকে পরিগণিত হয়, তাহলে সঙ্ঘই তার মালিক।

(৫) বিহারের দ্রব্য স্থানচ্যুত করা

সে সময় ভিক্ষুগণ! জনৈক উপাসকের বিহারে ব্যবহার্য শয়নাসন অন্যত্র লয়ে গিয়ে ব্যবহার করতেছিলেন। সে উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন মহানুভব ভিক্ষুগণ একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্য স্থানে ব্যবহার করতেছেন।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! একস্থানের ব্যবহার্য দ্রব্য অন্যস্থানে ব্যবহার করবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ! উপোসথ করবার স্থানে আসন লয়ে যেতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভূমিতে বসতেন। তাতে দেহ এবং চীবর পাংশুলিপ্ত হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কিছুকালের জন্য নিয়ে যাবে।

সে সময় সঙ্ঘের একটি বিহার পড়ে যাচ্ছিল। ভিক্ষুগণ! সঙ্কোচ করে শয্যাসন স্থানচ্যুত করলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রক্ষা করবার নিমিত্ত দ্রব্য স্থানচ্যুত করবে।

(৬) দ্রব্য পরিবর্তন

সে সময় সঙ্ঘ শয্যাসনের ব্যবহার্য মহার্ঘ কম্বল পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বৃদ্ধির জন্য (কাতি কম্মথায) পরিবর্তন করবে। সে সময় সঙ্ঘ শয্যাসনে ব্যবহার্য মহার্ঘ থানবস্ত্র পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– বৃদ্ধির জন্য পরিবর্তন করবে।

সে সময় সঙ্ঘ ভল্লুকের চর্ম পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাপোষ প্রস্তুত করবে।

চক্কলী (চক্কলিকং) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাপোষ প্রস্তুত করবে।

নক্তক (চোলক) পেয়েছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাপোষ প্রস্তুত করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ পাদ ধৌত না করে শয্যাসনে আরোহণ করতেছিলেন। তাতে শয্যাসন অপরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অধৌত পাদে শয্যাসনে আরোহণ করতে পারবে না। যে আরোহণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ! সিক্তপাদে শয্যাসনে আরোহণ করতেন। তাতে

শয্যাসনে অপরিস্কার হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সিক্তপাদে শয্যাসনে আরোহণ করবে না। যে আরোহণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ! উপানাৎ সহ শয্যাসনে আরোহণ করতেছিলেন। তাতে শয্যাসন অপরিস্কার হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপানাৎ পায়ে শয্যাসনে আরোহণ করতে পারবে না। যে আরোহণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ সু–দৃশ্য সম্পাদিত ভূমিতে থুথু নিক্ষেপ করতেছিল। তাতে রঙ্ অপরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সুদৃশ্য সম্পাদিত ভূমিতে থুথু ত্যাগ করবে না। যে থুথু ত্যাগ তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পিক্‌দানি ব্যবহার করবে।

সে সময় মঞ্চপদ এবং পীঠপদ দ্বারা সুদৃশ্য সম্পাদিত ভূমিতে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– (মঞ্চপদ এবং পীঠপদ) লক্তক দ্বারা বেষ্টন করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ সুদৃশ্য সম্পাদিত ভিত্তিতে হেলান দিচ্ছিলেন। তাতে রঙ্ নষ্ট হতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সুদৃশ্য সম্পাদিত ভিত্তিতে হেলান দিবে না। যে হেলান দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– হেলান দেবার ফলক ব্যবহার করবে। হেলান দিবার ফলক দ্বারা নিম্নে ভূমিতে (মেঝে) এবং উপরে

ভিত্তিতে রেখাপাত হচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নিম্নাংশ এবং উপরাংশ লক্তক দ্বারা বেষ্টন করবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ! পাদ ধৌত করে শয়ন করতে সঙ্কোচ করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পাদ ধৌত করে[১] শয়ন করবে।

সঙ্ঘের ত্রয়োদশজন কর্মচারী মনোনয়ন

[স্থান – রাজগৃহ]

(১) ভক্ত (গত) উদ্দেশক

ভগবান আলবীতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহের অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করে রাজগৃহে গমন করলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন, বেলুবনে, কলন্তক নিবাপে। সে সময় রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনসাধারণ সঙ্ঘভক্ত দিতে পারতেছিল না। উদ্দেশভক্ত, নিমন্ত্রণভক্ত, শলাকাভক্ত, পাক্ষিক, উপোসথিক, প্রাতিপাদিকভক্ত দিতে ইচ্ছা করেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সঙ্ঘভক্ত, উদ্দেশভক্ত, নিমন্ত্রণভক্ত, শলাকাভক্ত, পাক্ষিক, উপোসথিক এবং প্রাতিপাদিকভক্ত ভোজন করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্বয়ং উৎকৃষ্ট ভোজন গ্রহণ করে অপকৃষ্ট ভোজন অন্য ভিক্ষুগণকে প্রদান করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করবে। (১) মোহগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি

---

[১]. শয্যার উপর রাখবার স্থানে স্বতন্ত্র কাপড় পেতে রাখা।

গমন করে না, (৩) ভয়গতি গমন করে না, (৪) যে ছন্দগতি গমন করে না, (৫) উদ্দেশকৃত এবং অকৃত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে। প্রথম ভিক্ষুর মত গ্রহণ করবে। মত গ্রহণ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভক্ত উদ্দেশক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

তখন ভক্ত উদ্দেশক ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। কিভাবে ভক্ত উদ্দেশ করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শলাকা বা পটিক্কা দ্বারা লিখে (উপনিবন্ধিত্বা) মুছে ফেলে উদ্দেশ করবে।

(২) শয়নাসন নির্দিষ্টক

সে সময় সঙ্ঘের শয্যাসন নির্দিষ্টক (বিছানাকারী) ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে শয্যাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি হয়নি জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শয়নাসন নির্দিষ্টক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৩) চীবর প্রতিগ্রাহক

সে সময় সঙ্ঘের চীবর প্রতিগ্রাহক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) গৃহীত–অগৃহীত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয়

ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৪) ভাণ্ডাগারিক

সে সময় সঙ্ঘের ভাণ্ডগারিক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) ভয়গতি গমন করে না, (৩) দ্বেষগতি গমন করে না, (৪) মোহগতি গমন করে না, (৫) রক্ষিত–অরক্ষিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ভাণ্ডাগারিক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৫) চীবরভাজক

সে সময় সঙ্ঘের চীবরভাজক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবরভাজক মনোনীত করবে।(১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) ভাজিত–অভাজিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবরভাজক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবরভাজক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবরভাজক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে চীবরভাজক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৬) যবাগূভাজক

সে সময় সঙ্ঘের যবাগূভাজক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে যবাগূভাজক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) ভাজিত–অভাজিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূভাজক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূভাজক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূভাজক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে যবাগূভাজক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৭) ফলভাজক

সে সময় সঙ্ঘের ফলভাজক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

বিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে ফলভাজক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) ভাজিত–অভাজিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফলভাজক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফলভাজক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে

ফলভাজক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ফলভাজক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৮) খাদ্যভাজক

সে সময় সঙ্ঘের খাদ্যভাজক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে খাদ্যভাজক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) ভাজিত–অভাজিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্যভাজক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্যভাজক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্যভাজক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে খাদ্যভাজক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৯) অল্পমাত্র বিসর্জক

সে সময় সঙ্ঘের ভাণ্ডাগারে অল্পমাত্র দ্রব্য ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গাসম্পন্ন ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) বিসর্জিত–অবিসর্জিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অল্পমাত্র বিসর্জক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

সে অল্পমাত্র বিসর্জক ভিক্ষু এক একজনকে ছুঁচ দিবে, কাঁচি, পাদুকা, কটিবন্ধ, স্কন্ধাবরণ, জলছাঁকনি, ধর্মকরণ, কুসি, অর্ধকুসি, মণ্ডল, অর্ধমণ্ডল, অনুবাত, পরিভাণ্ড প্রদান করবে, যদি সঙ্ঘের চর্বি তৈল, মধু কিংবা খাঁর থাকে, তাহলে খাবার জন্য একবার প্রদান করবে। যদি পুনঃ প্রয়োজন হয় পুনঃ দিবে।

(১০) শাটিক গ্রহাপক

সে সময় সঙ্ঘের শাটিক গ্রহাপক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) গৃহীত–অগৃহীত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শাটিক গ্রহাপক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১১) পাত্রগ্রহাপক

সে সময় সঙ্ঘের পাত্রগ্রহাপক ছিল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে পাত্রগ্রহাপক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) গৃহীত–অগৃহীত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্রগ্রহাপক মনোনীত করতে পারেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রহাপক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্রগ্রহাপক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্রগ্রহাপক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১২) আরামিক প্রেষক

সে সময় সঙ্ঘের আরামিক প্রেষক ছিল না। আরামিকেরা প্রেরিত না হওয়ায় কর্ম করত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) প্রেরিত–অপ্রেরিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করতে পারেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে

আরামিক প্রেষক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আরামিক প্রেষক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(১৩) শ্রামণের প্রেষক

সে সময় সঙ্ঘের শ্রামণের প্রেষক ছিল না। প্রেরিত না হওয়ায় শ্রামণের গণ কর্ম করত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করবে। (১) যে ছন্দগতি গমন করে না, (২) দ্বেষগতি গমন করে না, (৩) মোহগতি গমন করে না, (৪) ভয়গতি গমন করে না, (৫) প্রেরিত—অপ্রেরিত জানে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে, প্রথম ভিক্ষুর মত নেবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করতে পারেন। এটা জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করতেছেন। অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করা যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

সঙ্ঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে শ্রামণের প্রেষক মনোনীত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং

বিহারের প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ, বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ না দেয়াতে,
শ্রাবকগণে যত্রতত্র যেতে হতো বর্ষাবাসে।
ভিক্ষুগণের কষ্ট দেখে গৃহপতি শ্রেষ্ঠীগণে;
বুদ্ধকে প্রার্থনা করেন বাসস্থান নির্মাণে।
বিহার হবে অর্ধযোগ, প্রসাদ, হর্ম্য গুহাতে;
পঞ্চলেন ও অনুমোদন, শ্রেষ্ঠী যদি তৈরী করে।
গণ বিহার করিবারে কবাট যদি নাহি থাকে,
কবাট, পশ্চাতদ্বার অথবা দ্বারের উপরভোগে,
পাক বিহীন রজ্জু ছিদ্রে, পাকানো কপিশিরে;
ক্ষুদ্র ঘটির তলায় ছিদ্রে লৌহ কাষ্ঠ শৃঙ্গোতে।
খিল, ক্ষুদ্র খিল, ছাদে, উপরে নীচে লেপনে;
বেদী, জাল, শলকায়, জানালার দন্ড ভিতরে।
মিড্‌টি, বংশ তর্জা মঞ্চে শ্মশানিকের মঞ্চেতে,
পঞ্চ পায়ায় আবরণে খুলে রাখার লম্বাসনে।
সপ্তাঙ্গা ভদ্রপীঠ আর পিঁড়ি খিলপাদকে,
প্রতীক–ফলক বৃক্ষছালে পালাল পীঠের আসনে।
উচ্চ প্রতিপাদকে আর অষ্টাঙ্গুলের পদকে,
সূত্র অষ্টপদ, বস্ত্রে, তুলি, অর্ধকায়েতে।
গিরগ্ন বালিশে আর কাপড়ে শয়নাসনেতে,
উপরে রেখে নীচে পড়ে, নিয়ে যায় হরণ করে।
মনোভক্তি হস্তভক্তি অনুজ্ঞা হয় তথাগতে;
তৈথিকে বিহারে আর তুষ, যোগে মৃত্তিকাতে।
বৃক্ষের আটায় চামচ চাকায় সরিষা আর মধুতে,
উপরে পড়লে তুলে নেয়া কুঠার আর মৃত্তিকাগণ্ডুকে।

বৃক্ষ আঁঠা দূরে রাখা নীচু মেঝে আরোহণে;
ময়লায় পড়ে অর্ধপিষ্ঠ হয় যদি তা পুনঃ তিনে।
ক্ষুদ্রেতে ক্ষুদ্র সিঁড়ি বৃষ্টি ভিজে সরাই খিলে,
চীবর বংশ রজ্জুতে আর অলিন্দের চালু পর্দাতে;
অবলম্বনে, তৃণ, চূর্ণে নীচুপথে বিধিমতে,
আকাশ তলে তপ্ত হলে শালার নীচে ভাজনে।
বিহারের প্রকোষ্টেতে পরিবেণের অগ্নিশালে;
আরামে আর পুনঃ কক্ষে নীচু কর বিধিমতে।
আস্তরণ অনাথপিণ্ডে শ্রদ্ধায় গেলে শীতবনে,
দৃষ্টধর্মে নিমন্ত্রিত নায়ক সহ সংঘকে;
পথিমধ্যে আনতে গেলে বিহার তৈয়ার কারীগণে,
বৈশালীর নবকর্মে, আগেভাগে অধিকারে।
কে অরহত ভূক্তাগ্রে? তিত্তির কে না বন্দিবে?
ভিতর ঘর অধিকারে, শ্রাবস্তী ফিরে তুলো নিয়ে।
প্রতিষ্ঠা করে আরামে, কোলাহলে হয় ভূক্তাগ্রে,
রোগে শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা করে দেখিয়ে দিলেন সতরদিকে।
কেমন করে কখন হবে, অগ্রদ্বার বিহার ভাগে;
পরিবেণের অনুভাগে অনিচ্ছুকে ভাগ না দেবে।
সীমাবিহীন, সর্বকালে গৃহ শয়ন আসন ত্রয়ে।
বর্ণন করে উপানন্দ, স্থাপনে সম আসনে;
সম আসন ভেঙ্গে গেলে ত্রিবাগ্র বা দ্বিবাগ্রে।
অসমাসনে দীর্ঘ হবে, অলিন্দ সহ ব্যবহারে;
পিতামহে অবিদূরে কীটাগারে বিভাগ করে।
আলবীতে কুষ্ঠে পিণ্ডে, দ্বার অর্গল বটিকে;
আলোকে, শ্বেত কালোয় গেরু আচ্ছাদন বন্ধনে।
ভগ্নখণ্ড পরিভাণ্ডে, বিশ ত্রিশ আর কালেতে;
অসমাপ্ত পরিত্যক্ত বাস, ছত্রতলে পাঁচ ছয় বর্ষে।
অর্ধযোগ আর ছত্রতলে জীর্ণে দশ বারো বছরে,
সকল বিহার একই মতে অনাবাসে সাংঘিকে।
সীমাবিহীন সর্বকালে চলে গেলাম চীবর ত্যাগে;

কালো আর শ্যামলেতে শিক্ষা ত্যাগ অন্তিমে।
উন্মত্তে ক্ষিপ্ত চিত্তে, বেদনায় আপত্তি অদর্শনে;
আপত্তি কর্মের দৃষ্টিতে, পণ্ডক থেয়্য তির্থিকে।
তির্যক মাতা-পিতাতে; অরহন্ত আর দূষকে;
ভেদক আর রক্তপাতক উভয়ব্যঞ্জক লিঙ্গোতে;
না করো সংঘের পরিহানী অন্যায়তে দণ্ডদেবে।
অসমাপ্তে আর অন্যকে কর তবে প্রস্থানে;
বিভ্রান্ত কালেতে কর, শ্রামণে আর উত্থানে।
প্রত্যাখ্যানে আর শিক্ষাতে অন্তমধ্যে যদি পড়ে;
সংঘ বা প্রধানে হয় উন্মত্ত ক্ষিপ্ত বেদনে।
আপত্তির অদর্শন দণ্ডে, দৃষ্টি যদি হয়ে থাকে;
পণ্ডক থেয়্য তির্থিকে তির্যক মাতা-পিতাকে;
ঘাতক দূষক ভেদকে রক্তপাতক উভয়ব্যঞ্জকে।
প্রতিজ্ঞা তার করতে হবে সংঘ বা প্রধানকে,
হরণে অন্যে সন্দেহে ইন্দ্রিয় স্বল্পে কম্বলে।
বস্ত্রে, চর্মে, ঝালরে, বস্ত্রখণ্ড পায়েদলে;
ভিজে পাদুকায় থুতু, ঝোলায়, ঠেস দিতে আর কর্তনে।
ঠেস কর্তনে ধোবনে মাটিতে আস্তরণে;
রাজগৃহে নাহি পারে হীন খাদ্য বিতরণে।
কিভাবে যে নিয়োগ দেবে, ভাণ্ডগারিক অসম্মতে?
প্রতিগ্রাহক আর ভাজকে, যাগু ফল বিতরকে;
খাদ্য বিভাজকে আর অল্পমাত্র বিসর্জনে।
স্নানবস্ত্র গ্রহীতা আর পাত্রগ্রহণকারীতে,
আরামিক শ্রমণে আর কর্মচারীর অসম্মতে।
সর্ববিভূ লোকবিদ্ হিতিচিত্ত বিনায়কে,
আশ্রয়ার্থে আবাস সুখে ধ্যান কর্ম বিদর্শনে।

শয়নাসন-স্কন্ধ সমাপ্ত

৭। সঙ্ঘভেদক–স্কন্ধ

১। প্রথম ভণিতা

দেবদত্তের প্রব্রজ্যা, ঋদ্ধি লাভ ও সম্মান প্রাপ্তি

[স্থান – অনুপ্রিয়]

(১) অনুরুদ্ধাদির সঙ্গে দেবদত্তের প্রব্রজ্যা

সে সময় বুদ্ধ ভগবান অনুপ্রিয়ে গিয়ে অবস্থান করতেছিলেন, অনুপ্রিয় নামক মল্লগণের নিগমে। সে সময় প্রসিদ্ধ শাক্যকুমারগণ ভগবান প্রব্রজিত হবার পর অনুপ্রব্রজিত হচ্ছিলেন। তখন মহানাম শাক্য এবং অনুরুদ্ধ শাক্য নামে দুইজন ভ্রাতা ছিলেন। অনুরুদ্ধ, সুকোমল ছিলেন। তাঁর তিনটি প্রাসাদ ছিল,– একটি হেমন্তকালের জন্য, একটি গ্রীষ্মকালের জন্য এবং একটি বর্ষাকালের জন্য। তিনি বর্ষার চারমাস বর্ষাকালীন প্রাসাদে নিষ্পুরুষ তূর্যে সেবিত হতেন। প্রাসাদ হতে অবতরণ করতেন না।মহানাম শাক্যের মনে এ চিন্তা উদয় হল। এখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাক্যকুমারগণ ভগবান প্রব্রজিত হবার পর অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হতেছেন। কিন্তু আমাদের কুল হতে কেহ আগার অনাগারে প্রব্রজিত হয়নি; অতএব আমি অথবা অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হব। এ ভেবে মহানাম শাক্য অনুরুদ্ধ শাক্যের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন,– ভাই অনুরুদ্ধ! এখন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাক্যকুমারগণ ভগবানের প্রব্রজ্যার পর অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের কুল হতে এ পর্যন্ত কেহ আগার হতে অনাগারে প্রব্রজ্যিত হয়নি। অতএব এখন তুমি প্রব্রজিত হও অথবা আমি প্রব্রজিত হব।

আমি সুকোমল, এ হেতু আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারব না। আপনি প্রব্রজিত হোন। ভাই অনুরুদ্ধ! এস, তোমাকে গৃহবাসের উপদেশ প্রদান করি। প্রথম ক্ষেত্র কর্ষণ করাতে হবে। কর্ষণ করে বপন করাতে হবে, বপন করে জলপূর্ণ করাতে হবে, জলপূর্ণ করে জল বের করাতে হবে, জল বের করে শুষ্ক রাখতে হবে, শুষ্ক রাখয়া কাটতে হবে, কেটে উপরে বহন করে আনতে হবে; উপরে বহন করে

এনে রাশি করতে হবে, রাশি করে মাড়াতে হবে, মাড়ায়ে তৃণসমূহ বেছে হবে, তৃণ বেছে ভূষি বাছাতে হবে। ভূষি বাছতে ঝাড়াতে হবে, ঝেড়ে জমা করাতে হবে। জমা করে আগামী বছরেও এরূপ করত হবে। কর্ম (কর্মের আবশ্যকতা) ক্ষয় নেই। কর্মের সমাপ্তি পরিদৃষ্ট হয় না।

কখন কর্ম ক্ষয় হবে? কখনই বা কর্মের অন্ত পরিদৃষ্ট হবে? কখন আমরা নিরুদ্বেগে পঞ্চকাম্য বস্তুতে সন্তৃপ্ত এবং তন্ময় হয়ে বিচরণ করতে পারব? ভাই অনুরুদ্ধ! কর্মের ক্ষয় নেই, কর্মের সমাপ্তি পরিদৃষ্ট হয় না। কর্ম শেষ না হতেই পিতা ও পিতামহগণ কালকবলিত হয়েছেন। তাহলে আপনি গৃহবাস করুন, আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব।

অনন্তর অনুরুদ্ধ শাক্য তাঁর মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। মাতাকে বললেন– মা, আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে ইচ্ছা করতেছি। অতএব আমাকে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। এরূপ বললে অনুরূদ্ধ শাক্যের মাতা অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন,– বৎস অনুরুদ্ধ! তোমরা দু'জন আমার প্রিয় মনোরঞ্জক স্নেহভাজন পুত্র; মৃত্যু হলেও তোমাদিগ হতে অনিচ্ছায় পৃথক হব। আমি জীবিতাবস্থায় কি তোমাদেরকে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবার জন্য অনুমতি দিতে পারি? দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও অনুরুদ্ধ শাক্য তাঁর মাতাকে এরূপ বললেন।

সে সময় ভদ্দিয় নামক শাক্যরাজ শাক্যগণের মধ্যে রাজত্ব করতেছিলেন। তিনি অনুরুদ্ধ শাক্যের সহায় ছিলেন। অনুরুদ্ধ শাক্যের মাতা এ শাক্যরাজ ভদ্দিয় শাক্যগণের মধ্যে রাজত্ব করতেছেন। তিনি অনুরুদ্ধ শাক্যের সহায়। তিনি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে সম্মত হবেন না। এ ভেবে অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন,– বৎস অনুরুদ্ধ! যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, তাহলে তুমিও প্রব্রজিত হতে পার।

অনুরুদ্ধ শাক্য শাক্যরাজ ভদ্দিয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। অতঃপর শাক্যরাজ ভদ্দিয়কে বললেন,– বন্ধো! আমার প্রব্রজ্যা তোমার অধীনে।

বন্ধো! যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীনে হয়, তাহলে আমি তোমাকে সে অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। বন্ধো! এস উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হই। বন্ধো! আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারতেছি না। তোমার অন্য কিছু যদি করতে হয় তা আমি করব। তুমি প্রব্রজিত হও। বন্ধো! আমার মাতা আমাকে বলেছেন,– বৎস অনুরুদ্ধ! যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, তাহলে তুমি প্রব্রজিত হতে পার। বন্ধো! তুমি বলেছ যে যদি বন্ধো! তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীন হয়, তাহলে আমি তোমাকে সে অধীনতা হতে মুক্তি প্রদান করলাম। তুমি সুখে প্রব্রজিত হও। এস বন্ধো! উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হই। সে সময়ের লোক সত্যবাদী এবং সত্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। শাক্যরাজ ভদ্দিয় অনুরুদ্ধ শাক্যকে বললেন– বন্ধো! সাত বছর অপেক্ষা কর। সাত বছরের পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! সাত বছর অতি দীর্ঘ, আমি সাত বছর অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! ছয় বছর..., পাঁচ বছর..., চার বছর..., তিন বছর..., দুই বছর..., এক বছর অপেক্ষা কর। এক বছর পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! এক বছরও অতি দীর্ঘ। আমি এক বছর অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! সাত মাস অপেক্ষা কর। সাত মাস পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! সাত মাসও অতি দীর্ঘ, আমি সাত মাস অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! ছয় মাস মাস অপেক্ষা কর। ছয় মাস পরে উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! ছয় মাসও অতি দীর্ঘ, আমি ছয় মাস অপেক্ষা করতে পারব না। পাঁচ মাস..., চার মাস..., তিন মাস..., দুইমাস..., এক মাস..., অর্ধ মাস অপেক্ষা কর। অর্ধমাসের পর উভয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হব। বন্ধো! অর্ধ মাসও অতি দীর্ঘ, আমি অর্ধমাস অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধো! সপ্তাহ অপেক্ষা কর। আমি পুত্র এবং ভ্রাতাদেরকে দর্শন করব। বন্ধো! সপ্তাহ অধিক নয়, আমি অপেক্ষা করব।

(২) উপালি

অনন্তর শাক্যরাজ ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং ক্ষৌরকার উপালি সহ সাতজন পূর্বে যেমন চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ উদ্যানে ভ্রমণ করতেন, তেমনভাবে চতুরঙ্গিনী সৈন্য সহ বের হলেন। তাঁরা বহুদূর গিয়ে সৈন্যদেরকে প্রত্যাবর্তন করায়ে অন্য রাজ্যে পৌঁছে আভরণ উন্মোচন করে উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বোচ্‌কা বেঁধে ক্ষৌরকার উপালিকে বললেন,– ভণে; উপালি! তুমি ফিরে যাও। তোমার জীবিকা নির্বাহার্থে এটা যথেষ্ট।

ক্ষৌরকার উপালি ফিরবার সময় তার মনে এ চিন্তা উদয় হল। শাক্যগণ ক্রোধপরায়ণ। এর দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছে, এভাবে তারা আমাকে হত্যা করতে পারেন। এ শাক্যকুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারেন, আমি পারব না কেন? এ ভেবে সে বোচ্‌কা খুলে সে ভাণ্ড বৃক্ষে ঝুলায়ে যে দেখে তাকে প্রদত্ত হল। লয়ে যাক এরূপ বলে শাক্যকুমারগণের নিকট উপস্থিত হল। শাক্যকুমারগণ দূর হতেই ক্ষৌরকার উপালিকে আসতে দেখতে পেলেন। ক্ষৌরকার উপালিকে বললেন,– ভণে! উপালি তুমি কিজন্য ফিরে আসলে? আর্যপুত্রগণ! ফিরে যাবার সময় আমার মনে এ চিন্তা উদয় হয়েছিল, শাক্যগণ ক্রোধপরায়ণ; কুমারগণকে এ নিহত করেছে, এ ভেবে তাঁরা আমাকে হত্যা করতে পারেন। এ শাক্যকুমারগণ যদি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হতে পারেন, আমি কেন পারব না। এ ভেবে আর্যপুত্রগণ! আমি ভাণ্ড খুলে সে ভাণ্ড বৃক্ষে ঝুলায়ে– যে দেখে তাকে প্রদত্ত হল, লয়ে যাক– এ বলে সেস্থান হতে ফিরে এসেছি। ভণে উপালি! তুমি ফিরে এসেছ ভাল হয়েছে। শাক্যকুমারগণ ক্রোধপরায়ণ। এর দ্বারা কুমারগণ নিহত হয়েছে ভেবে তোমাকে হয়ত হত্যা করে ফেলতেন।

অনন্তর সে শাক্যকুমারগণ ক্ষৌরকার উপালিকে লয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে

উপবেশন করলেন। অতঃপর শাক্যকুমারগণ ভগবানকে বললেন,– প্রভো! আমরা শাক্যগণ অভিমানী। এ ক্ষৌরকার উপালি আমাদের বহুদিনের পরিচারক। অতএব ভগবান একে প্রথমে প্রব্রজিত করুন। যাতে আমরা তাঁকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম এবং কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি। এভাবে আমরা শাক্যগণের শাক্যজনিত অভিমান চূর্ণ হয়ে যাবে।

তখন ভগবান ক্ষৌরকার উপালিকে প্রথম প্রব্রজিত করালেন। পরে শাক্যকুমারগণকে প্রব্রজিত করালেন। আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সে বর্ষাভ্যন্তরে ত্রিবিদ্যা প্রত্যক্ষ করলেন, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করলেন এবং দেবদত্ত পৃথুজ্জনিক ঋদ্ধি লাভ করলেন।

সে সময় আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে বাস করবার সময়, বৃক্ষমূলে বাস করবার এবং শূন্যগারে সব সময়ে উদানগাথা উচ্চারণ করতে লাগলেন। অহো! সুখ, অহো! সুখ। বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন,– প্রভো! আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্যে, বৃক্ষেমূলে কিংবা শূন্যগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা উদানগাথা উচ্চারণ করে থাকেন। অহো সুখ! অহো সুখ! প্রভো! নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ভদ্দিয় উৎকণ্ঠিতভাবেই ব্রহ্মচর্যাচরণ করতেছেন। তিনি সে পূর্ব রাজ্যসুখ স্মরণ করে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদানগাথা উচ্চারণ করতেছেন।

তখন ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষু! এস, তুমি আমার বাক্যে ভদ্দিয় ভিক্ষুকে বন্ধো! ভগবান আপনাকে আহ্বান করতেছেন বলে আহ্বান কর। তাই করব। সে ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানায়ে আয়ুষ্মান ভদ্দিয়ের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে বললেন,– বন্ধু ভদ্দিয়! শাস্তা আপনাকে আহবান করতেছেন।

'ভাল বন্ধো' বলে আয়ুষ্মান ভদ্দিয় সে ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দিয়কে ভগবান বললেন,– ভদ্দিয়! সত্যই কি তুমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদানগাথা উচ্চারণ করে থাক? হ্যাঁ প্রভো! ভদ্দিয়! তুমি কি কারণে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলয়া উদানগাথা উচ্চারণ করতেছ? প্রভো! পূর্বে যখন আমি রাজা ছিলাম তখন আমি অন্তপুরেও সুরক্ষিত ছিলাম অন্তপুরের বাইরেও সুরক্ষিত ছিলাম। নগরের অভ্যন্তরেও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্নগরেও সুরক্ষিত ছিলাম, জনপদাভ্যন্তরেও সুরক্ষিত ছিলাম, বহির্জনপদেও সুরক্ষিত ছিলাম। প্রভো! আমি সেরূপভাবে সুরক্ষিত এবং গোপিত হয়েও ভীত, উদ্বিগ্ন, সশংকিত সনস্ত্র থাকতাম। এখন কিন্তু প্রভো! আমি অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা অভীত, অনুদ্বিগ্ন, অশংকিত, অনুত্রস্ত্র, ঔৎসুক্যহীন, মৃগের ন্যায় চিত্ত সমন্বিত হয়ে অবস্থান করতেছি। প্রভো! আমি এ কারণেও অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে অবস্থান করবার সময় সর্বদা অহো সুখ! অহো সুখ! বলে উদান গাথা উচ্চারণ করতেছি। তখন ভগবান এ তত্ত্বার্থ বিদিত হয়ে সে সময় এ উদানগাথা উচ্চারণ করলেন–

যার অন্তরে নেই কোন কোপ,
ভবাভবে যিনি হয়ে বীতরাগ;
তার ভয় বিগত হয়; শোকহীন হয়ে সুখী,
দেবগণও জানিতে অক্ষম তাঁর চিত্তগতি।

[স্থান – কৌশাম্বী]

(৩) দেবদত্তের লাভ–সৎকার উৎপাদনে আগ্রহ

ভগবান অনুপ্রিয়ায় যথারুচি অবস্থান করে কৌশাম্বী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে কৌশাম্বীতে গমন করলেন।

ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করতে লাগলেন। ঘোষকারামে। দেবদত্ত নির্জনে ধ্যানে স্থিত থাকবার সময় তার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হল– আমি কাকে প্রসন্ন করব। যিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হলে আমার বহু উৎপন্ন হবে। তখন দবদত্তের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কুমার অজাতশত্রু তরুণবয়স্ক এবং ভবিষ্যতে ভদ্র (উত্তম) হবেন। অতএব আমি কুমার অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করব। তিনি প্রসন্ন হলে আমার বহু লাভ–সৎকার উৎপন্ন হবে। এ ভেবে দেবদত্ত শয্যাসন ত্যাগ করে প্রাত্র চীবর লয়ে রাজগৃহে যাত্রা করলেন। তখন দেবদত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্তন করে কুমারের রূপ ধারণ করে অহি–মেখলা পরিধান করে কুমার অজাতশত্রুর ক্রোড়ে প্রাদুর্ভূত হলেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুকে বললেন– কুমার! আপনার ভয় হচ্ছে কি? হ্যাঁ ভয় হচ্ছে। আপনি কে? আমি দেবদত্ত। প্রভো! যদি আপনি আর্য দেবদত্ত হয়ে থাকেন, তাহলে স্বীয় রূপে প্রাদুর্ভূত হোন।

তখন দেবদত্ত কুমারের রূপ পরিবর্তন করে সঙ্ঘাটি পাত্র–চীবর ধারণ করে কুমার অজাতশত্রুর সম্মুখে দণ্ডামান হলেন। কুমার অজাতশত্রু দেবদত্তের এ ঋদ্ধিশক্তি দর্শনে প্রসন্ন হয়ে পঞ্চশত রথারোহণে স্বয়ং প্রাতঃ দু'বেলা উপস্থান (হাজারি) দিতে লাগলেন এবং পঞ্চশত স্থালীপক ভোজনের নিমিত্ত প্রেরণ করতে লাগলেন।

(৪) দেবদত্তের কু–বাসনার সঞ্চার

তখন লাভ–সৎকার, প্রশংসায় অভিভূত ও আসক্ত হয়ে দেবদত্তের এ প্রকার ইচ্ছার সঞ্চার হল– আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিচালনা করব। এরূপ চিন্তা উপস্থিত হওয়া মাত্র দেবদত্তের ঋদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হয়ে গেল।

সে সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের সেবক কুকুধ কোলিয়পুত্র অধুনা কালগত হয়ে এক মনোরম (দেব) লোকে উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর দেহ এরূপ বৃহৎ হয়েছিলেন যে, দেখতে যেন দুই বা তিনটি মগধ গ্রামক্ষেত্র। তাঁর ঈদৃশ দেহ নিজের কিংবা অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল না। কুকুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন।

কুকুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে বললেন– প্রভো! দেবদত্ত লাভ–সৎকার, প্রশংসায় অভিভূত এবং আসক্ত হয়ে পড়ায় তার এ ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল– আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিচালনা করব। তার মনে এ চিন্তা উদয় হওয়া মাত্রই তিনি ঋদ্ধিশক্তি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। কুকুধ দেবপুত্র এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে সে স্থানেই অন্তর্হিত হলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে বললেন,– প্রভো! আমার উপস্থায়ক কুকুধ নামক কোলিয়পুত্র অধুনা কালগত হয়ে এক মনোরম দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁর দেহ দেখতে যেন দুই বা তিনটি মগধ গ্রামক্ষেত্র। তাঁর এরূপ দেহ নিজের কিংবা পরের পীড়াদায়ক নয়। প্রভো! কুকুধ দেবপুত্র আমার নিকট উপস্থিত হয়ে, আমাকে অভিবাদন করে, একান্তে দণ্ডায়মান হল। কুকুধ দেবপুত্র আমাকে বলল– প্রভো! লাভ–সৎকার, প্রশংসায় অভিভূত এবং আসক্ত দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল– আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিচালনা করব। এরূপ ধারণা মনে উৎপন্ন হওয়া মাত্র দেবদত্ত ঋদ্ধিশক্তি হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। প্রভো! কুকুধ দেবপুত্র এরূপ বলেছে। অতঃপর দেবপুত্র আমাকে অভিবাদন করে এবং আমার পুরোভাগে তার দক্ষিণপার্শ্ব রেখে সে স্থানেই অন্তর্হিত হয়েছে।

মহামৌদ্গাল্যায়ন! তুমি কি স্বীয় চিত্ত দ্বারা কুকুধ দেবপুত্রের চিত্তের অবস্থা বিচার করে জেনেছ, কুকুধ দেবপুত্র যা বলতেছে, তা তদ্রুপ, অন্যরূপ নয়?

প্রভো! আমি স্বীয় চিত্ত দ্বারা বিচার করে জেনেছি, কুকুধ দেবপুত্র যা বলেছে তা সেরূপই অন্যরূপ নয়।

(৫) পাঁচ প্রকার গুরু

মৌদ্গাল্যায়ন! এ কথা রেখে দাও। মৌদ্গাল্যায়ন! এ কথা রেখে দাও। এখনই সে মোঘপুরুষ নিজেই নিজেকে প্রকটিত করবে। মৌদ্গাল্যায়ন! জগতে পাঁচ প্রকারের শাস্তা আছে। সে পাঁচ প্রকার কি?

(১) মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন বলে জ্ঞাপন করে। আমার শীল পরিশুদ্ধ পর্যবদত, অসংক্লিষ্ট। তার সম্বন্ধে শ্রাবকগণ এরূপ জানে– এ শাস্তা অপরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন হয়েও জ্ঞাপন করতেছেন– আমার শীল পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (উজ্জ্বল) অসংক্লিষ্ট। যদি আমরা গৃহীদেরকে বলে দিই, তাহলে তা তার পক্ষে ভাল হবে না। যা তাঁর পক্ষে ভাল হবে না তা আমরা কেন বল? চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন এবং রোগীর পথ্য ভৈষজ্য সামগ্রী দানে আমাদের সম্মান করতেছে। যে যেরূপ কার্য করবে সে তাতে পরিদৃষ্ট হবে। মৌদ্গাল্যায়ন এ প্রকার গুরুকে শ্রাবকগণ শীলের দিক দিয়ে রক্ষা করে থাকে। এরূপ শাস্তা শীলের দিক দিয়ে শ্রাবকের নিকট রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(২) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন বলে জ্ঞাপন করে। আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা জীবিকার দিক দিয়ে শ্রাককের নিকট রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৩) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ ধর্মদেশক হয়েও পরিশুদ্ধ ধর্মদেশক বলে জ্ঞাপন করে– আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট ধর্মদেশনার দিক দিয়ে রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৪) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ ব্যাকরণ (ভবিষ্যদ্বাণী)সম্পন্ন হয়েও পরিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্পন্ন বলে প্রকাশ করে– আমার ব্যাকরণ পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট ব্যাকরণের দিক দিয়ে রক্ষা প্রত্যাশা করে।

(৫) পুনশ্চ মৌদ্গাল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়েও পরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন বলে প্রকাশ করে। আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। এরূপ শাস্তা শ্রাককের নিকট জ্ঞানদর্শনের দিক দিয়ে রক্ষা প্রত্যাশা করে।

মৌদ্গাল্যায়ন! জগতে এ পাঁচ প্রকার শাস্তা বিদ্যমান আছে।

(১) মৌদ্গাল্যায়ন! আমি কিন্তু পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ শীলসম্পন্ন বলে প্রকাশ করতেছি,– আমার শীল পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে শীলের দিক দিয়ে রক্ষা করে না, আমি ও শ্রাবকগণের নিকট শীলের দিক দিয়ে রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(২) পরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন বলে প্রকাশ করতেছি,– আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে জীবিকা দিক দিয়ে রক্ষা করে না। আমিও শ্রাবকগণের নিকট জীবিকা দিক দিয়ে রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৩) পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনাসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ ধর্মদেশক বলে প্রকাশ করতেছি,– আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে ধর্মদেশনা দিক দিয়ে রক্ষা করে না। আমিও শ্রাবকগণের নিকট ধর্মদেশনা দিক দিয়ে রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৪) পরিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্পন্ন হয়ে বলে প্রকাশ করতেছি,– আমার ব্যাকরণ পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে ব্যাকরণের দিক দিয়ে রক্ষা করে না। আমিও শ্রাবকগণের নিকট ব্যাকরণের দিক দিয়ে রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

(৫) পরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়ে পরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন বলে প্রকাশ করতেছি। আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত, অসংক্লিষ্ট। শ্রাবকগণ আমাকে জ্ঞানদর্শনের দিক দিয়ে রক্ষা করে না। আমিও শ্রাবকগণের নিকট জ্ঞানদর্শনের দিক দিয়ে রক্ষিত হবার প্রত্যাশা করি না।

স্থান – রাজগৃহ

ভগবান কৌশাম্বীতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহ অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করতে করতে রাজগৃহে গমন করলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন, বেলুবনে কলন্তক নিবাপে। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। সে ভিক্ষুগণ, ভগবানকে বললেন– প্রভো! কুমার অজাতশত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহণে উপস্থিত হচ্ছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন।

ভিক্ষুগণ! তোমরা দেবদত্তের ন্যায় লাভ–সৎকার, প্রশংসা স্পৃহা করো না। ভিক্ষুগণ! যে হতে কুমার অজাতশত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহণে উপস্থিত হচ্ছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন। সে হতে দেবদত্তের কুশলধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধি নয়। ভিক্ষুগণ! যেমন চণ্ড কুকুরের নাসিকায় পিণ্ড নিক্ষেপ করলে (ভিন্দেয্যুং) সে কুকুর অধিকতর চণ্ড (ক্রুদ্ধ) হয়ে থাকে। সেরূপ যে হতে কুমার অজাতশত্রু দেবদত্তের নিকট স্বয়ং প্রাতঃ পঞ্চশত রথারোহণে উপস্থিত হতেছেন এবং ভোজনের নিমিত্ত পঞ্চশত স্থালীপক প্রেরণ করতেছেন। সে হতে দেবদত্তের কুশলধর্মে হানি উপস্থিত হয়েছে বৃদ্ধি নয়। ভিক্ষুগণ! আত্মনাশের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ–সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে, পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ–সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন কদলীবৃক্ষ আত্মনাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে, পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ! সেরূপই দেবদত্তের আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ–সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ–সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন বেণু আত্মনাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে।

সেরূপই ভিক্ষুগণ! দেবদত্তের আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ–সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ–সৎকার,

প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন নল (খাক্‌রা) আত্মনাশের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। পরাভবের নিমিত্ত ফল প্রদান করে। ভিক্ষুগণ! সেরূপ দেবদত্তের আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ-সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ-সৎকার প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! যেমন অশ্বতরী (খচরী) আত্মনাশের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, পরাভবের নিমিত্ত গর্ভধারণ করে। ভিক্ষুগণ! সেরূপ দেবদত্তের আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ-সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে। পরাভবের নিমিত্ত দেবদত্তের লাভ-সৎকার, প্রশংসা উৎপন্ন হয়েছে।

কদলিতে ফল হয় হত্যা করিবারে;
বেণুফল, নলে ফল জন্মিলে মরিবে।
কাপুরুষে লাভ সৎকারে মরণ জানিবে;
অশ্বতরীর গর্ভ হলে, নিশ্চিত মরিবে।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

২। দ্বিতীয় ভণিতা

(৬) দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম

সে সময় রাজা সহ উপবিষ্ট বৃহৎ পরিষদ পরিবৃত হয়ে ভগবান ধর্মদেশনা করতেছিলেন। তখন দেবদত্ত আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! ভগবান এখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়স শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। অতএব ভগবান এখন নিশ্চিন্তভাবে প্রত্যক্ষ সুখবিহারে নিরত থাকুন। ভিক্ষুসঙ্ঘ আমাকে প্রদান করুন। আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করব।

দেবদত্ত! নিষ্প্রয়োজন; ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনের ইচ্ছা পোষণ করো না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও দেবদত্ত ভগবানকে এরূপ বললেন– ভগবান বললেন,– দেবদত্ত! আমি শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়নের উপর ও

ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনের ভার অর্পণ করতে পারি না। তোমার ন্যায় মৃত থুথুবৎ ব্যক্তির উপর কি দিতে পারি? তখন দেবদত্ত ভগবান আমাকে যে সভায় রাজা উপস্থিত আছেন, সেরূপ সভায় আমাকে নিষ্ঠীবৎ বলে অপমানিত করলেন, আর শারীপুত্র মৌদ্গাল্যায়নের প্রশংসা করলেন। এ ভেবে কোপান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রতি দেবদত্তের এ প্রথম আঘাত (দ্রোহ) হল। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করুক। দেবদত্ত পূর্বে অন্য প্রকৃতির ছিল, এখন অন্য প্রকৃতির। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তজ্জন্য বুদ্ধধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী নয়; তজ্জন্য দেবদত্তই দায়ী।

ভিক্ষুগণ এভাবে (প্রকাশনীয় কর্ম) করবে, দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম করতে পারেন। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি অন্যরকমের ছিল, এখন এক রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী নন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী। এটাই জ্ঞপ্তি। [অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে আহ্বান করলেন,– শারীপুত্র! তুমি দেবদত্তকে রাজগৃহে প্রকাশিত কর। প্রভো! আমি পূর্বে রাজগৃহে দেবদত্তের প্রশংসাকীর্তন করেছি, গোধিপুত্র (দেবদত্ত) মহর্ধিক (দিব্যশক্তিধারী) এবং মহানুভব। এখন কিরূপে আমি রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করতে পারি?

শারীপুত্র! গোধিপুত্র মহর্ধিক এবং মহানুভব বলে রাজগৃহে দেবদত্তের যথার্থ প্রশংসা করেনি? হ্যাঁ প্রভো। শারীপুত্র! এরূপই যথার্থভাবে দেবদত্তকে প্রকাশিত কর। তাই করব প্রভো! বলে আয়ুষ্মান

শারীপুত্র ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

তখন ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! তাহলে সঙ্ঘ শারীপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করবার জন্য মনোনীত করুক। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি অন্যরকম ছিল, এখন অন্যরকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী নন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীত করবে। প্রথম শারীপুত্রের মত জিজ্ঞাসা করবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহলে সঙ্ঘ আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করবার জন্য মনোনীত করতে পারেন। পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল, এখন অন্যরকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী নন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী। এটাই জ্ঞপ্তি। [অনুশ্রবণ ও ধারণা পূর্ববৎ]

আয়ুষ্মান শারীপুত্র সঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত হবার পর বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে রাজগৃহে প্রবেশ করে রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করলেন,– পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল। এখন অন্যরকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা করবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী নন, দেবদত্তই তজ্জন্য দায়ী।

সেখানের শ্রদ্ধাহীন এবং মন্দবুদ্ধি লোকেরা বলতে লাগল,– অসূয়া-পরায়ণ এ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দেবদত্তের লাভ-সৎকার দেখে অসূয়া করতেছে। শ্রদ্ধাবান, পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান লোকেরা বলতে লাগল,– ভগবান যা যখন রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করাচ্ছেন তখন এটা নিরর্থক হতে পারে না।

দেবদত্তের বিদ্রোহ

(১) পিতৃহত্যার নিয়োগ

দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। কুমার অজাতশত্রুকে বললেন,– কুমার! পূর্বে মনুষ্য দীর্ঘায়ু হত। এখন অল্পায়ু। হয়ত কুমার অবস্থায় আপনার মৃত্যু হতে পারে। কুমার! এ হেতু আপনি পিতাকে হত্যা করে রাজা হোন, আমি ভগবানকে হত্যা করে বুদ্ধ হব।

তখন কুমার অজাতশত্রু আর্য দেবদত্ত মহর্ধিক এবং মহানুভব। হয়ত তিনি জানতে পেরেছেন, এ ভেবে জঙ্ঘায় তীক্ষ্ণ ছুরিয়া বন্ধন করে ভীত, উদ্বিগ্ন, সংকিত, সন্ত্রস্তবৎ মধ্যাহ্নে সহসা অন্তপুরে প্রবেশ করতে গেলেন। অন্তপুরের প্রহরী, কুমার অজাতশত্রুকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত এবং সন্ত্রস্তবৎ মধ্যাহ্নে সহসা অন্তপুরে প্রবেশ করতে দেখতে পেলেন; দেখে ধরলেন। তাঁরা অনুসন্ধান করতে করতে উরুতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আবদ্ধ দেখে কুমার অজাতশত্রুকে বললেন,– কুমার! আপনি কি করতে চান? পিতৃহত্যা করতে চাই। কার দ্বারা প্ররোচিত হয়েছেন? আর্য দেবদত্তের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছি। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন,– কুমারকেও হত্যা করতে হবে এবং দেবদত্তকে ও সমস্ত ভিক্ষুকে হত্যা করতে হবে। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন,– ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। কেননা ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেননি। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত। কোন কোন অমাত্য মন্তব্য করলেন,– কুমার দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। এ বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যা আঁদেশ করেন তাই করব। তখন সে অমাত্যগণ কুমার অজাতশত্রুকে নিয়ে মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হলেন। মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসারকে এ বিষয় জানালেন। রাজা বললেন,– মহাশয়গণ! প্রধান অমাত্যগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন?

দেব কোন কোন মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন,– কুমার, দেবদত্ত এবং সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে হত্যা করা উচিত। কোন কোন

মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন,– ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না, কেননা ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেননি। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত হবে। কোন কোন মহামাত্য মত প্রকাশ করেছেন,– কুমারকে, দেবদত্তকে কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা হবে না। এ বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করা উচিত। রাজা যা বলেন তাই করব। ভণে! বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ কি করতে পারেন? ভগবান পূর্বেই রাজগৃহে দেবদত্তকে প্রকাশিত করেছেন,– পূর্বে দেবদত্তের প্রকৃতি এক রকমের ছিল, কিন্তু এখন অন্য রকমের হয়েছে। দেবদত্ত কায়ে কিংবা বাক্যে যা বলবে তজ্জন্য বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সঙ্ঘ দায়ী হবেন না। তজ্জন্য দেবদত্তই দায়ী। যে মহামাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন,– কুমার, দেবদত্ত এবং সমস্ত ভিক্ষুকে হত্যা করা উচিত। তাঁদেরকে পদচ্যুত করলেন। যে মহামাত্যগণ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন,– ভিক্ষুগণকে হত্যা করা অনুচিত, কেননা ভিক্ষুগণ কোন অপরাধ করেননি। কুমার এবং দেবদত্তকে হত্যা করা উচিত হবে। তাঁদেরকে নিম্নপদে নামিয়ে দিলেন। যে মহামাত্য এরূপ মত প্রকাশ করেছেন,– কুমার, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুগণকে হত্যা করা উচিত হবে না। এ বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করতে হবে। রাজা যা বলবেন, আমরা তাই করব। তাঁদেরকে উচ্চপদে স্থাপন করলেন।

অনন্তর মগধরাজশ্রেণিক বিম্বিসার কুমার অজাতশত্রুকে বললেন,– কুমার! তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছ? দেব! আমি রাজত্ব কামনা করি। কুমার! যদি তুমি রাজত্ব কামনা কর, তাহলে এ রাজ্য তোমার,– এ বলে কুমার অজাতশত্রুকে রাজ্যভার অর্পণ করলেন।

(২) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত তীরন্দাজ প্রেরণ

দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হলেন। কুমার অজাতশত্রুকে বললেন,– মহারাজ! তীরন্দাজদেরকে আদেশ প্রদান করুন, যেন শ্রমণ গৌতমকে হত্যা করে।

অজাতশত্রু তীরন্দাজদেরকে আদেশ করলেন,– আর্য দেবদত্ত যেরূপ বলেন, সেরূপ কর। তখন দেবদত্ত এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন,– বন্ধো! যাও অমুক স্থানে শ্রমণ গৌতম অবস্থান করতেছেন, তাঁকে হত্যা করে এ রাস্তা দিয়ে আস। সে রাস্তায় দুই ব্যক্তিকে রেখে বললেন,– এ রাস্তা দিয়ে জনৈক লোক আসবে, তোমরা তাকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়ে আস। সে রাস্তায় চারজন লোক রেখে বললেন,– এ রাস্তা দিয়ে দু'জন লোক আসবে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করে এ রাস্তা দিয়ে আস। সে রাস্তায় আটজন লোককে রেখে বললেন,– এ রাস্তা দিয়ে চারজন লোক আসবে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়ে আস। সে রাস্তায় ষোলজন লোককে রেখে বললেন,– এ রাস্তা দিয়ে আটজন লোক আসবে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করে অমুক রাস্তা দিয়ে আস।

তখন সে এক ব্যক্তি ঢাল, তলোয়ার নিয়ে ধনুতে শর যোজনা করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের নাতিদূরে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত এবং এস্ত হয়ে স্তব্ধ দেহে দাঁড়িয়ে রইল। ভগবান সে ব্যক্তিকে ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত এবং ত্রস্ত হয়ে স্তব্ধ দেহে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। দেখে তাকে বললেন,– বন্ধো! এস, ভয় করো না। তখন সে ব্যক্তি অসি, ঢাল, এক স্থানে রেখে দিয়ে এবং ধনু ও শর পরিত্যাগ করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পদে শির অবনত করে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! আমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতাবশতঃ যে অপরাধ করেছি এবং আমি কলূষিত চিত্তে, বধ করবার চিত্ত নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভগবান আমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য অনুমোদন করুন।

বন্ধো! তুমি মূর্খতা, মূঢ়তা এবং অদক্ষতাবশতঃ কলূষিত চিত্তে, বধ করবার চিত্তে এখানে এসে যে অপরাধ করেছ, যখন সে অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসারে প্রতিকার করেছ, তখন আমি তোমার অপরাধ স্বীকার অনুমোদন করলাম। বন্ধো! আর্য বিনয়ে এটা বৃদ্ধির কথা, যে অপরাধকে অপরাধ বলে ন্যায়ানুসারে প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের

জন্য সাবধান হয়।

তখন ভগবান তাকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান করলেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরণমুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন– দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, সেভাবে সে ব্যক্তির সে আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

সে ব্যক্তি ধর্ম দর্শন করে, ধর্ম লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহণ করে, ধর্মে সন্দেহরহিত হয়ে, বাদ-বিবাদরহিত হয়ে, বিশারদ লাভ করে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বলল,– প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমুখকে ঊর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

অতঃপর ভগবান তাকে বললেন,– বন্ধো! তুমি এই রাস্তা দিয়ে যাবে না। অমুক রাস্তা দিয়ে যাও। এ বলে অন্য রাস্তা দিয়ে প্রেরণ করলেন। তখন সে দুই ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তিগণকে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন– এ ভেবে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখতে পেল; দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। অতঃপর ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। তাদেরকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ করলেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের

আনিশংস প্রকাশ করলেন। সে চার-ব্যক্তির ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরণমুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন– দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্তু সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, সেভাবে সে ব্যক্তিদের সে আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

সে ব্যক্তিগণ ধর্ম দর্শন করে, ধর্ম লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহণ করে, ধর্মে সন্দেহরহিত হয়ে, বাদ-বিবাদরহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বলল,– প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমুখকে ঊর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

সে চার ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তিগণকে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন– এ ভেবে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখতে পেল; দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। অতঃপর ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। তাদেরকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ করলেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। সে চার ব্যক্তির ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরণমুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন– দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্তু সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, সেভাবে সে ব্যক্তিদের সে আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

সে ব্যক্তি ধর্ম দর্শন করে, ধর্ম লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে

অবগাহণ করে, ধর্মে সন্দেহরহিত হয়ে, বাদ-বিবাদরহিত হয়ে, বিশারদ লাভ করে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বলল,– প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমুখকে উর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

সে আট ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তিগণকে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন– এ ভেবে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখতে পেল; দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। অতঃপর ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। তাদেরকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ করলেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। সে চার ব্যক্তির ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরণমুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন– দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্তু সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, সেভাবে সে ব্যক্তিদের সে আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

সে ব্যক্তিগণ ধর্ম দর্শন করে, ধর্ম লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহণ করে, ধর্মে সন্দেহরহিত হয়ে, বাদ-বিবাদরহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বলল,– প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমুখকে উর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। আমি ভগবানের,

ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

সে ষোল ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তিগণকে আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন– এ ভেবে সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়ে ভগবানকে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখতে পেল; দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হল। অতঃপর ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। তাদেরকে ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ করলেন। যথা– দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামভোগের অপকারিতা, নিরর্থকতা, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আনিশংস প্রকাশ করলেন। সে চার ব্যক্তির ভগবান যখন জানতে পারলেন তার চিত্ত সুস্থ, মৃদু, আবরণমুক্ত, হৃষ্ট এবং প্রসন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশিত করলেন– দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রং প্রতিগ্রহণ করে, সেভাবে সে ব্যক্তিদের সে আসনে বিরজ, বিমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল, যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।

সে ব্যক্তিগণ ধর্ম দর্শন করে, ধর্ম লাভ করে, ধর্ম বিদিত হয়ে, ধর্মে অবগাহণ করে, ধর্মে সন্দেহরহিত হয়ে, বাদ-বিবাদরহিত হয়ে বিশারদ লাভ করে, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানকে বলল,– প্রভো! বড়ই আচার্য! প্রভো! বড়ই মনোহর। যেমন অধোমুখকে ঊর্ধমুখী করলেন, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে মার্গ প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করলেন। যাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখতে পায়। ভগবান এরূপে নানা পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করলেন। আমি ভগবানের, ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ভগবান অদ্য হতে আমরণ আমাদেরকে শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।

অতঃপর সে এক ব্যক্তি দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হল। দেবদত্তকে বলল,– প্রভো! আমি সে ভগবানের জীবন নাশ করতে পারলাম না। সে ভগবান মহর্ধিক এবং মহানুভবসম্পন্ন।

বন্ধো! তুমি শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করো না। আমি স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করব।

(৩) দেবদত্তের বুদ্ধের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ

সে সময় ভগবান গৃধকূট পর্বতের ছায়ায় পাদচারণ করতেছিলেন। দেবদত্ত গৃধকূট পর্বতে আরোহণ করে এটা দ্বারা শ্রমণ গৌতমের জীবন নাশ করব এ ভেবে এক বৃহৎ শিলা নিক্ষেপ করল। দুইটি পর্বতশৃঙ্গ এসে সে শিলার গতিরোধ করল। তা হতে প্রস্তরকণিকা পতিত হয়ে ভগবানের পাদ হতে রক্ত মোচন করল।

ভগবান উর্ধদিকে অবলোকন করে দেবদত্তকে বললেন,— মোঘপুরুষ! কলূষিত চিত্তে, বধ করবার ইচ্ছায় তথাগতের রক্তপাত করে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করলে।

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,— ভিক্ষুগণ! দেবদত্ত এ প্রথম আনন্তরিক কর্ম (স্বর্গ-মোক্ষের বাধক কর্ম) সঞ্চয় করল। কেননা সে কলূষিত চিত্তে, বধ করবার ইচ্ছায় তথাগতের রক্তপাত করল।

(৪) তথাগতের অকালমৃত্যু হতে পারে না

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন, দেবদত্ত ভগবানকে বধ করবার কার্যে প্রবৃত হয়েছে। তখন তাঁরা ভগবানকে রক্ষা করবার, আবরণ এবং গুপ্ত রাখবার জন্য বিহারের চারদিকে উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায়ন করতে করতে পাদচারণ করতে লাগলেন। উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায়ন শব্দ শুনে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন,— আনন্দ! এ উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায় শব্দ কেন?

প্রভো! ভিক্ষুগণ শুনেছেন দেবদত্ত ভগবানকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাঁরা ভগবানের বিহারের চারপাশে পাদচারণ করে উচ্চশব্দে মহাশব্দে স্বাধ্যায় করে ভগবানকে রক্ষা করবার, আবরণ এবং গুপ্ত রাখবার কার্যে নিরত হয়েছেন। এটা তারই উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, স্বাধ্যায় শব্দ।

আনন্দ তাহলে আমার আদেশে উক্ত ভিক্ষুগণকে বল,— শাস্তা আপনাদেরকে আহ্বান করতেছেন। তাই হবে বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করে সে ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত

হলেন। তাদেরকে বললেন,– শাস্তা আয়ুষ্মানগণকে আহ্বান করতেছেন। তথাস্তু বন্ধো! বলে তাঁরা আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে সে ভিক্ষুগণকে ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ইহার কোন স্থান নেই, ইহার কোন সম্ভাবনা নেই যে, অপরের প্রযত্নে তথাগতের জীবন নাশ হবে। ভিক্ষুগণ! তথাগতগণ অন্যের প্রচেষ্টা ব্যতীত স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। ভিক্ষুগণ! তোমরা স্ব স্ব বিহারে চলে যাও, তথাগতকে রক্ষার প্রয়োজন নেই।

(৫) বুদ্ধকে হত্যার নিমিত্ত নালগিরি হস্তী প্রেরণ

সে সময় রাজগৃহে নালগিরি নামীয় মনুষ্যঘাতক দুর্দান্ত এক হস্তী ছিল। দেবদত্ত রাজগৃহে প্রবেশ করে হস্তীশালায় গিয়ে মাহুতগণকে বললেন,– ভণে! আমি রাজার জ্ঞাতি নিম্নপদ হতে উচ্চপদে নিয়োগ করতে এবং আহার্য ও বেতন বৃদ্ধি করতে আমার ক্ষমতা আছে। যখন শ্রমণ গৌতম এ রাস্তায় আসবেন, তখন এ নালগিরি হস্তীশাবককে এ রাস্তার অভিমুখে ছেড়ে দিবে। তথাস্তু, প্রভো! বলে সে মাহুতগণ দেবদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সহ রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করলেন। ভগবান সে রাস্তা দিয়ে যেতে লাগলেন। মাহুতগণ ভগবানকে সে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে নালগিরি হস্তীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে সে রাস্তা অভিমুখে ছেড়ে দিল। নালগিরি হস্তী দূর হতেই ভগবানকে আসতে দেখে শুণ্ড উত্তোলিত করে প্রহৃষ্ট হয়ে কর্ণ সঞ্চালন করতে করতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হল। ভিক্ষুগণ দূর হতেই নালগিরি হস্তীকে আসতে দেখে ভগবানকে বললেন– প্রভো! এ মনুষ্যঘাতক, দুর্দান্ত নালগিরি হস্তী এ রাস্তায় উপস্থিত হয়েছে। অতএব ভগবান পশ্চাদাবর্তন করুন। সুগত পশ্চাদাবর্তন করুন। ভিক্ষুগণ! আস, ভয় করো না। এখন কোন স্থান

কিংবা কোন সম্ভাবনা নেই যে, অন্যের চেষ্টায় তথাগতের জীবন নাশ হবে, অপরের চেষ্টা ব্যতীত তথাগতগণ স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভিক্ষুগণ এরূপ বললে ভগবান এরূপ উত্তর দিলেন।

সে সময় জনসাধারণ প্রাসাদের উপর, হর্মের উপর, ছাদের উপর আরোহণ করে অবস্থান করতেছিল। তাদের মধ্যে যারা শ্রদ্ধাহীন, প্রসন্নতাহীন, দুর্বুদ্ধি–পরায়ণ তারা বলতে লাগল,– অহো! রূপবান মহাশ্রমণ নাগ দ্বারা নিহত হবেন। যাঁরা শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, তাঁরা বলতে লাগলেন,– দীর্ঘকাল নাগ নাগের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন। তখন ভগবান নালাগিরি হস্তীকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করলেন। নালগিরি হস্তী ভগবানের মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত হয়ে শুণ্ড অবনত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হল। তখন ভগবান দক্ষিণহস্তে নালগিরি হস্তীর কুম্ভ স্পর্শ করে নালগিরি হস্তীকে গাথাযোগে বললেন–

হে কুঞ্জর! হে নাগ! ভয় নাহি করো মোরে,
দুঃখই কেবল ভাবি নাহি ভয় তব তরে।
হত্যা নাহি করো কুঞ্জর হে নাগবর,
নিশ্চয় সুগতি তোমার হবে অতঃপর।

নালগিরি হস্তী শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদধূলি লয়ে মস্তকে বিকীর্ণ করে যতক্ষণ ভগবানকে দেখতে পেল, ততক্ষণ সম্মুখভাগ ভগবানের অভিমুখে রেখে পশ্চাৎভাগে পশ্চাদাবর্তন করতে লাগল। অতঃপর নালগিরি হস্তী হস্তীশালায় গিয়ে স্বস্থানে দণ্ডায়মান রইল। এভাবে নালগিরি হস্তী দমিত হল। সে সময় জনসাধারণ এ গাথা ভাষণ করতে লাগলেন–

একে অন্যে দমন করে দণ্ড, অংকুশ, কষাঘাতে,
বুদ্ধ দমে নাগরাজে বিনা অস্ত্র, বিনা দণ্ডে।

জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে

লাগল– পাপিষ্ট ও লক্ষ্মীহীন দেবদত্ত এরূপ শ্রীমান মহাঋদ্ধি ও মহানুভবসম্পন্ন শ্রমণ গৌতমকে হত্যায় প্রবৃত হয়েছে। সে হতে দেবদত্তের লাভ–সৎকার হ্রাস পেল। ভগবানের লাভ–সৎকার বৃদ্ধি পেল।

(৬) দেবদত্তের সম্মান হ্রাস

সে সময় দেবদত্ত লাভ–সৎকার বিচ্যুত হয়ে সপার্ষদ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাচঞা করে ভোজন করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাচঞা করে ভোজন করতেছেন? কে সঞ্চয় করতে ভালবাসে না এবং কারই বা স্বাদাকার খাদ্য রুচিকর নয়?"

ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। শুনতে পেয়ে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন সপার্ষদ দেবদত্ত গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাচঞা করে ভোজন করতেছেন?" তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

দেবদত্ত! সত্যই কি তুমি সপার্ষদ গৃহস্থগণের ঘরে ঘরে যাচঞা করে ভোজন করতেছ?

হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! তাহলে ত্রিবিধ কারণবশতঃ গৃহস্থগণের গৃহে ভিক্ষুগণের নিমিত্ত ত্রিবিধ ভোজনের বিধান প্রবর্তন করব। যথা– (১) কুটিল ব্যক্তিগণের নিগ্রহের নিমিত্ত, (২) সুশীল ভিক্ষুগণের নিরাপদের জন্য এবং (৩) যাতে পাপিষ্টগণ অনুগামী পেয়ে সঙ্ঘভেদ করতে না পারে। গৃহস্থগণের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নিমিত্তগণ ভোজনে (সম্মিলিত ভোজন করায়) ধর্মানুসারে প্রতিকার করতে হবে।

(৭) পঞ্চবস্তু যাচ্ঞা কথা

অনন্তর দেবদত্ত কোকালিক, কটমোদকতিষ্য এবং খন্ডদেবীর পুত্র সমুদ্রদত্তের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে কোকালিক, কটমোদকতিষ্য এবং খন্ডদেবীর পুত্র সমুদ্রদত্তকে বললেন,– আস বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের সঙ্ঘভেদ, চক্রভেদ করি। এরূপ বললে, কোকালিক দেবদত্তকে বলল,– বন্ধো! শ্রমণ গৌতম মহাঋদ্ধি এবং মহানুভবসম্পন্ন। আমরা কিরূপে শ্রমণ গৌতমের সঙ্ঘভেদ, চক্রভেদ করব? বন্ধোগণ! আস, আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে এভাবে পাঁচটি বিষয় যাচ্ঞা করি। প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার গুণ বর্ণনা করেছেন। প্রভো! এ পাঁচটি বিষয় বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার পরিপোষক। অতএব প্রভো! (১) ভিক্ষুরা আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বাস করবে সে দোষী হবে। (২) ভিক্ষুরা আজীবন ভিক্ষাচর্যা করুক, যে নিমন্ত্রণ প্রদত্ত দ্রব্য আহার করবে, সে দোষী হবে। (৩) ভিক্ষুরা আজীবন পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করুক। যে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করবে, সে দোষী হবে। (৪) ভিক্ষুরা আজীবন বৃক্ষ মূলে বাস করুক। যে আচ্ছাদনের নীচে বাস করবে, সে দোষী হবে। (৫) ভিক্ষুরা আজীবন মৎস্য, মাংস আহার না করুক। যে মৎস্য, মাংস আহার করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এ সমস্তের অনুমতি দিবেন না। কাজেই আমরা এ পাঁচটি বিষয় দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে সমর্থ হব। বন্ধু! এ পাঁচটি বিষয় দ্বারা শ্রমণ গৌতমের সঙ্ঘভেদ, চক্রভেদ করতে পারা যাবে। কেননা জনসাধারণ সামান্য ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

অতঃপর দেবদত্ত সপার্ষদ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে দেবদত্ত ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে পাঁচটি

বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভগবান বললেন– দেবদত্ত! কোন প্রয়োজন নেই। যার ইচ্ছা হয় সে অরণ্যে বাস করুক এবং যার ইচ্ছা হয় সে গ্রামে বাস করুক। যার ইচ্ছা হয় সে ভিক্ষাচর্যা করুক এবং যার ইচ্ছা হয় সে নিমন্ত্রণে আহার করুক। যার ইচ্ছা হয় সে পাংশুকুলবস্ত্রধারী হোক এবং যার ইচ্ছা হয় সে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর পরিধান করুক। দেবদত্ত! আট মাস তরুমূলে বাস করবার বিধান প্রদান করেছি এবং অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অনুমানমুক্ত– এ ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ মৎস্য, মাংস আহার করবার বিধানও আমি দিয়েছি।

ভগবান দেবদত্তকে এ পাঁচটি বিষয়ের অনুমতি দিচ্ছেন না। এ ভেবে হৃষ্ট, প্রসন্ন হয়ে সপার্ষদ আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

দেবদত্ত সপার্ষদ রাজগৃহে প্রবেশ করে উক্ত পঞ্চবিষয় দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে লাগল– বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে তার নিকট পাঁচটি বিষয় যাচ্ঞা করেছিলাম।

প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার গুণ বর্ণনা করেছেন। প্রভো! এ পাঁচটি বিষয় বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, সল্লেখের, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার পরিপোষক। অতএব প্রভো! (১) ভিক্ষুরা আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বাস করবে সে দোষী হবে। (২) ভিক্ষুরা আজীবন ভিক্ষাচর্যা করুক, যে নিমন্ত্রণ প্রদত্ত দ্রব্য আহার করবে, সে দোষী হবে। (৩) ভিক্ষুরা আজীবন পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করুক। যে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করবে, সে দোষী হবে। (৪) ভিক্ষুরা আজীবন বৃক্ষ মূলে বাস করুক। যে আচ্ছাদনের নীচে বাস করবে, সে দোষী হবে। (৫) ভিক্ষুরা আজীবন মৎস্য, মাংস আহার না করুক। যে মৎস্য, মাংস আহার করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এ সমস্তের অনুমতি প্রদান করেননি। আমরা এ পাঁচটি বিষয় প্রতিপালন করতেছি।

সেখানে যারা শ্রদ্ধাহীন, প্রসন্নতাহীন, দুর্বুদ্ধি-পরায়ণ তারা বলল।

এ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অল্পেচ্ছুক এবং লঘুবৃত্তিসম্পন্ন (সল্লেখবুত্তিনো) কিন্তু শ্রমণ গৌতম বাহুল্যভাব প্রাপ্ত এবং বাহুল্যতার জন্য চেষ্টিত। যারা শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতাসম্পন্ন এবং পণ্ডিত, বুদ্ধিমান তারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন দেবদত্ত ভগবানের সঙ্ঘভেদের, চক্রভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতেছে?"

ভিক্ষুগণ সে জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। শ্রবণ করে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ, চক্রভেদ পরাক্রম প্রকাশ করতেছে?" সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– দেবদত্ত! সত্যই কি তুমি সঙ্ঘভেদের, চক্রভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতেছ?

হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

দেবদত্ত! সঙ্ঘভেদে তোমার রুচি না হোক। দেবদত্ত! সঙ্ঘভেদ করা বড় গুরুতর কাজ। যে সমগ্রভাব প্রাপ্ত সঙ্ঘভেদ করে, সে কল্পস্থায়ী পাপ সঞ্চয় করে এবং কল্পকাল নরকে পঁচে। দেবদত্ত! যে বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘকে সম্মিলিত করে, সে শ্রেষ্ঠ পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করে এবং কল্পকাল স্বর্গে প্রমোদিত হয়। সঙ্ঘভেদে তোমার রুচি না হোক। দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করা বড় গুরুতর কাজ।

আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করলেন। দেবদত্ত আয়ুষ্মান আনন্দকে রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহে রত দেখতে পেলেন। দেখে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন– বন্ধু আনন্দ! অদ্য হতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ হতে পৃথক হয়ে উপোসথ করব এবং সঙ্ঘকর্ম করব।

আয়ুষ্মান রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে ভোজনাবসানে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্তন করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে

উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন,– প্রভো! আমি পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করে, পাত্র–চীবর নিয়ে রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করেছিলাম। প্রভো! আমাকে দেবদত্ত রাজগৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন– বন্ধু আনন্দ! অদ্য হতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ হতে পৃথকভাবে উপোসথ এবং সঙ্ঘকর্ম করব। অদ্য হতে দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করবেন।

তখন ভগবান এ বিষয় অবগত হয়ে সে সময় এ উদানগাথা উচ্চারণ করলেন–

সাধুজনে সাধুকর্ম করা সুখকর;
সাধুজনে পাপকর্ম করাই দুষ্কর।
পাপীজনে করে পাপ অতি সহজে,
অতিশয় দুষ্কর জান, পাপ অতিক্রমে।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

৩। তৃতীয় ভণিতা

সঙ্ঘভেদ কথা

(৮) সঙ্ঘ হতে দেবদত্তের পৃথক হওয়া

দেবদত্ত সে উপোসথ দিবসে আসন হতে উঠে শলাকা (মত গ্রহণের শলাকা বা বেলট) গ্রহণ করাল। বন্ধুগণ! আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে পঞ্চ বিষয় যাচ্ঞা করেছিলাম। প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, লঘুবৃত্তির, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা করে থাকেন। প্রভো! এ পাঁচটি বিষয় বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুকতার, সন্তোষের, লঘুবৃত্তির, ধূতের, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভো! ভিক্ষুগণ আজীবন অরণ্যে বাস করুক। যে গ্রামে বাস করবে, সে দোষী হবে। ভিক্ষুগণ

আজীবন ভিক্ষাচর্যা করুক। যে নিমন্ত্রণ প্রদত্ত দ্রব্য আহার করবে, সে দোষী হবে। ভিক্ষুগণ আজীবন পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করুক। যে গৃহস্থ প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করবে সে দোষী হবে। ভিক্ষুগণ আজীবন বৃক্ষমূলে বাস করুক। যে আচ্ছাদনের নীচে বাস করবে, সে দোষী হবে। ভিক্ষুগণ আজীবন মৎস্য, মাংস আহার না করুক। যে মৎস্য, মাংস আহার করবে, সে দোষী হবে। শ্রমণ গৌতম এ পঞ্চ বিষয়ের অনুমতি প্রদান করেননি। আমরা এ পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করে প্রতিপালন করব। যে আয়ুষ্মানের নিকট এ পঞ্চ বিষয় উপযুক্ত বিবেচিত হয়, সে শলাকা গ্রহণ করুন।

সে সময় বৈশালীর পঞ্চশত বৃজিপুত্র নূতন ভিক্ষু প্রকৃত বিষয় বুঝতে না পেরে, এটাই ধর্ম, এটাই বিনয়, এটাই শাস্তার শাসন (গুরুর উপদেশ)। এ ভেবে শলাকা গ্রহণ করল। তখন দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করে পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লয়ে গয়াশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করলেন। শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে বললেন,– প্রভো! দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করে পঞ্চশত ভিক্ষু নিয়ে গয়াশীর্ষ পর্বতে প্রস্থান করতেছে।

শারীপুত্র! সে নূতন ভিক্ষুগণের প্রতি কি তোমাদের করুণার সঞ্চার হয়?

শারীপুত্র! তারা বিনাশ প্রাপ্ত হবার পূর্বে গমন কর। তথাস্তু, প্রভো! বলে শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করে, আসন হতে উঠে, ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রেখে গয়াশীর্ষে প্রস্থান করলেন। সে সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নাতিদূরে রোদন করতে করতে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভগবান তাঁকে বললেন,– ভিক্ষু! তুমি রোদন করতেছ কেন? প্রভো! যাঁহারা ভগবানের প্রধান শিষ্য শারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়নও দেবদত্তের নিকট যাচ্ছেন। দেবদত্তের ধর্ম (মত) রুচিকর মনে করতেছেন। ভিক্ষু! এমন কোন স্থান কিংবা অবকাশ নেই যে, শারীপুত্র মৌদ্গল্যায়ন দেবদত্তের

ধর্ম রুচিকর মনে করবে। তারা আমার আদেশে গমন করেছে।

সে সময় দেবদত্ত বহুসংখ্যক পার্ষদ পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মদেশনায় উপবিষ্ট ছিলেন। দূরে থাকতেই দেবদত্ত শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন আসতে দেখতে পেলেন। দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! দেখ আমার ধর্ম কেমন সুআখ্যাত। যাঁরা শ্রমণ গৌতমের অগ্রশ্রাবক নামে অভিহিত সে শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নও আমার ধর্ম রুচিকর মনে করে আমার নিকট আসতেছেন। এরূপ বললে, কোকালিক দেবদত্তকে বলল– বন্ধু দেবদত্ত! শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নকে বিশ্বাস করো না। পাপিষ্ট শারীপুত্র; মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত। বন্ধো! তা নয়, তারা স্বাগত হয়েছেন, কেননা তাঁরা আমার ধর্ম বিশ্বাস করেন।

দেবদত্ত আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে অর্ধেক আসন দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেন। বন্ধু শারীপুত্র! আসুন, এখানে উপবেশন করুন। বন্ধো প্রয়োজন নেই বলে, শারীপুত্র অন্য একটি আসন নিয়ে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নও অন্য একটি আসন নিয়ে উপবেশন করলেন। দেবদত্ত অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে অনুরোধ করলেন–বন্ধু শারীপুত্র! এখন ভিক্ষুসঙ্ঘ আলস্য ও প্রমাদবর্জিত আছে। অতএব আপনি ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। আমার পৃষ্ঠ বেদনা করতেছে, আমি বিশ্রাম করব। তথাস্তু বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র দেবদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দেবদত্ত সঙ্ঘাটি চার ভাঁজ করে বিছায়ে, দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে শয়ন করলেন। স্মৃতি ও সম্প্রজন্যরহিত হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র আদেশনা প্রতিহার্য (চমৎকার ব্যাখ্যা) ও অনুশাসন প্রতিহার্য দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উপদেশ ও অনুশাসন করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ঋদ্ধিপ্রতিহার্য ও অনুশাসন প্রতিহার্য দ্বারা ভিক্ষুগণকে ধর্মকথায় উপদেশ, অনুশাসন করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্রের আদেশনা প্রতিহার্য ও অনুশাসন প্রতিহার্য দ্বারা এবং আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের ঋদ্ধিপ্রতিহার্য অনুশাসনে উপদিষ্ট এবং অনুশাসিত হয়ে সে ভিক্ষুগণের

বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী। তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– বন্ধুগণ! আমরা ভগবানের নিকট গমন করব। ভগবানের ধর্মে যাঁর বিশ্বাস হয় তিনি আগমন করুন। এ বলে শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন সে পঞ্চশত ভিক্ষু নিয়ে বেলুবনে উপস্থিত হলেন।

কোকালিক দেবদত্তকে জাগ্রত করলেন। বন্ধু দেবদত্ত! উঠ। শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন তোমার ভিক্ষুগণকে নিয়ে গিয়েছে। বন্ধু দেবদত্ত! আমি কি তোমাকে পূর্বে বলিনি? শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নকে বিশ্বাস করতে নেই। পাপিষ্ট শারীপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন পাপেচ্ছার বশীভূত। তখন সে স্থানেই দেবদত্তের মুখ দিয়ে উষ্ণরক্ত নির্গত হল।

অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে বললেন,– প্রভো! ভেদ অনুবর্তী ভিক্ষুগণ পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করলে ভাল হয় নাকি? শারীপুত্র প্রয়োজন নেই। ভেদ অনুবর্তী ভিক্ষুগণের পুন উপসম্পদা দান তোমার রুচিকর না হোক। শারীপুত্র তুমি ভেদ অনুবর্তী ভিক্ষুগণের 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ দেশনা করাতে পার। শারীপুত্র! দেবদত্ত তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছে?

প্রভো! ভগবান যেমন অধিকরাত্রি পর্যন্ত ভিক্ষুগণকে ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আমাকে আদেশ করেন। শারীপুত্র! এখন ভিক্ষুসঙ্ঘ শারিরীক ও মানসিক আলস্যবর্জিত। অতএব শারীপুত্র তুমি ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর। আমার পৃষ্ঠে বেদনা করতেছে, এ হেতু আমি বিশ্রাম করব। সেরূপ ব্যবহারই করেছে।

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! পূর্বকালে অরণ্যে অবস্থিত এক বৃহৎ সরোবর আশ্রয় করে হস্তী বাস করত। তারা মহাসরোবরে অবতরণ করে শুণ্ডে পদ্মের মূল ও মৃণাল বের করে উত্তমরূপে ধৌত করে কর্দমহীন করে আহার করত। তাতে তাদের

দেহের সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধি করত। এজন্য তাদের মৃত্যু কিংবা মৃত্যুসদৃশ দুঃখ উপস্থিত হত না। ভিক্ষুগণ! হস্তীশাবকগুলো সে মহাহস্তীগণের অনুকরণ করে, সে মহাসরোবরে অবতরণ করে, শুণ্ড দ্বারা পদ্মের মূল এবং মৃণাল বের করে, উত্তমরূপে ধৌত না করে সকর্দম আহার করত। তা তাদের দেহের সৌন্দর্য কিংবা বল বৃদ্ধি করত না। বরং সেজন্য তাদের মৃত্যু কিংবা মৃত্যুসদৃশ দুঃখ উপস্থিত হত। ভিক্ষুগণ! এরূপই দেবদত্ত আমার অনুকরণ করতে গিয়ে নিঃসহায় হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

(৯) দূতের গুণ

ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। সে অষ্টাঙ্গ কি? ভিক্ষু (১) শ্রোতা হয়, (২) শ্রাবয়িতা (যে শ্রবণ করায়), (৩) উদ্‌গৃহীতা (গ্রহণকারী), (৪) ধারয়িতা (স্মরণ রাখিতে পারে), (৫) বিজ্ঞাতা, (৬) বিজ্ঞাপয়িতা, (জানাতে সমর্থ), (৭) হিতাহিতে দক্ষ এবং (৮) কলহকারী নয়।

ভিক্ষুগণ! এ অষ্টাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। ভিক্ষুগণ! অষ্টাঙ্গসম্পন্ন শারীপুত্র দৌত্যে গমনের পক্ষে উপযুক্ত। সে অষ্টাঙ্গ কি? ভিক্ষুগণ! শারীপুত্র (১) শ্রোতা, (২) শ্রাবয়িতা (যে শ্রবণ করায়), (৩) উদ্‌গৃহীতা (গ্রহণকারী), (৪) ধারয়িতা (স্মরণ রাখতে পারে), (৫) বিজ্ঞাতা, (৬) বিজ্ঞাপয়িতা, (জানাতে সমর্থ), (৭) হিতাহিতে দক্ষ এবং (৮) কলহকারী নয়।

গর্জে পরিষদে, অভিজ্ঞ না হয়ে যে জন,
অগ্রাহ্য বচন তার, অগ্রাহ্য হয় তার শাসন।
অসন্দিগ্ধ ভাষণ যার, জিজ্ঞাসায় না কুপিত,
তাদৃশ ভিক্ষু যে জন, মারজয়ী তিনি অগ্রদূত।

(১০) দেবদত্তের পতনের কারণ

ভিক্ষুগণ! অষ্টবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত পর্যাস্তচিত্ত (লিপ্তচিত্ত) হয়ে দেবদত্ত অপায়িক (অশুভ ফল ভোগী), নারকী, কল্পকাল নরকভোগী; চিকিৎসার অযোগ্য। সে অষ্টবিধ অসদ্ধর্ম কি? ভিক্ষুগণ! (১) দেবদত্ত লাভে অভিভূত, লিপ্তচিত্ত হয়ে অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরকভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত, (২) অলাভে, (৩) যশে, (৪) অযশে, (৫) সৎকারে, (৬) অসৎকারে, (৭) পাপেচ্ছায় এবং (৮) অসৎসংসর্গে অভিভূত, লিপ্তচিত্ত হয়ে দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরকভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত। ভিক্ষুগণ! এ অষ্টবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত, লিপ্তচিত্ত হয়ে দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরকভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রাপ্ত লাভ উপেক্ষা করে বাস করবে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার, সমুপস্থিত পাপেচ্ছা, উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করবে।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কি কারণে প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করবে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার, সমুপস্থিত পাপেচ্ছা, উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করবে।

ভিক্ষুগণ! প্রাপ্ত লাভ পরিহার না করে বাস করলে, পীড়াদায়ক যে আসব (চিত্ত বিকৃতি) উপস্থিত হবে। প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করলে, পীড়াদায়ক আসব উৎপন্ন হবে না। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাসনা করলে, পীড়াদায়ক যেসব আসব উৎপন্ন হবে। অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করলে, পীড়াদায়ক সে আসব উৎপন্ন হবে না। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এ কারণ দেখে প্রাপ্ত লাভ পরিহার করে বাস করে থাকে। প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ, প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করে বাস করে থাকে। ভিক্ষুগণ! এ হেতু প্রাপ্ত লাভ, প্রাপ্ত অলাভ, প্রাপ্ত যশ, প্রাপ্ত অযশ,

প্রাপ্ত সৎকার, প্রাপ্ত অসৎকার উৎপন্ন পাপেচ্ছা এবং উপস্থিত অসৎসংসর্গ পরিহার করে বাস করব– এরূপ তোমাদেরকে শিক্ষা করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত, লিপ্তচিত্ত দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরকভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত। সে ত্রিবিধ কি? (১) পাপবাসনা, (২) কুসংসর্গ, (৩) যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লাভ মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হওয়া। ভিক্ষুগণ এ ত্রিবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত, লিপ্তচিত্ত দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরকভোগী এবং চিকিৎসার বহির্ভূত।

নাহি জন্ম কোন লোকে, নহে পাপেচ্ছা তাতে তব,
তাহা হতে জান তুমি, পাপেচ্ছার মতি কি মত।
পণ্ডিত সংযত ভাবিতত্ত্ব, যে জন সম্মত,
অষ্টফল জলসম দেবদত্ত আমা হতে শ্রুত।
অপ্রমত্ত অনুচ্ছিন্ন সে, বিরোধী হয় তথাগতে,
অবীচি নিরয় প্রাপ্ত, ভয়ানক তার চারধারে।
অপ্রদুষ্ট যে ঘাতক প্রতি, পাপকে নাহি পোষে যে,
পাপকে ঠেলে বের করে, দুষ্টচিত্ত অনাদরে।
দুষ্টচিত্ত পালনে হয়, বিষকুম্ভ সমুদ্র মতন,
দুষ্টচিত্ত অপোষণে, শোষিত সে সমুদ্র তেমন।
অহিংসক হও সবার প্রতি, তথাগত এই মতবাদী,
একতা, শান্তচিত্ত, নাহি হিংসা সবে এই মতি।
তাদৃশ মিত্রকে পোষ, তাকে সেব পণ্ডিত সুজন,
যে ভিক্ষু এই মার্গজীবি, দুঃখ ক্ষয় করে সে সাধন।

উপালির প্রশ্ন

(১) সঙ্ঘভেদ করতে পারে

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে বললেন,– প্রভো! সঙ্ঘরাজি (সঙ্ঘ মধ্যে দল হওয়া) সঙ্ঘরাজি যে বলে প্রভো, কিরূপে সঙ্ঘরাজি হয়, কিন্তু সঙ্ঘ ভেদ হয় না? কিরূপেই বা সঙ্ঘরাজিও হয় এবং সঙ্ঘভেদও হয়?

উপালি! (১) একপক্ষে এক জন হয়, অন্যপক্ষে দু'জন হয় এবং চতুর্থ ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপন্ন কর। উপালি! এভাবে সঙ্ঘরাজি হয়, কিন্তু সঙ্ঘভেদ হয় না।

(২) একপক্ষে দুই ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে দুই ভিক্ষু থাকে এবং পঞ্চম ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপন্ন কর। উপালি! এ প্রকারেও সঙ্ঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সঙ্ঘভেদ হয় না।

(৩) উপালি! একপক্ষে দুইজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে এবং ষষ্ঠ ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এ প্রকারেও সঙ্ঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সঙ্ঘভেদ হয় না।

(৪) উপালি! একপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে, অন্যপক্ষে তিনজন ভিক্ষু থাকে এবং সপ্তম ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এ প্রকারেও সঙ্ঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সঙ্ঘভেদ হয় না।

(৫) উপালি! একপক্ষে তিনজন থাকে, অপরপক্ষে চারজন থাকে

এবং অষ্টম ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এ প্রকারেও সঙ্ঘরাজি হয় বটে, কিন্তু সঙ্ঘভেদ হয় না।

(৬) উপালি! একপক্ষে চারজন থাকে, অপরপক্ষে চারজন থাকে এবং নবম ভিক্ষু অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন (উপদেশ), এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপে সঙ্ঘরাজি হয়ও, সঙ্ঘভেদও হয়।

উপালি! নয়জন কিংবা নয়জনের অধিক ভিক্ষু হলে সঙ্ঘরাজিও হয়, সঙ্ঘভেদও হয়। উপালি! ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্ঘ ভেদ করতে পারে না।

উপালি! শিক্ষামানা সঙ্ঘ ভেদের নিমিত্ত পরাক্রম করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্ঘ ভেদ করতে পারে না। শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক-উপাসিকা সঙ্ঘ ভেদের নিমিত্ত পরাক্রম করতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্ঘ ভেদ করতে পারে না। উপালি! এক আবাসে এবং এক সীমায় অবস্থিত অপরাধরহিত ভিক্ষু সঙ্ঘ ভেদ করতে পারে।

(২) কিরূপে সঙ্ঘভেদ হয়

প্রভো! সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘভেদ বলে যে কথিত হয়, কিরূপে প্রভো! সঙ্ঘ ভেদ হয়?

উপালি! যখন ভিক্ষু (১) অধর্মকে (বুদ্ধের উপদেশ নয়) ধর্ম বলে, (২) ধর্মকে অধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে বিনয় বলে এবং (৪) বিনয়কে অবিনয় বলে। (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত যে বিষয়ের বিধান করেননি। তথাগত সে বিষয়ের বিধান করেছেন বলে, (১০) তথাগত যে বিষয়ের বিধান করেছেন, তথাগত সে বিষয়ের বিধান

করেননি বলে, (১১) যা অপরাধ নয় তাকে অপরাধ বলে, (১২) যা অপরাধ তাকে নিরপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ (যার অতিরিক্ত অপরাধও আছে) অপরাধকে নিরবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) নিরবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুঃস্থূল অপরাধকে অদুঃস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুঃস্থূল অপরাধকে দুঃস্থূল অপরাধ বলে। এ অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা আকর্ষণ করে যাতে অসংশ্লিষ্ট হয় সেরূপ করে এবং পৃথকভাবে উপোসথ করে, প্রবারণা করে, সঙ্ঘ কর্ম করে। উপালি! এভাবে সঙ্ঘভেদ হয়।

(৩) সঙ্ঘ সম্মেলনের ব্যাখ্যা

প্রভো! সঙ্ঘ সম্মেলন, সঙ্ঘ সম্মেলন বলে যে বলে। প্রভো! কি প্রকারে সঙ্ঘ সম্মেলন হয়?

উপালি! যখন ভিক্ষু (১) অধর্মকে অধর্ম বলে, (২) ধর্মকে ধর্ম বলে, (৩) অবিনয়কে অবিনয় বলে (৪) বিনয়বে বিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয়, তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বিষয়, তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বিষয়, তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয়, তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে, (৯) তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাত বিষয়, তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাত বলে, (১০) তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়, তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে, (১১) নিরপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে অপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৪) গুরুতর অপরাধকে গুরুতর অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনবশেষ অপরাধকে অনবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুঃস্থূল অপরাধকে দুঃস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। তারা এ অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা আকর্ষণ করে না, যাতে অসংশ্লিষ্ট হয় সেরূপ কাজ করে না এবং পৃথকভাবে

উপোসথ করে না, প্রবারণা করে না, সঙ্ঘকর্ম করে না। উপালি! এভাবে সঙ্ঘসম্মেলন হয়।

নরকগামী অচিকিৎসা ব্যক্তি

(১) সঙ্ঘ ভেদ করার অপরাধ

প্রভো! যে সম্মিলিত সঙ্ঘ ভেদ করে, তার কি হয়?

উপালি! যে সম্মিলিত সঙ্ঘ ভেদ করে, সে কল্পস্থায়ী পাপ সঞ্চয় করে, কল্পকাল নরকে বাস করে।

সঙ্ঘভেদকের হয় কল্পকাল অপায়, নিরয়েতে স্থান,
অধর্মতঃ বিভেদে রত, ধ্বংস তার যোগক্ষেম নির্বাণ।
কল্পকাল নিরয়ে পক্ক, সঙ্ঘের একতা ভঙ্গের এই পরিণাম।

প্রভো! যে ভিন্ন সঙ্ঘকে সম্মিলিত করে, তার কি ফল লাভ হয়?

উপালি! যে ভিন্ন সঙ্ঘকে সম্মিলিত করে, সে শ্রেষ্ঠ পুণ্যসম্পদ উপার্জন করে এবং কল্পকাল স্বর্গে আনন্দ ভোগ করে।

(২) কিরূপ সঙ্ঘভেদক নরকগামী এবং অচিকিৎস্য হয়

প্রভো! সঙ্ঘভেদক কল্পকালযাবৎ অপায়িক, নারকী, অচিকিৎসা হয় কি? হ্যাঁ উপালি! সঙ্ঘভেদক কল্পকালযাবৎ অপায়িক, নারকী এবং অচিকিৎস্য হয়। প্রভো! সঙ্ঘভেদক কল্পকালযাবৎ অপায়িক, নারকী, অচিকিৎসা না হয় কি? হ্যাঁ উপালি! সঙ্ঘভেদক কল্পকালযাবৎ অপায়িক, নারকী এবং অচিকিৎস্য হয় না।

প্রভো! কিরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকালযাবৎ অপায়িক, নারকী, অচিকিৎসা হয়?

১। **ক**— (১) উপালি! যে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে, সে অধর্মদৃষ্টি (ধারণা) ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

(২) পুনশ্চ উপালি! যে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে, সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিবান হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

(৩) পুনশ্চ উপালি! যে ভিক্ষু অধর্মকে ধর্ম বলে, সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

খ– (৪) পুনশ্চ, উপালি, যে ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে, সে ধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

(৫) পুনশ্চ উপালি! যে ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে, সে ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিবান হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

(৬) পুনশ্চ উপালি! যে ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে, সে ধর্মদৃষ্টি ভেদে সন্দিগ্ধ হয়, সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

গ– (৭) সে সন্দিগ্ধ ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয় ... (৮) সে সন্দিগ্ধ ভেদে ধর্মদৃষ্টিবান হয়... (৯) সে সন্দিগ্ধ ভেদে সন্দেহান্বিত হয়...। সেরূপ দৃষ্টি ধারণ করে, ক্ষান্তি, অভিরুচি, ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে রুচি উৎপাদন কর। উপালি! এরূপ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল অপায়িক ও নরকে বাস করে এবং অচিকিৎস্য হয়।

২–ক। (১) উপালি! যে ভিক্ষু ধর্মকে অধর্ম বলে। সে সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয় এবং সেরূপ দৃষ্টি, ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়। [পূর্ববৎ]

(৯) ... সে অধর্মদৃষ্টিভেদে সন্দিগ্ধ হয় ...।

৩–ক। ... (১) অবিনয়কে বিনয় বলে, সে অবিনয়দৃষ্টি ভেদে অবিনয় দৃষ্টিবান হয়। [পূর্ববৎ]

৪–ক। ... (১) বিনয়কে অবিনয় বলে, অবশিষ্ট পূর্বোক্ত ১নং হতে ১৭নং পর্যন্ত ঐভাবে পুনরুক্তি করবে।

৫–ক। ... (১) তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বলে। [পূর্ববৎ]

৬–ক। (১) তথাগত কর্তৃক ভাষিত আলাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অভাষিত অনালাপিত বলে।

৭–ক। (১) তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বিষয় তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে ...।

৮–ক। (১) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয় তথাগত কর্তৃক অনাচারিত বলে।

৯–ক। (১) তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বলে।

১০–ক। (১) তথাগত কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত বিষয় তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত বলে।

১১–ক। (১) নিরপরাধকে অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে

অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১২-ক। (১) অপরাধকে নিরপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখিয়া অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৩-ক। (১) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা অধর্ম, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৪-ক। (১) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৫-ক। (১) সাবশেষ অপরাধকে নিরবশেষ অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৬-ক। (১) নিরবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৭-ক। (১) দুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়, দৃষ্টি, ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব দেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

১৮-ক। (১) পুনশ্চ উপালি, যে ভিক্ষু অদুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলে। সে অধর্মদৃষ্টি ভেদে অধর্মদৃষ্টিবান হয়ে, দৃষ্টি, ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব রেখে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এ সঙ্ঘভেদক অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী এবং অচিকিৎস্য। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

প্রভো! কিরূপ সঙ্ঘভেদক অপায়িক, নারকী, কল্পকাল নরক ভোগী এবং অচিকিৎস্য নয়?

(১) উপালি, যে ভিক্ষু অধর্মকে অধর্ম বলে, সে ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মের সিদ্ধান্ত মত ভেদে ধর্মদৃষ্টিবান হয়, দৃষ্টি, ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব পোষণ না করে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল স্থায়ী অপায়িক নারকী কিংবা অচিকিৎস্য নয়। [২নং হতে ১৭নং পর্যন্ত পূর্ববৎ]।

১৮-উপালি! যে ভিক্ষু অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। সে ধর্মদৃষ্টি ভেদে ধর্মদৃষ্টিবান হয়, দৃষ্টি, ক্ষান্তি, রুচি এবং ভাব পোষণ না করে অনুশ্রবণ করে, শলাকা গ্রহণ করায়, এটা ধর্ম, এটা বিনয়, এটা শাস্তার শাসন। এটা গ্রহণ কর, এতে অভিরুচি উৎপাদন কর।

উপালি! এ সঙ্ঘভেদক কল্পকাল স্থায়ী অপায়িক, নারকী কিংবা অচিকিৎস্য নয়।

তস্সুদ্দানং

সুভরনী অভিজ্ঞতা সুকোমলে ইচ্ছা নারে;
কষাঘাতের অংশ নিতে উৎসাহী নাইরে।
মন্দ ফলের গুচ্ছ শোভে অলংকারের বিপরীতে;
বিরক্তি তার নাইরে কভূ, পিতা কিংবা পিতামহে।
ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ আর আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিলো;
বন্ধুত্ব ভাব কোসাম্বিতে, পরিহানি ককুধাসনে।
প্রকাশ করি পিতাকে তার, পুরুষ শীলে নালগিরে;
ত্রিপঞ্চ গুরুপাপে ভঙ্গা করে থুল্লচ্চয়ে
ত্রি অষ্ট পুনঃ তিনে সঙ্ঘরাজি অপরাধে।

সঙ্ঘভেদক-স্কন্ধ সমাপ্ত

(৮) ব্রত–স্কন্ধ

আগন্তুক আবাসিক ও গামিকের কর্তব্য

[স্থান – শ্রাবস্তী]

সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে।

(১) আগন্তুকের ব্রত

সে সময় আগন্তুক ভিক্ষুগণ চর্মপাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেন। ছত্র ধারণ করে আরামে প্রবেশ করতেন। অবগুণ্ঠিত হয়ে আরামে প্রবেশ করতেন। মস্তকের উপর চীবর রেখে আরামে প্রবেশ করতেন। পানীয় জল দ্বারা পদধৌত করতেন, আবাস বাসী বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে অভিবাদন করতেন না, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন না। জনৈক আগন্তুক ভিক্ষু নূতন (অনজ্ঝাবথুং) বিহারের ঘটিকা উদ্ঘাটিত করে কবাট খুলে হঠাৎ বিহারে প্রবেশ করলেন। তদুপরি অবস্থিত সর্প তাঁর স্কন্ধে পতিত হল। তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ভিক্ষুগণ দৌড়ে এসে সে ভিক্ষুকে বললেন– বন্ধো! আপনি চিৎকার করলেন কেন?

তখন সে ভিক্ষু ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আগন্তুক ভিক্ষু চর্মপাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছেন? শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেছেন না কেন?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এই হেতুতে, এই কারণে ভিক্ষুগণকে সমবেত করায়ে জিজ্ঞাসা করলেন–

"হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি আগন্তুক ভিক্ষুরা চর্মপাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছে, শয্যাসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেছেন না?"

হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুগণ! কেন আগন্তুক ভিক্ষুরা চর্মপাদুকা পরে আরামে প্রবেশ করতেছে। তারা শয্যাসন সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা করতেছে না। ভিক্ষুগণ! তাদের এ কার্যে

শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধাবৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! তাহলে আগন্তুক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রতের বিধান করব। যাতে আগন্তুক ভিক্ষুরা স্থিত থাকে। ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুকে আরামে প্রবেশ করবার সময় চর্মপাদুকা খুলে নীচু করে, ঝেড়ে হাতে নিয়ে, ছত্র অবনমিত করে, মস্তক অনাবৃত করে, মস্তকের চীবর স্কন্ধে স্থাপন করে, যথার্থভাবে আস্তে আস্তে আরামে প্রবেশ করতে হবে। আরামে প্রবেশ করবার সময় ইহাও লক্ষ্য করতে হবে। আবাসিক ভিক্ষুরা কোন স্থানে চলাফেরা করতেছে। যে উপস্থানশালা, মণ্ডপ বা বৃক্ষমূলে আবাসিক ভিক্ষু চলাফেরা করতেছে, তথায় গিয়ে একান্তে পাত্র রাখতে হবে। একান্তে চীবর রাখতে হবে। উপযুক্ত আসন নিয়ে বসতে হবে। পানীয় এবং ব্যবহার্য জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কোনটি পানীয় জল এবং কোনটিই বা ব্যবহার্য জল? পানীয় জলের প্রয়োজন হলে, পানীয় জল নিয়ে পান করবে। ব্যবহার্য জলের প্রয়োজন হলে, ব্যবহার্য জল নিয়ে পাদধৌত করবে। পাদধৌত করবার সময় একহস্তে জল ঢালবে, অপর হস্তে পাদধৌত করবে। যে হস্তে পাদধৌত করবে, সে হস্তেই জল ঢালবে না। কিংবা দুই হস্তেই পাদধৌত করবে না। চর্মপাদুকা মুছবার কাপড় নিয়ে চর্মপাদুকা মুছবে। চর্মপাদুকা মুছবার সময় প্রথম শুষ্ককাপড় দ্বারা এবং পরে আর্দ্রকাপড় দ্বারা মুছবে। চর্মপাদুকা মুছবার কাপড় ধৌত করে একান্তে রেখে দিবে। যদি আবাসস্থ ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহলে অভিবাদন করবে। যদি বয়োকনিষ্ঠ হয় অভিবাদন করাবে।

নিজের জন্য শয্যাসন (কোথায়) জিজ্ঞাসা করবে। বাস করা হয়েছে কি হয়নি জিজ্ঞাসা করবে। গোচর (ভিক্ষান্ন সংগ্রহের গ্রাম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। অগোচর (ভিক্ষান্ন সংগ্রহের অযোগ্য) স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। শৈক্ষ্যসম্মত কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। পায়খানা করবার স্থান, প্রস্রাব করবার স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করবে। পানীয় ও ব্যবহার্য জল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। যষ্টি (কত্তরদণ্ডো) কোথায় আছে

জিজ্ঞাসা করবে। সঙ্ঘের স্থানীয় রীতি-নীতি (কতিকসণ্ঠানং) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। কোন সময় প্রবেশ করতে হবে এবং কোন সময়ই বা বের হতে হবে। তাও জিজ্ঞাসা করবে। যদি বিহার বহুদিন পর্যন্ত শূন্য থাকে, তাহলে কবাট নেড়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে, ঘটিকা (কবাট বন্ধন কাষ্ঠদণ্ড) উদ্ঘাটন করে কবাট খুলে, বাইরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করবে। যদি সে বিহারে আবর্জনা হয়, মঞ্চের উপর মঞ্চ স্থাপিত থাকে, চৌকির উপর চৌকি স্থাপিত থাকে, উপরিভাগে শয্যাসন স্তুপাকার থাকে, তাহলে ইচ্ছা হলে পরিস্কার করবে।

বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথমে ভূম্যাস্তরণ বের করে একান্তে রাখবে, মঞ্চপদ বের করে একান্তে রাখবে। বসবার প্রত্যাস্তরণ বের করে একান্তে রাখবে। মঞ্চ নীচু করে, ঘর্ষণ না করে, কবাটে না ঠেকায়ে, যথার্থভাবে বের করে একান্তে রাখবে। চৌকি নীচু করে, ঘর্ষণ না করে, কবাটে না ঠেকায়ে, যথার্থভাবে বের করে একান্তে রাখবে। পিকদানি বের করে একান্তে রাখবে। হেলান দেবার ফলক বের করে একান্তে রাখবে। [অবশিষ্ট মহাবর্গের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

(২) আবাসিকের ব্রত

সে সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণ আগন্তুক ভিক্ষুগণকে দেখে আসন প্রস্তুত করতেন না। পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করতেন না, প্রত্যুদ্গামন করে পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ করতেন না। পানীয় জলের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেন না, বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করতেন না। শয্যাসন প্রস্তুত করতেন না। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আবাসস্থ ভিক্ষুরা আগন্তুক ভিক্ষুগণকে দেখে আসন প্রস্তুত করতেছেন না, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করতেছেন না, প্রত্যুদ্গামন করে পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ করতেছেন না। পানীয় জলের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেছেন না, বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করতেছেন না। শয্যাসন প্রস্তুত করতেছেন না।!" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ

ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এই হেতুতে, এই কারণে ভিক্ষুগণকে সমবেত করায়ে জিজ্ঞাসা করলেন–

“হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি আবাসস্থ ভিক্ষুরা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে দেখে আসন প্রস্তুত করতেছে না। পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করতেছে না, প্রত্যুদ্গমন করে পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ করতেছে না। পানীয় জলের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেছে না, বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করতেছে না। শয্যাসন প্রস্তুত করতেছে না।

হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

ভিক্ষুগণ! তাহলে আবাসবাসী ভিক্ষুর ব্রতের (কর্তব্যের) বিধান করব, যাতে আবাসস্থ ভিক্ষুতে স্থিত করতে হবে।

ভিক্ষুগণ! আবাসস্থ ভিক্ষুকে বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে দেখে আসন প্রস্তুত করতে হবে। পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করতে হবে। প্রত্যুদ্গমন করে পাত্র–চীবর প্রতিগ্রহণ করতে হবে। পানীয়–জলের প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে। ইচ্ছা করলে পাদুকা মুছতে হবে, চর্মপাদুকা মুছবার সময় প্রথম শুষ্ককাপড় দ্বারা মুছতে হবে, পরে আর্দ্রকাপড় দ্বারা মুছতে হবে। চর্মপাদুকা মুছবার কাপড় ধুইয়ে একান্তে রাখতে হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করতে হবে। এ শয্যাসন পাবেন, এ বলে শয্যাসন প্রস্তুত করতে হবে। বাস করা হয়েছে কি হয়নি বলে দিতে হবে, গোচর সম্বন্ধে বলতে হবে, অগোচর সম্বন্ধে বলতে হবে, শৈক্ষ্যসম্মত কুল সম্বন্ধে বলতে হবে, পায়খানার স্থান, প্রস্রাবের স্থান বলে দিতে হবে, পানীয় সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, ব্যবহার্য জল সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, যষ্টি সম্বন্ধে বলে দিতে হবে। এ সময় প্রবেশ করতে হবে এবং এ সময় বের হতে হবে বলে দিতে হবে। যদি

(আগন্তুক) বয়োকনিষ্ঠ হয়, তাহলে বসেই বলতে হবে। অমুক স্থানে পাত্র রাখ, অমুক স্থানে চীবর রাখ, এ আসনে উপবেশন কর। পানীয় ও ব্যবহার্য জল সম্বন্ধে বলে দিতে হবে, চর্মপাদুকা মুছবার কাপড় সম্বন্ধে বলতে হবে, কনিষ্ঠ আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করাতে হবে, শয্যাসন সম্বন্ধে বলতে হবে, এ তোমার শয্যাসন। বাস করা হয়েছে কি হয়নি বলে দিতে হবে। [অবশিষ্ট আগন্তুকের ব্রত সদৃশ।]

ভিক্ষুগণ! এটা আবাসিক ভিক্ষুর ব্রত। এতে আবাসিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

(৩) গামিকের গমনেচ্ছুকের ব্রত

সে সময় গামিক ভিক্ষুগণ কাষ্ঠভাণ্ড, মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে না রেখে, দ্বার ও বাতায়ন খোলা রেখে, শয্যাসন সম্বন্ধে (কাকেও) না বলে প্রস্থান করতেন। এতে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, শয্যাসনও অরক্ষিত থাকত। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– “কেন গামিক ভিক্ষু কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে না রেখে দ্বার ও বাতায়ন খোলা রেখে, শয্যাসন সম্বন্ধে (কাকেও) না বলে প্রস্থান করেন। কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিহার যে অরক্ষিত রয়ে যাচ্ছে।” অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

ভিক্ষুগণ! তাহলে গামিক ভিক্ষুর ব্রতের (কর্তব্যের) বিধান করব, যাতে গামিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

ভিক্ষুগণ! গামিক ভিক্ষুকে কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রাখতে হবে এবং দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে, শয্যাসন সম্বন্ধে বলে প্রস্থান করতে হবে। যদি কোন ভিক্ষু না থাকে, তাহলে শ্রামণেরকে বলতে হবে, শ্রামণের না থাকলে আরামিককে বলতে হবে। শ্রামণের কিংবা আরামিক না থাকলে চারটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে মঞ্চের উপর মঞ্চ রেখে চৌকির উপর চৌকি রেখে শয্যাসনের উপরে স্তুপ করে রেখে,

কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে, দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে প্রস্থান করতে হবে। বিহারে বৃষ্টি পড়লে ইচ্ছা হলে আচ্ছাদন করবে অথবা যাতে আচ্ছাদিত হয়, তদ্বিষয়ে উৎসুক হতে হবে। এরূপ পারা গেলে ভাল, পারা না গেলে যে স্থানে বৃষ্টি না পড়ে, সে স্থানে চারটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে, মঞ্চের উপর মঞ্চ রেখে, চৌকির উপর চৌকি রেখে, তদুপরি শয্যাসন স্তুপ করে রেখে, কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে, দ্বার ও বাতায়ন বন্ধ করে প্রস্থান করতে হবে। সমস্ত বিহারে বৃষ্টি পড়লে ইচ্ছা হলে শয্যাসন গ্রামে রেখে দিবে অথবা যাতে রাখা যায় তদ্বিষয়ে উৎসুক হতে হবে। এরূপ পারা গেলে ভাল, পারা না গেলে উন্মুক্ত স্থানে চারটি পাষাণের উপর মঞ্চ স্থাপন করে মঞ্চের উপর মঞ্চ রেখে, চৌকির উপর চৌকি রেখে, তদুপরি শয্যাসন স্তুপ করে রেখে, কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে তৃণ বা পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে কিছুমাত্রও রক্ষা পেতে পারে– এ ভেবে প্রস্থান করবে। ভিক্ষুগণ! এটাই গামিক ভিক্ষুর গমিক ব্রত, এতে গামিক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

(৪) অনুমোদন নিয়ম কথা

ভোজন সম্বন্ধে নিয়ম

(১) ভোজন অনুমোদন করা

সে সময় ভিক্ষু ভোজনের সময় দানের অনুমোদন করতেন না। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভোজনের সময় অনুমোদন করেন না।" অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ তাদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান এ সম্বন্ধে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

ভিক্ষুগণ! "আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভোজনের সময় অনুমোদন করবে।"

তখন সে ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল,– ভোজনের সময় কাকে অনুমোদন করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

(২) ভোজন সময়ের নিয়ম

ভগবান এ সম্বন্ধে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! "আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– স্থবির ভিক্ষুকে ভোজনের সময় অনুমোদন করতে হবে।"

সে সময় একটি সমিতি সঙ্ঘোদ্দেশ্যে ভোজন দিচ্ছিল। আয়ুষ্মান শারীপুত্র সঙ্ঘস্থবির ছিলেন। ভিক্ষুগণ– 'ভগবান ভোজনের সময় সঙ্ঘস্থবিরকে অনুমোদন করতে অনুজ্ঞা দিয়েছেন।' এ বলে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে একাকী পরিত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র সে জনসাধারণের সাথে দানের অনুমোদন করে পরে একাকী আগমন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দূর হতেই আসতে দেখলেন। দেখে আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে বললেন,– শারীপুত্র! ভোজন যথার্থভাবে হয়েছে কি?

"প্রভো! ভোজন যথার্থভাবে হয়েছে, কিন্তু ভিক্ষুগণ আমাকে রেখে চলে এসেছেন।"

তখন ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,–

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভোজনশালায় চার কিংবা পাঁচজন স্থবির অনুস্থবির ভিক্ষুগণকে (অনুমোদন শেষ না হওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করতে হবে।"

সে সময় জনৈক স্থবির ভোজনশালায় বিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক হয়েও প্রতীক্ষা করতেছিলেন। তিনি বিষ্ঠা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান বললেন– "ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রয়োজনীয়

থাকলে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকে বলে গমন করবে।”

৫। ভোজনশালায় ব্রত কথা

সে সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ অশোভন পরিহিত, অশোভন, আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজনশালায় গমন করত। স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়ে সম্মুখ দিয়ে গমন করত, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করত। বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করত, সঙ্ঘাটি বিছায়ে ও উপবেশন করত। এতে অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– “কেন, ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজনশালায় গমন করতেছে।” স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়ে সম্মুখ দিয়ে গমন করতেছে, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করতেছে। বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করত এবং কেনই বা সঙ্ঘাটি বিছায়েও উপবেশন করতেছে”?

অনন্তর সে ভিক্ষুগণ, ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

“ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভোজনশালায় গমন করতেছে। স্থবির ভিক্ষুদেরকে ধাক্কা দিয়ে সম্মুখ দিয়ে গমন করতেছে, স্থবির ভিক্ষুদের দেহ ঘেঁসে উপবেশন করতেছে। বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করতেছে, সঙ্ঘাটি বিছায়েও উপবেশন করতেছে?” হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।

তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– “ভিক্ষুগণ! ভোজনশালায় ভিক্ষুগণের ব্রতের বিধান করব। যাতে ভিক্ষুগণকে ভোজনশালায় স্থিত থাকতে হবে।”

যদি আরামে সময় সূচিত করা হয় ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করে,

পরিমণ্ডলভাবে (চীবর) পরিধান করে, কোমর বন্ধ করে, সমানভাবে সঙ্ঘাটি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে, গ্রন্থি বন্ধন করে, ধৌতপাত্র গ্রহণ করে আস্তে আস্তে উত্তমরূপে গ্রামে গমন করবে। ধাক্কা দিয়ে স্থবির ভিক্ষুগণের অগ্রে অগ্রে যাবে না।

গৃহস্থের ঘরে দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করে গমন করবে। সু–সংযতভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে। চক্ষুদৃষ্টি অবনত করে ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উচ্চহাস্য করে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। অল্প শব্দে ঘরের মধ্যে গমন করবে। দেহ নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। বাহু নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। শির নেড়ে গ্রামের মধ্যে গমন করবে না। কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। উৎকুটভাবে (পদাগ্রে ভার দিয়ে) ঘরের মধ্যে গমন করবে না। উত্তমরূপে দেহ আচ্ছাদিত করে ঘরের মধ্যে বসবে, সু–সংযতভাবে ঘরের মধ্যে বসবে, চক্ষুদৃষ্টি নিম্নদিকে রেখে ঘরের মধ্যে বসবে। দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। উচ্চহাস্য করে ঘরের মধ্যে বসবে না। অল্প শব্দ করে ঘরের মধ্যে বসবে। দেহ নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না, বাহু নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না, শির নেড়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। হাটু জড়ায়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। স্থবির ভিক্ষুর দেহ ঘেঁসে বসবে না, বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে আসন চ্যুত করবে না। সঙ্ঘাটি বিছায়ে ঘরের মধ্যে বসবে না। জল দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে, নীচু করে ঘর্ষণ না করে ভাল মতে পাত্র ধৌত করবে। জলাধার থাকলে পাত্র নীচু করে জলাধারে এমনভাবে জল ঢালবে যাতে জলাধার ভিজে না যায়, পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুর দেহে জল না পড়ে, সঙ্ঘাটিতে জল না পড়ে, জলাধার না থাকলে পাত্র নীচু করে মাটিতে এমনভাবে জল পরিত্যাগ করবে যাতে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুর দেহে জল না পড়ে, সঙ্ঘাটিতে জল না পড়ে। ভাত দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে ভাত প্রতিগ্রহণ করবে, সূপের

জন্য অবকাশ স্থান রাখবে, সর্পি, তৈল বা কাঁজি থাকলে স্থবির পরিবেশনকারীকে বলবে, সকলকে সমান প্রদান কর। ভালমতে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে, পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। মাত্রানুযায়ী সূপ ও পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। তৃপ্তি অনুযায়ী পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করবে। যাবৎ সকলের পাত্রে অন্ন পরিবেশিত না হয় তাবৎ স্থবির ভিক্ষু ভোজন করবে না। ভালমতে পিণ্ডপাত ভোজন করবে। পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে পিণ্ডপাত ভোজন করবে। মাত্রানুযায়ী সূপ ও পিণ্ডপাত ভোজন করবে। স্তুপ হতে মর্দন করে পিণ্ডপাত ভোজন করবে না।

অধিক পাবার আশায় সূপ বা ব্যঞ্জন অন্ন দ্বারা আচ্ছাদন করবে না, সূপ বা ব্যঞ্জন নিরোগী নিজের জন্য যাচ্ঞা করে ভোজন করবে না। অবজ্ঞা করবার মানসে অন্যের পাত্র অবলোকন করবে না, অতি বৃহৎ গ্রাস করবে না, গ্রাস গোলাকার করবে, গ্রাস মুখের সমীপে না আসলে মুখ ব্যাদন করবে না। ভোজনের সময় সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করবে না, মুখে গ্রাস নিয়ে কথা বলবে না, গ্রাস নিক্ষেপ করে ভোজন করবে না, গ্রাস কামড়িয়ে কামড়িয়ে ভোজন করবে না, গাল ফুলায়ে ফুলায়ে ভোজন করবে না, হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ভোজন করবে না। উচ্ছিষ্ট বিকীর্ণ করে ভোজন করবে না। জিহ্বা বের করে ভোজন করবে না, চপ্ চপ্ করে ভোজন করবে না, সুর সুর শব্দ করে ভোজন করবে না, হস্ত লেহন করে ভোজন করবে না, পাত্র লেহন করে ভোজন করবে না, ওষ্ঠ লেহন করে ভোজন করবে না। উচ্ছিষ্টহস্তে পানীয়পাত্র প্রতিগ্রহণ করবে না। যাবৎ সকলের ভোজন করা শেষ না হয় তাবৎকাল স্থবির জল প্রতিগ্রহণ করবে না, জল দিবার সময় উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে জল প্রতিগ্রহণ করবে। পাত্র নীচু করে ঘর্ষণ না করে ভাল মতে পাত্র ধৌত করবে। জলাধার থাকলে নীচু করে জলাধারে এমনভাবে জল পরিত্যাগ করবে যাতে জলাধার জলে সিক্ত না হয়, পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু জলে সিক্ত না হয় এবং সঙ্ঘাটি জলে সিক্ত না হয় জলাধার না থাকলে নীচু করে এমনভাবে জল পরিত্যাগ করবে যাতে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু জলে সিক্ত না হয়, সঙ্ঘাটি জলে

সিক্ত না হয়, উচ্ছিষ্ট পাত্র ধৌত জল ঘরের মধ্যে পরিত্যাগ করবে না, ফিরবার সময় বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষু প্রথমে প্রত্যাবর্তন করবে। স্থবির পরে প্রত্যাবর্তন করবে। সু-প্রতিচ্ছন্নভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে, সু-সংযতভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে, নত চক্ষু হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে, দেহ নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উচ্চহাস্য করে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, অল্প শব্দে ঘরের মধ্যে গমন করবে, দেহ নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, বাহু নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, শির নেড়ে নেড়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, কটিতে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের মধ্যে গমন করবে না, উৎকুটভাবে ঘরের মধ্যে গমন করবে না। ভিক্ষুগণ! এটাই ভিক্ষুগণের ভোজন সময়ের ব্রত, এভাবে ভিক্ষুগণকে ভোজন সময় স্থিত থাকতে হবে।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ও অরণ্যবাসীর ব্রত

(১) ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারীর ব্রত

সে সময় ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতেন। না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। না জানিয়ে ঘর হতে বের হতেন, হঠাৎ প্রবেশ করতেন, হঠাৎ বের হতেন, অতি দূরে দাঁড়াতেন, অতি সমীপে দাঁড়াতেন, অধিকক্ষণ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াতেন। অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করতেন, জনৈক পিণ্ডচারক ভিক্ষু না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি দ্বার মনে করে একটি কামড়ায় প্রবেশ করলেন, সে কামড়ায় এক নারী নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত ছিল। সে ভিক্ষু সে নারীকে নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত দেখতে পেলেন। দেখে এটা দ্বার নয় কামড়া, এ ভেবে সে কামড়া হতে বের হলেন। সে নারীর স্বামী দেখতে পেল, সে নারীকে নগ্নাবস্থায় উত্তানভাবে শায়িত দেখে এ ভিক্ষু আমার স্ত্রীকে কলূষিত করেছে, এ ভেবে সে ভিক্ষুকে ধরে প্রহার করল। সে নারী সে

শব্দে জাগ্রত হয়ে সে ব্যক্তিকে বলল,– আর্য! আপনি কি কারণে এ ভিক্ষুকে প্রহার করতেছেন? এ ভিক্ষু তোমাকে কলূষিত করেছে। আর্য এ ভিক্ষু আমাকে কলূষিত করেননি, ভিক্ষু কিছু করেননি, এ বলে ভিক্ষুকে মুক্ত করে দিল। সে ভিক্ষু আরামে গিয়ে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন পিণ্ডচারক ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতেছেন। না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেছেন, না জানিয়ে বের হতেছেন এবং না জানিয়ে অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করতেছেন?"

অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত, অশোভন আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতেছে। না জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেছে। না জানিয়ে ঘর হতে বের হতেছে, হঠাৎ প্রবেশ করতেছে, হঠাৎ বের হতেছে, অতি দূরে দাঁড়াতেছে, অতি সমীপে দাঁড়াতেছে, অধিকক্ষণ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াতেছে। অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করতেছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! পিণ্ডচারক ভিক্ষুগণের জন্য ব্রতের বিধান করব। যাতে পিণ্ডচারক ভিক্ষুগণ স্থিত থাকে।

ভিক্ষুগণ! পিণ্ডচারক ভিক্ষু এখন গ্রামে প্রবেশ করব, এ ভেবে ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করে, গোলাকারে অন্তবাস পরিধান করে, কোমর বন্ধ বন্ধন করে, সমানভাবে সঙ্ঘাটি দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে, গ্রন্থি বন্ধন করে ধৌতপাত্র নিয়ে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে প্রবেশ করবে। ... উৎকুটভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে না। ঘরে প্রবেশ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, এ দিক দিয়ে প্রবেশ করব, এ দিক দিয়ে বের হব।

তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে না। তাড়াতাড়ি বের হবে না। অতি দূরে কিংবা অতি সমীপে দাঁড়াবে না। অধিকক্ষণ দাঁড়াবে না, অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করবে না। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে– ভিক্ষা দিতে ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক। যদি কাজ ত্যাগ করে আসন হতে উঠে, চামচ গ্রহণ করে, ভাজন স্পর্শ করে বা রাখে, তাহলে দিতে ইচ্ছুক এ ভেবে দণ্ডায়মান থাকবে। ভিক্ষা দিবার সময় বামহস্তে সঙ্ঘাটি অপসারণ করে দক্ষিণ হস্তে পাত্র নত করে উভয় হস্তে পাত্র ধারণ করে ভিক্ষা প্রতিগ্রহণ করবে। ভিক্ষু দাত্রীর মুখাবলোকন করবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে সূপ দিতে ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক। যদি চামচ স্পর্শ করে, ভাজন স্পর্শ করে বা রাখে তাহলে দিতে ইচ্ছুক এ ভেবে দণ্ডায়মান থাকিবে। ভিক্ষান্ন দিবার পর সঙ্ঘাটি দ্বারা পাত্র আচ্ছাদন করে উত্তমরূপে আস্তে আস্তে প্রত্যাবর্তন করবে। সু-প্রতিচ্ছন্ন হয়ে সঙ্ঘের মধ্যে গমন করবে। ... উৎকুটভাবে ভোজনশালার মধ্যে গমন করবে না। যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে প্রথমে গ্রাম হতে প্রত্যাবর্তন করে সে আসন প্রস্তুত করবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, স্থাপন করবে। অন্ন রাখবার পাত্র ধুয়ে রাখবে, পানীয় ও ব্যবহার্য জল রাখবে, যে পরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে গ্রাম হতে প্রত্যাবর্তন করে; সে ভোজনাবশেষ থাকলে ইচ্ছা হলে ভোজন করবে, ইচ্ছা না থাকলে তৃণহীন ভূমিতে বা অল্পপ্রাণ রহিত জলে নিক্ষেপ করবে। সে আসন উঠাবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক, সামলিয়ে রাখবে। অন্ন রাখবার পাত্র ধুয়ে সামলিয়ে রাখবে। পানীয় ও ব্যবহার্য জল পাত্র সামলিয়ে রাখবে, ভোজন শালা ঝাঁট দিবে। যে পানীয় জলের ঘট, ব্যবহার্য জলের ঘট বা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখবে, সে জল পূর্ণ করবে। সে একা আনতে না পারলে হস্ত সঙ্কেতে অন্যকে আহ্বান করবে এবং ধরাধরি করে জল এনে রাখবে। তজ্জন্য বাক্য ভেদ করবে না। ভিক্ষুগণ! এটাই পিণ্ডচারক ভিক্ষুর ব্রত। যাতে পিণ্ডচারক ভিক্ষুকে স্থিত থাকতে হবে।

(২) অরণ্য বাসীর ব্রত

সে সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতে ছিলেন। তাঁরা পানীয় বা ব্যবহার্য জল উপস্থিত রাখতেন না, অগ্নি উপস্থিত রাখতেন না, অরণি সহ উপস্থিত রাখতেন না। নক্ষত্রমার্গ জানতেন না, দিক জানতেন না, চোরগণ তাদেরকে বললেন,– প্রভো! পানীয় জল আছে কি? না বন্ধো, নেই। প্রভো! ব্যবহার্য জল আছে কি? না বন্ধো, নেই। প্রভো! অগ্নি আছে কি? না বন্ধো, নেই। প্রভো! অরণি আছে কি? না বন্ধো, নেই। প্রভো! নক্ষত্রমার্গ অবগত আছেন কি? না বন্ধো, জানি না। প্রভো অদ্য কোন নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র? বন্ধো! আমরা তা জানি না। প্রভো! অদ্য কোন তিথি? বন্ধো! তা আমরা জানি না।

তখন সে চোরগণ এদের নিকট পানীয় কিংবা ব্যবহার্য জলও নেই, অগ্নিও নেই, অরণিও নেই, এরা দিকও জানে না এ ভেবে এরা চোর, ভিক্ষু নয়। এ মনে করে প্রহার করে প্রস্থান করল। সে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুদেরকে এ বিষয় জানালেন। তারা ভগবানকে তা জ্ঞাপন করলেন। ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– ভিক্ষুগণ! অরণ্যবাসী ভিক্ষুর জন্য ব্রতের বিধান করব। যাতে অরণ্যবাসী ভিক্ষু স্থিত থাকে।

ভিক্ষুগণ! অরণ্যবাসী ভিক্ষু প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে, পাত্র থলিতে প্রক্ষেপ করে, স্কন্ধে ঝুলায়ে, চীবর স্কন্ধে করে, চর্মপাদুকা পরিধান করে, কাষ্ঠভাণ্ড ও মৃৎভাণ্ড সামলিয়ে রেখে, দ্বার বাতায়ন বন্ধ করে শয়নাসন হতে অবতরণ করবে। এখন গ্রামে প্রবেশ করব। এ ভেবে চর্মপাদুকা খুলে নীচু করে ঝেড়ে থলিতে প্রবেশ করে, স্কন্ধে ঝুলায়ে, ত্রিমণ্ডল প্রতিচ্ছাদন করে, গোলাকারে অন্তর্বাস পরিধান করে, কোমরবন্ধ বন্ধন করে, সমানভাবে সঙ্ঘাটি দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে, গ্রন্থি বেঁধে ধৌতপাত্র নিয়ে আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে গ্রামে প্রবেশ করবে। সুপ্রতিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। ... উৎকুটভাবে ঘরের প্রবেশ করবে না, ঘরে প্রবেশ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। এ দিক দিয়ে

প্রবেশ করব এবং এ দিক দিয়ে বের হব। ... গ্রাম হতে বের হয়ে পাত্র থলিতে প্রক্ষেপ করে, স্কন্ধে ঝুলায়ে, চীবর ভাঁজ করে, শিরোপরি রেখে, চর্ম পাদুকা পরিধান করে গমন করবে।

ভিক্ষুগণ! অরণ্যবাসী ভিক্ষু পানীয় ও ব্যবহার্য জল উপস্থিত রাখবে, অগ্নি ও অরণি উপস্থিত রাখবে, যষ্ঠি উপস্থিত রাখবে, সমস্ত বা কিছু কিছু নক্ষত্রমার্গ শিক্ষা করবে, দিক সমূহে অভিজ্ঞ হবে, ভিক্ষুগণ! এটাই অরণ্যবাসী ভিক্ষুর ব্রত। যাতে অরণ্যবাসী ভিক্ষুকে স্থিত থাকবে হবে।

আসন, স্নানঘর এবং পায়খানার ব্রত

(১) শয়নাসনের ব্রত

সে সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে চীবর সেলাইয়ের কার্য করতেছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অজ্ঞানে বায়ুর প্রতিকুলে শয্যাসন ঝাড়তে লাগল। ভিক্ষুগণ পাংশু ম্রক্ষিত হলেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অজ্ঞানে বায়ুর প্রতিকুলে শয্যাসন ঝাড়তেছে, ভিক্ষু যে পাংশুম্রক্ষিত হয়ে যাচ্ছেন।" অনন্তর সে ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অজ্ঞানে বায়ুর প্রতিকুলে শয্যাসন ঝাড়তেছে, ভিক্ষু রজম্রক্ষিত হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। তা নিতান্ত গর্হিত বলে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য শয্যাসন ব্রতের বিধান করব, যাতে ভিক্ষু শয্যাসন ব্রতে স্থির থাকে।

ভিক্ষুগণ যে বিহারে ভিক্ষু বাস করে, যদি সে বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হলে পরিষ্কার করতে হবে। বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথম পাত্র–চীবর বের করে একান্তে রেখে দিবে।

সে সময়ে ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় অভাবে, উপদেশ ও অনুশাসন অভাবে অশোভন–পরিহিত, অশোভন–আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন

তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্যপেয়ের উপর, 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করতেন। স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচঞা করে ভোজন করতেন। তাঁরা ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করতেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন করতে, নিন্দা করতে এবং দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচঞা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করে থাকে?"

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, জনসাধারণ এরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জা সঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁরাও আন্দোলন করতে, নিন্দা করতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচঞা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?" তখন তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলেন। অনন্তর ভগবান এ নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এ প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করায়ে ঐ ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন,–

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্য কি তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই

কি স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? ভগবান! তা সত্য।”

বুদ্ধ ভগবান তা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন,– ‘হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘপুরুষগণের (মূর্খদিগের) পক্ষে তা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য হয়েছে। কেন সে মোঘপুরুষগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হয়ে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্যপেয়ের উপর ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের কার্যে অপ্রসন্নের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা) বর্ধিত করতে পারে না, বরং তাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করবে।

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করে, নানাভাবে দুর্ভরতা, দুষ্পোষতা, মহেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার অপযশ এবং বহু প্রকারে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, ধূতব্রত, সল্লেখ প্রসন্নতা, নম্রতা এবং বীর্যারম্ভের (উদ্যমশীলতার) গুণ বর্ণনা করে তদনুরূপ এবং তদনুযায়ী ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করে বললেন,–

হে ভিক্ষুগণ! আমি উপাধ্যায় গ্রহণের অনুজ্ঞা দিচ্ছি। উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্য স্নেহে) উপস্থাপিত করবে, সহবিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করবে। এরূপে তারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবি হয়ে অবস্থান করলে এ ধর্ম-বিনয়ে (শাসনে) বৃদ্ধি সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করবে।

হে ভিক্ষুগণ! এভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করতে হবে,– উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) একাংশে স্থাপন করে, পাদ-বন্দনা করে,

উৎকুটিক–ভাবে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলতে হবে,– "প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হোন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হোন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হোন"।

উপাধ্যায়, 'সাধু, 'লঘু' সদুপায়; 'প্রতিরূপ', অথবা শোভনভাবে সম্পাদন কর এ পঞ্চ উক্তির যে কোনটি দ্বারা কায়–বিজ্ঞপ্তি, বাক্–বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত করলে উপাধ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে। উপাধ্যায় এরূপ কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক্ বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ দ্বারা বিজ্ঞাপিত না করলে, উপাধ্যায় গৃহীত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! সহ বিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি সম্যকভাবে অনুবর্তন করবে। সম্যক অনুবর্তন করবার নিয়ম এ,– প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, উপানহ (পাদুকা) খুলে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে, দন্তকাষ্ঠ প্রদান করতে হবে। মুখ ধুইবার জল প্রদান করতে হবে, আসন প্রস্তুত করতে হবে, যবাগূ প্রস্তুত হলে পাত্র ধৌত করে যবাগূ প্রদান করতে হবে, যবাগূ পান করবার পর জল প্রদান করে অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করে, ঘর্ষণ না করে, সুচারুরূপে ধৌত করে তা সযত্নে রেখে দিতে হবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠলে, আসন তুলে রাখতে হবে। যদি সে স্থান ময়লা হয়, তাহলে ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপাধ্যায় গ্রামে প্রবেশেচ্ছু হন, তাহলে পরিধেয় বসন প্রদান করতে হবে, পরিহিত বসন প্রতিগ্রহণ করতে হবে, কটিবন্ধন প্রদান করতে হবে, দুইটি চীবর একত্র করে প্রদান করতে হবে, পাত্র ধৌত করে সজল পাত্র প্রদান করতে হবে। যদি উপাধ্যায় তাঁর অনুগামী শ্রমণ সঙ্গে রাখতে আকাঙ্খা করেন, তাহলে ত্রিমণ্ডল আচ্ছাদিত করে, মণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করবার পর কটিবন্ধ বাঁধতে হবে, দুইটি চীবর একত্র করে, দেহ আচ্ছাদিত করে, গ্রন্থি বন্ধন করে ধৌতপাত্র গ্রহণ করে, উপাধ্যায়ের অনুগামী শ্রমণ হতে হবে। নাতি দূরে গমন করবে না, নাতি সমীপে গমন করবে না। পাত্র পরিবর্তন করে প্রতিগ্রহণ করতে হবে। উপাধ্যায় কথা বলবার সময় মাঝখানে কথা বলতে পারবে না। উপাধ্যায় আপত্তিজনকভাবে কথা বললে তাঁকে

নিবারণ করতে হবে। ফিরবার সময় পূর্বে এসে আসন প্রস্তুত করতে হবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক (পাদ রগড়াইবার পিঁড়ি) স্থাপন করতে হবে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পাত্র-চীবর প্রতিগ্রহণ করতে হবে, বাস পরিবর্তনের জন্য পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে, পরিহিত বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করতে হবে। যদি চীবর স্বেদসিক্ত হয়, তাহলে মুহূর্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হবে, উত্তাপে অধিকক্ষণ চীবর ফেলে রাখতে পারবে না, চীবর ভাঁজ করতে হবে, যাতে চীবর মাঝখানে ছিঁড়ে না যায় তেমনভাবে উহার কোনা চার আঙ্গুল উপরে তুলে ভাঁজ করতে হবে, কটিবন্ধ গুটিয়ে চীবরের ভাঁজের মধ্যস্থলে রাখতে হবে। যদি আহার্য প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং উপাধ্যায়ও ভোজন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে জল সহ আহার্য প্রদান করতে হবে। পানীয় সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভোজনান্তে জল প্রদান করে, অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করে, ঘর্ষণ না করে, সুচারুরূপে ধৌত করে, মুছে নির্জল করবার পর মুহূর্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হবে। উত্তাপে অধিকক্ষণ পাত্র রেখে দিতে পারবে না। পাত্র-চীবর রেখে দিতে হবে, পাত্র রাখবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করে অপর হস্তে মঞ্চ বা পীঠের নিম্নস্থান মুছে পাত্র রাখতে হবে, ভূমিতে পাত্র ফেলে রাখতে পারবে না। চীবর রাখবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করে অন্যহস্তে চীবর রাখবার বাঁশ বা রজ্জু মুছে, চীবর মধ্যভাগ হতে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত একহস্তে লম্বিত করে, অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকায়ে, বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করবে। উপাধ্যায় আসন হতে উঠবার পর আসন তুলে রাখবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলিয়ে রাখবে। যদি সে স্থানে ময়লা হয়, তাহলে তথায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপাধ্যায় স্নান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে স্নানের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি শীতল জলের প্রয়োজন হয়, শীতল জল দিতে হবে, যদি উষ্ণ জলের প্রয়োজন হয়, উষ্ণ জল দিতে হবে, যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে চূর্ণ প্রস্তুত করতে হবে, মৃত্তিকা সিক্ত করতে হবে, স্নানাগারের পীঠ নিয়ে উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে স্নানাগারের পীঠ (চৌকি) দিয়ে, চীবর প্রতিগ্রহণ করে একান্তে স্থাপন করতে হবে, চূর্ণ

প্রদান করতে হবে, মৃত্তিকা প্রদান করতে হবে। যদি উপাধ্যায় ইচ্ছা করেন, স্নানাগারে প্রবেশ করতে হবে, প্রবেশ করবার সময় মুখে মৃত্তিকা মেখে, পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করে স্নানাগারে প্রবেশ করতে হবে। স্থবির ভিক্ষুদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি না করে বসতে হবে, নূতন ভিক্ষুদিগকে আসন চ্যুত করতে পারবে না। স্নানাগারে উপাধ্যায়ের অঙ্গ মার্জন করতে হবে, স্নানাগার হতে বের হবার সময় স্নানাগারের পীঠ নিয়ে পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করে বের হতে হবে, জল দ্বারাও উপাধ্যায়ের অঙ্গ সেবা করতে হবে, স্নানের পর প্রথমেই জল হতে উঠে নিজের দেহ জল রহিত করে, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে, উপাধ্যায়ের দেহ হতে জল মুছতে হবে, পরিধেয় বস্ত্র দিতে হবে, সঙ্ঘাটি দিতে হবে, স্নানাগারের পীঠ নিয়ে প্রথমেই এসে আসন প্রস্তুত করতে হবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক (পাপোষ) স্থাপন করতে হবে। উপাধ্যায়কে জল পান করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে, যদি পাঠ গ্রহণ করাতে ইচ্ছা করেন হয় তবে পাঠ গ্রহণ করাতে হবে, যদি পরিপ্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন হয় তবে পরিপ্রশ্ন করতে হবে। যে বিহারে উপাধ্যায় অবস্থান করেন, যদি সে বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হলে পরিস্কার করতে হবে। বিহার পরিস্কার করবার সময় প্রথমে পাত্র-চীবর বের করে একান্তে রাখতে হবে, বসবার প্রত্যাস্তরন (চাদর) বের করে একান্তে রাখতে হবে, মাদুর ও বালিশ বের করে একান্তে রাখতে হবে, মঞ্চ নীচু করে কপাটে না ঠেকিয়ে বের করে একান্তে রাখতে হবে, পীঠ নীচু করে কপাটে না ঠেকিয়ে বের করে একান্তে রাখতে হবে, মঞ্চ পদ বের করে একান্তে রাখতে হবে, পিক্‌দানি (ডাবর) বের করে একান্তে রাখতে হবে, ঠেস দিবার ফলক বের করে একান্তে রাখতে হবে, ভূম্যাস্তরন যে স্থানে পাতা আছে সে স্থান লক্ষ্য করে বের করে একান্তে রাখতে হবে। যদি বিহারে মাকড়সাদির জাল হয়, তাহলে প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হতে বের করে ফেলতে হবে, আলোক সন্ধির (বাতায়নের) কোনা মুছতে হবে। যদি গৈরিক পরিকর্মকৃত ভিত্তিগাত্র ক্লেদাক্ত হয়ে থাকে তাহলে ন্যাকড়া ভিজায়ে জল নিংড়িয়ে লয়ে মুছতে হবে, যদি কৃষ্ণ বর্ণ মেঝে ক্লেদাক্ত

হয়ে থাকে তবে ভিজা ন্যাকড়া নিংড়িয়ে মুছতে হবে। যদি মেঝে কাঁচা হয়, তাহলে ধূলি নিবারণের জন্য জল ছিটায়ে ঝাঁট দিতে হবে, আবর্জনা বেছে একান্তে ফেলে দিতে হবে। ভূম্যাস্তরণ (গালিচা) উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে বিস্তৃত করতে হবে। মঞ্চ পদ উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। মঞ্চ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, কপাটে না ঠেকিয়ে, অবনতভাবে পুন এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। পীঠ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, কপাটে না ঠেকিয়ে অবনতভাবে পুনঃ এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। মাদুর ও বালিশ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। বসবার প্রত্যাস্তরণ উত্তপ্ত করে, পরিস্কার করে, ঝেড়ে, পুনরায় এনে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। পিক্‌দানি উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। ঠেস দিবার ফলক উত্তপ্ত করে, মুছে, পুনরায় এনে যথাস্থানে রাখতে হবে। পাত্র-চীবর রাখতে হবে। পাত্র রাখবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করে অপর হস্তে মঞ্চের নিম্নাংশ বা পীঠের নিম্নাংশ মুছে, রাখতে হবে। ভূমিতে পাত্র রাখতে পারবে না। চীবর রাখবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করে অন্যহস্তে চীবর রাখবার বংশদন্ড বা চীবর রাখবার রজ্জু মুছে, চীবর মধ্যভাগ হতে নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত একহস্তে লম্বিত করে অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকায়ে বংশদণ্ডে বা রজ্জু স্থাপন করবে। যদি পূর্বদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তবে পূর্বপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি পশ্চিমদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহলে পশ্চিমপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি উত্তরদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহলে উত্তরপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি দক্ষিণদিক হতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহলে দক্ষিণপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করতে হবে। যদি শীতকাল হয়, তাহলে দিবসে বাতায়ন উন্মুক্ত রাখতে হবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখতে হবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তাহলে দিবসে বাতায়ন বন্ধ রাখতে হবে, রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখতে হবে। যদি অঙ্গনে আবর্জনা হয়, তাহলে অঙ্গাণে ঝাঁট দিতে হবে। যদি প্রকোষ্ঠে আবর্জনা

হয়, তাহলে প্রকোষ্ঠে ঝাঁট দিতে হবে। যদি উপস্থানশালায় (বৈঠক খানায়) আবর্জনা হয়, তাহলে উপস্থানশালায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি অগ্নিশালায় (পাকশালায়) আবর্জনা হয়, তাহলে অগ্নিশালায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি পায়খানায় আবর্জনা হয়, তাহলে পায়খানায় ঝাঁট দিতে হবে। যদি পানীয় জল না থাকে, তাহলে তা উপস্থাপন করতে হবে। যদি পরিভোগ্য জল না থাকে, তাহলে তা উপস্থাপন (আনয়ন) করতে হবে। যদি আচমন–কুম্ভে জল না থাকে, তাহলে তা আচমন কুম্ভে জল ঢালতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের অনভিরতি (ব্রহ্মচর্য পালনের অনিচ্ছা) উৎপন্ন হয়, তাহলে তা সহবিহারি উক্ত বিষয় হতে তাঁকে বিরত করবে কিংবা করাবে অথবা ধর্মকথা বলিবে। যদি উপাধ্যায়ের সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তাহলে সহবিহারী তা নিরসন করবে কিংবা করাবে অথবা ধর্মকথা বলবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস যোগ্য গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে পরিবাস প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় মূলেপ্রতিকর্ষণযোগ্য অপরাধ গ্রস্ত হন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে মূলেপ্রতিকর্ষণ করেন। যদি উপাধ্যায় মানত্তযোগ্য হন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে মানত্ত প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় আহ্বানযোগ্য হন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। যদি সঙ্ঘ উপাধ্যায়ের তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় অথবা উৎক্ষেপনীয় কর্ম (দন্ড) বিধান করতে অভিলাষী হন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়ের প্রতি দন্ডবিধান না করেন অথবা তা লঘুত্বে পরিনত করেন। যদি সঙ্ঘ তাঁর প্রতি তর্জণীয়, নির্যশ, প্রব্রাজনীয়, প্রতিস্মরণীয় অথবা উৎক্ষেপনীয় (দন্ড) বিধান করেন, তাহলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে যাতে উপাধ্যায় সম্যকভাবে অনুবর্তন করেন, মান ত্যাগ করেন, দন্ড মুক্তির অনুরূপ আচরণ করেন এবং সঙ্ঘ সে দন্ড প্রত্যাহার করেন। যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধৌত করবার যোগ্য হয়, তাহলে সহবিহারীকে তা ধৌত করতে হবে, অথবা যাতে ধৌত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য (ব্যগ্রতা)

প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য চীবর প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে সহবিহারীকে তা প্রস্তুত (সেলাই) করে দিতে হবে, অথবা যাতে তা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য রং প্রস্তুত করতে হয়, তাহলে সহবিহারীকে তা প্রস্তুত করতে হবে, অথবা যাতে তা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রঞ্জিত করতে হয়, তাহলে সহবিহারীকে তা রঞ্জিত করতে হবে, অথবা যাতে তা রঞ্জিত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে হবে। চীবর রঞ্জিত করবার সময় সম্যকভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে (এপিট ওপিট করে) রঞ্জিত করতে হবে। যতক্ষণ চীবর হতে বিন্দু বিন্দু রং ক্ষরণ বন্ধন না হতেছে ততক্ষণ সে স্থান হতে প্রস্থান করতে পারবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে অন্যকে ভিক্ষাপাত্র দিতে পারবে না কিংবা অন্যের ভিক্ষাপাত্র প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যকে চীবর দিতে পারবে না কিংবা অন্যের প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যকে পরিক্খার (ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য) দিতে পারবে না কিংবা অন্যের পরিক্খার প্রতিগ্রহণ করতে পারবে না; অন্যের কেশছেদন করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের কেশছেদন করাতে পারবে না; অন্যের পরিকর্ম করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিকর্ম করাতে পারবে না; অন্যের পরিচর্যা করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাতে পারবে না; অন্যের অনুগামী শ্রমণ হতে পারবে না কিংবা অন্যকে নিজের অনুগামী শ্রমণ করতে পারবে না; অন্যের ভিক্ষান্ন আহরণ করতে পারবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরণ করাতে পারবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করে গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না, শ্মশানে গমন করতে পারবে না, কোন দিকে যেতে পারবে না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হন, রোগ মুক্তি আনয়নের জন্য যাবজীবন তাঁর পরিচর্যা করতে হবে।

যদি বয়োজ্যেষ্ঠের সাথে এক বিহারে বাস করে, তাহলে তাঁর অনুমতি না নিয়ে পড়াবে না, প্রশ্নোত্তর দিবে না, স্বাধ্যায়ন করবে না, ধর্ম ভাষণ করবে না, প্রদীপ জ্বালাবে না, প্রদীপ নির্বাপিত করবে না,

বাতায়ন খুলবে না, বাতায়ন বন্ধ করবে না। যদি বৃদ্ধের সাথে এক চংক্রমণে চংক্রমণ করতে হয়, তাহলে যেদিকে বৃদ্ধ চংক্রমণ করে সে দিকে ঘুরে যাবে। বৃদ্ধকে সঙ্ঘাটির কোনায় সঙ্ঘট্টন করবে না।

ভিক্ষুগণ! এটাই ভিক্ষুগণের শয্যাসন ব্রত। এভাবে ভিক্ষুগণকে শয্যাসনে স্থির থাকতে হবে।

(২) স্নানগৃহের ব্রত

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষুগণ বারণ করা সত্ত্বেও তাচ্ছল্য করে বহু কাষ্ঠ রেখে অগ্নি জ্বেলে, দ্বার বন্ধ করে দ্বারে বসে থাকত। ভিক্ষুগণ উষ্ণে সন্তপ্ত হয়ে দ্বার না পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পরে যেতেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নানগৃহে পরে যাচ্ছেন।" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্নানগৃহে পরে যাচ্ছে? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষুবারণ করলে তাচ্ছল্য করে বহু কাষ্ঠ রেখে অগ্নি সংযোগ করতে পারবে না, যে অগ্নি সংযোগ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! দ্বার বন্ধ করে থাকতে পারবে না, যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য স্নানগৃহের ব্রতের বিধান করব। যাতে স্নানগৃহে ভিক্ষুদিগকে স্থির থাকতে হবে। যে প্রথম স্নানগৃহে গমন করে, যদি ভস্ম জমা থাকে, তাহলে ভস্ম দেখে দিতে হবে। স্নানগৃহ অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে। পরিভণ্ড ময়লা হলে ঝাঁট দিবে। পরিবেণ ময়লা হলে ঝাঁট দিবে, প্রকোষ্ঠ ময়লা হলে ঝাঁট দিবে। স্নান গৃহশালা ময়লা হলে ঝাঁট দিবে।

"স্নান চূর্ণ মিশ্রিত করবে, মৃত্তিকা ভিজাবে, জল দ্রোণিতে (জলাধার) জল পূর্ণ করবে। স্নানগৃহে প্রবেশ করবার সময় মাটির দ্বারা

মুখ মেখে সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করে স্নানগৃহের চৌকি লয়ে স্নানগৃহে প্রবেশ করবে। স্থবির ভিক্ষুর সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবে না। কনিষ্ঠ ভিক্ষুদেরকে আসন চ্যুত করবে না। ইচ্ছা হলে স্নানগৃহে স্থবির ভিক্ষুর দেহ রগড়ায়ে দিবে। স্থবির ভিক্ষুর পুরোভাগে স্নান করবে। পশ্চাৎভাগে (উপরিভাগে) স্নান করবে না, স্নান করে উঠবার সময় অবতরণকারীকে রাস্তা ছেড়ে দিবে। যে পরে স্নানগৃহ হতে বের হয়, স্নানগৃহে কর্দম হলে ধৌত করবে। মাটির দ্বারা দ্রোণি ধৌত করে স্নানগৃহের চৌকি সামলিয়ে রেখে, অগ্নি নির্বাপিত করে দ্বার বন্ধ করে প্রস্থান করবে।

ভিক্ষুগণ! এটাই স্নানগৃহে ভিক্ষুগণের স্নানগৃহ ব্রত, এভাবে ভিক্ষুগণকে স্নানগৃহে স্থির থাকতে হবে।"

(৩) পায়খানার ব্রত

সে সময় জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় ভিক্ষু মল ত্যাগ করে কে এ হীন, দুর্গন্ধ স্পর্শ করবে? এ ভেবে শৌচ করতে ইচ্ছুক হল না। তাঁর গুহ্যমার্গে কৃমি সঞ্জাত হল। অনন্তর সে ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ বললেন,– বন্ধো! আপনি কি মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ করেন না? হ্যাঁ বন্ধো! আমি জল গ্রহণ করি না.। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষু মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ করেন না?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষু সত্যই কি তুমি মল ত্যাগ করে জল গ্রহণ করনি? হ্যাঁ ভগবান! তা সত্য। নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! মল ত্যাগ করে জল থাকলে জল গ্রহণ না করে পারবে না। যে জল গ্রহণ না করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ পায়খানায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে মল ত্যাগ করতেছিলেন। কনিষ্ঠ ভিক্ষু প্রথমে এসে মল পীড়ায় পীড়িত হয়ে অপেক্ষা করতেছিলেন। তিনি মলবেগ সংবরণ করতে না পেরে মূর্ছিত

হয়ে পড়লেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু মলবেগ সংবরণ করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য। তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! পায়খানায় জ্যেষ্ঠানুক্রমে মল ত্যাগ করতে পারবে না, যে মল ত্যাগ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উপস্থিত ক্রমানুসারে মল ত্যাগ করবে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ করত। মল ত্যাগ করতে করতে পায়খানায় প্রবেশ করত। অবিবেকের ন্যায় (নিচ্চিণ্ডকেন) মল ত্যাগ করত, দাঁতন করতে করতে মল ত্যাগ করত, মল ত্যাগের দ্রোণির (নালার) বাইরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোণির বাইরে মল ত্যাগ করত, প্রস্রাব দ্রোণিতে থুথু নিক্ষেপ করত, কর্কশ (অমসৃন) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মল মার্গ মুছত, মুছবার কাষ্ঠখণ্ড পায়খানার গর্তে নিক্ষেপ করত, তাড়াতাড়ি বের হত, লাফ দিয়ে (উব্ভুজ্জিত্বাপি) বের হত, চপ্ চপ্ শব্দ করে শৌচ ক্রিয়া করত, শৌচ করবার জল পাত্রের ঢাকনায় জল ঢালত। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ করে, মল ত্যাগ করতে করতে পায়খানায় প্রবেশ করে। অবিবেচকের ন্যায় মল ত্যাগ করে, দাঁতন করতে করতে মল ত্যাগ করে, মল ত্যাগের দ্রোণির (নালার) বাইরে মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব দ্রোণির বাইরে মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব দ্রোণিতে থুথু নিক্ষেপ করে, কর্কশ (অমসৃন) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মলমার্গ মুছে, মুছবার কাষ্ঠখণ্ড পায়খানার গর্তে নিক্ষেপ করে, তাড়াতাড়ি বের হয়, লাফ দিয়ে (উব্ভুজ্জিত্বাপি) বের হয়, চপ্ চপ্ শব্দ করে শৌচ ক্রিয়া করে, শৌচ করবার জল পাত্রের ঢাকনায় জল ঢালে।" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

... নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুগণের জন্য পায়খানার ব্রতের বিধান করব। যাতে ভিক্ষুগণকে পায়খানায় স্থির থাকতে হবে।

যে পায়খানায় যেতে ইচ্ছুক সে বাইরে বসবে, পায়খানার ভিতর উপবিষ্ট ভিক্ষুও বসবে, চীবর রাখবার বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে চীবর রেখে আস্তে আস্তে ভাল মতে পায়খানায় প্রবেশ করবে। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে না, লাফ দিয়ে (উব্ভুজ্জিত্বা) প্রবেশ করবে না, পায়খানার পাদানিতে বসে মল ত্যাগ করবে না, পায়খানার দ্রোণিতে মল ত্যাগ করবে না। প্রস্রাব দ্রোণির বাইরে প্রস্রাব করবে না, প্রস্রাব দ্রোণিতে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কর্কশ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা মলমার্গ মুছবে না, মুছবার কাষ্ঠদণ্ড পায়খানার কূপে ফেলবে না। পায়খানার পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেহ আচ্ছাদন করবে, তাড়াতাড়ি বের হবে না, লক্ষ দিয়ে বের হবে না, শৌচের পাদানিতে বসে শৌচ কার্য করবে। মল ত্যাগ করবার পাদানিতে বসে শৌচক্রিয়া করবে না, চপ্ চপ্ শব্দে শৌচক্রিয়া করবে না, শৌচঘাটে জল রাখবে না, পায়খানা পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেহ আচ্ছাদন করবে। পায়খানা দুর্গন্ধ হলে ধৌত করবে, মলমার্গ মুছবার কাষ্ঠে কাষ্ঠধার পূর্ণ হলে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ফেলে দিবে, পায়খানা অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে, প্রকোষ্ঠ অপরিচ্ছন্ন হলে ঝাঁট দিবে, পায়খানার জলাধারে জল না থাকলে জল পূর্ণ করবে।

ভিক্ষুগণ! এটাই ভিক্ষুগণের পায়খানার ব্রত, যাতে ভিক্ষুগণকে পায়খানায় স্থির থাকতে হবে।

সহবিহারী উপাধ্যায়, অন্তেবাসী আচার্যের কর্তব্য

(১) সহবিহারীর প্রতি ব্রত

সে সময় সহবিহারী সম্যক্ভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী হত না। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ভাবে অনুবর্তী হত না?" এ বিষয় তারা ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন,– ভিক্ষুগণ!

সত্যই কি উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি সম্যক্‌ভাবে অনুবর্তী হতেছে না? হ্যাঁ ভগবান তা সত্য।

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, ভিক্ষুগণ! কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি সম্যক্‌ভাবে অনুবর্তী হতেছে না। তাদের এ কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবে না। বরং শ্রদ্ধাহীনের অশ্রদ্ধাবৃদ্ধি করবে এবং কোন শ্রদ্ধাবানের অন্যথাভাব আনয়ন করবে। ভগবান এভাবে নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন পূর্বক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! সহবিহারীর প্রতি উপাধ্যায়ের ব্রতের বিধান করব। যাতে উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি স্থিত থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সম্যক্‌ভাবে সহবিহারীর অনুবর্তী হবেন। সম্যক্‌ভাবে অনুবর্তী হবার নিয়ম এ,– হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সহবিহারীকে পাঠোদ্দেশ পরিপৃছা, উপদেশ, অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী ভিক্ষাপাত্র পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিধেয় চীবর প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী চীবর পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিক্‌খার থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিক্‌খার প্রদান করবেন অথবা যাতে সহবিহারী পরিক্‌খার পেতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন। যদি সহবিহারী পীড়িত হয়, তাহলে উপাধ্যায় প্রত্যুষে উঠে তাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করবেন, মুখোদক (আচমনের জল) প্রদান করবেন, তার জন্য আসন প্রস্তুত করবেন। (অবশিষ্ট শয়নাসন ব্রতের সদৃশ)।

(২) উপাধ্যায় ব্রত

সে সময় উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ অনুবর্তী হতেন না, অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন উপাধ্যায় সহবিহারীর সম্যক্ অনুবর্তী হতেছে না?" তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। (অবশিষ্ট সহবিহারীর ব্রতের সদৃশ)।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

(৩) অন্তেবাসীর ব্রত

সে সময় অন্তেবাসী! আচার্যের সম্যক্ অনুবর্তী হত না। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন অন্তেবাসী আচার্যের সম্যক্ অনুবর্তী হতেছে না?" তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারীর ব্রতের সদৃশ]।

(৪) আচার্যের ব্রত

সে সময় আচার্য অন্তেবাসীর সম্যক্ অনুবর্তী হতেন না। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আচার্য অন্তেবাসীর সম্যক্ অনুবর্তী হতেছে না?" তারা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

সে সময় উপাধ্যায় বিহার হতে অন্যত্র প্রস্থান করলেও, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করলে, কালপ্রাপ্ত হলে, তীর্থিকাশ্রমে চলে গেলে, ভিক্ষুগণ আচার্য অভাবে উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে, অশোভনভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপরে, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করতেন। স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচঞা করে ভোজন করতেন। ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করতেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন,– "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান

করে, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য–ভোজ্য, লেহ্য–পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন–ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ–মহাশব্দ করে, যেমন ব্রহ্মাণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করে থাকে?"

ভিক্ষুগণ শুনতে পেলেন যে, জনসাধারণ এরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যারা অল্পেচ্ছুক, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জা–সঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁরা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য–ভোজ্য, লেহ্য–পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন–ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ–মহাশব্দ করে?" তখন তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন।

ভগবান এ নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এ প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষু সঙ্ঘকে সমবেত করে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত হয়ে, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য–ভোজ্য, লেহ্য–পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্ন–ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?

"প্রভো! তা সত্য বটে"।

ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করলেন– হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘপুরুষগণের পক্ষে তা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ,

অশ্রমণোচিত, অবিধেয় অকার্য হয়েছে। কেন মোঘপুরুষ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করে, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করে, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তারা যখন লোকের ভোজনে রত তখন তাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য, লেহ্য-পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করে ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ! তাদের এ কার্যে অপ্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ বর্ধিত করতে পারে না বরং তাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করবে।

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করলেন–

হে ভিক্ষুগণ! আমি আচার্য গ্রহণের অনুজ্ঞা দিচ্ছি। আচার্য অন্তেবাসীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্য-স্নেহ) উপস্থাপিত করবে, অন্তেবাসী আচার্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করবে। এরূপে তারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবি হয়ে অবস্থান করলে এ ধর্ম-বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দশ বছর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) থাকবে এবং অন্যূন দশ বছর বয়স্ক ভিক্ষু অপরকে আশ্রয় প্রদান করবে"।

হে ভিক্ষুগণ! এ রূপে আচার্য গ্রহণ করতে হবে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে, পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলতে হবে– "প্রভো! আপনি আমার আচার্য্য হোন, আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করব"। (দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার)।

যদি আচার্য্য সাধু, লঘু, 'সদুপায়, প্রতিরূপ অথবা শোভনভাবে সম্পাদন কর– এ পঞ্চবিধ উক্তির যে কোনটি দ্বারা ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তবে আচার্য গৃহীত হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে

বিজ্ঞাপিত না করে, ইঙ্গিতে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, সেক্ষেত্রে আচার্য গৃহীত হয় না।

"হে ভিক্ষুগণ! অন্তেবাসীকে আচার্যের সম্যক্ অনুবর্তী হতে হবে। সম্যক্ অনুবর্তী হবার বিধি এ– প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে, উপানহ খুলে, উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করে তাকে দন্তকাষ্ঠ দিতে হবে, মুখোদক দিতে হবে, তাঁর জন্য আসন প্রস্তুত করতে হবে। [অবশিষ্টাংশ শয়নাসনের ব্রত সদৃশ]।

তস্সুদ্দানং/স্মারক গাথা

সপাদুকা, ছত্র আর ঘোমটা সাথে হাতেতে;
অনভিবাদন, অজিজ্ঞাসায়, অহি ত্যাগে ভদ্রেতে।
মোচন করে ছত্র স্কন্ধে, অন্যতরে বাহিরে গেলে;
পাত্র চীবর নিক্ষেপিয়া, অনুকূলে জিজ্ঞাসাতে।
সিঞ্চন ছাড়া, ধোবনেতে, শুষ্ক নলে পাদুকাতে;
বৃদ্ধ নব জিজ্ঞাসাতে, আবাস বৃষ্টি গোচরেতে।
শৈক্য মলপূর্ণ জলে, চলার লাঠি আয়োজনে;
মুহূর্তকাল পরিত্যাগে, ভূমি আস্তরণ তুলে নিতে।
বিছানার ঠেস্, বালিশ আকার, মঞ্চ পীঠ আর স্নানাধারে;
শয্যা–চাদর অদর্শনে, গৈরিক কালো অকর্মেতে।
সংস্কার সাধন, ভূমি আস্তরণ শয্যা ঠেস্ মঞ্চ পীঠে;
বালিশ আর বসার আসন স্নানাধারে অদর্শনে।
পাত্র চীবর, ভূমিতে আর অপর পাশে আমোদ ভোগে;
পূর্ব আর পশ্চিমদিকে, উত্তরে আর দক্ষিণে।
দিবারাতে, শীতোষ্ণেতে, পরিবেণে প্রকোষ্ঠে;
উপস্থানে অগ্নিশালায়; বস্ত্র আর মলকুটিরে।
পরিভোগ্য জলেতে আর শৌচকর্মের জলাধারে;
অপ্রণমে প্রজ্ঞাপ্ত হয়, আগন্তুকের প্রতিব্রতে।

নিবাসনে, অনুদকে, প্রত্যুত্থান আর অপানীয়ে;
অনভিবাদন, প্রজ্ঞপ্তিতে, নিন্দা করে ভদ্রজনে।
প্রবীণের শয্যাসনে, উদক পানীয় প্রত্যাগমে;
বালিশে একান্তভাবে, অভিবাদন, প্রজ্ঞাপনে।
বিচরণে শৈক্যবিধি, স্থান আর পান ভোজনে;
চলার লাঠি, কর্মকালে, নবাগতের উপবেশনে।
অভিবাদনে, ব্যাখ্যাদানে, যথানিম্নে তথাক্রমে;
নিদ্রাস্থানে অস্ত্র বহনে, আবাসিকের ব্রত এতে।
গমিকার প্রসবে কাষ্ঠ, অজিজ্ঞাসায় খুলে দিয়ে;
নষ্ট করে অগুপ্তকে; নিন্দা করে ভদ্রগণে।
প্রস্তুত করে, আবৃত করে, জিজ্ঞাসিয়ে চলে যাবে;
ভিক্ষুকে বা শ্রামণকে, আরামিক বা উপাসকে।
পাষাণ মাঝে বা পুঞ্জেতে তৈরী করে বা আবৃতে;
উৎসাহী উৎসুক্যে যদি, অনাবাসে বা অন্যেতে।
সর্বগ্রামে বৃষ্টি ভিজে আকাশ তলেও একইভাবে;
কিছু অঙ্গা রক্ষা শ্রেয় গামিক ভিক্ষু বস্ত্রেতে।
স্থবিরে পেছনে ফেলে, উচিত নহে চার পাঁচ জনে;
মল পীড়নে মূর্ছাপ্রাপ্তি, বস্ত্রানুমোদন প্রয়োজনে।
ষড়বর্গীয়ের দুর্নিবস্ত্র, পারূপন হীন পরিধানে;
কম্পিয়হীন, অষ্টপথে, স্থবিরের হস্তক্ষেপে।
নতুন ভিক্ষুর সজ্ঞাদিতে, নিন্দা করে ভদ্রজনে;
ত্রিমন্ডলে পরিধেয়, কায়ে সগুণ গণ্ঠিতে।
আচ্ছাদনে ভ্রষ্ট নহে, সুসংযত অধোনেত্রে;
উৎক্ষিপ্ত, উল্লম্পিত, শব্দে, তৃতীয় পদ চালনে।
কোমর গুণ্ঠন, হাঁঠুবুকে, সীমা লঙ্ঘন, নাশনে;
জল ছিটাতে নীচু করে, সাবধান হতে সিঞ্চনে।
সমান করো সংঘাটিকে অন্ন প্রতিগ্রহণেতে;
সূপ ভেজা পান সুপারি, সর্বনেত্রে মাত্রাজ্ঞানে।

সন্তোষে পাত্র সংজ্ঞায়, সপাদানে সূপ গ্রহণে;
বিনাস্তুপ আচ্ছাদনে যাঞ্চা কিংবা বিরূপ মনে।
বৃহৎ গ্রাস, গোলাকৃতি, সর্বহস্ত, মুখ ব্যাদানে;
উৎক্ষেপ ছেদন মুখ ফুলায়ে, অন্নছিটে হাত ঝাড়নে।
জিহ্বা বাহির চপ্‌চপে, সুর সুর করে শব্দেতে;
হস্ত, পাত্র, ওষ্ঠ লেহন আমিষ খাদ্য গ্রহণেতে।
সকল জল যতক্ষণে নীচু করে সিঞ্চনেতে;
সংঘাটিকে প্রস্তুত করো, নীচু করে ভূমিতে।
পাত্রপূর্ণ ভাত আনে, সুআচ্ছাদন মুক্ত করে;
ধর্মরাজের প্রজ্ঞাপিত, ভূক্তাগ্রের এই ব্রতেতে।
বিবস্ত্র, অন্যায্য আর বিবেচনায় সহসাতে;
দূরে যাওয়া চির লঘু, তথা পিণ্ডচারণেতে।
প্রতিচ্ছন্নে বা গমনে সংযত অধোলোচনে;
উৎক্ষিপ্ত ও শব্দে, এ তিনের সঞ্চালনে।
কোমর গুণ্ঠনে উৎকুটিকে বিবেচনায় সহসাতে;
দূরে যাওয়া, চির লঘু, আসনে আর চামচে।
ভজন বা স্থাপনে উচ্ছাবনে নমনেতে;
প্রতিগ্রহণে না দেখিবে, সূপ গ্রহণে সেই মতে।
ভিক্ষুর সংঘাটি আচ্ছাদনে, প্রতিচ্ছন্নে বা গমনে;
সুসংযত অধোনেত্রে উৎক্ষিপ্ত আর নৃত্য দেহে।
অল্প শব্দে এ তিন চালে, কোমর ঘোমটা উৎকুটিকে;
প্রথম আসন বক্রেতে পানীয় পরিভোজনে।
পাশে শংকা ভঞ্জনে, নীচে ফেলে উদ্ধারে;
সম্মার্জনী তৈরীতে রিক্ত তুচ্ছের উপস্থিতে;
হস্তবিকার ভঞ্জনে পিণ্ডচারিক কথনে।
জলপূর্ণে উপছে পড়ে, নক্ষত্র আর শত্রু, চোরে;
সকল সমাপ্ত কুচিকেটে পাত্র আর চীবর তাতে।
এখন অংশে ঝুলায়ে, ত্রিমণ্ডল পরিমণ্ডলে;

যথা পিণ্ডচারিক ব্রতে, আরণ্যিক যথামতে।
পাত্র আর চীবর সাথে, আরোহণে, পানীয়ে;
পরিভোজনীয় অগ্নি, অরণি আর লাঠিতে।
নক্ষত্র সর্বস্থানে, দিকাদি ও কুশল হলে;
শাস্তা শ্রেষ্ঠের প্রজ্ঞাপনে, আরণ্যিক ব্রত সাধনে।
আকাশ তলে ছড়িয়ে রাখায় নিন্দা করে পন্ডিতে;
বিহার যদি পরিস্কারে, ছড়িয়ে রাখ চীবর পাত্রে।
বালিশ রাখার পাদুকাতে, মঞ্চ, পীঠে আর পিক্‌দানে;
দৃষ্টি মাত্র অদর্শনে কালো, গেরুকালো স্বাভাবিকে।
চারিপার্শ্বে ভিক্ষু দ্রব্য, শয়ন বিহার পানীয়ে;
প্রতিবেশীর ভাগ্যেতে, প্রাঙ্গণে বায়ুর প্রতিকূলে।
অধোরাতে বিছানাতে, পটিপাদ আর মঞ্চেতে;
চেয়ার বালিশ, আসনে, স্নানাধারে অদর্শনে।
পাত্র–চীবর ভূমিতে, বিরত অন্য ভোগেতে;
পূর্বেতে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে।
দিবারাত্রে শীতুষ্ণে, পরিবেণে বা প্রকোষ্টে;
উপট্‌ঠানে অগ্নিশালায়, বচ্চকুটির পানীয়ে।
শৌচকুম্ভ বৃন্ধকে, উদ্দেস প্রশ্নে সজ্জায়নে;
ধর্ম প্রদীপ ভঙ্গোতে, নহে বিবরে, নহে থাকে।
বৃন্ধকে পরিবর্তনে কোণায় নাহি দিবে ঠেলে;
মহাবীরের প্রজ্ঞপ্তি এই, ব্রত যাহা শয়নাসনে।
বৃন্ধ দ্বারে মূৰ্চ্ছিতে নিন্দা করে পন্ডিতে;
অগ্নি ঘরে ছুড়ে জ্বালো পরি ভন্ডকে একই ভাবে।
পরিবেণ কক্ষশালায় চূর্ণ, মাছি, দ্রোণিতে;
স্থবিরের সম্মুখে অনুৎসাহে নবাগতে।
সম্মুখে উপরিমার্গে জলোমাটি চেয়ারেতে;
মোচন করে রেখে দিয়ে, অগ্নিশালায় ব্রতমতে।
অল্পজলে নাধুয়ে বৃন্ধে, তাড়াতে পর্য্যায় ক্রমে;

উপরে মিথুন কাষ্ঠ, মল, প্রস্রাব, থুথুতে।
কটু বাক্য, কূপের তড়ায়, উপরে শেষে চপুশব্দে;
বাইরে ভেতরে উৎকাশিতে রজ্জুমোটা লোমেটে।
সহসা উপরে কাষ্ঠ খন্ড, বাহ্যে আর প্রস্রাবে;
কফে, নির্দয় বাক্যে, কূপে বাহ্যে আর পাদুকে।
নয় সহসা উপরেতে, পাদুকার চট্ চটু শব্দে;
নাহি শেষে আচ্ছাদনে, ঝামেলায়, ধারণেতে।
বাহ্য কুটির, পরিভন্ড, পরিবেণ আর কক্ষেতে;
শৌচকর্মের জলেতে, ব্রত যাহা পায়খানাতে।
বালিশ আর দন্ড কাষ্ঠে, মুখ ধোবন জল, আসনে;
জলে ধুয়ে যাগু, উদ্ধারে পরিত্যাক্ত গ্রামেতে।
অন্তর্বাস, কায় বন্ধনে, দ্বিভাজ বস্ত্র পাত্র শোধনে;
পরে ত্রিমন্ডলে যেমন, পরিমন্ডলের বন্ধনে।
দ্বিভাজ করে শোধন করে, অনতিদূরে প্রতিগ্রহে;
আপত্তি দেশনে করো, প্রথমাগতে আসনে।
উদক, চেয়ার, থলিকা, আগুবাড়ায়ে চীবর গ্রহণে;
রোদের তাপে নিদ্রা ভঙ্গে, ভোজনেতে নত হলে।
পানীয়, উদক, নীচে, মুহূর্ত মাত্রও নিদ্রা নহে;
পাত্র চীবর ভূমিতে, অপর পারে নেমে ভোগে।
উদ্ধারেতে প্রস্তুত করে, পরিত্যাগে স্নানেতে;
শীতে, উষ্ণে, অগ্নিশালায়, চূর্ণ, মাটি, চেয়ারে।
চেয়ার, চীবর, চূর্ণেতে, মৃত্তিকা উৎসাহে মুখে;
স্থবিরে অগ্রে নবাগতে পরে, পরিকর্মে নির্গমে।
অগ্রেতে স্নানের জলে, পরিধানে উপাধ্যায়ে;
পরিধানে সংঘাটি, চেয়ার এবং আসনে।
পাদপীঠ, কথালিকা, পানীয় উদ্দেস, পুচ্ছনে;
প্রয়োজনীয় শোধনে, প্রথমে চীবর এবং পাত্রকে।
বসার আসন, আস্তরণে, বালিশ বা সেই আকৃতিতে;

মঞ্চ, চেয়ার, আসনে ঠেস্, স্নানাধার অদর্শনে।
ভূমিতে ছড়ায়ে, আলোকে; গৈরিক কালো না করে;
ভূমি আস্তরণে, ঠেসে; মঞ্চ পীঠে বালিশাকারে।
উপবেশনাস্তরণ কফে; পাত্র-চীবর অদর্শনে;
পূর্ব আর পশ্চিমে, উত্তরে তথা দক্ষিণে।
শীতে-উষ্ণে, দিবা-রাত্রি, পরিবেণে আর কক্ষেতে;
উপস্থানে, অগ্নিশালায়, মলকুটিরে পান ভোজনে।
শৌচকর্মে অনিচ্ছুকে, সন্দেহে, দৃষ্টি গুরুতে;
মূঢ়ে মানত্ত্ব আহ্বানে; তর্জণীয় নিশ্রয়ে।
পব্বাজনীয়া স্মারণী, উৎক্ষেপনাদি দণ্ডেতে;
ময়লা হলে ধোবন উচিৎ, রজ কালে কোমর বেষ্টনে।
পাত্রে চীবরে আর অন্য দ্রব্য ছেদনে;
পরিকর্মে আর সেবকে, পরে প্রবেশ পিণ্ডাচরণে।
শ্মশানে নয়, দিকেও নয়, যাবজ্জীবন সেবাতে;
সহবিহারীকে নহে, উপাধ্যায় ব্রতকে জেনে।
উপদেশ অনুশাসন, উদ্দেশ; জিজ্ঞাসা পাত্র চীবরে;
রোগীর দ্রব্যেতে আর পশ্চাত শ্রামণের যে।
উপাধ্যায়গণের ব্রতে, অনুরূপ আচার্য-ব্রতে;
সহবিহারীকের ব্রতে, তথা অন্তেবাসিকে ব্রতে।
আগন্তুকের যেই ব্রত, আবাসিকের পুনঃ সেই মতে;
গমনকারী; অনুমোদনকারী, ভূক্তাগ্রে পিণ্ডচারিকে।
অরণ্যেতে যেই ব্রত, যাহা থাকে শয়নাসনে;
অগ্নিশালায়, মলকুটিতে, উপাধ্যায় সহবিহারীকে।
আচার্যের প্রতি যেই ব্রত, অন্তেবাসিক তথারূপে;
উনবিংশতি প্রকার যাহা উল্লেখ ব্রত স্কন্ধেতে।
ব্রতপূর্ণ নাহি হলে পূর্ণ কভু নহে শীল;
দুঃশীল হয় দুষ্প্রাজ্ঞ জনে একাগ্র নহে চিত্তে।
চঞ্চল চিত্ত নহে একাগ্র, হয় না দেখা যথা ধর্মে;

সদ্ধর্মের অদর্শনে, হয় না ত্রাণ দুঃখ হতে।
ব্রত যে জন করে পূর্ণ, শীল পূর্ণ হয় তাহাতে;
বিশুদ্ধশীলে প্রাজ্ঞ হয়, চিত্ত একাগ্র দুর্ভেদে।
অবিক্ষিপ্ত, একাগ্রতার, যাহা ধর্ম বিদর্শনে;
সদ্ধর্মের সংদর্শনে; দুঃখ মোচন হয় তাতে।
সেকারণেই ব্রত পূরণ, জিনপুত্র বিচক্ষণ;
বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের এই উপদেশ, জান এতেই মোক্ষধন।

ব্রত–স্কন্ধ সমাপ্ত

(৯) প্রাতিমোক্ষ স্থগিত–স্কন্ধ

কার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা উচিত?

[স্থান – শ্রাবস্তী]

সে সময় বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, পূর্বারামে, মৃগার মাতার প্রাসাদে। সে সময় বুদ্ধ ভগবান উপস্থিত উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ রাত্রিকালে প্রথমযাম অতিবাহিত হলে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, প্রথম যাম অতিক্রম হয়েছে, ভিক্ষুসঙ্ঘ অনেকক্ষণ পর্যন্ত উপবিষ্ট, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন, আরও অধিক রাত্রি হলে মধ্যমযাম অতিক্রান্ত হলে দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে, ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, দ্বিতীয়যাম অতিক্রান্ত হয়েছে, ভিক্ষুসঙ্ঘ অধিকক্ষণ উপবিষ্ট, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।

এরূপ বললে ভগবান মৌন রইলেন। আরও অধিক রাত্রি হলে অন্তিমযাম অতিক্রান্ত অরুণোদয় হলে রাত্রি জ্যোতিষ্ময় হলে তৃতীয়বার আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করে ভগবানের দিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! রাত্রি অধিক হয়েছে, তৃতীয়যাম অতিক্রান্ত হয়েছে, অরুণোদয় হয়েছে, রাত্রি জ্যোতিষ্ময় হয়েছে, ভিক্ষুসঙ্ঘ অধিকক্ষণ উপবিষ্ট, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। ভগবান বললেন,– আনন্দ! এ পরিষদ পরিশুদ্ধ নেই। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের মনে এ চিন্তা উদয় হল। ভগবান কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন,– আনন্দ! পরিষদ পরিশুদ্ধ নয়। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন স্ব–চিত্তে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন

দুঃশীল পাপপরায়ণ, অপবিত্র দুষ্কার্যকারী, গোপনভাবে কার্যকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণাভিমানী অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী অভিমানী অববিত্রান্তকরণ, অবশ্রুত (পাপ ময়লা–পরায়ণ শীল) কষাম্বুজ সে ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। দেখে সে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন– বন্ধো! তুমি উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন, ভিক্ষুগণের সাথে তোমার বিনয়কার্য কিংবা আহারাদি (সংবাসো) চলবে না। এরূপ বললে সে ব্যক্তি নীরব রইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন দ্বিতীয়বার তাকে বললেন– বন্ধো! উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন। ভিক্ষুগণের সাথে তোমার সংবাস চলবে না। দ্বিতীয়বারও সে ব্যক্তি নীরব রইল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন তৃতীয়বারও তাকে বললেন,– বন্ধো! উঠ, ভগবান তোমাকে দেখেছেন, ভিক্ষুগণের সাথে তোমার সংবাস চলবে না। তৃতীয়বার ও সে ব্যক্তি মৌন রইল, তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন সে ব্যক্তিকে বাহুতে ধরে দ্বার কোষ্ঠকের বের করে দিয়ে দ্বারে অর্গল দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বললেন,– প্রভো! সে ব্যক্তিকে আমি বের করে দিয়েছি, এখন পরিষদ পরিশুদ্ধ।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। মৌদ্গল্যায়ন এটা বড় আশ্চর্য, বড় অদ্ভূদ যে সে ব্যক্তি বাহু ধরবার অপেক্ষায় থাকবে।

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

মহাসমুদ্রের অষ্ট আশ্চর্য গুণ
(২) বুদ্ধের ধর্মের অষ্ট অদ্ভুত গুণ

ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রের আটটি আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম বিদ্যমান আছে, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। সে আটটি কি? যথা– ভিক্ষুগণ! (১) মহাসমুদ্র ক্রমশ গভীর, ক্রমশ নীচু, ক্রমশ নিম্নাভিমুখী প্রথমে তীর হতে একেবারে গভীর নয়। ভিক্ষুগণ! এ যে মহাসমুদ্র ক্রমশ

গভীর, ক্রমশ নীচ, ক্রমশ নিম্নাভিমুখী প্রথমেই একেবারে গভীর নয়। এটাই মহাসমুদ্রের আশ্চর্য অদভুত ধর্ম (গুণ), যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়, (২) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র স্থিরধর্মী, বেলা অতিক্রম করে না, এ যে মহাসমুদ্র স্থির ধর্মী বেলা অতিক্রম করে না, এটাই মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৩) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র মৃত দেহের সাথে বাস করে না। মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হলে মহাসমুদ্র তখন শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে যায়। অথবা স্থলে নিক্ষিপ্ত করে। এ যে মহাসমুদ্র মৃত দেহের সাথে বাস করে না, মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হলে তা শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে, অথবা স্থলে নিক্ষিপ্ত করে, এটাই মহাসমুদ্রের তৃতীয় আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৪) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী, তারা মহাসমুদ্রে পৌছিলে পূর্ব নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ... এটাই মহাসমুদ্রের চতুর্থ আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৫) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! জগতে যেসব জলপ্রবাহ সমুদ্রে গমন করে, অন্তরীক্ষ হতে যেসব জলধারা পতিত হয়, তৎদ্বারা মহাসমুদ্রের ঊনত্ব বা পূর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না।

ভিক্ষুগণ! এটাই মহাসমুদ্রের পঞ্চম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৬) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রে একটি মাত্র রসবিশিষ্ট। লোনা রস। ... ভিক্ষুগণ! এটাই মহাসমুদ্রের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদ্ভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৭) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র বহুবিধ রত্নশালী, অনেক বিধ রত্নশালী, যথা– মুক্তা, মণি, বৈদর্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মণি, মসারগল্ল (এক প্রকার মণি) ... ভিক্ষুগণ! এটাই মহাসমুদ্রের সপ্তম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়। (৮) পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র বৃহৎ প্রাণীগণের আবাস স্থল। এ সব প্রাণী যথা– তিমি, তিমিঙ্গাল, তিমির পিঙ্গাল, অসুর, নাগ এবং গন্ধর্ব।

মহাসমুদ্রে শত যোজন শরীরধারী, তিনশত যোজন শরীরধারী, চারশত যোজন শরীরধারী, পঞ্চশত যোজন শরীরধারী জীবও আছে। ... ভিক্ষুগণ! এটাই মহাসমুদ্রের অষ্টম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রের এ সমস্তই আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম আছে। এ সব দেখেই অসুরেরা মহাসমুদ্রে অভিরমিত হয়।

৩। এই ধর্ম বিনয়ে (বুদ্ধের ধর্মে) অষ্টবিধ আচার্য গুণ (ধর্ম)

ভিক্ষুগণ! এরূপই এধর্ম–বিনয়ে (বুদ্ধের ধর্মে) অষ্টবিধ আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম বিদ্যমান আছে, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। সে অষ্টবিধ কি? যথা– (১) ভিক্ষুগণ! যেমন মহাসমুদ্র ক্রমশ গভীর, ক্রমশ নিম্ন, ক্রমশ নিম্নাভিমুখী, প্রথম হতে একেবারেই গভীর নয়। এরূপ ভিক্ষুগণ! এ ধর্ম–বিনয়ে ক্রমশ শিক্ষা, ক্রমশ ক্রিয়া, ক্রমশ মার্গ (প্রতিপদা) আছে, প্রারম্ভেই মুক্তিপদ, সাক্ষাৎকার হয় না। ভিক্ষুগণ! এ যে, এ ধর্ম–বিনয়ে ক্রমশ শিক্ষা, ক্রমশ ক্রিয়া, ক্রমশ মার্গ বিদ্যমান আছে, প্রারম্ভেই মুক্তিপদ লাভ হয় না ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের প্রথম আশ্চর্য, অদ্ভূত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ! সমুদ্র যেমন স্থিরধর্মী, বেলা অতিক্রম করে না, এরূপ ভিক্ষুগণ! আমি শ্রাবকগণের জন্য যে শিক্ষাপদ বিধান করেছি, আমার শ্রাবকগণ তা জীবনের জন্যও লঙ্ঘন করে না। ... ভিক্ষুগণ! এ ধর্ম–বিনয়ের দ্বিতীয় আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৩) যেমন ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র মৃত দেহের সাথে বাস করে না। মহাসমুদ্রে মৃত দেহ পতিত হলে তা শীঘ্রই তীরাভিমুখে লয়ে যায়, স্থলে নিক্ষিপ্ত করে, এরূপ ভিক্ষুগণ! যে ব্যক্তি দুঃশীল, পাপধর্মী, অপবিত্র, কলুষকারী, গুপ্তকর্মকারী, অশ্রমণ হয়ে শ্রমণাভিমানী, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী অভিমানী, পাপ হৃদয়, অবশ্রুত (পাপ ময়লা ক্ষরণশীল) কষাম্বুজা, সঙ্ঘ তার সাথে বাস করে না। শীঘ্রই একত্রিত হয়ে তাকে বের করে দেয়। (উক্খিপতি) যদিও বা সে সঙ্ঘসভায়

ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে উপবিষ্ট থাকে। তথাপি সে সঙ্ঘ হতে দূরে এবং সঙ্ঘ তা হতে দূরে অবস্থিত। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের তৃতীয় আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৪) যেমন ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত মহানদী, যেমন– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ, মহী, মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্র নামে অভিহিত হয়, এরূপ ভিক্ষুগণ! ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারবর্ণ তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম–বিনয়ে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র ত্যাগ করে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হয়। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের চতুর্থ আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৫) যেমন ভিক্ষুগণ! জগতে প্রবাহ (জল স্রোত) সমুদ্র অভিমুখে গমন করে এবং অন্তরীক্ষ হতে ধারা বর্ষিত হয়, তৎদ্বারা সমুদ্র জলের ঊনত্ব বা পুর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না, এরূপ ভিক্ষুগণ! যদি ও বা বহুসংখ্যক ভিক্ষু অনুপরিশেষ (যাতে উপাদি অবশিষ্ট থাকে না) নির্বাণ ধাতু (মোক্ষপদ) প্রাপ্ত হয় তাতে নির্বাণ ধাতু ঊনত্ব বা পূর্ণত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের পঞ্চম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৬) যেমন ভিক্ষুগণ! মহা সমুদ্র এক রসবিশিষ্ট, লবনই তা একমাত্র রস, এরূপই ভিক্ষুগণ! এ ধর্ম–বিনয় এক রসবিশিষ্ট, বিমুক্তি রস। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের ষষ্ঠ আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৭) যেমন ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র বহুরত্নের আকর, এ সমস্ত রত্ন যথা– মুক্তা মণি বৈদূর্য, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মণি, মসারগল্ল, এরূপই ভিক্ষুগণ! এ ধর্ম–বিনয় বহুরত্ন, অনেক রত্নসম্পন্ন; এ সমস্ত রত্ন, যেমন– চার স্মৃত্যুপস্থান, চার সম্যক্ প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের সপ্তম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। (৮) যেমন ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্র মহা প্রাণীগণের আবাস স্থল, এরূপই ভিক্ষুগণ! এ ধর্ম–বিনয় মহা প্রাণীগণের আবাস স্থল। তাতে এ সব প্রাণী আছে, যথা– স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি

ফল, সাক্ষাৎকার করবার মার্গপ্রাপ্ত, সকৃদাগামী একবার মাত্র এ সংসারে এসে (নির্বাণ লাভ করা রূপী) ফল সাক্ষাৎকার মার্গপ্রাপ্ত, অনাগামী (এ সংসারে) না এসে (অন্য লোকে নির্বাণ লাভ করা রূপী) ফল সাক্ষাৎকার করবার মার্গপ্রাপ্ত, অর্হৎ–অর্হত্ব (মুক্ত হওয়া) ফল সাক্ষাৎকার করবার মার্গপ্রাপ্ত ...। ভিক্ষুগণ! এটা এ ধর্ম–বিনয়ের এটাই অষ্টম আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! এ সমস্তই এ ধর্ম–বিনয়ে অষ্ট আশ্চর্য, অদভুত ধর্ম, যা দেখে ভিক্ষু এ ধর্ম–বিনয়ে অভিরমিত হয়। তখন ভগবান এ তত্ত্বার্থ বিদিত হয়ে সে শুভ সময়ে এ উদান গাথা উচ্চারণ করলেন।

"ছন্নমতি বস্‌সতি বিবটং নাতিবস্‌সতি
তস্মা ছন্নং বিরেথ এবংতং নাতিবস্‌সতী'তি।
আচ্ছাদনে বৃষ্টি পড়ে, খোলাতে নাহি বরষে;
আচ্ছাদন তাই ফেল খুলে, বৃষ্টি তখন না পড়িবে।

(৪) পুনরায় বুদ্ধের উপোসথের অন্তর্গত না হওয়া

তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করলেন– ভিক্ষুগণ! এ হতে আমি উপোসথ করব না, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করব না। ভিক্ষুগণ! তোমরাই এখন হতে উপোসথ করবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। ভিক্ষুগণ! এটা সম্ভব নয়, ইহার অবকাশ নেই, তথাগত অপবিত্র পরিষদে উপোসথ করবেন বা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন। ভিক্ষুগণ! অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতে পারবে না। যে শ্রবণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– যে অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করবে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত বা (বন্ধ) করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে স্থগিত করবে, উপস্থিত উপোসথ দিবসে চতুর্দশী বা পঞ্চদশীতে সে ব্যক্তি উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অপরাধী তার প্রাতিমোক্ষ

স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা চলবে না। এরূপ বললে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত হয়ে থাকে।

সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা আমাদেরকে কেহ জানেন না ... এ ভেবে অপরাধী হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতে লাগল। পরচিত্তবিদ্ স্থবির ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণকে বললেন,– বন্ধো! অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না– এ ভেবে অপরাধগ্রস্থাবস্থায় প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতেছে। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা শুনতে পেল– পরচিত্তবিদ্ স্থবির ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণকে আমাদের সম্বন্ধে বলতেছেন– বন্ধো! অমুক অমুক ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদেরকে কেহ জানেন না– এ ভেবে অপরাধগ্রস্থাবস্থায় প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করতেছে।

তখন তারা প্রথমে সুশীল ভিক্ষু আমাদের প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছেন– এ ভেবে তারা প্রথমেই পরিশুদ্ধ, অপরাধবিহীন ভিক্ষুগণের অবিষয়ে অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতে লাগল। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন– "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পরিশুদ্ধ, অপরাধবিহীন ভিক্ষুগণের অবিষয়ে অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে?" অনন্তর তাঁরা ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান নিন্দা করে, ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

ভিক্ষুগণ! নিরপরাধী পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবিষয়ে, অকারণে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতে পারবে না, যে স্থগিত করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) ধর্মবিরুদ্ধ এবং ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

ভিক্ষুগণ! প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা একটি ধর্মবিরুদ্ধ, একটি ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দুইটি ধর্মবিরুদ্ধ এবং দুইটি ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা তিনটি ধর্মবিরুদ্ধ এবং তিনটি ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা চারটি ধর্মবিরুদ্ধ এবং চারটি

ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা পাঁচটি ধর্মবিরুদ্ধ এবং পাঁচটি ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ষড়বিধ ধর্মবিরুদ্ধ এবং ষড়বিধ ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা সপ্তবিধ ধর্মবিরুদ্ধ এবং সপ্তবিধ ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা অষ্টবিধ ধর্মবিরুদ্ধ এবং অষ্টবিধ ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা নয়বিধ ধর্মবিরুদ্ধ এবং নয়বিধ ধর্মসম্মত। প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা দশবিধ ধর্মবিরুদ্ধ এবং দশবিধ ধর্মসম্মত।

(১) ধর্মবিরুদ্ধভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

১। ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

অমূলক শীলভ্রষ্টার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা এক ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। এক ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? অমূলক নয় এমন শীলভ্রষ্টার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। ভিক্ষুগণ! এটা এক ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

২। দুই ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা দুই ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। দুই ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক (কারণযুক্ত) শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। ভিক্ষুগণ! এটা দুই ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৩। তিন ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার (সত্য বিশ্বাস বিচ্যুত তার) দোষারোপ করে

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এটা তিন ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। তিন ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, এ তিনটি ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৪। চার ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক জীবিকা ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এ চারটি ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। চার ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (২) সমূলক আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক জীবিকা ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, এ চারটি ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৫। পঞ্চ ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক সঙ্ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক পাচিত্তিয়ার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এ পঞ্চ ধর্ম বিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। পঞ্চ ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক সঙ্ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক পাচিত্তিয়ার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫)

সমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এ পঞ্চ ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৬। ছয় ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক কিন্তু কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক কিন্তু কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক কিন্তু কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। এই ছয় ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। ছয় ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক কিন্তু কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক ও কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক কিন্তু কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এ ছয় ধর্ম সম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৭। সপ্ত ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক সঙ্ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক থুল্লচ্চয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক পাচিত্তিয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (৭) অমূলক দুব্ভাসিতের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই সপ্ত

ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। সপ্ত ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক পারাজিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক সঙ্ঘাদিশেষের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক থুল্লচ্চয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক পাচিত্তিয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক পাটিদেসনীয়ের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক দুক্কটের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা, (৭) সমূলক দুব্‌ভাসিতের দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই সপ্ত ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৮। আট ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক ও কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক ও কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক ও কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) অমূলক অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) অমূলক ও কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই আট ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। আট ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক ও কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক ও কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক ও কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) সমূলক ও অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) সমূলক ও কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই অষ্ট ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৯। নয় ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) অমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) অমূলক ও কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) অমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) অমূলক ও কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) অমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) অমূলক ও কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) অমূলক ও অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) অমূলক ও কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৯) অমূলক ও কৃত অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই নয় ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা। নয় ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) সমূলক ও অকৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (২) সমূলক ও কৃত শীল ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৩) সমূলক ও অকৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৪) সমূলক ও কৃত আচার ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৫) সমূলক ও অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৬) সমূলক ও কৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। (৭) সমূলক ও অকৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৮) সমূলক ও কৃত ভ্রষ্ট জীবিকার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে, (৯) সমূলক ও কৃত অকৃত দৃষ্টি ভ্রষ্টতার দোষারোপ করে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করে। এই নয় ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

১০। দশ ধর্মবিরুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি?

(১) পারাজিক দোষে দোষী ব্যক্তি সে পরিষদে উপবিষ্ট থাকে না। (২) পারাজিক সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৩) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সে পরিষদে উপবিষ্ট থাকে না। (৪) শিক্ষা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৫) ধর্মসম্মত (সঙ্ঘ) সামগ্রীতে বা সম্মিলনে সে ভিক্ষু উপস্থিত থাকে। (৬) ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার কামী হয় না। (৭) ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে হয় না। (৮) তার শীল ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয় না। (৯) (তার) আচার ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয় না। ... ... (১০) তার দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয় না ...।

(২) ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা

দশ ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা কি? (১) পারাজিক দোষে দোষী ব্যক্তি সে পরিষদে উপবিষ্ট থাকে, (২) সেখানে পারাজিক সম্বন্ধে আলোচনা চলতে থাকে, (৩) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সেখানে উপবিষ্ট থাকে, (৪) শিক্ষা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে চলতে থাকে, (৫) ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত হয়, (৬) ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার কামী হয়, (৭) ধর্মসম্মত সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা সেখানে চলতে থাকে, (৮) তার শীল ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, (৯) তার আচার ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, (১০) তার দৃষ্টি ভ্রষ্টতা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত হয়, এ দশটি ধর্মসম্মত প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা।

৩–ক। পারাজিক দোষে দোষী পরিষদে উপবিষ্ট থাকে।

(ক) কিরূপে পারাজিক দোষে দোষী সে পরিষদে উপবিষ্ট থাকে? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকারে, যে লিঙ্গে, যে নিমিত্তে, পারাজিক অপরাধে অপরাধী হয়, সে আকার, সে লিঙ্গ, সে নিমিত্ত দ্বারা ভিক্ষু (স্বয়ং) সে ভিক্ষুকে পারাজিক অপরাধ করতে দেখে, (২) ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করতে স্বয়ং দেখেনি, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক

নামীয় ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করেছেন। (৩) ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করতে স্বয়ং ও দেখেনি, অন্য ভিক্ষুও সে ভিক্ষুকে বলেনি, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু পারাজিক অপরাধ করেছে, কিন্তু সে অপরাধী স্বয়ং ভিক্ষুকে বলেছে, বন্ধো! আমি পারাজিক অপরাধ করেছি। তাহলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে সে (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ ও (গ) অনুমান দ্বারা উপস্থিত চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির উপস্থিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি পারাজিক অপরাধে অপরাধী হয়েছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি। তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত–প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবননাশের আশঙ্কা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশঙ্কা– এ দশবিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সে ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয়নি; যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ সে বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায়, তাহলে চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের মীমাংসা হয়নি, এ হেতু তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

(খ) শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক পরিষদে উপস্থিত থাকে। কিরূপে শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক সে পরিষদে উপবিষ্ট থাকে? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকারে, যে

লিঙ্গো, যে নিমিত্তের দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান হয়, সে আকারে, সে লিঙ্গো, সে নিমিত্তের দ্বারা ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু স্বয়ং শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখেনি, কিন্তু অন্য ভিক্ষু ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে, (৩) ভিক্ষু স্বয়ংও অন্য ভিক্ষুকে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে দেখেনি, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলেনি, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে; কিন্তু সে স্বয়ং ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছি। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে সে (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ, (গ) অনুমান দ্বারা উপস্থিতি চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে। মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত–প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবননাশের আশঙ্কা, ব্রহ্মচর্য নাসের আশঙ্কা– এ দশবিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয়নি; যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ সে বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায়, তাহলে চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের মীমাংসা হয়নি, এ হেতু তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

(গ) কিরূপে ধর্ম সম্মিলনে উপস্থিত হয় না? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকার যে লিঙ্গা, যে নিমিত্ত দ্বারা ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত হয়, সে আকার, সে নিমিত্ত, সে লিঙ্গা অনুসার ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে অনুপস্থিতও দেখতে পায়নি, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়নি, (৩) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্মিলনে অনুপস্থিত দেখে না। অন্য ভিক্ষুও সে ভিক্ষুকে বলে না বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হয়নি, কিন্তু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হইনি। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে সে ভিক্ষুকে (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ (গ) অনুমান দ্বারা উপস্থিত চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথে সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি ধর্মসম্মত সম্মিলনে উপস্থিত হচ্ছে না। তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত-প্রেত), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবননাশের আশঙ্কা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশঙ্কা– এ দশবিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয়নি; যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ সে বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায়, তাহলে চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের মীমাংসা হয়নি, এ হেতু

তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

(ঘ) কিরূপ ধর্ম সম্মিলনে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকারে, যে লিঙ্গে, যে নিমিত্তে ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার হয় সে আকারে, সে লিঙ্গে, সে নিমিত্তে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু স্বয়ং অন্য ভিক্ষুকে ধর্ম সম্যক্‌ভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হতে দেখে না, কিন্তু অন্য ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার করতে ইচ্ছুক। (৩) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হতেও দেখে না, অন্য ভিক্ষুও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছে, কিন্তু সে নিজেই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছি। ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে (ক) দর্শন, (খ) শ্রবণ (গ) অনুমান অনুসার উপস্থিত চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে। মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি ধর্মসম্মতভাবে মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচারেচ্ছুক হয়েছে, তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করবার সময় রাজা, চোর, অগ্নি, জল, অমনুষ্য (ভূত–প্রেত্), মনুষ্য, হিংস্র জীব, সরীসৃপ জীবননাশের আশঙ্কা, ব্রহ্মচর্য নাশের আশঙ্কা– এ দশবিধ অন্তরায় মধ্যে যে কোন অন্তরায় হেতু যদি পরিষদ স্থান ত্যাগ করে, তাহলে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে আবাসে কিংবা অন্য কোন আবাসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ভিক্ষুর পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয়নি; যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন,

তাহলে সঙ্ঘ সে বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করবেন। এভাবে ফল লাভ করতে পারলে ভাল, যদি পারা না যায়, তাহলে চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির (অপরাধির) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, অমুক নামীয় ব্যক্তির পারাজিক অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, সে বিষয়ের মীমাংসা হয়নি, এ হেতু তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছে, তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না, এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করা ধর্মসম্মত।

(ঙ) কিরূপে শীল ভ্রষ্টতায় দেখা, শোনা, পরিশঙ্কা (সন্দেহ) হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকারে, যে লিঙ্গো, যে নিমিত্ত অনুসারে শীল ভ্রষ্টতায়, দর্শন, শ্রবণ, পরিশঙ্কা হয়, সে আকার, সে লিঙ্গ, সে নিমিত্ত অনুসারে ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখতে পায় না। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হয়েছে, (৩) ভিক্ষুও অন্য ভিক্ষুকে শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখে না, অন্য ভিক্ষুও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হয়েছে, কিন্তু সে স্বয়ংই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হয়েছি, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত অনুসার উপস্থিত চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি শীল ভ্রষ্টতায় দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত ধর্মসম্মত।

(চ) কিরূপে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হয়? ভিক্ষুগণ! (১) যে আকারে, যে লিঙ্গো, যে নিমিত্তে অনুসারে আচার ভ্রষ্টতার, দর্শন শ্রবণ, পরিশঙ্কা হয়, সে আকার, সে লিঙ্গ, সে নিমিত্ত অনুসারে ভিক্ষু

অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখতে পায়, (২) ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখতে পায় না। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সে ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হচ্ছে, (৩) ভিক্ষু ও অন্য ভিক্ষুকে আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত দেখে না, অন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুকে বলে না, বন্ধো! অমুক নামীয় ভিক্ষু আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত হয়েছে, কিন্তু সে স্বয়ংই ভিক্ষুকে বলে, বন্ধো! আমি আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট শ্রুত পরিশংকিত হয়েছি, ভিক্ষুগণ ইচ্ছা হলে ভিক্ষু সে দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত অনুসার উপস্থিত চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশী উপোসথ দিবসে সে ব্যক্তির উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় বলবে,– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি আচার ভ্রষ্টতার দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত তার প্রাতিমোক্ষ স্থগিত করতেছি,– তার উপস্থিতিতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবেন না। এভাবে প্রাতিমোক্ষ স্থগিত ধর্মসম্মত।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

৭। আত্মদানের অঙ্গ

(১) অপরাধের বিচার এবং দোষারোপ

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে বললেন–

আত্মদান

প্রভো! আত্মদান[১] গ্রহণকারী ভিক্ষুকে কোন অঙ্গ পরিপূর্ণ আত্মদান গ্রহণ করতে হয়?

উপালি! আত্মদান গ্রহণকারী ভিক্ষুকে পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন আত্মদান গ্রহণ করতে হয় (১) আত্মদান গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষুকে এরূপ চিন্তা করতে হয়। যে

---

[১]. বুদ্ধশাসন পরিশুদ্ধকামী ভিক্ষু যে বিচারের ভার নিজে গ্রহণ করে। তাক আত্মদান বলে। সম–পাসা।

আত্মদান আমি নিতে চাচ্ছি, এখন তার সময় কিনা, অসময়। উপালি! যদি ভিক্ষু চিন্তা করে এরূপ বলতে পারে এখন এ আত্মদান গ্রহণের সময় নয়, অসময়। তাহলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (২) কিন্তু যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এখন এ আত্মদান গ্রহণের সময়, অসময় নয়। তাহলে উপালি! সে ভিক্ষুকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যে এ আত্মদান গ্রহণ করতে চাচ্ছি সে আত্মদান যথার্থ, না অযথার্থ? যদি উপালি! চিন্তা করে বুঝতে পারে, এ আত্মদান অযথার্থ, যথার্থ নয়। তাহলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (৩) কিন্তু যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এ আত্মদান যথার্থ, অযথার্থ নয়। তাহলে উপালি! সে ভিক্ষুকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যে এ আত্মদান গ্রহণ করতে চাচ্ছি, এ আত্মদান সার্থক না নিরর্থক? যদি উপালি! চিন্তা করে এরূপ বুঝতে পারে, এ আত্মদান নিরর্থক, সার্থক নয়। তাহলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। (৪) কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, এ আত্মদান সার্থক, অনর্থক নয়। তাহলে উপালি! সে ভিক্ষুকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি এ আত্মদান গ্রহণ করে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে স্ব–পক্ষে পাব। না পাব না। যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসার স্ব–পক্ষে পাব না। তাহলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করব না। (৫) কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্র ভিক্ষুগণকে ধর্ম এবং বিনয়ানুসার স্ব–পক্ষে পাব, তাহলে উপালি! সে ভিক্ষুকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সঙ্ঘ মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘ ব্যবস্থান, সঙ্ঘ নানাকরণ হবে, না হবে না? যদি উপাালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সঙ্ঘমধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘ ব্যবস্থান, সঙ্ঘ নানাকরণ হবে। তাহলে উপালি এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু

চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সঙ্ঘমধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘ ব্যবস্থান, সঙ্ঘ নানাকরণ হবে। তাহলে উপালি! এরূপ আত্মদান গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি উপালি! ভিক্ষু চিন্তা করে বুঝতে পারে, আমি এ আত্মদান গ্রহণ করলে তজ্জন্য সঙ্ঘমধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজী, সঙ্ঘ ব্যবস্থান, সঙ্ঘ নানাকরণ হবে না। তাহলে উপালি! এ আত্মদান গ্রহণ করবে, উপালি! এরূপ পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন আত্মদান গ্রহণ করলে পরে ও অনুতপ্ত হতে হয় না।

(৮) দোষারোপকের প্রত্যবেক্ষণ গুণ

(১) প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় নিজের অভ্যন্তরে কয়টি বিষয় প্রত্যবেক্ষণ (সূক্ষ্ম বিচার) করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়?

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ পাঁচটি বিষয় নিজের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে দেখে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হয়, উপালি দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে, আমার কায়িক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত পরিশুদ্ধ কায়িক আচারসম্পন্ন আছে কি? আমার নিকট এ ধর্ম (বিষয়) আছে, না নেই? যদি উপালি! ভিক্ষুর কায়িক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত, পরিশুদ্ধ কায়িক আচারসম্পন্ন না হয়, তাহলে তাকে লোকে বলবে,— আয়ুষ্মান (প্রথমে স্বয়ং) কায়িক আচার অভ্যাস করুন। তাদেরকে এরূপ বলবে।

(২) পুনশ্চ উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে। আমার বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ আছে কি? ছিদ্রাদি মল রহিত, পরিশুদ্ধ বাচনিক আচারসম্পন্ন আছে কি? আমার নিকট এ ধর্ম আছে না নেই? যদি উপালি ভিক্ষুর বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ না থাকে, ছিদ্রাদি মল রহিত, বাচনিক আচারসম্পন্ন না হয়, তাহলে তজ্জন্য তাকে লোকে বলবে,— আয়ুষ্মান (আগে স্বয়ং) বাচনিক

আচার অভ্যাস করুন। তাকে এরূপ বলবে।

(৩) পুনশ্চ উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ চিন্তা করতে হবে। আমার স–ব্রহ্মচারীগণের প্রতি দ্রোহ হীন মৈত্রীভাব যুক্ত আমার চিত্ত সর্বদা থাকে কি? আমার নিকট এ ধর্মবিদ্যমান আছে কি? না নেই? যদি উপালি! ভিক্ষুর চিত্ত সর্বদা স–ব্রহ্মচারীগণের প্রতি দ্রোহ হীন মৈত্রী ভাব যুক্ত না থাকে, তাহলে তজ্জন্য লোকে তাকে বলবে, আয়ুষ্মান আগে স্বয়ং স–ব্রহ্মচারীগণের প্রতি মৈত্রী ভাব উপস্থাপিত করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে।

(৪) পুনশ্চ উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে, আমি বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুতসঞ্চয়ী কি? যেসব ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসান কল্যাণসম্পন্ন, যা অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ সম্যকরূপে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য বর্ণনা করে, সেরূপ ধর্মে আমি বহুশ্রুত কি, ধারণ করেছি কি; বাক্য দ্বারা বুঝতে পেরেছি কি? গ্রথিত করেছি কি? দৃষ্টি দ্বারা সম্যকভাবে বুঝেছি কি? এ ধর্ম আমার নিকট আছে না নেই? যদি উপালি! যদি ভিক্ষু বহু শ্রুত ... দৃষ্টিতে সম্যকভাবে জানা না থাকে। তাহলে তজ্জন্য লোকে এরূপ বলবে। আয়ুষ্মান (আগে স্বয়ং) আগম শিক্ষা করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে।

(৫) পুনশ্চ উপালি!) দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে হবে। উভয় (ভিক্ষু–ভিক্ষুণী) উভয় প্রাতিমোক্ষে আমি বিস্তৃতভাবে, হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুনিশ্চিত করেছি কি? আমার নিকট এ ধর্ম আছে, না নেই? যদি উপালি! ভিক্ষুর উভয় প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গ না থাকে সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত, সুবিনিশ্চিত না থাকে, তাহলে বন্ধো! ভগবান এ বিষয় কোথায় বলেছেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর দিতে পারবে না। তাকে তজ্জন্য লোকে বলবে, আয়ুষ্মান আগে স্বয়ং বিনয় শিক্ষা করুন। তাকে লোকে এরূপ বলবে। উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর

দোষারোপ করবার সময় এ পঞ্চ ধর্ম (বিনয়) আপনার ভিতরে সূক্ষ্মভাবে দেখে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

৯। দোষারোপকের উপস্থাপিতব্য ধর্ম

২– প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় কয়টি ধর্ম (বিষয়) আপনার ভিতরে উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় পঞ্চধর্ম আপনার ভিতর উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে। (১) সময়ে বলব, অসময়ে নয়, (২) যথার্থ বলব, অযথার্থ নয়, (৩) মৃদুতার সাথে বলব, কঠোরভাবে নয়, (৪) সার্থক বলব, অনর্থক নয়, (৫) মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে বলব, দ্বেষবশে বলব না। উপালি! দোষারোপ ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এ পঞ্চধর্ম আপনার ভিতর উপস্থাপিত করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

৩– প্রভো! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপক ভিক্ষু কয় প্রকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত।

উপালি! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপক ভিক্ষুকে পাঁচ প্রকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান অসময়ে দোষারোপ করতেছেন, সময়ে নয়। আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান অযথার্থ দোষারোপ করতেছেন, যথার্থ নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান কঠোরভাবে দোষারোপ করতেছেন, মৃদুভাবে নয়। আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪) আয়ুষ্মান অনর্থক দোষারোপ করতেছেন, সার্থক নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান দ্বেষবশে দোষারোপ করতেছেন, মৈত্রীচিত্তে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর এ পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। তার কারণ কি? যাতে অন্য ভিক্ষুও মিথ্যা দোষারোপ করবার ইচ্ছা পোষণ না করে।

৪– প্রভো! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর কয় প্রকারে

অননুতাপ (প্রসন্নতা) উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর পঞ্চ প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান অকালে দোষারোপিত হয়েছেন, কালে নয়। আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান অযথার্থ দোষারোপিত হয়েছেন, যথার্থ নয়। আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান কঠোরভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, মৃদুভাবে নয়। আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪) আয়ুষ্মান অনর্থক দোষারোপিত হয়েছেন, সার্থক নয়, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান দ্বেষবশে দোষারোপিত হয়েছেন, মৈত্রীচিত্তে নয়, আপনার অননুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্মবিরুদ্ধভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর এ পঞ্চ আকারে অননুতপ্ত উৎপাদন করা উচিত।

৫– প্রভো! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর কয় প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপক ভিক্ষুর পঞ্চ আকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান সময়ে দোষারোপ করেছেন, অসময়ে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। (২) আয়ুষ্মান যথার্থ দোষারোপ করেছেন, অযথার্থ নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। (৩) আয়ুষ্মান মৃদৃভাবে দোষারোপ করেছেন। কঠোরভাবে নয় নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। (৪) আয়ুষ্মান সার্থকভাবে দোষারোপ করেছেন, অনর্থক নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়। (৫) আয়ুষ্মান মৈত্রী চিত্তে দোষারোপ করেছেন, দ্বেষবশে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত নয়।

উপালি! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপক ভিক্ষু এ পঞ্চ প্রকারে অননুতাপ উৎপাদন করা উচিত। তার কারণ কি? যাতে অন্য ভিক্ষু ও যথার্থভাবে দোষারোপ করবার ইচ্ছা পোষণ করে।

৬– প্রভো! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর কয় প্রকারে

অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত?

উপালি! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করা উচিত। (১) আয়ুষ্মান সময়ে দোষারোপিত হয়েছেন, অসময়ে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (২) আয়ুষ্মান যথার্থভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, অযথার্থ নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৩) আয়ুষ্মান মৃদুভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, কঠোরভাবে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৪) আয়ুষ্মান সার্থকভাবে দোষারোপিত হয়েছেন, অনর্থকভাবে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। (৫) আয়ুষ্মান মৈত্রী চিত্তে দোষারোপিত হয়েছেন, দ্বেষবশে নয়, আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

উপালি! ধর্মসম্মতভাবে দোষারোপিত ভিক্ষুর এ পঞ্চ আকারে অনুতাপ উৎপাদন করতে হবে ।

৭– প্রভো! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় কয়বিধ ধর্ম (বিষয়) আপনার ভিতরে মনে করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে, (১) কারুণিকতা, (২) হিতৈষিতা, (৩) অনুকম্পকতা, (৪) অপরাধ মুক্ততা, (৫) বিনয় সম্মুখতা।

উপালি! দোষারোপক ভিক্ষুকে অন্যের উপর দোষারোপ করবার সময় এ পঞ্চ ধর্ম আপনার ভিতরে মনে করে অন্যের উপর দোষারোপ করতে হবে।

৮–প্রভো! দোষারোপিত ভিক্ষুকে কয়বিধ ধর্মে (বিষয়ে) প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে?

উপালি! দোষারোপিত ভিক্ষুকে সত্য এবং দৃঢ়তায় (অকুপ্পে) এ দুই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং/স্মারক গাথা

উপোসথে যাবতীয়, পাপভিক্ষুর বের না হতে;

মোদ্গাল্যায়নের নির্দেশে, আশ্চর্য জিন শাসনে।
নিম্নে পূর্ব শিক্ষাতে, স্থিত ধর্মে অনতিক্রমে;
সংঘকে দূষিতে নিক্ষেপ, শ্রবণকেও বিসর্জনে।
পরিনির্বাণের শ্রবণে, বিমুক্তির একরসে;
বহু ধর্ম–বিনয়েতে, আছে অষ্ট আর্য পুদ্গালে।
সমুদ্রকে উপমা করে, শাসনের গুণ বর্ণনে;
উপোসথে প্রতিমোক্ষে নাই কিছু জানা মোদের।
প্রতিকারে ক্ষোভ প্রকাশে একে দু'য়ে তিনে চারে;
পাঁচে, ছয়ে, সপ্তে, অষ্টে, নবমে বা দশমে।
শীলে, আচারে, দৃষ্টিতে, জীবিকায় চতুর্ভাগে;
পারাজিকা সংঘাদিশেষ, পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনে।
দুক্কটে, পঞ্চভাগেতে, শীলাচারে বিপত্তিতে;
অকৃতে আর কৃতেতে যথাবিধি ষড় ভাগেতে।
পারাজিকে, সংঘাদিসে, থুল্লচ্চয়ে পাচিত্তিয়ে;
প্রতিদেশনীয়ে আর দুক্কটে, দুব্ভাসিতে।
শীলাচার, দৃষ্টি আর জীবিকার বিপত্তিতে;
যাহা আছে অট্ঠকথায় তেমন শীলাচার দৃষ্টিতে।
অকৃতের কৃত্যেতে, কৃত্যাকৃত্য একই মতে;
নববিধ বথু এমন, যথাভূত বিধিমতে।
পারাজিকা, বিপ্রকৃত্যে, তথৈবচে প্রত্যাখ্যাতে;
আগত প্রত্যয়াদিতে, প্রত্যয় দানাদি কথা যাতে।
শীলাচার বিপত্তিতে, তথা দৃষ্টি বিপত্তিতে;
দৃষ্ট, শ্রুত, সন্দেহেতে, দশবিধ জ্ঞাতসারে।
ভিক্ষু বিদর্শনে রত ভিক্ষু, অন্যতর ব্রতধারীতে;
এরূপই উক্ত আছে, প্রাতিমোক্ষ স্থাপন তাতে।
বৃষ্টি আদি অন্যতরে, রাজা, চোর, অগ্নি, জলে;
মনুষ্যে, অমনুষ্যেতে, বাল, সরীসৃপ জীবন হানে।
দশ বিঘ্নের অন্যতরে, তথা অন্য কারণেতে;

ধর্মতঃ অধর্মতঃ যথা মার্গ, অমার্গ জেনে শুনে।
কাল–ভূত অর্থ সংযুক্ত লাভ করবো ভবিষ্যতে;
কায়–বাক্যে মৈত্রী পোষণ বহুসত্য উভয়েতে।
কাল–ভূত মসৃনে, মৈত্রী অর্থে অভিযোগে;
বিপ্রতিসার ধর্মেতে, তথা বাক্য বিনোদনে।
ধর্মতঃ অভিযোগ অভিযুক্তে, নমিত করে বিপ্রতিসরে;
করুণা হিতানুকম্পে, উত্থানাগ্রে পুরোভাগে।
অভিযোগকারী প্রতিপত্তি, প্রকাশিত সম্বুদ্ধেতে;
সত্যেতে অকম্পিতে, অভিযোগকারী ধর্মমতে।

প্রাতিমোক্ষ স্থগিত–স্কন্ধ সমাপ্ত

ভিক্ষুণী–স্কন্ধ

১। প্রথম ভণিতা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী কাহিনী

নারীজাতির প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, ভিক্ষুণীকে অভিবাদন এবং ভিক্ষুণীর শিক্ষাপদ

[স্থান – কপিলাবস্তু]

সে সময় বুদ্ধ ভগবান শাক্যে অবস্থান করতেছিলেন– কপিলাবস্তুতে ন্যগ্রোধারামে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন,– প্রভো! মাতৃগ্রাম (নারী) তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম–বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করুক।

গৌতমী! তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম–বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীর প্রব্রজ্যা লাভে আপনার অভিরুচি না হোক। গৌতমী দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ বললেন। ভগবানও দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপ উত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম–বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীকে প্রব্রজ্যার অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। এ ভেবে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে ভগবানকে অভিবাদন করে তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

[স্থান – বৈশালী]

(১) নারীর ভিক্ষুণীত্ব লাভ

ভগবান কপিলাবস্তুতে যথারুচি অবস্থান করে বৈশালী অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করতে করতে বৈশালীতে গমন

করলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন,— মহাবনে, কুটাগার শালায়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী কেশ ছেদন করে কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করে বহুসংখ্যক শাক্যমহিলা সাথে বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে বৈশালীর মহাবন কুটাগার শালায় উপস্থিত হলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সদীতপথে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। দেখে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন,— "গৌতমী আপনি কেন সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে আছেন?"

প্রভো! আনন্দ! তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যার জন্য ভগবান অনুজ্ঞা দিচ্ছে না। গৌতমী! তাহলে আপনি এখানে মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুণ। আমি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীর প্রব্রজ্যার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন।

প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী সদীতপদে ধূলি ধূসারিত দেহে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে দ্বার কোষ্ঠকের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান। ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীকে প্রব্রজ্যার জন্য অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। এ ভেবে দণ্ডায়মান রয়েছেন। প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করুক। নিষ্প্রয়োজন, আনন্দ, তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীর প্রব্রজ্যা লাভে তোমার অভিরুচি না হোক।

আয়ুষ্মান আনন্দ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন। ভগবানও দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এরূপ উত্তর প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীকে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যায় অনুজ্ঞা দিচ্ছেন না। অতএব আমি অন্য প্রকারে ভগবানের নিকট তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে নারীর প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করব। এ ভেবে ভগবানকে বললেন,– "প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ কি?" "আনন্দ নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ।"

"প্রভো! যদি নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহলে প্রভো! অভিভাবিকা, পোষিকা, ক্ষীরদায়িকা, ভগবানের মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমী বহু উপকারিনী, জননীর মৃত্যুর পর তিনি ভগবানকে স্তন্যপান করেছেন। অতএব প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভে সমর্থ হোক।"

(২) (ভিক্ষুণীর) আটগুরু ধর্ম

আনন্দ! যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী আটগুরু ধর্ম (গুরুতর শর্ত) স্বীকার করেন, তাহলে তাতেই তাঁর উপসম্পদা লাভ হবে।

(১) একশত বছরের উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীকেও সে দিনে উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচিকর্ম (কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করতে হবে। এ ধর্ম সৎকারপূর্বক, গৌরবপূর্বক মান্য করে, পূজা করে আজীবন অতিক্রম (লঙ্ঘন) করতে পারবে না।

(২) ভিক্ষুশূন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৩) প্রতি অর্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবণে গমন, এ দুইটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত করবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের (ভিক্ষু–ভিক্ষুণী সঙ্ঘে) নিকট দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশঙ্কিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৫) গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের নিকট পক্ষকাল মানত্তব্রত পালন করতে হবে।

(৬) দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামানকে উভয় সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোন কারণেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস করতে পারবে না।

(৮) অদ্য হতে ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে (কিছু) বলবার পথ আবৃত হল। কিন্তু ভিক্ষুগণের ভিক্ষুণীগণকে কিছু বলবার পথ অনাবৃত রইল। এ ধর্মও আজীবন সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে অতিক্রম করতে পারবে না। যদি আনন্দ! মহাপ্রজাপতি গৌতমী এ আটগুরু ধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে তাতেই তাঁর উপসম্পদা লাভ হবে। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট এ আটগুরু ধর্ম শিক্ষা করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন।

গৌতমী! যদি আপনি আটগুরু ধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে তাতেই আপনার উপসম্পদা লাভ হবে।

(১) একশত বছরের উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীকেও সে দিনে উপসম্পন্ন

ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচীকর্ম করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(২) ভিক্ষুশূন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবে না। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৩) প্রতি অর্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুসজ্ঞের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবণে গমন, এ দুইটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত করবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সজ্ঞের (ভিক্ষু–ভিক্ষুণী সজ্ঞে) নিকট দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশঙ্কিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

(৫) গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সজ্ঞের নিকট পক্ষকাল মানত্ত্বব্রত পালন করতে হবে।

(৬) দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামানকে উভয় সজ্ঞের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোন কারণেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস করতে পারবে না।

(৮) অদ্য হতে ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে (কিছু) বলবার পথ আবৃত হল। কিন্তু ভিক্ষুগণের ভিক্ষুণীগণকে কিছু বলবার পথ অনাবৃত রইল। এ ধর্মও আজীবন সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে অতিক্রম করতে পারবে না।

প্রভো! আনন্দ! যেমন বিলাসী স্নাত শির অল্পবয়স্ক, তরুণ যুবক বা তরুণী উৎপলের মালা বা জুঁই ফুলের মালা কিংবা মতির মালা পেয়ে উভয়হস্তে লয়ে উত্তমাঙ্গ শিরোপতি স্থাপন করে, এরূপই প্রভো আনন্দ!

আমি আজীবন অতিক্রমনীয় এ আটগুরু ধর্ম স্বীকার করলাম। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন–

প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী আটগুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন। ভগবানের মাসী উপসম্পন্ন হয়েছেন। আনন্দ! যদি নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি না পেত তাহলে আনন্দ! এ ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হত। সদ্ধর্ম সহস্র বর্ষ পর্যন্ত নির্মল থাকত। আনন্দ! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি লাভ করায় এখন এ ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবে না, সদ্ধর্ম পঞ্চশত বছর নির্মল থাকবে। আনন্দ! যেমন বহুসংখ্যক নারী এবং অল্পসংখ্যক পুরুষের সম্মিলিত পরিবার চোর এবং কুম্ভচোর দ্বারা সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ আনন্দ! যে ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে সে ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ যেমন ধান্যসম্পন্ন শালিক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ রোগ উৎপন্ন হলে সে শালিক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। এরূপ আনন্দ! যে ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ব্রহ্মচর্যও চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ! যেমন সম্পন্ন ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেট্‌ঠিকা (লাল রোগ) নামক রোগ উৎপন্ন হলে সে ইক্ষুক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। এরূপ আনন্দ! এ ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সে ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ! যেমন পুরুষ জল গড়িয়ে না যাবার জন্য পূর্বেই বৃহৎ তড়াগের আলি (পাড়) বন্ধন করে, এরূপ আনন্দ! আমি পূর্বেই আজীবন অতিক্রমনীয় ভিক্ষুণীগণের জন্য আটগুরু ধর্মের বিধান করলাম।

ভিক্ষুণী আট গুরুধর্ম সমাপ্ত

(৩) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন, একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন।

প্রভো! আমি এ শাক্য নারীগণের কিরূপ ব্যবস্থা করব? ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এবং তাঁর পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন। তখন ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে উপসম্পদা প্রদান করবে।

ভিক্ষুণীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন,– আর্য উপসম্পন্ন নয়ন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীর উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন,– "প্রভো! আনন্দ এ ভিক্ষুণীগণ আমাকে বলেছেন,– আর্য উপসম্পন্ন নহেন, আমরা উপসম্পন্ন; ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীগণের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন,– "প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলতেছেন,– 'প্রভো! আনন্দ! আমাকে এ ভিক্ষুণীগণ বলতেছেন, আর্য উপসম্পন্ন নন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীগণের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন।'"

আনন্দ! যখনই মহাপ্রজাপতি গৌতমী অষ্টগুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন, সে সময়ই তিনি উপসম্পদা লাভ করেছেন।

(৪) ভিক্ষুণীর ভিক্ষুকে অভিবাদন

মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে দণ্ডায়মান হলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন– "প্রভো! আনন্দ! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাচ্ঞা করতেছি,– ভগবান ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বয়োজ্যেষ্ঠানুসারে পরস্পর অভিবাদন প্রত্যুত্থান অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম (যথোচিত সৎকারাদি) করবার বিধান দান করুন।" অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। প্রভো! মহাপ্রজাপতি গৌতমী বলতেছেন, প্রভো আনন্দ! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাচ্ঞা করতেছি,– ভগবান ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে পরস্পর জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচীকর্মের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। আনন্দ ইহার কোন কারণ কিংবা অবকাশ নেই যে তথাগত নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম সামীচীকর্ম করবার অনুজ্ঞা প্রদান করবেন।

আনন্দ! এ যে তীর্থিক, যাদের ধর্ম দুরখ্যাত তারাও নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচীকর্ম করবার অনুমতি প্রদান করেনি। তথাগত কিরূপে নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচীকর্ম করবার অনুজ্ঞা দিতে পারেন?

ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! নারীকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সমীচীকর্ম করবে না, যে করবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(৫) ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সম ও অসম শিক্ষাপদ

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন,– প্রভো! যেসব শিক্ষাপদ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণের একইরূপ আমরা সেসব সম্বন্ধে কিরূপ করব। গৌতমী যেসব ভিক্ষুণীগণের শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ, সেসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুরা যেরূপ শিক্ষা করে তোমরাও সেরূপ শিক্ষা কর। প্রভো! ভিক্ষুণীগণের যেসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ নয়, সেসব শিক্ষাপদ সম্বন্ধে কিরূপ করব?

গৌতমী, ভিক্ষুণীগণের যেসব শিক্ষাপদ ভিক্ষুগণের সদৃশ নয়, তা বিধানানুযায়ী শিক্ষাকর।

(৬) ধর্মের সার

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন,–

প্রভো! ভগবান আমাকে এরূপ সংক্ষেপে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। আমি যাতে ভগবানের নিকট শ্রবণ করে একাকী উপকৃষ্ট (সঙ্ঘ রহিত) প্রমাদহীন, বীর্যবান, সংযমী হয়ে অবস্থান করতে পারি।

গৌতমী আপনি কি সে সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন যে, তা সরাগের জন্য, বিরাগের জন্য নয়; সংযোগের জন্য, বিয়োগের জন্য নয়; সঞ্চয়ের জন্য, অপচয়ের জন্য নয়; ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি হবার জন্য, ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য নয়; অসন্তোষের জন্য, সন্তোষের জন্য নয়, জনসঙ্গপ্রিয়তার জন্য, নির্জনতার জন্য নয়, আলস্যের জন্য, উদ্যমশীলতার জন্য নয়; দুর্ভরতার জন্য, সভরতার জন্য নয়। গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে ধারণা করবেন। এটাই ধর্ম নয়, এটাই বিনয় এবং এটাই শাস্তার শাসন।

গৌতমী, আপনি কি সে সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন, যা বিরাগের জন্য, সরাগের জন্য নয়; বিয়োগের জন্য, সংযোগের জন্য নয়; অপচয়ের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য নয়; ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য, ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধির জন্য নয়; সন্তোষের জন্য, অসন্তোষের জন্য নয়; নির্জনতার জন্য, জনসঙ্গপ্রিয়তার জন্য নয়; উদ্যমশীলতার জন্য, আলস্যের জন্য নয়; সভরতার জন্য, দুর্ভরতার জন্য নয়? গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে ধারণা করবেন। এটাই ধর্ম, এটাই বিনয় এবং এটাই শাস্তার শাসন।

প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি, দোষ প্রতিকার, সঙ্ঘকর্ম

(১) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি

১। সে সময় ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হত না, ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কে ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুই ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

৩। সে সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীগণের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতেন। তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "ইহারা উহাদের স্ত্রী এবং উহারা ইহাদের স্বামী। এখন ইহারা উহাদের সঙ্গে অভিরমিত হবে।" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তখন তাঁরা ভগবানকে জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে পারবে না। যে আবৃত্তি করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণীই ভিক্ষুণীগণের জন্য প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

৪। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না যে কিরূপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বলে দিবে, এভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে।

(২) দোষের প্রতিকার

১। সে সময় ভিক্ষুণী অপরাধের প্রতিকার করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীগণ অপরাধের প্রতিকার না করতে পারবে না। যে প্রতিকার না করবে, তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

২। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না কিরূপে অপরাধের প্রতিকার করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুণীগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বলবে, এভাবে অপরাধের প্রতিকার কর।

৩। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কে ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতি গ্রহণ করবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে।

৪। সে সব ভিক্ষুণীগণ রাস্তায় ব্যূহে (জনতার ভিড়ের মধ্যে) চার রাস্তার সংযোগ স্থলে ভিক্ষুকে দেখে, পাত্র ভূমিতে রেখে, একাংশ আবৃত করবারভাবে উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করে পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে অপরাধের প্রতিকার করতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– ইহারা উহাদের স্ত্রী উহারা ইহাদের স্বামী, রাত্রে অপরাধ করে এখন ক্ষমা চাচ্ছে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে না। যে প্রতিগ্রহণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে।

৫। ভিক্ষুণীরা জানতেন না, কিরূপে অপরাধ প্রতিগ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে বলে দিবে, এভাবে অপরাধ প্রতিগ্রহণ কর।

(৩) সঙ্ঘকর্ম

১। সে সময় ভিক্ষুণীগণের কর্ম [শাস্তি বিধান] করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণীগণের কর্ম করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কাকে ভিক্ষুণীর কর্ম করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীর কর্ম করতে হবে।

৩। সে সময় দণ্ডিকা ভিক্ষুণী রাস্তায়, ব্যূহে এবং রাস্তার সন্ধিস্থলে ভিক্ষু দেখে, পাত্র ভূমিতে নামিয়ে, উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ করতে হবে, এ ভেবে ক্ষমা চাচ্ছেন। জনসাধারণ পূর্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "ইহারা উহাদের স্ত্রী উহারা ইহাদের স্বামী, রাত্রে অপমান করে এখন ক্ষমা চাচ্ছে।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীর কর্ম করবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর কর্ম করবে।

৪। ভিক্ষুণীগণ জানতেন না কিরূপে কর্ম করতে হয়? ভগবানকে এ

বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বলে দিবে, এভাবে কর্ম করবে।

(৪) অধিকরণ উপশম (মীমাংসা)

১। সে সময় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘসভায় ভন্ডন, কলহ ও বিবাদ-পরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বাক্যবাণে বিন্ধ করতেছিলেন। সে বিবাদ মীমাংসা করতে পারতেছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিবাদ মীমাংসা করবে।

২। সে সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিবাদ মীমাংসা করতেন। সে বিবাদ মীমাংসা করবার সময় ভিক্ষুণীকে দণ্ডিত এবং অপরাধী দেখা যেত। ভিক্ষুণীগণ বললেন– প্রভো! আর্যগণই ভিক্ষুণীগণের কর্ম (শাস্তি বিধান) করুন, আর্যগণই ভিক্ষুণীগণের অপরাধ প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বিবাদ মীমাংসা করবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীর কর্ম করে ভিক্ষুদেরকে সমর্পন করবে। কর্মের প্রতিবিধান করতে। ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপর অপরাধ আরোপ করে ভিক্ষুণীদেরকে সর্মপন করবে, ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীর অপরাধ প্রতিগ্রহণ করবে।

(৫) বিনয় শিক্ষা

সে সময় উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর অন্তেবাসী (শিষ্যা) ভিক্ষুণী বিনয় শিক্ষার জন্য সাত বছর পর্যন্ত ভগবানের অনুসরণ করতেছিল। স্মৃতিহীনাবশতঃ সে যা শিক্ষা করত তা ভুলে যেত। সে ভিক্ষুণী শুনতে পেল, ভগবান শ্রাবস্তী যেতে সঙ্কল্প করেছেন। তখন তার মনে এ চিন্তা

উদয় হল, আমি সাত বছর পর্যন্ত বিনয় শিক্ষা করতে করতে ভগবানের অনুসরণ করতেছি,– কিন্তু স্মৃতিশক্তি না থাকায় যা শিক্ষা করি তা ভুলে যাই, আজীবন নারীর পক্ষে শাস্তার অনুসরণ করা কঠিন। অতএব আমাকে কি করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে বিনয় শিক্ষা দিবে।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভণিতা

অশ্লীল পরিহাস

[স্থান–শ্রাবস্তী]

(১) ভিক্ষুণীকে সজল কর্দম নিক্ষেপ

১। ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করে শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করলেন। ক্রমশ পর্যটন করতে করতে শ্রাবস্তীতে গমন করলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতে লাগলেন, জেতবনে অনাথপিন্ডদের আরামে। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা আমাদের প্রতি আসক্ত হবে এ ভেবে ভিক্ষুণীকে সজল কর্দম নিক্ষেপ করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীকে সজল কর্দম নিক্ষেপ করবে না। যে নিক্ষেপ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সে ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম বিধান করবে।

২। ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। কিরূপ দণ্ডবিধান করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষু ভিক্ষুণীসঙ্ঘ কর্তৃক অবন্দনীয় করবে।

(২) ভিক্ষুকে সজল কর্দম নিক্ষেপ

১। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে সজল কর্দম নিক্ষেপ করত। উদ্দেশ্য তাঁরা আমাদের প্রতি আসক্ত হবেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে সজল কর্দম নিক্ষেপ করতে পারবে না। যে নিক্ষেপ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সে ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম বিধান করবে।

২। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কি দণ্ডকর্ম বিধান করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আবরণ (বিহার প্রবেশে নিবারণ) করবে।

৩। আবরণ করা হলে ও আদেশ মানল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উপদেশ শ্রবণ স্থগিত করবে।

৩। ভিক্ষুণীকে নগ্নদেহ প্রদর্শন

১। সে সময় ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা দেহ বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। উরু বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। পুরুষচিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুণীকে দেখাত। ভিক্ষুণীকে অশ্লীল পরিহাস করত। ভিক্ষুণীর নিকট (কু–অভিপ্রায়ে পুরুষ) পাঠাত। উদ্দেশ্য তারা আমাদের উপর আসক্ত হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান্ বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে দেহ, উরু, পুং চিহ্ন বিবৃত করে দেখাতে পারবে না। ভিক্ষুণীকে অশ্লীল পরিহাস করতে পারবে না। ভিক্ষুণীর নিকট কু–অভিপ্রায়ে পুরুষ পাঠাতে পারবে না। যে পাঠাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সে ভিক্ষুর দণ্ডকর্ম বিধান করবে।

তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কি দণ্ডকর্ম বিধান করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সে ভিক্ষুকে ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক অবন্দনীয় করবে।

(৪) ভিক্ষুকে নগ্নদেহ প্রদর্শন

১। সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী দেহ বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। স্তন বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। উরু বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। স্ত্রীচিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুগণকে প্রদর্শন করত। ভিক্ষুদের সাথে অশ্লীলভাবে পরিহাস করত এবং ভিক্ষুর নিকট (কু–অভিপ্রায়ে নারী) প্রেরণ করত। উদ্দেশ্য তাঁরা আমাদের প্রতি আসক্ত হবেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী দেহ বিবৃত করে ভিক্ষুকে দেখাতে পারবে না। স্তন, উরু, স্ত্রী চিহ্ন বিবৃত করে ভিক্ষুকে দেখাতে পারবে না। ভিক্ষুর সাথে অশ্লীলভাবে পরিহাস করতে পারবে না। ভিক্ষুর নিকট কু–অভিপ্রায়ে নারী প্রেরণ করতে পারবে না। যে প্রেরণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সে ভিক্ষুণীর দণ্ডকর্ম বিধান করবে।

২। ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল, কি দণ্ড করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আবরণ (বিহার প্রবেশে নিবারণ) করবে।

৩। আবরণ মানল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উপদেশ শ্রবণ বঞ্চিত করবে।

৪। তখন ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। উপদেশ বঞ্চিতা ভিক্ষুণীর সাথে উপোসথ করা বিধেয় না অবিধেয়? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ বঞ্চিতা ভিক্ষুণীর সাথে উপোসথ করবে না। যাবৎ সে অধিকরণ (অভিযোগ) মীমাংসিত না হয়।

উপদেশ শ্রবণ, দেহের শোভাবর্ধন মৃত ভিক্ষুণীর দায়ভাগ, ভিক্ষুকে পাত্র প্রদর্শন এবং ভিক্ষু হতে ভোজন গ্রহণ

(১) উপদেশ স্থগিত করা

১। সে সময় আয়ুষ্মান উপালি উপদেশ স্থগিত করে পর্যটনে প্রস্থান করলেন। ভিক্ষুণীগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন আর্য, উপালি উপদেশ স্থগিত করে পর্যটনে প্রস্থান করেছেন।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ বন্ধ করে পর্যটনে যেতে পারবে না। যে যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সে সময় মূর্খ, অদক্ষ ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! মূর্খ অদক্ষ ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করতে পারবে না। যে স্থগিত করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৩। সে সময় ভিক্ষু অবিষয়ে, অকারণে উপদেশ স্থগিত করতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অবিষয়ে, অকারণে উপদেশ স্থগিত করবে না। যে স্থগিত করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সে সময় ভিক্ষু উপদেশ স্থগিত করে অভিমত (বিনিচ্ছয়) জ্ঞাপন করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ স্থগিত করে অভিমত জ্ঞাপন না করে পারবে না।

যে জ্ঞাপন না করবে, তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

(২) উপদেশ শ্রবণে গমন

১। সে সময় ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে যেতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন– ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে না যেতে পারবে না। যে না যাবে, তার ধর্মানুসার প্রতিকার করবে।

২। সে সময় সমস্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ উপদেশ শ্রবণে গমন করতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– ইহারা ইহাদের স্ত্রী, ইহারা ইহাদের স্বামী। এখন ইহারা ইহাদের সাথে অভিরমিত হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! সমস্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ এক সঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যেতে পারবে না। যদি যায় তাহলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণে গমন করবে।

৩। সে সময় চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী উপদেশ শ্রবণে গমন করতেছিলেন। জনসাধারণ পূর্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– ইহারা ইহাদের স্ত্রী, ইহারা ইহাদের স্বামী, এখন ইহারা ইহাদের সাথে অভিরমিত হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান কহিলেন–

ভিক্ষুগণ! চার কিংবা পাঁচজন ভিক্ষুণী একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যেতে পারবে না। গমন করলে তাদের ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দুই কিংবা তিনজন ভিক্ষুণী একসঙ্গে উপদেশ শ্রবণে গমন করবে। জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরীয় বস্ত্রে একাংশ আবৃত করে পদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ বলবে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ আর্য ভিক্ষুসঙ্ঘের পদে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছেন। উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত আসতে প্রার্থনা করতেছেন। আর্য! ভিক্ষুণীসঙ্ঘ উপদেশ শ্রবণে আসতে অনুমতি লাভ করুক।

তখন সে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলবে। প্রভো! ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের পদে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছে। উপদেশ শ্রবণে আসতে প্রার্থনা জানাচ্ছে, প্রভো! ভিক্ষুণীসঙ্ঘ উপদেশ শ্রবণে আসবার অনুমতি লাভ করুক।-প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করবে। ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার জন্য নির্বাচিত কোন ভিক্ষু আছেন কি? যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার জন্য কোন নির্বাচিত ভিক্ষু থাকেন, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক বলবে– অমুক নামীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ তাঁর নিকট গমন করুক। যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কোন নির্বাচিত ভিক্ষু না থাকে, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক বলবেন, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কে ইচ্ছুক? যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সে যদি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে নির্বাচিত করে বলবে। অমুক নামীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত, ভিক্ষুণীসঙ্ঘ তার নিকট গমন করুক। যদি ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে কেহ ইচ্ছুক না হয়, তাহলে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কারক বলবে। ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত নির্বাচিত কোন ভিক্ষু নেই, অতএব ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রসন্নতার সাথে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করুক।

(৩) ভিক্ষুর উপদেশ স্বীকার

১। সে সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ দানের প্রার্থনা ভিক্ষু স্বীকার করতে পারবে না। যে স্বীকার না করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সে সময় জনৈক ভিক্ষু মূর্খ ছিল, ভিক্ষুণীগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন। আর্য! উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করুন।

ভগ্নি! আমি অজ্ঞানী, কিরূপে আমি উপদেশ দানের প্রার্থনা স্বীকার করব?

আর্য! উপদেশ দানে সম্মত হোন। ভগবান বিধান দিয়েছেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দানের প্রার্থনায় সম্মত হতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মূর্খ ব্যতীত অবশিষ্ট ভিক্ষুকে উপদেশ দানের প্রার্থনায় সম্মত হতে হবে।

৩। সে সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,– আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি আমি পীড়িত, কিরূপে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করব? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন। মূর্খ ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মূর্খ এবং রুগ্ন ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে।

৪। সে সময় জনৈক ভিক্ষু গমিক (স্থানান্তরে গমনেচ্ছুক) ছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,– আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি! আমি গমিক, কিরূপে আমি উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করব? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন,– মূর্খ এবং রুগ্ন ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– মূর্খ, রুগ্ন এবং গমিক ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে।

৫। সে সময় জনৈক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতেছিলেন। ভিক্ষুণীগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,– আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগ্নি! আমি অরণ্যে বাস করি। কিরূপে আমি উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে পারি? আর্য! উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করুন। ভগবান বিধান দিয়েছেন,– মূর্খ, রগ্ন, গমিক ব্যতীত অবশিষ্টকে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আরণ্যিক ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করবে এবং স্থানান্তরে পরীক্ষা করবার সংকেত করবে।

৬। সে সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করে উপদেশ প্রদান করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ না দিতে পারবে না। যে না দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৭। সে সময় ভিক্ষু উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করে প্রত্যাহরণ (রক্ষা) করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! উপদেশ দানের ভার প্রত্যাহরণ (রক্ষা) না করতে পারবে না। যে প্রত্যাহরণ না করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৪) উপদেশ শ্রবণে না যাওয়া অপরাধ

সে সময় ভিক্ষুণী (উপদেশের নিমিত্ত) নির্দিষ্ট স্থানে গমন করতেন না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী নির্দিষ্ট স্থানে না যেতে পারবে না। যে না যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৫) কোমড়বন্ধ

সে সময় ভিক্ষুগণ দীর্ঘ কোমড়বন্ধ ধারণ করতেন এবং তৎদ্বারাই পুচ্ছ (ফাসুকে) ঝুলাতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী দীর্ঘ কোমড়বন্ধ ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী একবার (কটি) পরিবেষ্টন করবার মত কোমড়বন্ধ ব্যবহার করবে। তৎদ্বারা পর্তকা ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৬) দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্য পুচ্ছ ঝুলান অনুচিৎ

সে সময় ভিক্ষুণীগণ বংশ নির্মিত পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতেন, চর্মপট্টের, দুষ্যপট্টের, দুষ্যবেণির, দুষ্যবট্টির (ঝালরের) চোলপট্টের (শাড়ির) চোলবেনির, চোলবট্টির, সূত্রবেণির, সূত্রবট্টির পুচ্ছ ঝুলাতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী বংশ নির্মিত পট্টের পুচ্ছ ঝুলাতে পারবে না, চর্মপট্টের, দুষ্যপট্টের, দুষ্যবেণির, দুষ্যবট্টির (ঝালরের) চোলপট্টের (শাড়ির) চোলবেণির, চোলবট্টির, সূত্রবেণির, সূত্রবট্টির পুচ্ছ ঝুলাতে পারবে না। যে ঝুলাবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(৭) শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত মালিশ করা অনুচিত

সে সময় ভিক্ষুণীগণ (গোজঙ্ঘার) অস্থি দ্বারা কটিদেশ ঘর্ষণ করাতেন। গো হনুকাস্থি দ্বারা কটিতে আঘাত করতেন, হস্তে আঘাত করতেন, হস্তের পৃষ্টে আঘাত করতেন ও আঘাত করাতেন, পদে আঘাত করাতেন, পদপৃষ্ঠে আঘাত করাতেন, উরুতে আঘাত করাতেন, মুখে আঘাত করাতেন, দন্তমাংসে আঘাত করাতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী গোজঙ্ঘার অস্থি দ্বারা কটি ঘর্ষণ করাতে পারবে না। গো হনুকাস্থি দ্বারা কটিতে আঘাত করাতে পারবে না, হস্তে আঘাত করাতে পারবে না, হস্তের পৃষ্ঠে আঘাত করাতে পারবে না ও আঘাত করাতে পারবে না, পদে আঘাত করাতে পারবে না, পদ পৃষ্ঠে আঘাত করাতে পারবে না, উরুতে আঘাত করাতে পারবে না, মুখে আঘাত করাতে পারবে না, দন্তমাংসে আঘাত করাতে পারবে না, দংশমাংসে আঘাত করাতে পারবে না। যে আঘাত করাবে, তার 'দুষ্কট' অপরাধ হবে।

(৮) মুখে প্রলেপ, চূর্ণ ম্রক্ষণাদি অনুচিৎ

সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী মুখ লেপন করত, মুখ মালিশ করত, মুখে চূর্ণ ম্রক্ষণ করত। মনশিলায় মুখ চিহ্নিত করত, অঙ্গারাগ করত, মুখরাগ করত, অঙ্গারাগ মুখরাগ করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী মুখ লেপন করতে পারবে না। মুখ মালিশ করতে পারবে না, মুখে চূর্ণ ম্রক্ষণ করতে পারবে না। মনশিলায় মুখ চিহ্নিত করতে পারবে না, অঙ্গারাগ করতে পারবে না, মুখরাগ করতে পারবে না, অঙ্গারাগ, মুখরাগ করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(৯) অঞ্জন দেওয়া, নৃত্য–গীত এবং ব্যবসা করা অনুচিৎ

সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী অঞ্জন করত, (কপালের উপর) বিচিত্র চিহ্ন আঁকত, বাতায়ন খুলে রাস্তা অবলোকন করত, দ্বার খুলে অর্ধেক শরীর দেখায়ে দাঁড়াত, নাচ তামাশা করাত। গণিকা বসাত, মদের দোকান খুলত। মাংসের দোকান খুলত, আপন খুলত, মহাজনী কারবার করত, বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করত, দাস রাখত, দাসী রাখত, কর্মচারী রাখত, চাকরাণী রাখত। মানবেতর জীব পোষণ করতঃ, পাসারীর দোকান খুলত, বস্ত্রখন্ড (নমনতক) ব্যবহার করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,– ""যেন কামসেবী গৃহিণী।"" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অঞ্জন করতে পারবে না। (কপালের উপর) বিচিত্র চিহ্ন আঁকতে পারবে না, বাতায়ন খুলে রাস্তা অবলোকন করতে পারবে না, দ্বার খুলে অর্ধেক শরীর দেখায়ে দাঁড়াতে পারবে না, নাচ তামাশা করাতে পারবে না। গণিকা বসাতে পারবে না, মদের দোকান খুলতে পারবে না। মাংসের দোকান খুলতে পারবে না, আপন খুলতে পারবে না, মহাজনী

কারবার করতে পারবে না, বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করতে পারবে না, দাস রাখতে পারবে না, দাসী রাখতে পারবে না, কর্মচারী রাখতে পারবে না, চাকরাণী রাখতে পারবে না। মানবেতর জীব পোষিতে পারবে না, পাসারীর দোকান খুলতে পারবে না, বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করতে পারবে না। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১০) সারা নীল, পীত, বর্ণের চীবর ব্যবহার অনুচিৎ

সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণীরা সারা নীলবর্ণের চীবর ধারণ করত, সারা পীতবর্ণের চীবর, সারা রক্তবর্ণের চীবর, সারা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর, সারা কৃষ্ণবর্ণের চীবর, সারা মহারঙের চীবর, সারা মহানাম রঙের চীবর, অচ্ছিন্নপাড় সংযুক্ত চীবর, দীর্ঘপাড় সংযুক্ত চীবর, ফুলের পাড় সংযুক্ত, চীবর ফনার ন্যায় পাড় সংযুক্ত চীবর, কঞ্চুক, তিরীটক, ব্যবহার করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগত,– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী সারা নীল রঙের চীবর ব্যবহার করবে না। সারা পীতবর্ণের চীবর, সারা রক্তবর্ণের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর, সারা কৃষ্ণ বর্ণের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মহারঙের চীবর ব্যবহার করবে না, সারা মহানাম রঙের চীবর ব্যবহার করবে না, অচ্ছিন্নপাড় সংযুক্ত চীবর, দীর্ঘপাড় সংযুক্ত চীবর ব্যবহার করবে না, ফুলের পাড় সংযুক্ত চীবর, ফনার ন্যায় পাড় সংযুক্ত চীবর, কঞ্চুক, তিরীটক, ব্যবহার করতে পারবে না। যে ব্যবহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১১) ভিক্ষুণীর দায়ভাগ

সে সময় জনৈকা ভিক্ষুণী মৃত্যুর সময় বললেন,– আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য (পরিক্খার) সঙ্ঘের হোক। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আমাদের হোক, আমাদের হোক বলে বিবাদ করতে লাগল। ভগবানকে

এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! যদি ভিক্ষুণী মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সঙ্ঘের হোক। তাহলে ভিক্ষুসঙ্ঘ তার মালিক নয়, ভিক্ষুণীসঙ্ঘই তার মালিক। যদি শিক্ষমানা শ্রামণেরী, মৃত্যুর সময় বলে, আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সঙ্ঘের হোক। তাহলে তার মালিক ভিক্ষুণীসঙ্ঘ, ভিক্ষুসঙ্ঘ নয়। যদি ভিক্ষু মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সঙ্ঘেরই হোক। তাহলে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ মালিক নয়। ভিক্ষুসঙ্ঘই তার মালিক। যদি শ্রামণের উপাসক, উপাসিকা কিংবা অন্য কেহ মৃত্যুর সময় বলে আমার অবর্তমানে আমার দ্রব্য সঙ্ঘেরই হোক। তাহলে তার মালিক ভিক্ষুণীসঙ্ঘ নয়, ভিক্ষুসঙ্ঘই তার মালিক।

(১২) ভিক্ষুকে ধাক্কা দেয়া অনুচিৎ

সে সময় জনৈক ভূতপূর্ব পালোয়ান স্ত্রী ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়েছিল। সে রাস্তায় দুর্বল ভিক্ষুকে দেখে অংশকূটে ধাক্কা দিয়ে ভূমিতে ফেলে দিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতেছে?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতে পারবে না। যে প্রহার করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে দূর হতে রাস্তা ছেড়ে দিবে।

(১৩) ভিক্ষুকে পাত্র খুলে দেখাবে

১। সে সময় স্বামী বিহীনা নারী উপপতির দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিল। সে গর্ভপাত করে গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুণীকে বলল,– আর্যে! এ গর্ভ পাত্রে করে বাইরে লয়ে যাও। তখন সে ভিক্ষুণী সে গর্ভ পাত্রে প্রক্ষেপ করে সঙ্ঘাটি দ্বারা আচ্ছাদিত করে লয়ে গেল। সে সময় জনৈক ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ভিক্ষু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি প্রথমে যে ভিক্ষা পাব তা

ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে ভোজন করব না। তিনি উক্ত ভিক্ষুণীকে দেখে বললেন,– ভগ্নি! ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ কর। আর্য! প্রয়োজন নেই। ভিক্ষু দুই, তিনবার এরূপ বললেন। ভিক্ষুণীও দুই তিনবার উত্তর প্রদান করল। ভগ্নি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি প্রথম যে ভিক্ষান্ন পাব তা ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণীকে না দিয়ে ভোজন করব না। অতএব ভগ্নি! ভিক্ষান্ন প্রতিগ্রহণ কর।

তখন সে ভিক্ষুণী উক্ত ভিক্ষুকর্তৃক বাধ্য হয়ে পাত্র বের করে দেখাল, আর্য! দেখুন, পাত্রে গর্ভ রয়েছে। এ বিষয় কাকে ও বলবেন না। সে ভিক্ষু আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাইরে লয়ে যাচ্ছে?" তিনি ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাইরে লয়ে যাচ্ছে।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পাত্রে করে গর্ভ বাইরে লয়ে যেতে পারবে না। যে বাইরে লয়ে যাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে পাত্র বের করে দেখাবে।

২। সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে উল্টিয়ে পাত্র মূল প্রদর্শন করত। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,– "কেন ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে উল্টিয়ে পাত্রমূল দেখাচ্ছে?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে দেখে উল্টিয়ে পাত্রমূল দেখাতে পারবে না। যে দেখাবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী ভিক্ষু দেখে পাত্র দেখাবে এবং পাত্রে স্থিত খাদ্য গ্রহণের নিমিত্ত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করবে।

(১৪) পুংচিহ্ন অবলোকন নিষেধ

সে সময় শ্রাবস্তীতে রাস্তায় পুংচিহ্ন পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভিক্ষুণী তা ভালমতে দেখতে লাগল। জনসাধারণ করতালি দিল। ভিক্ষুণী মৌন হল। তারা ভিক্ষুণীর আশ্রমে গিয়ে ভিক্ষুণীগণকে এ বিষয় জানালেন। অল্পেচ্ছুক ভিক্ষুণী আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করতে লাগলেন,— "কেন ভিক্ষুণী পুং চিহ্ন অবলোকন করতেছে?" তাঁরা ভিক্ষুগণকে এ বিষয় জানালেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে 'তা জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পুং চিহ্ন অবলোকন করতে পারবে না। যে অবলোকন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(১৫) ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পরকে ভোজন দানের নিয়ম

১। সে সময় জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে ভোজন দান করত। ভিক্ষু তা ভিক্ষুণীকে প্রদান করতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল,— "কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ নিজের আহারের জন্য প্রদত্ত খাদ্য-দ্রব্য অন্যকে দিচ্ছেন?" আমরা কি দান দিতে জানি না?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

ভিক্ষুগণ! নিজের আহারের জন্য প্রদত্ত খাদ্য অন্যকে দিবে না। যে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

২। সে সময় ভিক্ষুগণের নিকট অধিক খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন—

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— সঙ্ঘকে প্রদান করবে।"

৩। বহু সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবানকে বললেন—

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,— ব্যক্তিকেও (একজনকেও) প্রদান করবে।"

৪। সে সময় ভিক্ষুগণের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্য অধিক হয়েছিল।

ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

"ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুদের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষুণী ভিক্ষুকর্তৃক প্রতিগ্রহণ করায়ে ভোজন করবে।"

৫। সে সময় জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করত। ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে প্রদান করতেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "কেন ভিক্ষুণী নিজের ভোজনের নিমিত্ত খাদ্য-দ্রব্য অন্যকে দিচ্ছে?" আমরা কি দান দিতে জানি না?" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী নিজের ভোজনের জন্য প্রদত্ত খাদ্য-দ্রব্য অন্যকে দিবে না। যে দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। সে সময় ভিক্ষুণীগণের নিকট খাদ্য-দ্রব্য অধিক সঞ্চিত হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সঙ্ঘকে প্রদান করবে।

৭। অধিক জমা হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ব্যক্তিকেও প্রদান করবে।

৮। সে সময় ভিক্ষুণীগণের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্য অধিক হয়েছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণীগণের সঞ্চিত খাদ্যবস্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণী দ্বারা প্রতিগ্রহণ করায়ে ভোজন করবে।

আসন-বসন, উপসম্পদা, ভোজন, প্রবারণা, উপোসথের স্থান এবং দূত দ্বারা উপসম্পদা

(১) ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে আসনাদি দান

সে সময় ভিক্ষুর নিকট শয়নাসন অধিক ছিল। ভিক্ষুণীর ছিল না ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুগণের নিকট প্রভো! আর্যগণ, আমাদেরকে কিছুকালের নিমিত্ত শয়নাসন প্রদান করুন। এ বলে দূত প্রেরণ করলেন। ভগবানকে

এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণীগণকে কিছুকালের জন্য শয়নাসন প্রদান করবে।

(২) ঋতুমতী ভিক্ষুণীর নিয়ম

সে সময় ঋতুমতী ভিক্ষুণী আবৃত মঞ্চে ও চৌকিতে উপবেশন করত এবং শয়ন ও করত। শয্যাসন রক্তে ম্রক্ষিত হয়ে যেত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ঋতুমতী ভিক্ষুণী আবৃত মঞ্চে এবং চৌকিতে বসবে না, কিংবা শয়ন করবে না। যে করবে বা শয়ন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আবসথ চীবর (ঋতুকালীন ব্যবহার্য বস্ত্র) ব্যবহার করবে।

২। আবসথচীবর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আনি চোড়ক (প্রস্রাব দ্বারে বাঁধবার বস্ত্রখন্ড) ব্যবহার করবে।

৩। আনি চোড়ক পরে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সূতার দ্বারা উরুর সঙ্গে বাঁধবে।

৪। সূতা ছিড়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কটিসূত্র ব্যবহার করবে।

৫। সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী সর্বদা কটিসূত্র ধারণ করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান

বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী সর্বদা কটিসূত্র ধারণ করতে পারবে না। যে ধারণ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, ঋতুমতী কটিসূত্র ধারণ করবে।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

তৃতীয় ভণিতা

(৩) উপসম্পদার সময় শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ

সে সময় উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীগণের মধ্যে নিমিত্ত (স্ত্রীচিহ্ন) বিহীনা, নিমিত্ত মাত্রা (ক্লীব), আলোহিতা, ধ্রবলোহিতা[১], ধ্রুবচোড়া, ক্ষরণশীলা, শিখরিণী, স্ত্রী পণ্ডক (ক্লীব), দ্বি–পুরুষবতী, সম্ভিন্না (স্ত্রী–পুং), উভয়চিহ্ন পরিদৃষ্ট হতেছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উপসম্পদা প্রার্থীকে চতুর্বিংশতি বিঘ্ন কারক বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে জিজ্ঞাসা করবে, (১) তুমি নিমিত্ত বিহীনা না হও ত? (২) নিমিত্ত মাত্রা না হও ত? (৩) আলোহিতা না হও ত? (৪) ধ্রুবলোহিতা না হও ত? (৫) ধ্রুবচোড়া না হও ত? (৬) ক্ষরণ শীলা না হও ত? (৭) শিখরিণী না হও ত? (৮) স্ত্রী পণ্ডক না হও ত? (৯) দ্বি–পুরুষবতী না হও ত? (১০) সম্ভিন্না না হও ত? (১১) উভয় চিহ্নবিশিষ্ট না হও ত? তোমার নিকট এসব রোগ আছে কি? যথা– (১২) কুষ্ঠ? (১৩) গণ্ড? (১৪) কিলাশ (বিষাক্ত চর্ম রোগ)? (১৫) ক্ষয়? (১৬) অপস্মার (মৃগী)? (১৭) তুমি মানবী ত? (১৮) তুমি নারী ত? (১৯) তুমি কারও দাসী হও না ত? (২০) তুমি অঋণী ত? (২১) রাজ নারী বা সৈন্য না হও ত? (২২) মাতা–পিতা ও স্বামীর অনুমতি পেয়েছ ত? (২৩) তোমার বয়স বিংশ বছর পূর্ণ হয়েছে ত? (২৪) তোমার পাত্র–চীবর পরিপূর্ণ আছে ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্তিনীর (গুরুর) নাম

---

[১]. ঋতু বিকারগস্তা নারী সংজ্ঞা।

কি?

২। সে সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে অন্তরায়কর বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উপসম্পদা প্রার্থীনি বিস্তৃতভাবে বলত, মৌন থাকত, উত্তর দিতে পারত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রথম এক (ভিক্ষুণীসঙ্ঘের) উপসম্পদা প্রাপ্ত (অন্তরায়কর বিষয়ে) পরিশুদ্ধকে পুনঃ ভিক্ষুসঙ্ঘ উপসম্পদা প্রদান করবে।

অনুশাসন– সে সময় ভিক্ষুণী অনুপদিষ্ট উপসম্পদা প্রার্থীনির নিকট অন্তরায়কর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। উপসম্পদা প্রার্থীনি বিস্তৃতভাবে উত্তর দিত, মৌন থাকত, উত্তর দিতে সমর্থ হত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– প্রথমে অনুশাসন করে পরে অন্তরায়কর বিষয় জিজ্ঞাসা করবে।

তথায় সঙ্ঘসভায় অনুশাসন করতে লাগল। উপসম্পদা প্রার্থীনি পূর্ববৎ বিস্তার করতে লাগল, মৌন রইল, উত্তর দিতে সমর্থ হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একান্তে অনুশাসন করে সঙ্ঘসভায় অন্তরায়কর বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে অনুশাসন করবে। প্রথম উপাধ্যায় গ্রহণ করাবে। উপাধ্যায় গ্রহণ করায়ে পাত্র–চীবর সম্বন্ধে বলবে, এ তোমার পাত্র, এ তোমার সঙ্ঘাটি, এ তোমার উত্তরাসঙ্ঘ, এ তোমার অন্তর্বাস, এ অঙ্গা রাখা (সঙ্কচ্চিকা), এ উদক সাড়ী (ঋতু বস্ত্র), যাও অমুক স্থানে দাঁড়াও। মূর্খ, অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগল। অযথার্থভাবে অনুশাসিত উপসম্পদা প্রার্থীনিগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগল, কেহ নীরব রইল এবং কেহবা উত্তর দানে অসমর্থ হল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুণী অনুশাসন প্রদান করতে পারবে

না। যে অনুশাসন প্রদান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী অনুশাসন প্রদান করবে। অনুশাসনে অধিকার লাভ অনির্বাচিত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে লাগল। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! অনির্বাচিত ভিক্ষুণী অনুশাসন করতে পারবে না। যে নির্বাচিত না হয়ে অনুশাসন করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নির্বাচিত ভিক্ষুণীই অনুশাসন প্রদান করবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে নির্বাচন করবে। নিজেকে নিজে নির্বাচন করবে। অথবা অন্যকে অন্য দ্বারা নির্বাচন করবে। নিজেকে নিজে কিভাবে নির্বাচন করতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয় আর্যাসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামা নারী অমুক নামা আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে আমি অমুক নামা নারীকে অনুশাসন প্রদান করতে পারি। এভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করবে। কিভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচন করবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি– মাননীয়া আর্যাসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামা নারী অমুক নামা আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে অমুক ভিক্ষুণী অমুক উপসম্পদা প্রার্থীনিকে অনুশাসন প্রদান করতে পারেন। এভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করবে। সে নির্বাচিত ভিক্ষুণী উপসম্পদাকামী নারীর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলবে–

অনুশাসক–অমুক! আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর। এখন তোমার সত্য কথা বলবার সময়, যথার্থ কথা বলবার সময়, যা তোমার নিকট আছে তৎ–সম্বন্ধে তুমি সঙ্ঘসভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে থাকলে আছে বলে প্রকাশ করবে। না থাকলে নেই বলে প্রকাশ করবে। বাক্য দীর্ঘ করিও না।

কিংবা নীরব থাকিও না। তোমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে না। তুমি অনিমিত্তা নও ত? নিমিত্ত মাত্রা নও ত? আলোহিতা নও ত? ধ্রুবলোহিত নও ত? ধ্রুবচোড়া নও ত? ক্ষরণশীলা নও ত? শিখরিণী নও ত? স্ত্রী পণ্ডক নও ত? দ্বি-পুরুষবতী নও ত? সম্ভিন্না নও ত? উভয় ব্যঞ্জনবিশিষ্টা নও ত? তোমার নিকট কি এরূপ কোন রোগ আছে? যথা- কুষ্ঠ? গণ্ড, কিলাশ (চর্ম রোগ), ক্ষয় রোগ, অপমার, তুমি মানবতী ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্তিনীর (গুরুর) নাম কি? অনুশাসক ও উপসম্পদা প্রার্থীনি একসঙ্গে আসতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন- একসঙ্গে আসতে পারবে না।

উপসম্পদা কার্যাবলী

উপসম্পদায় জ্ঞপ্তি, অনুশাসন এবং ধারণা- অনুশাসিকা প্রথমে এসে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয়া আর্যাসঙ্ঘ! অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। আমি তাঁকে অনুশাসন প্রদান করেছি। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে অমুক আসতে পারেন। এস বলতে হবে। উত্তরাসঙ্ঘ দ্বারা উপসম্পদা প্রার্থীনির দেহের একাংশ আবৃত করায়ে ভিক্ষুণীগণের পদে বন্দনা করায়ে পদাগ্রে ভর দিয়ে উপবেশন করায়ে হস্ত অঞ্জলিবন্ধ করায়ে এভাবে উপসম্পদা যাচ্ঞা করাবে।

যাচ্ঞা-মাননীয়া আর্যসঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছি। মাননীয়া আর্যসঙ্ঘ অনুকম্পাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে। মাননীয়া আর্যাসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে আমি অমুক উপসম্পদা প্রার্থীনিকে অন্তরায়কর বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করতে পারি। অমুক! শ্রবণ কর, এখন তোমার সত্যকথা এবং যথার্থকথা বলবার সময় উপস্থিত। যা আছে তা জিজ্ঞাসা করতেছি,- থাকলে আছে বলে বলবে,

না থাকলে না বলে বলবে। তুমি অনিমিত্তা নও ত? নিমিত্ত মাত্রা নও ত? আলোহিতা নও ত? ধ্রুবলোহিত নও ত? ধ্রুবচোড়া নও ত? ক্ষরণশীলা নও ত? শিখরিনী নও ত? স্ত্রী পণ্ডক নও ত? দ্বি-পুরুষবতী নও ত? সম্ভিন্না নও ত? উভয় ব্যঞ্জনবিশিষ্টা নও ত? তোমার নিকট কি এরূপ কোন রোগ আছে? যথা– কুষ্ঠ? গন্ড, কিলাশ (চর্ম রোগ), ক্ষয় রোগ, অপস্মার, তুমি মানবী ত? তোমার নাম কি? তোমার প্রবর্তিনীর নাম কি?

পুনরায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। **জ্ঞপ্তি ঃ** মাননীয়া আর্যাসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর, বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ (নির্দোষ) আছেন এবং তার পাত্র-চীবরও পূর্ণ আছে। তিনি সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছেন, অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে (নেতৃত্বে)। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা দিতে পারেন, অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। এটাই জ্ঞপ্তি।

খ। **অনুশ্রবণ**– মাননীয়া আর্যাসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তার পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুক নাম্নী নারী সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছেন; অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। সঙ্ঘ এ নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করতেছেন; অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবত্তিনীত্বে এ নামীয় নারীর উপসম্পদা লাভ যে আর্যা কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– সঙ্ঘকর্তৃক এ নাম্নী নারী উপসম্পদা হলেন– অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। প্রস্তাব সজ্ঞাত মনে করে সঙ্ঘ মৌন আছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি। তখনই তাকে লয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের

নিকট গিয়ে উত্তরাসঙ্ঘ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত্তি করায়ে, ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করায়ে, পদাগ্রে ভার দিয়ে বসায়ে, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবন্ধ করায়ে উপসম্পদা যাচ্ঞা করাবে।

যাচ্ঞা– (১) আর্যগণ! অমুক নাম্নী আমি অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে একপক্ষের (ভিক্ষুসঙ্ঘের) নিকট উপসম্পদা লাভ করেছি, ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট জিজ্ঞাসিত অন্তরায়কর বিষয়ে পরিশুদ্ধ আছি। আর্য সঙ্ঘের নিকট আমি উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছি। আর্যসঙ্ঘ অনুকম্পা করে আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ যাচ্ঞা করবে।

পুনরায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করবে।

জ্ঞপ্তি– মাননীয় আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ নাম্নী নারী অমুক নাম্নীর নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে একপক্ষে উপসম্পদা হয়েছেন, ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট পরিশুদ্ধ আছেন। অমুক নারী সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছেন। অমুক নাম্নী নারীর প্রবর্তিনীত্বে। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নীর প্রবর্তিনীত্বে অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করবেন। এটা জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– মাননীয় আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয় সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তার পাত্র–চীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুক নাম্নী নারী সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করতেছেন; অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। সঙ্ঘ এ নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করতেছেন; অমুক নাম্নী আর্যার প্রবর্তিনীত্বে। অমুক নাম্নী আর্যার প্রবত্তিনীত্বে এ নামীয় নারীর উপসম্পদা লাভ যে আর্যকর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ বলতে হবে।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার

প্রবর্তিনীত্বে সঙ্ঘ কর্তৃক উপসম্পন্না হলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

৩। তখনই সময় নির্ধারনের জন্য ছায়া পরিমাপ করবে, ঋতুর উল্লেখ করবে। দিবসের অংশ উল্লেখ করবে। সঙ্গীতির উল্লেখ করবে এবং ভিক্ষুণীগণকে বলে দিবে। একে ত্রিবিধ অবলম্বন এবং অকরণীয় বিষয় বলে দাও।

(৪) ভোজনাসনে বসবার নিয়ম

১। সে সময় ভিক্ষুণীগণ ভোজনশালায় আসন সংগ্রহ (সঙ্খায়ন্তো) করতে করতে আহারের সময় অতিবাহিত করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি, আটজন ভিক্ষুণী জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং অবশিষ্ট উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবে।

২। সে সময় ভিক্ষুণীগণ ভগবান আটজন ভিক্ষুণীকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে এবং অবশিষ্টকে উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবার অনুজ্ঞা দিয়েছেন, এ ভেবে সর্বত্র আটজন ভিক্ষুণীই জ্যেষ্ঠানুক্রম বাধা দিতে লাগল এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুণী উপস্থিত ক্রমানুসারে বাধা দিতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভোজনশালায় আটজন ভিক্ষুণী জ্যেষ্ঠানুসারে এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুণী উপস্থিত ক্রমানুসারে বসবে। অন্য সমস্ত স্থানে জ্যেষ্ঠানুক্রমে বাধা দিবে না। যে বাধা দিতে তার ‘দুক্কট’ অপরাধ হবে।

(৫) প্রবারণার নিয়ম

১। সে সময় ভিক্ষুণী প্রবারণা করত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী প্রবারণা না করতে পারবে না। যে প্রবারণা না করবে, তার ধর্মানুসারে প্রতিকার করা হবে।

২। সে সময় ভিক্ষুণী আপনাদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী আপনাদের মধ্যে প্রবারণা করে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা না করতে পারবে না। যে প্রবারণা না করবে, তার ধর্মানুসারে প্রতিকার করবে।

৩। সে সময় ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সঙ্গে এক সময় প্রবারণা করবার সময় কোলাহল করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুর সঙ্গে একই সময় প্রবারণা করবে না। যে একত্রে প্রবারণা করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সে সময় ভিক্ষুণী পূর্বাহ্নে প্রবারণা করতে করতে আহারের সময় অতীত হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– আহারের পর প্রবারণা করবে।

৫। আহারের পর প্রবারণা করতে করতে বিকাল হয়ে গেল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– অদ্য আপনাদের মধ্যে প্রবারণা না করে কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করবে।

(৬) প্রতিনিধি পাঠায়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা

সে সময় সমস্ত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট গিয়ে প্রবারণা করায় কোলাহল হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দক্ষ, সমর্থ জনৈকা ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য নির্বাচিত করবে। ভিক্ষুগণ (ভিক্ষুণীগণ) এভাবে নির্বাচিত করবে, প্রথমে ভিক্ষুণীর মত গ্রহণ করবে। মত গ্রহণ করে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত

মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য নির্বাচিত করতে পারেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

খ। **অনুশ্রবণ–** আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করা যে আর্যা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। **ধারণা (তর্জণীয়ক)–** ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট প্রবারণা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করে তিনি মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

সে নির্বাচিত ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে সঙ্গে করে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবন্ধ করে এরূপ বলবে।

১। আর্যগণ! দৃষ্ট শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি সম্বন্ধে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রবারণা করতেছেন। আর্যগণ! ভিক্ষুসঙ্ঘ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত, ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কোন ত্রুটি থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে বলুন। নিজের মধ্যে রচিত ত্রুটি দেখলে তা প্রতিকার করবেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এরূপ বলবে।

(৭) উপোসথ স্থগিত করা

সে সময় ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুগণের উপোসথ স্থগিত করতেছিলেন, প্রবারণা স্থগিত করতেছিলেন। বলার যোগ্য করতেছিলেন। অনুবাদ (নিন্দা) আরোপিত করতেছিলেন, অবকাশ করাতেছিলেন। দোষারোপ করতেছিলেন এবং স্মরণ করাতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয়

জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারবে না। স্থগিত করলেও অস্থগিত হবে। স্থগিতকারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। বলার যোগ্য করতে পারবে না। করলেও না করার মধ্যে গণ্য থাকে। যে করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। অনুবাদ আরোপ করতে পারবে না। আরোপ করলেও অনারোপিত থাকে। আরোপকারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। অবকাশ করতে না। করলেও না করার মধ্যে গণ্য থাকে। যে করায় তার (অবকাশকারীর) 'দুক্কট' অপরাধ হবে। দোষারোপ করতে পারবে না। দোষারোপিত হলেও অনারোপিত মধ্যে গণ্য থাকে। দোষারোপকারীর 'দুক্কট' অপরাধ হবে। স্মরণ করাতে পারবে না, স্মরণ করায়ে দিলেও স্মরণ না করার মধ্যে গণ্য থাকে। যে স্মরণ করায়ে দেয় তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীর উপোসথ স্থগিত করতেছিলেন। প্রবারণা স্থগিত করতেছিলেন। বলার যোগ্য করতেছিলেন। নিন্দা আরোপ করতেছিলেন, অবকাশ করতেছিলেন, দোষারোপ করতেছিলেন, স্মরণ করাতেছিলেন। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু ভিক্ষুণীর উপোসথ স্থগিত করবে, স্থগিত করলে তা যথার্থ স্থগিত হবে। স্থগিতকারীর অপরাধ হবে না। প্রবারণা স্থগিত করবে স্থগিত করলে তা যথার্থ হবে। স্থগিতকারীর অপরাধ হবে না। বলার যোগ্য করবে। বলার যোগ্য করলেও যথার্থ হবে। বলার যোগ্যকারীর অপরাধ হবে না। অনুবাদ (নিন্দা) আরোপ করবে। আরোপ করলে ও যথার্থ হবে। আরোপকারীর অপরাধ হবে না। অবকাশ করাবে, অবকাশ করালেও যথার্থ হবে। অবকাশকারীর অপরাধ হবে না। দোষারোপ করবে, দোষারোপ করা হলে যথার্থ হবে, অবকাশকারীর অপরাধ হবে না। স্মরণ করাবে, স্মরণ করালেও যথার্থ হবে, স্মরণকারীর অপরাধ হবে না।

(৮) যানারোহণের নিয়ম

১। সে সময় ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী পুরুষ চালিত গাভী শকটে এবং নারী চালিত বলীবর্দ শকটে আরোহণ করে গমন করতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী যানারোহনে যেতে পারবে না। যে যাবে তার ধর্মানুসার প্রতিকার করবে।

২। সে সময় জনৈক ভিক্ষুণী পীড়িত হয়েছিলেন। পদব্রজে যেতে সমর্থ হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– রুগ্না ভিক্ষুণী যানে আরোহণ করবে।

৩। তখন ভিক্ষুণীগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। পুরুষযুক্ত যানে আরোহণ করতে হবে, নাকি নারীযুক্ত যানে আরোহণ করতে হবে? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– পুরুষযুক্ত কিংবা নারীযুক্ত হাতে টানাযানে আরোহণ করবে।

৪। সে সময় যানের ঝাঁকুনিতে জনৈক ভিক্ষুণী গুরুতর রোগ উপস্থিত হল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– শিবিকা এবং পালঙ্কিতে আরোহণ করবে।

(৯) দূত প্রেরণে উপসম্পদা

১। সে সময় আঢ্যকাশী (কাশী দেশের ধনী) গণিকা ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিত হয়েছিল। ভগবানের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করব। এ ভেবে সে শ্রাবস্তী যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, আঢ্যকাশী গণিকা শ্রাবস্তী যাবার সঙ্কল্প করেছে এ সংবাদ ধূর্তেরা শুনতে পেল। তারা রাস্তায়

উপস্থিত হল। ধূর্তেরা রাস্তায় উপস্থিত হয়েছে, এ সংবাদ আঢ্যকাশী গণিকা শ্রবণ করল। সে ভগবানের নিকট দূত প্রেরণ করল। আমি উপসম্পদা লাভ করতে চাহি, আমায় কি করতে হবে? তখন ভগবান এ নিদানে, এ প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দূতদ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

২। ভিক্ষুদূত দ্বারা উপসম্পদা দিতে লাগল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুদূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৩। শিক্ষামানাদূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! শিক্ষামানাদূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। শ্রামণেরদূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! শ্রামণেরদূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৫। শ্রামণেরীদূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! শ্রামণেরীদূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। মূর্খ এবং অদক্ষদূত দ্বারা উপসম্পদা দিচ্ছিল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! মূর্খ এবং অদক্ষদূত দ্বারা উপসম্পদা দিবে না। যে উপসম্পদা দিবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণীদূত দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করবে।

সে ভিক্ষুণীদূত সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হয়ে, উত্তরীয় বস্ত্রে দেহের একাংশ আবৃত করে, ভিক্ষুগণের পদ বন্দনা করে, পদাগ্রে ভর দিয়ে বসে, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবন্ধ করে এরূপ বলবে।

১। আর্যগণ! অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী আর্যার নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়েছেন। তিনি একপক্ষে (ভিক্ষুসঙ্ঘে) উপসম্পন্ন হয়েছেন। ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট দোষ হতে পরিশুদ্ধ আছেন। তিনি কোন অন্তরায়ের অধীন নন। অমুক নাম্নী নারী সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচঞা করতেছেন। আর্যগণ! সঙ্ঘ অনুগ্রহ করে তাকে উদ্ধার করুন। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপ।

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি– মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী নারী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর নিকট উপসম্পদা প্রার্থীনি হয়ে একপক্ষে উপসম্পন্ন হয়েছেন, তিনি ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিকট পরিশুদ্ধ এবং কোন অন্তরায়ের অধীন নন। তিনি সঙ্ঘের নিকট অমুক নাম্নী নারীর প্রবর্তিনীত্বে উপসম্পদা যাচঞা করতেছেন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর প্রবর্তিনীত্বে অমুক নাম্নী নারীকে উপসম্পদা প্রদান করবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

খ। **অনুশ্রবণ**– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত করতেছেন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা করা যে আর্যা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। **ধারণা (তর্জণীয়ক)**– ভিক্ষুণীসঙ্ঘের পক্ষ হতে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা করবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে নির্বাচিত

করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করেন, মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

তখনই সময় জানবার জন্য ছায়া পরিমাপ করবে, কোন ঋতু তা বলে দিবে। দিবসের অংশ বলে দিবে। সঙ্গীতি বলে দিবে এবং ভিক্ষুণীগণকে বলবে, তাকে ত্রিবিধ অবলম্বন এবং আট অকরণীয় বিষয় বলে দিবেন।

অরণ্য বাস নিষেধ, ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ, গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন, দণ্ডিতাকে সঙ্গী প্রদান, দুইবার উপসম্পদা এবং শৌচস্থান

(১) অরণ্যবাস নিষেধ

সে সময় ভিক্ষুণীগণ অরণ্যে বাস করতেছিলেন। ধূর্তেরা বলাৎকার করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী অরণ্যে বাস করতে পারবে না। যে বাস করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

(২) ভিক্ষুণীর আশ্রম নির্মাণ

১। সে সময় জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে উদ্দোসিত (ভাণ্ডশালা) প্রদান করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উদ্দোসিত ব্যবহার কর।

২। উদ্দোসিতে সঙ্কুলান হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– গৃহ ব্যবহার করবে।

৩। ঘরে সঙ্কুলান হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নবকর্ম (গৃহ প্রস্তুতের কার্য)

করবে।

৪। নবকর্মে সঙ্কুলান হল না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ব্যক্তিগত প্রস্তুত করবে।

(৩) গর্ভবতী প্রব্রজিতার সন্তান পালন

১। সে সময় জনৈক আসন্নপ্রসবা নারী ভিক্ষুণীগণের মধ্যে প্রব্রজিতা হয়েছিল। প্রব্রজিতা হবার পর তার প্রসব হল। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হল। আমি এ বালককে কিরূপ করব? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– যাবৎ বালক বড় না হয় তাবৎ পোষণ করবে।

২। তখন সে ভিক্ষুণীর মনে এ চিন্তা উদয় হল। আমি একাকী থাকতে পারতেছি না এবং অন্য ভিক্ষুণীও বালকের সাথে থাকতে পারতেছে না। এখন আমি কিরূপ করব? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– উক্ত ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য জনৈক ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবে। ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীতা করবে– প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

খ। **অনুশ্রবণ**– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করতেছেন। ভিক্ষুণী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর মনোনীতা হওয়া যে আর্যার নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়

তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। **ধারণা (তর্জণীয়ক)**– অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সজ্ঞিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী মনোনীতা হলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন–আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

৩। তখন তাঁর সঙ্গিনী ভিক্ষুণীর মনে এ চিন্তা উদয় হল, আমি এ বালকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করব? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– একগৃহে বাস করা ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করতে হয় সে বালকের সঙ্গে ও সেরূপ ব্যবহার করবে।

(৪) মানত্তচারণীর সঙ্গিনী প্রদান

সে সময় জনৈক ভিক্ষুণী মানত্তব্রত আচরণ করবারযোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়েছিল। তখন তার মনে এ চিন্তা উদয় হল, আমি একাকী থাকতে পারতেছি না এবং অন্য ভিক্ষুণীও আমার সাথে থাকতে পারতেছে না। এখন আমি কিরূপ করব? ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– তার সঙ্গিনী হয়ে একজন ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করে দিবে।

ভিক্ষুগণ! এভাবে মনোনীতা করবে– প্রথমে ভিক্ষুণীর মত নিবে। মত লয়ে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষুণী সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে।

ক। জ্ঞপ্তি– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা করবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

খ। অনুশ্রবণ– আর্যসঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য সঙ্ঘ অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীকে মনোনীতা

করতেছেন। ভিক্ষুণী অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর মনোনীতা হওয়া যে আর্যার নিকট যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয় তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

গ। **ধারণা (তর্জণীয়ক)**– অমুক নাম্নী ভিক্ষুণীর সঙ্গিনী হবার জন্য অমুক নাম্নী ভিক্ষুণী মনোনীতা হলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন– আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(৫) দুইবার উপসম্পদা

১।সে সময় জনৈক ভিক্ষুণী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে গৃহস্থ হয়ে গেল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুণীগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণীর অন্য কোন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান নেই, যখনই সে গৃহস্থ[১] হয়েছে তখনই সে ভিক্ষুণীর মধ্যে গণ্য নয়।

২। সে সময় জনৈক ভিক্ষুণী স্বীয় আরাম হতে তীর্থিকাশ্রমে চলে গেল। সে পুনরায় এসে ভিক্ষুণীগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করল। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুণী স্বীয় আবাস হতে তীর্থিকাশ্রমে চলে যায় সে পুনরায় এসে তাকে উপসম্পদা দিবে না।

(৬) পুরুষ কর্তৃক অভিবাদন, কেশচ্ছেদনাদি

সে সময় ভিক্ষুণীগণ সঙ্কোচ করে পুরুষের অভিবাদন গ্রহণ করতে এবং পুরুষ দ্বারা কেশচ্ছেদন, নখচ্ছেদন, ব্রণে ঔষধ দিতে সম্মত হত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন,–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– সম্মত হবে।

---

[১]. যখনই সে নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচি মত শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেছে তখনই সে অভিক্ষুণীর মধ্যে গণ্য, শিক্ষা প্রত্যাখ্যানে নয়। সে পুনরায় উপসম্পদা পেতে পারে না। সম–পাসা।

(৭) বসবার নিয়ম

সে সময় ভিক্ষুণী আসনবন্ধ হয়ে বসে পাঞ্চির স্পর্শস্বাদ অনুভব করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী আসনবন্ধ হয়ে বসতে পারবে না। যে বসবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

সে সময় জনৈক ভিক্ষুণী পীড়িত হয়েছিল। বন্ধাসন ব্যতীত তার স্বস্তিবোধ হত না। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষু অর্ধ বন্ধাসনে উপবেশন করবে।

(৮) পায়খানার নিয়ম

সে সময় ভিক্ষুণীগণ পায়খানায় মল (বচ্ছচকুটিযা বচ্ছচং?– কি দেখুন) ত্যাগ করত। ষড়বর্গীয়া ভিক্ষুণী সেখানেই গর্ভপাত করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পায়খানায় মল ত্যাগ করবে না। যে মল ত্যাগ করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– নিম্নে অনাবৃত এবং উপরে আবৃত এমন স্থানে মল ত্যাগ করবে।

(৯) স্নানের নিয়ম

১। সে সময় ভিক্ষুণী (সুগন্ধ স্নান) চূর্ণদ্বারা স্নান করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী (সুগন্ধ স্নান) চূর্ণদ্বারা স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– কুণ্ডক ও মৃত্তিকা দ্বারা স্নান

করবে।

২। সে সময় সুভাসিত মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল– "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী সুভাবিক মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করবে।

৩। সে সময় ভিক্ষুণী স্নান গৃহে স্নান করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্নান গৃহে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৪। সে সময় ভিক্ষুণী ধারার স্পর্শস্বাদ অনুভব করে প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্নান করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৫। সে সময় ভিক্ষুণী অতীর্থে (অঘাটে) স্নান করত। ধূর্তেরা বলাৎকার করত। ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী অতীর্থে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

৬। সে সময় ভিক্ষুণী পুরুষতীর্থে স্নান করত। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগল, "যেন কামসেবী গৃহিণী।" ভগবানকে এ বিষয় জানালেন। ভগবান বললেন–

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী পুরুষ তীর্থে স্নান করতে পারবে না। যে স্নান করবে, তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।

ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করতেছি,– ভিক্ষুণী মহিলাতীর্থে স্নান করবে।

ভিক্ষুণীস্কন্ধ দশম।

স্কন্ধে একশত কাহীনি।

তস্সুদ্দানং/স্মারক গাথা

প্রব্রজ্যা যাচঞা গৌতমীর, তথাগতের অসম্মতে;
কপিলা বস্তু হতে বৈশালী, চলে আসেন বিনায়কে।
ময়লাপূর্ণ কক্ষেতে, আনন্দের যোগাযোগে;
সক্ষমতায় যথাযথে, পালনকারীর তরে।
যদিও হয় শত বর্ষ, অভিক্ষু আর পশ্চাত ভাগে;
প্রবারণা, গুরুধর্মে, দুই বৎসর অনাক্রোশে।
প্রতিবন্ধক আর অষ্টধর্মে, আজীবন অনুবর্তনে;
গুরুধর্ম প্রতিগ্রহে সপ্তবর্ষ উপসম্পন্নে।
বর্ষ সহস্র পঞ্চ, কুম্ভেচোর দুর্ভিক্ষে;
মরিচার উপমা যেমন, হত করে সদ্ধর্মকে।
অধিক উজ্জ্বল হবে ধর্ম, স্থিতি হবে পুনঃ বন্ধে;
আর্যাদের উপসম্পদা, যথা বৃদ্ধের অভিবাদনে।
কিছু মাত্র না করিবে, সাধারণ বা অসাধারণে;
প্রতিমোক্ষের উপদেশ, কি প্রকারে ভিক্ষুণীবাসে।
নাহি জানে ব্যাখ্যা দিতে, নাহি করে ভিক্ষুগণে;
ভিক্ষুদের প্রতিগ্রহণে, ভিক্ষুণীদের প্রতিগ্রহণে।
ব্যাখ্যা কর্মে ভিক্ষুগণের নিন্দে যদি ভিক্ষুণীরা;
দ্রব্য ভাণ্ডের বর্ণনাতে, পদ্ম, শাপলা রোপনে।
শ্রাবস্তীর কর্দমজলে নহে দেহ, উরুতে;
অজ্ঞাজাত প্রকাশ পেল ষড়বর্গীয়ার সংসর্গে।
নহে বন্দনা, দণ্ডিতেরে, ভিক্ষুণীগণ পুনঃরূপে;
আচরণে উপদেশে যোগ্য নাহি প্রস্থানে।
মূর্খ, বথু, বিনিচ্ছয়, সংঘ উপদেশ, পঞ্চকে;
মন্দ ত্রয়ে অগ্রহণে, মূর্খ, রোগী গামিকে।
আরণ্যিক অপছন্দে, পশ্চাৎ গমনেও নহে।
দীর্ঘ বংশ চর্ম খণ্ড, শ্বেতবস্ত্র বেনীবড়িতে।
তৃণবেনী, বড়ির বেশি সূত্রবেনী, বড়িকায়;
গোলপাথর, গোহনুকায় হাত বালিশ পাদ তথায়।

উরু মুখ আর দন্ত উজ্জ্বল মর্দন করে চুন্নেতে;
অঙ্গা রাগে চিহ্নিত করে, মুখরাগে তথাকরে;
চক্ষুকোণে বিশেষ দৃশ্যে, খোলাদ্বারে নৃত্যেতে।
বেশ্যা পানাচার কসাইখানা, বৃদ্ধি বাণিজ্য দোকানে;
দাস–দাসী, কর্মকার, কর্মচারিনী, সেবকে।
তিরচ্ছান, হরিতকী, বস্ত্রখণ্ড বহনে;
নীল, পীঠ, লালরং, হাল্কা লাল কালো চীবরে।
মহারঙ্গা, মহানাম, অছিন্ন দীর্ঘ হয় তাতে;
পুষ্পফল তাতে কঞ্চুক অকুঞ্চক তিরীটক বসে।
ভিক্ষুণী শিক্ষামানা, শ্রামণদের ত্রুটিতে;
মুক্ত করতে দ্রব্য ভাণ্ডে ভিক্ষুণীদের প্রধানকে।
ভিক্ষু আর শ্রামণদের, উপাসক উপাসিকাদের।
মল্লিকার গর্ভকাল, পত্রমূল, আমিষ ব্যঞ্জনে;
উপচে পড়ায় শক্তভাবে, সঞ্চয় করা আমিষেতে।
ভিক্ষুদের যাদৃশঃ ভোজে, ভিক্ষুণীরাও তাহাই করে;
শীতুষ্ণে শয্যাসনে, তৈল মাখাতে পদতলে।
ছিন্নকরে সর্বকারে, অনিমিত্তাদি দর্শনে;
রক্ত নিমিত্ত তথা, ধূসর–লোহিত সেই মতে।
ভেসে যাওয়া বস্ত্র ধ্রুব, শিখিণ্ডী স্ত্রী, পণ্ডকে;
পুরুষত্বহীন সম্ভিন্না, উভয় লিঙ্গা পুদ্গালে।
অনিমিত্তাদি কৃত্য করে, উভয় লিঙ্গা পুদ্গালে;
যেই বাক্যে নিম্নাঙ্গো, কুষ্ঠে, গণ্ডে ক্লেশ রোগে।
শ্বাসরোগ মৃগীরোগ, মানুষ, স্ত্রী মুক্তদাসে;
ঋণ অমুক্ত রাজকর্মী, অনুমতি, বিশিষ্টে।
পরিপূর্ণা, কি নামে, কার নামে প্রবর্ত্তিনী;
চব্বিশ প্রকার অন্তরায়ে উপসম্পদায় জিজ্ঞাসি।
তফাতে উপদিষ্ট কি–না তথৈবচ সংঘমাঝে;
উপাধ্যায় গ্রহণ, সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গা অন্তর্বাসে।
সংকুচিত স্নানবস্ত্র, ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠায়ে দেবে;
বালজনের অসম্মতে কৃত, যদি পুছে অন্তরায়ে।

একত্রে উপসম্পন্না, ভিক্ষুসংঘে তথা পুনঃ;
ছায়া ও ঋতুকে দেখে, সংঘাটি ত্রি মিশ্রয়ে।
অষ্ট অকরণীয়ে কালে সর্বত্র অষ্টেতে;
প্রবারিত নহে ভিক্ষুণী, তথৈবচ ভিক্ষুসংঘে।
অগ্রভক্তে কোলাহল হয়, বিকালেও কোলাহলে;
উপোসথ আর প্রবারণায়, সবচনীয়ে অনুবাদে।
আকাশ, প্রশ্ন, স্মরণ, বুদ্ধের প্রত্যাখ্যানেতে;
তথারূপ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, অনুমোদিত তথাগতে।
যদি সে হয় রোগমুক্ত, তার অনুজ্ঞা অব্ভোকাসে;
ভিক্ষু ভিক্ষুণী শ্রামণকে, শ্রামণেরী আর বালকে।
অরণ্যেতে উপাসকে, চাউনী কিংবা শালাতে;
নতুন গৃহে নহে অবস্থান, একাকিনী বসার কক্ষে।
গৃহবাসে, গুরুধর্মে, একত্রে প্রত্যাখ্যানে;
অভিবাদনে চুলেতে, ব্রণ চিকিৎসায় আর নখেতে।
পাল্লঙ্কে আর রোগেতে মল কুটিরে চূর্ণ ক্ষেতে;
অগ্নিশালায় প্রতিস্রোতে অতীর্থে, পুরুষ সাথে।
মহাগৌতমীর যাঞ্চায় আনন্দের আগ্রহে;
পরিষদ হয় চতুর্বিধ, প্রব্রজিত জিনশাসনে।
সংবেগে জন্মানোর তরে, সদ্ধর্মের অভিবৃদ্ধিতে;
পীড়িতের ঔষধে তুল্য সম্বুদ্ধের দেশনাতে;
এরূপে বিনীত হবে মাতৃজাতি নির্বিশেষে;
যাঞ্চা করে শ্রেষ্ঠ স্থান নহে শোচনা যেথা গেলে।

তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত

ভিক্ষুণী–স্কন্ধ সমাপ্ত

পঞ্চশতিকা–স্কন্ধ

১। সঙ্গীতি নিদান

প্রথম সঙ্গীতি কার্যাবলী

[স্থান – রাজগৃহ]

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন,– বন্ধুগণ! আমি এক সময় পঞ্চশত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গে করে পাবা এবং কুশীনারার মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলাম। আমি রাস্তা হতে অবতরণ করে একটি তরুমূলে উপবেশন করলাম। সে সময় জনৈক আজীবক কুশীনারা হতে মন্দার পুষ্প লয়ে পাবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুগণ! সে আজীবককে আমি দূরে থাকতে আসতে দেখতে পেলাম। দেখে সে আজীবককে বললাম,– বন্ধো! আমাদের শাস্তার সংবাদ জানেন কি? হ্যাঁ বন্ধু! জানি। অদ্য সাতদিন হল। শ্রমণ গৌতমের পরিনির্বাণ প্রাপ্তি হয়েছে। আমি মন্দার পুষ্প সে স্থান হতে এনেছি। বন্ধুগণ! সেখানে যেসব ভিক্ষু অবীতরাগ ছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করে ক্রন্দন করল। ছিন্ন বৃক্ষবট পড়ে গেল। গড়াগড়ি দিতে লাগল, ভগবান অতি শীঘ্র পরিনির্বাণ লাভ করলেন! সুগত অতি শীঘ্র পরিনির্বাণ লাভ করলেন! অতি শীঘ্র জগতে চক্ষু অন্তর্হিত হল। যেসব ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন, তাঁরা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানের সাথে সহ্য করলেন। সংস্কার (কৃত বস্তু) অনিত্য, তার (স্থায়ীত্ব) কোথায়? বন্ধুগণ! তখন সে ভিক্ষুগণকে বললাম,– বন্ধুগণ! শোক করবেন না। পরিদেবন করবেন না। ভগবান কি পূর্বেই বলেননি, সমস্ত প্রিয় মনোহর বস্তু হতে নানাভাব, বিনাভাব, অন্যভাব হতে হবে? বন্ধুগণ! তা কিরূপে হতে পারে, যা জাত, ভূত, সংস্কৃত, বিনাশধর্মী তার বিনাশ ন হোক। তার কোন কারণ নেই।

বন্ধুগণ! সে সময় সুভদ্র নামক এক বৃদ্ধ প্রব্রজিত সে পরিষদে উপবিষ্ট ছিল। তখন বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র সে ভিক্ষুগণকে বলল। বন্ধুগণ! শোক কিংবা পরিদেবন করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা আমরা সে মহাশ্রমণ

হতে মুক্তি লাভ করেছি, আমরা সর্বদা এটা তোমাদের বিহিত, এটা তোমাদের অবিহিত বলে উপদ্রুত হতাম। এখন আমাদের যা ইচ্ছা হয় করব, যা ইচ্ছার বিরুদ্ধ হতাম। এখন আমাদের যা ইচ্ছা হয় করব, যা ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় তা করব না। অতঃপর বন্ধুগণ! চল, আমরা ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন (সমস্বরে আবৃত্তি) করি সম্মুখে অধর্ম প্রকটিত হচ্ছে, ধর্মস্থান চ্যুত হচ্ছে, অবিনয় প্রকটিত হচ্ছে, বিনয় স্থান চ্যুত হচ্ছে। এখন অধর্মবাদী প্রবল হচ্ছে, ধর্মবাদী দুর্বল হচ্ছে, অবিনয়বাদী প্রবল হচ্ছে, বিনয়বাদী দুর্বল হচ্ছে।

প্রভো! তাহলে স্থবির ভিক্ষু মনোনীত করুন। তখন আয়ুষ্মান মহকাশ্যপ এককম পঞ্চশত অর্হৎ মনোনীত করলেন। ভিক্ষুগণ মহাকাশ্যপকে বললেন–

প্রভো! এ আয়ুষ্মান আনন্দ যদিওবা শৈক্ষ্য হয়েন তবুও তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়ের বশীভূত হবার পাত্র নন। তিনি ভগবানের নিকট অনেক ধর্ম (সূত্র) এবং বিনয় অবগত হয়েছেন। অতএব প্রভো! স্থবির আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করুন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। আমরা কোথায় ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করব? আবার তাঁদের মনে এ চিন্তা উদয় হল।

(১) রাজগৃহ মনোনীত

রাজগৃহ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উপযোগী (মহাগোচর) এবং তথায় অনেক শয়নাসন আছে, অতএব আমরা রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করি কিন্তু অন্য কোন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবে না।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন।

জ্ঞপ্তি– সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে সঙ্ঘ রাজগৃহে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার

জন্য এ পঞ্চশত ভিক্ষু মনোনীত করবেন এবং অন্য কোন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবেন না। এটাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য সঙ্ঘ এ পঞ্চশত ভিক্ষু মনোনীত করতেছেন এবং রাজগৃহে অন্য কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস করতে পারবে না। এ বিষয়ও নির্ধারিত করতেছেন। রাজগৃহে বর্ষাবাস করে ধর্ম এবং বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য এ পঞ্চশত ভিক্ষুর মনোনয়ন এবং অন্য কোন ভিক্ষুর রাজগৃহে বর্ষাবাস না করা যে আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যাঁর নিকট যোগ্য বিবেচিত না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– রাজগৃহে বর্ষাবাস করে এ পঞ্চশত ভিক্ষু ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য মনোনীত হলেন এবং অন্য কোন ভিক্ষুও রাজগৃহে বর্ষাবাস করতে পারবেন না। এ বিষয়েও একমত হলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব যোগ্য বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম–বিনয় সঙ্গায়ন করবার জন্য রাজগৃহে গমন করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। বন্ধুগণ! ভগবান টুটাফুটা সংস্কার কার্যের প্রশংসা করেছেন। অতএব আমরা প্রথম মাস টুটাফুটা সংস্কার করব, দ্বিতীয় মাসে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম–বিনয় সঙ্গায়ন করব। স্থবির ভিক্ষুগণ প্রথম মাসে টুটাফুটা সংস্কার করলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ আগামীকাল সম্মিলিত হবে। শৈক্ষ্য অবস্থায় সম্মিলনে গমন করা আমার উচিত হবে না। এ ভেবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কায়গতা স্মৃতিবিষয় মননে অতিবাহিত করে রাত্রির প্রত্যুষে শয়ন করব। এ ভেবে দেহ হেলান, ভূমি হতে পদ উত্তোলিত হল। কিন্তু মস্তক উপাধান স্পর্শ করেনি এমন সময় তার চিত্ত আসব হতে মুক্ত হল। অনন্তর তিনি অর্হৎ হয়ে সম্মিলনে উপস্থিত হলেন।

(২) উপালিকে বিনয়ের প্রশ্ন

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন,— সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান উপালিকে প্রশ্ন করব।

আয়ুষ্মান উপালিও সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন, মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক বিনয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

বন্ধু উপালি! প্রথম পারাজিকা কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! বৈশালীতে বিধান করেছেন। কাকে উপলক্ষ্য করে? সুদিন্ন কলন্দক পুত্রকে উপলক্ষ্য করে। কোন বিষয়ে? মৈথুন সেবন অপরাধ সম্বন্ধে।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে প্রথম পারাজিকের বস্তু (কথা), নিদান (কারণ), পুদ্গল (ব্যক্তি), প্রজ্ঞপ্তি (বিধান), অনুপ্রজ্ঞপ্তি (সংশোধন), আপত্তি (অপরাধ) এবং অনাপত্তি (নিরপরাধ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! দ্বিতীয় পারাজিকা কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! রাজগৃহে। কাকে উপলক্ষ্য করে? ধনিয় কুম্ভকার পুত্রকে উপলক্ষ্য করে। কোন বিষয়ে? অদত্ত দান সম্বন্ধে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে দ্বিতীয় পারাজিকের বস্তু, নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! তৃতীয় পারাজিকা কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ্য করে? বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে। কোন বিষয়ে? মনুষ্য বিগ্রহ (নরহত্যা) সম্বন্ধে।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে তৃতীয় পারাজিকার বস্তু, নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু উপালি! চতুর্থ পারাজিকা কোথায় বিধান করেছেন? প্রভো! বৈশালীতে। কাকে উপলক্ষ্য করে? বগ্গুমুদাতীর বাসী ভিক্ষুগণকে উপলক্ষ্য করে। কোন বিষয়ে? উত্তর মনুষ্যধর্ম (দিব্যশক্তি) সম্বন্ধে।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান উপালিকে চতুর্থ পারাজিকার বস্তু, নিদান, পুদ্গল, বিধান, প্রজ্ঞপ্তি, অনুপ্রজ্ঞপ্তি, আপত্তি এবং অনাপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

এভাবে উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) বিভঙ্গ বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান উপালি জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের উত্তর দান করলেন।

(৩) আনন্দকে সূত্রের প্রশ্ন

অনন্তর মহাকাশ্যপ সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন। সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করব।

আয়ুষ্মান আনন্দও সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু আনন্দ! ব্রহ্মজাল সূত্র কোথায় ভাষণ করেছেন?

প্রভো! রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যবর্তী আম্র যষ্টিকার রাজাগারে। কাকে লক্ষ্য করে?

সূত্রীয় পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ যুবককে লক্ষ্য করে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ব্রহ্মজালের নিদান এবং পুদ্গল জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধু আনন্দ! শ্রামণ্যফল কোথায় ভাষণ করেছেন?

প্রভো! রাজগৃহে জীবকাম্রবনে। কার সাথে?

বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সাথে। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রামণ্যফলের নিদান এবং পুদ্গল জিজ্ঞাসা করলেন।

এভাবে পঞ্চ নিকায় সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

২। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কথা
নির্বাণের সময় আনন্দের ভুল

(১) (ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা।) অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন–

প্রভো! ভগবান পরিনির্বাণের সময় আমাকে বলেছেন,– আনন্দ ইচ্ছা হলে সঙ্ঘ আমার অবর্তমানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করবে।

"বন্ধু আনন্দ! আপনি কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রভো! ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি"? প্রভো! আমি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিনি, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি। কোন কোন স্থবির বললেন,– চার পারাজিকা ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির বললেন চার পারাজিকা এবং ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির বললেন,– চার পারাজিকা, ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির বললেন চার পারাজিকা, ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত এবং ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির বললেন চার পারাজিকা, ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় এবং বিরানব্বই পাচিত্তিয় ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। কোন কোন স্থবির বললেন,– চার পারাজিকা, ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ, দুই অনিয়ত, ত্রিংশৎ নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় এবং বিরানব্বই পাচিত্তিয়, চার প্রতিদেশনীয় ব্যতীত অবশিষ্ট শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র।

(২) কেন শিক্ষাপদ অপ্রত্যাহার্য

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সঙ্ঘকে জ্ঞাপন করলেন–

জ্ঞপ্তি– সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদ গৃহীগতও আছে, গৃহস্থও জানে,– 'এটা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে বিহিত, এটা অবিহিত'। যদি আমরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করি, তাহলে লোকে বলবে– 'শ্রমণ গৌতম ধূমকাল (যতক্ষণ তার চিতার ধূম দেখা যায় ততক্ষণের জন্য) পর্যন্ত শিক্ষাপদের বিধান দিয়েছেন। যতক্ষণ এঁদের শাস্তা বিদ্যমান ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা শিক্ষাপদ পালন করেছেন, যখন তাঁদের শাস্তা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। তখন তাঁরা শিক্ষাপদ পালন করতেছেন না'। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ অপ্রজ্ঞাপ্ত (অবিহিত) বিষয়ের প্রজ্ঞপ্তি (বিধান) করবেন না। প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ না করবেন এবং বিহিত শিক্ষাপদের অনুবর্তী হবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ– সঙ্ঘ! আমার প্রস্তার শ্রবণ করুন। আমাদের শিক্ষাপদ গৃহীগতও আছে, গৃহীগণও জানে। এটা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে বিহিত, এটা অবিহিত। যদি আমরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ প্রত্যাহার করি, তাহলে লোকে বলবে– 'ধূমকাল পর্যন্ত শ্রমণ গৌতম শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদের বিধান করেছেন। যতদিন এঁদের শাস্তা বিদ্যমান ছিলেন ততদিন ইহারা শিক্ষাপদ পালন করেছিলেন। যখন ইহাদের শাস্তা পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, তখন ইহারা শিক্ষাপদ পালন করতেছেন না'। সঙ্ঘ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের বিধান করবেন না। প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ করবেন না এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্তী হবেন। অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত না করা, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ না করা এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্তী হওয়া, যে আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা (তর্জণীয়ক)– সঙ্ঘ! অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত করতেছেন না,

প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ করতেছেন না এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের অনুবর্তী হচ্ছেন। এ প্রস্তাব উচিত মনে করে সঙ্ঘ মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন,– বন্ধু আনন্দ! ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোন কোনটি হবে, যে তুমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করনি, তাহলে তোমার অন্যায় হয়েছে। অতএব তুমি সে অন্যায় স্বীকার কর।”

“প্রভো! কোন কোন শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র তা আমি ভুলবশতঃ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিনি। তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।”

(৩) আনন্দের আরও কতিপয় ভুল

(১) বন্ধু আনন্দ! তুমি ভগবানের বস্‌সিকসটিক (বর্ষাকালীন স্নানবস্ত্র) পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করেছ, তা তোমার অন্যায় হয়েছে অতএব সে অন্যায় স্বীকার কর।

“প্রভো! আমি অগৌরববশতঃ ভগবানের বস্‌সিকসটিক পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করিনি, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের শ্রদ্ধাবশতঃ তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।”

(২) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে ভগবানের শরীর প্রথম নারী দ্বারা বন্দনা করায়েছ। সে রোদন–পরায়ণ নারীগণের অশ্রুতে ভগবানের দেহ সিক্ত হয়েছিল। তাও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব সে অন্যায় স্বীকার কর।

“প্রভো! বিকাল না হোক, এ মনে করে আমি ভগবানের শরীর প্রথম নারী দ্বারা বন্দনা করায়েছি, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।”

(৩) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে ভগবানের প্রকাশ্যে সংকেত এবং অবভাস

করা সত্ত্বেও ভগবান! কল্পকাল অবস্থান করুন, সুগত! কল্পকাল অবস্থান করুন, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, দেব মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখ সাধনের জন্য বলে ভগবানকে প্রার্থনা করনি, এটাও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব সে অন্যায় স্বীকার কর।

"প্রভো! মার আমার চিত্ত পর্যুদস্থ করে রাখায় বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, দেব-মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখ সাধনের জন্য ভগবান কল্পকাল অবস্থান করুন। সুগত! কল্পকাল অবস্থান করুন, বলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিনি, তাতে আমার কোন অন্যায় দেখতেছি না, তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।"

(৪) বন্ধু আনন্দ! তুমি যে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীজাতির প্রব্রজ্যার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছ, তাও তোমার অন্যায় হয়েছে, অতএব তা অন্যায় বলে স্বীকার কর।

"প্রভো! আমি মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের মাসী আপাদিকা, পোষিকা, ক্ষীরধাত্রী, মাতার মৃত্যুর পর স্তন্য দান করেছে, এ ভেবে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে নারীজাতির প্রব্রজ্যার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছি, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখতেছি না। তবে আমি আয়ুষ্মানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তা অন্যায় বলে স্বীকার করতেছি।"

আয়ুষ্মান পুরাণের অস্বীকার

সে সময় আয়ুষ্মান পুরাণ পঞ্চশত মহাভিক্ষুসংঘ সহ দক্ষিণাগিরিতে বিচরণ করার সময় স্থবির ভিক্ষুগণ সহ ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়নের জন্য দক্ষিণগিরিতে যথারুচি অবস্থান করে রাজগৃহে বেলুবনে কলন্দক নিবাপে স্থবির ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণের সাথে প্রীত্যালাপাচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান পুরাণকে স্থবির ভিক্ষুগণ বললেন,- বন্ধু পুরাণ! স্থবির ভিক্ষুগণ ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়ন করেছেন, অতএব তুমি

ও সঙ্গীতি মেনে লও।

বন্ধুগণ! স্থবিরগণ ধর্ম–বিনয় সঙ্গায়ন করে ভালই করেছেন। কিন্তু আমি ভগবানের সম্মুখে যেভাবে শুনেছি, যেভাবে প্রতিগ্রহণ করেছি, সেভাবেই ধারণ করব।

৩। ব্রহ্মদণ্ড কথা

উদয়নকে উপদেশ এবং ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান

আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে বললেন,– "প্রভো! ভগবান পরিনির্বাণের সময় আমাকে বলেছেন,– 'আনন্দ! আমার অবর্তমানে সঙ্ঘ ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দানের অনুজ্ঞা করবে।'"

বন্ধু আনন্দ! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে সে বিষয় কি তুমি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন?

প্রভো! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে তা আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভগবান বলেছেন,– আনন্দ! ছন্ন ভিক্ষু যা ইচ্ছা তা বলুক। ভিক্ষুগণ! ছন্ন ভিক্ষুকে কিছু বলবেন না, উপদেশ দিবে না, অনুশাসন করবে না।

বন্ধু আনন্দ! তাহলে তুমি ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা প্রদান কর।

প্রভো! আমি কিরূপে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিব? সে যে ক্রোধী এবং কটুভাষী।

বন্ধু আনন্দ! তুমি বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করে গমন কর। তাই হোক প্রভো! বলে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানিয়ে পঞ্চশত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নৌকারোহনে উজান স্রোতের প্রতিকুল কৌশাম্বী গমন করলেন।

(১) উদয়ন ও তার রাণীকে উপদেশ দান

নৌকা হতে অবতরণ করে রাজা উদয়নের উদ্যানের নাতিদূরে এক তরুমূলে উপবেশন করলেন। সে সময় রাজা উদয়ন রাণীসহ উদ্যান ভ্রমণ করতেছিলেন। রাজা উদয়নের রাণী শুনতে পেলেন, আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ উদ্যানে নাতিদূরে এক তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন। তখন রাজা উদয়নের রাণী রাজা উদয়নকে বললেন,– "দেব! আমাদের আচার্য আর্য আনন্দ উদ্যানের নাতিদূরে এক তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, আমরা আর্য আনন্দকে দর্শন করতে চাই।"

"তাহলে তোমরা শ্রমণ আনন্দকে দর্শন করতে পার।"

অনন্তর রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজা উদয়নের রাণীকে আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করলেন। রাজা উদয়নের রাণী আয়ুষ্মান আনন্দের ভাষণ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করে, আসন হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে রাজা উদয়নের নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা উদয়ন দূরে থাকতেই রাণীকে আসতে দেখতে পেলেন। দেখে রাণীকে বললেন,– "তোমরা শ্রমণ আনন্দের দর্শন পেয়েছ কি?" আমরা আর্য আনন্দের দর্শন পেয়েছি। তোমরা শ্রমণ আনন্দকে কিছু দিয়েছ কি?

মহারাজ! আমরা আর্য আনন্দকে পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করেছি। রাজা উদয়ন আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন,– "কেন শ্রমণ আনন্দ বহুসংখ্যক চীবর প্রতিগ্রহণ করলেন? শ্রমণ আনন্দ কাপড়ের ব্যবসা করবেন, না দোকান খুলবেন?"

অনন্তর রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন।

উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে প্রীত্যালাপাচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করলেন। কুশলপ্রশ্ন বিনিময় এবং স্মরণীয় বিষয় আলোচনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে রাজা উদয়ন আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন-

মহানুভব আনন্দ! আমাদের রাণী কি এখানে এসেছিলেন? হ্যাঁ মহারাজ! আপনার রাণী এখানে এসেছিলেন। মহানুভব আনন্দকে কিছু দিয়েছিলেন কি? হ্যাঁ মহারাজ! পঞ্চশত উত্তরাসঙ্গ প্রদান করেছিলেন। মহানুভব আনন্দ! এত অধিক চীবর কি করতেন? মহারাজ! যে সমস্ত ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হয়েছে তাদেরকে ভাগ করে দিব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন জীর্ণচীবর কি করবেন? মহারাজ তৎদ্বারা বিছানার চাদর প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন বিছানার চাদর কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা গদির আচ্ছাদন প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন গদির আচ্ছাদন কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা ভূমিতে বিছাবার চাদর প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন ভূমিতে বিছাবার চাদর কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা পাপোষ প্রস্তুত করব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন পাপোষ কি করবেন? মহারাজ! তৎদ্বারা ধূলি মুছব। মহানুভব আনন্দ! পুরাতন রজহরনী কি করবেন? মহারাজ! তা ছিন্ন-বিছিন্ন করে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত করে গৃহ লেপন করব।

তখন রাজা উদয়ন এ সমস্ত শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বিশেষভাবে ভেবে কার্য করেন, কিছু বৃথা যেতে দেন না। এ ভেবে আয়ুষ্মান আনন্দকে আরও পঞ্চশত শ্বেতবস্ত্র প্রদান করলেন। এভাবে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রথমবারে সহস্র চীবর দান পেলেন।

(২) ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ঘোষকারামে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান ছন্ন আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে

অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ছন্নকে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন,– “বন্ধু ছন্ন! সঙ্ঘ, তোমার ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়েছেন।” প্রভো! আনন্দ! ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে?

বন্ধু ছন্ন! তুমি যা ইচ্ছা তা বলতে পারবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ! তোমাকে কিছু বলবেন না। উপদেশ দিবেন না এবং অনুশাসন করবেন না। প্রভো! আনন্দ! আমি যে এতে মারা গেলাম। ভিক্ষুগণ যে আমাকে কিছু বলবেন না, উপদেশ দিবেন না এবং অনুশাসন করবেন না। এ বলে সেখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন ব্রহ্মদণ্ডে দুঃখিত, লজ্জিত এবং ঘৃণাবোধ করে একাকী সঙ্গরহিত, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী এবং সংযম–পরায়ণ হয়ে বাস করে অচিরেই যে জন্য কুলপুত্র আগার ত্যাগ করে সম্যকভাবে অনাগারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। সে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং লাভ করে সাক্ষাৎকার করে অবস্থান করতে লাগলেন। জন্মজীব ক্ষীণ হয়েছে। ব্রহ্মচর্যাচরণ পূর্ণতা লাভ করেছে, করনীয় সমাপ্ত হয়েছে এবং করবার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, বলে অবগত হলেন। আয়ুষ্মান ছন্ন অন্যতম অর্হতের মধ্যে গণ্য হলেন।

আয়ুষ্মান ছন্ন অর্হত্ব লাভ করে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন– “প্রভো, আনন্দ! আমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহার করুন।”

বন্ধু, ছন্ন! যখনই তুমি অর্হত্ব লাভ করেছ, তখনই তোমার ব্রহ্মদণ্ড প্রত্যাহূত হয়েছে। এ বিনয় সঙ্গীতিতে অনূন অনধিক পঞ্চশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এ বিনয় সঙ্গীতি পঞ্চশতিকা নামে অভিহিত।

পঞ্চশতিকা–স্কন্ধ সমাপ্ত একাদশ

তস্‌সুদ্দানং/স্মারক গাথা

সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের, থেরো কাস্যপের আহ্বানে;
আমন্ত্রিত ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্মের অনুপালকে।
পাবা হতে অর্ধমার্গে সুভদ্রের উক্তিতে;
সদ্ধর্মের সঙ্গায়ন করো, অধর্মের উত্থান আগে।
একজন কম পঞ্চশতে মনোনীত আনন্দে;
ধর্ম–বিনয় সংগ্রহে অবস্থানে উত্তম গৃহে।
বিনয় প্রশ্নে উপালি, পণ্ডিত আনন্দ সূত্রান্তে;
পিটক তিন সঙ্গায়ন করেছিলেন জিন শ্রাবকে।
অজিজ্ঞাসায়, আবেদন, বন্দন বিনা যাহাতে,
মাতৃজাতির প্রব্রজ্যায়, শ্রদ্ধার সাথে এই দুক্কটে।
পুরাণে, ব্রহ্মদণ্ডে, অনিরুদ্ধ সহ উদ্যানে।
তথাপি হয় দুর্বলে উপরাস্তরণে গোল বালিশে;
ভূমি আস্তরণ ময়লাতে, কর্দম হয় মর্দনে।
সহস্র চীবর লাভে, আনন্দের আহ্বান প্রথমে;
ব্রহ্মদণ্ডে পরিত্যাজ্য, চারিসত্য অপ্রাপ্তিতে;
বশীভূত পঞ্চশত, সেই হেতু পঞ্চশতিকে।

১২– সপ্তশতিকা–স্কন্ধ

বৈশালীতে নিয়ম–বিরুদ্ধ আচার

[স্থান – বৈশালী]

(১) বৈশালীতে স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণ

সে সময় ভগবানের পরিনির্বাণের শত বছর পরে বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষু দশবস্তু প্রচার করতেছিল, (১) শৃঙ্গে পুরে লবণ রাখা বিহিত, (২) কেশ দুই আঙ্গুল রাখা বিহিত, (৩) বিনা ত্রিচীবরে গ্রামান্তরে গমন বিহিত, (৪) আবাসে বাস করা বিহিত, (৫) বিনা অনুমতিতে গমন বিহিত, (৬) আচীর্ন বিহিত, (৭) যা মন্থন করা হয়নি তা বিহিত, (৮) জালোগি পান বিহিত, (৯) ঝালর বিহীন বসবার কাপড় বিহিত এবং (১০) স্বর্ণ–রৌপ্য প্রতিগ্রহণ বিহিত।

সে সময় আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র বৃজিদেশে পর্যটন করতে করতে বৈশালীতে গমন করলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র বৈশালীতে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাবনে কুটাগার শালায়। সে সময় বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ উপস্থিত উপোসথ দিবসে কাংস্যপাত্র জলপূর্ণ করে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যস্থলে স্থাপন করে আগত বৈশালীর উপাসকগণকে বলতেছিল–বন্ধো! সঙ্ঘকে কার্ষাপন অর্ধ কার্ষাপন, পাদ, মাষা প্রদান কর, তাতে সঙ্ঘের সামগ্রীর প্রয়োজন মিটবে।

এরূপ বললে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে বললেন,– বন্ধো! সঙ্ঘকে কার্ষাপন, অর্ধ কার্ষাপন, পাদ কিংবা মাষা প্রদান করো না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের স্বর্ণ–রৌপ্য বিহিত নয়। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ–রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি, সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণ করেন না।

আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র এরূপ বলা সত্ত্বেও বৈশালী নিবাসী উপাসকগণ সঙ্ঘকে কার্ষাপন, অর্ধ কার্ষাপন, পাদ এবং মাষা প্রদান করল। তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ সে রাত্রি অবসানে সে

হীরক ভিক্ষু গগণা করে ভাগ করল। বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্রকে বলল,– বন্ধো! হীরকের এ অংশ আপনার, বন্ধো! আমার হীরকের অংশ নেই, আমি হীরক উপভোগ করব না।

(২) যশের প্রতিস্মরণীয়কর্ম

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্রক ভিক্ষুগণ এ যশ কাকণ্ডপুত্র শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন উপাসকগণকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করতেছেন, প্রসাদহীন করতেছেন, অতএব আমরা তাঁর প্রতিস্মরণীয় কর্ম করব। এ ভেবে তার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করল। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্রগণকে বললেন–

বন্ধুগণ! ভগবান বিধান দিয়েছেন যার প্রতিস্মরণীয় কর্ম করা হয়েছে তাকে অনুদূত (সহগামী) প্রদান করবে। বন্ধুগণ! আমাকে একজন অনুদূত প্রদান কর।

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে মনোনীত করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্রকে অনুদূত প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র অনুদূত ভিক্ষু সহ বৈশালীতে প্রবেশ করে বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে বললেন– আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করে শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আমি নাকি আক্রোশ করতেছি,– তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি।

বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেছিলেন, জেতবনে, অনাথপিন্ডদের আরামে। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ! চন্দ্র-সূর্যের চতুর্বিধ উপক্লেশ (মল) আছে, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য তপ্ত হয় না, প্রভাসিত হয় না, প্রকাশিত হয় না। সে চার কি? ভিক্ষুগণ! অভ্র (মঘ) চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ, যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে চন্দ্র-সূর্য তপ্ত হয় না। আলো প্রকাশিত হয় না। কুয়াশা চন্দ্র-সূর্যের উপক্লেশ ... রজ মিশ্রিত ধূম

চন্দ্র–সূর্যের উপক্লেশ ... রাহু অসুরেন্দ সূর্যের উপক্লেশ ...। ভিক্ষুগণ! শ্রমণ–ব্রাহ্মণগণের চতুর্বিধ উপক্লেশ আছে, যে উপক্লেশে উপক্লিষ্ট হয়ে কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ তপ্ত হয় না। প্রভাসিত হয় না, প্রকাশিত হয় না। সে চার কি?

ভিক্ষুগণ! কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, মৈরেয় পান করে, সুরা–মৈরেয় পানে বিরত হয় না। ভিক্ষুগণ! এটা প্রথম ... উপক্লেশ ... (২) কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ মৈথুন সেবন করে, মৈথুন হতে বিরত হয় না, ... (৩) কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ স্বর্ণ–রৌপ্য উপভোগ করে, স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণে বিরত হয় না। ... (৪) কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ মিথ্যা–জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে। মিথ্যা–জীবিকা হতে বিরত হয় না।

ভিক্ষুগণ! শ্রমণ ব্রাহ্মণের এ চতুর্বিধ উপক্লেশ যে উপক্লেশ দ্বারা উপক্লিষ্ট হয়ে কোন কোন শ্রমণ–ব্রাহ্মণ তপ্ত হয় না, প্রভাসিত হয় না। প্রকাশিত হয় না। বন্ধুগণ! ভগবান এরূপ বললেন। এটা বলে সুগত পুনঃ এরূপ বললেন–

রাগদোসপরিকিলিট্ঠা একে সমণ ব্রাহ্মণা
অবিজ্জানিবুতা পোসা পিয়ারূপাভিনন্দিনো
সুরং পিবন্তি মেরয়ং পটিসেবন্তি মেথুনং
রজতং জাতরূপঞ্চ সাদিয়ন্তি অবিদ্দসু
মিচ্ছাজীবেন জীবন্তি একে সমণ ব্রাহ্মণা
এতে উপক্কিলেসা বুত্তা বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা
ন তপন্তি ন ভাসন্তি ন বিরোচন্তি অসুদ্ধা সরজা মগা
অন্ধকারেন ওনদ্ধা তণ্হাদাসা সনেত্তিকা
বড্ঢেন্তি কটস্মিং ঘোরং আদিযন্তি পুনব্ভবন্তি।
লোভে দ্বেষে পরিক্লিষ্ট এক প্রকার শ্রমণ–ব্রাহ্মণ;
অবিদ্যার অনির্বাণ পোষণ অভিবাদন অভিনন্দন।
সুরাপান, মেরেয়্যপান, প্রতিসেবন মৈথুনে;
ধর্মরূপ আর মুদ্রাতে অবিদ্যার উপভোগে।

মিথ্যা জীবিকায় জীবন ধারণ, এক প্রকার শ্রমণ-ব্রাহ্মণ;
এতেই উপক্লিষ্ট বলেন, বুদ্ধ আদিত্য মিত্রগণ।
এমন উপক্লেশে ক্লিষ্ট কতিপয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ;
নহে উজ্জ্বল নহে ভাষণ, অশ্রদ্ধ, সমল নির্বোধ সেজন।
অন্ধকারে আবৃত জ্ঞান তৃষ্ণায় অধিগ্রহণ;
ঘোরচক্রের বৃদ্ধিকারী পুনর্জন্মে অভিনন্দন।

(৩) যশের স্বপক্ষ প্রবল করা

এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি,- তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলতেছি। বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করতেছিলেন, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। সে সময় রাজার অন্তপুর মধ্যে রাজ পরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এ কথা আলোচিত হয়েছিল-

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য অবিহিত নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন। সে সময় মণি চুড়কগামনী সে পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণি চুড়কগামনী সে জনতাকে বললেন ,- আর্য! এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন। মণি চুড়কগামনী সে পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হলেন। অনন্তর মণি চুড়কগামনী সে পরিষদকে বুঝায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে মণি চুড়কগামনী ভগবানকে বললেন- প্রভো! রাজ অন্তপুরে রাজ পরিষদে একত্রিত জনতার মধ্যে এরূপ কথা আলোচিত হয়েছিল। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য অবিহিত

নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপভোগ করেন। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করে থাকেন। সে সময় মণি চুড়কগামনী সে পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মণি চুড়কগামনী সে জনতাকে বললেন,– আর্য! এরূপ বলবেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য বিহিত নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থান করেন।

প্রভো! আমি সে পরিষদকে বুঝাতে সমর্থ হয়েছি।

প্রভো! আমি এরূপ বলে ভগবানের পক্ষে যথার্থ বলেছি কি? মিথ্যা বলে ভগবানের নিন্দা করিনি তো? ধর্মানুসার বলেছি তো? এবং স্বধর্মী তর্ক করে নিন্দিত হয়নি তো?

গ্রামনি! নিশ্চয়ই তুমি এরূপ বলে সত্যকথা বলেছ, মিথ্যা বলে নিন্দা করনি, ধর্মানুসার বলেছ এবং কোন সমধর্মী তর্ক করে নিন্দিত হয় না। গ্রামনি! শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত নয়, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ করেন না। শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মণি সুবর্ণ পরিত্যাগ করেছেন, তারা স্বর্ণ-রৌপ্য হতে দূরে অবস্থিত। গ্রামনি! স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ যার পক্ষে বিহিত, তার পক্ষে পঞ্চকামগুণও বিহিত। পঞ্চকামগুণ যার পক্ষে বিহিত হয়, নিশ্চিতরূপে জানিও তা শ্রমণধর্ম কিংবা শাক্যপুত্রীয় ধর্ম নয়। গ্রামনি! আমি বলতেছি (শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ) তৃণার্থী তৃণ, কাষ্ঠার্থী কাষ্ঠ, শকটার্থী শকট, পুরুষার্থী পুরুষ অন্বেষণ করবে, কিন্তু গ্রামনি! কোন প্রকারেই স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ কিংবা অন্বেষণ করতে পারবে না। বন্ধুগণ! এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি,– তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলতেছি।

বন্ধুগণ! এক সময় ভগবান সে রাজগৃহেই আয়ুষ্মান উপনন্দ

শাক্যপুত্রকে উপলক্ষ্য করে স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন এবং শিক্ষাপদেরও বিধান করেছেন। এরূপ বলে নাকি আমি শ্রদ্ধাবান, প্রসন্ন আয়ুষ্মান উপাসকগণকে আক্রোশ করতেছি, তিরস্কার করতেছি এবং প্রসাদহীন করতেছি। আমি অধর্মকে অধর্ম, ধর্মকে ধর্ম, অবিনয়কে অবিনয়, বিনয়কে বিনয় বলে প্রকাশ করতেছি। এরূপ বললে বৈশালী নিবাসী উপাসকগণ আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্রকে বললেন-

প্রভো! আর্য যশ কাকণ্ডপুত্রই একমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ, ইহারা সকলে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নয়। প্রভো! যশ কাকণ্ড পুত্র বৈশালীতে অবস্থান করুন। আমরা আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্রকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য ভৈষজ্য দানে আগ্রহান্বিত থাকব।

তখন আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণকে বুঝায়ে অনুদূত ভিক্ষুর সাথে আরামে গমন করলেন। বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ অনুদূত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করল- বন্ধো! যশ কাকণ্ডপুত্র বৈশালী নিবাসী উপাসকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কি?

বন্ধুগণ! উপাসকগণ আমাদের প্রতি অন্যায়ভাবে বলেছেন,- একমাত্র যশ কাকণ্ডপুত্রই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ এবং আমরা সকলেই অশ্রমণ।

তখন বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বন্ধো! এ যশ কাকণ্ড পুত্র আমাদের দ্বারা মনোনীত না হয়ে গৃহীগণের নিকট প্রকাশিত করেছেন, অতএব আমরা তার উৎক্ষেপণীয় কর্মের বিধান করব। এ ভেবে তারা তাঁকে উৎক্ষেপণীয় কর্ম করবার জন্য একত্রিত হল। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র আকাশে অভ্যুত্থিত হয়ে কৌশাম্বীতে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন।

উভয় পক্ষে শক্তি সংগ্রহ
[স্থান – কৌশাম্বী]

(১) যশের অবন্তী দক্ষিণাপথের ভিক্ষুগণকে এবং সম্ভূত সানবাসীকে স্বপক্ষে আনয়ন।

অনন্তর আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র পাবাবাসী ও অবন্তী দক্ষিণপথবাসী ভিক্ষুগণের নিকট দূত প্রেরণ করলেন,– আয়ুষ্মানগণ! আসুন, এ কলহের মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম প্রকট হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকট হয়, বিনয় দূরীভূত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়। অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়।

সে সময় আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী অহোগঙ্গা পর্বতে বাস করতেছিলেন। আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র অহোগঙ্গা পর্বতে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন–

প্রভো! বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশবস্তুর প্রচার করতেছে। শৃঙ্গের মধ্যে লবণ পুরে ব্যবহার করা বিহিত ...।

অতএব প্রভো! আমরা এ কলহের মীমাংসা করব। প্রথমে অধর্ম প্রকট হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকট হয়, বিনয় দূরীভূত হয়। প্রথমে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্ম াদী দুর্বল হয়। অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয় বাদী দুর্বল হয়।

তথাস্তু বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অতঃপর পাঠেয়্যকা (পাবা) নিবাসী ষাটজন ভিক্ষু সকলেই অরণ্যবাসী, সকলেই ভিক্ষান্ন ভোজী, সকলেই পাংশুকূল চীবরধারী, সকলেই ত্রিচীবরধারী এবং সকলেই অর্হত। অহোগঙ্গা পর্বতে সমবেত হলেন। অবন্তী দক্ষিণাপথ নিবাসী আটাশীজন ভিক্ষু, কেহ অরণ্যবাসী,

কেহ ভিক্ষান্ন ভোজী, কেহ পাংশুকূল বস্ত্রধারী, কেহ ত্রিচীবরধারী এবং সকলেই অর্হত। অহোগঙ্গা পর্বতে সমবেত হলেন। মন্ত্রণা করবার সময় তাদের মনে এ চিন্তা উদয় হল। এ কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক, আমরা কিরূপে এরূপ পক্ষ পেতে পারি যাতে এ কলহের (উপশমে) আমাদের শক্তি প্রবল হয়।

সে সময়ে বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচপরায়ণ, শিশিক্ষু আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য দেশে বাস করতেছিলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল,– এ আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য দেশে অবস্থান করছেন। তিনি বহু শ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচপরায়ণ, শিশিক্ষু। যদি আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে স্বপক্ষে পাই, তাহলে আমরা প্রবল পক্ষ হব।

আয়ুষ্মান রেবত অমানুষিক বিশুদ্ধ দিব্য ধাতুদ্বারা স্থবির ভিক্ষুগণের মন্ত্রণা শুনতে পেলেন। শুনে তাঁর মনে এ চিন্তা উদয় হল। এ কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক, এরূপ কলহ (অবসানে) যোগ না দেয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। এখন তারা আসবে। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে আমি নিরাপদে যেতে পারব না।

অতএব আমি পূর্বেই গমন করব। এ ভেবে আয়ুষ্মান রেবত সোরেয্য হতে সঙ্কাশ্য গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সোরেয্য গমন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায় আছেন? সেখানের লোকেরা বলল আয়ুষ্মান রেবত সঙ্কাশ্য গমন করেছেন। আয়ুষ্মান রেবত সঙ্কাশ্য হতে কান্যকুব্জ গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ! সঙ্কাশ্য গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত কোথায় আছেন? সেখানের লোকেরা বলল– আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ গিয়েছেন। আয়ুষ্মান রেবত কান্যকুব্জ হতে উদুম্বর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ কান্যকুব্জ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায়? সেখানের লোকেরা বলল– আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর গিয়েছেন। আয়ুষ্মান রেবত উদুম্বর হতে অর্গলপুর গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ উদুম্বর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ুষ্মান রেবত এখন

কোথায় অবস্থান করতেছে? সেখানের লোকেরা বলল– আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর গমন করেছেন। আয়ুষ্মান রেবত অর্গলপুর হতে সহজাতি গমন করলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ অর্গলপুর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন কোথায়? সেখানের লোকরা বলল আয়ুষ্মান রেবত সহজাতি গিয়েছেন। স্থবির ভিক্ষুগণ সহজাতিতে গিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের সাথে মিলিত হলেন।

[স্থান – সহজাতি]

(২) রেবতকে স্বপক্ষভুক্ত করা

আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ড পুত্রকে বললেন,– বন্ধো! এ আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচ-পরায়ণ এবং শিশিক্ষু। আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি এক প্রশ্নের উত্তর দানেই সমস্তরাত্রি অতিবাহিত করতে পারবেন। আয়ুষ্মান রেবত এখন স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে স্বসরে আবৃত্তির জন্য বলবেন। তার স্বসরে আবৃত্তি সমাপ্ত হবার পর তুমি আয়ুষ্মান রেবতের নিকট গিয়ে এ দশবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তথাস্তু প্রভো! বলে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান রেবত স্বরভাণক অন্তেবাসী ভিক্ষুকে আদেশ করলেন। তখন আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র সে ভিক্ষুর স্বসরে আবৃত্তি সমাপ্ত হবার পর আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন,– প্রভো! শৃঙ্গের ভিতর লবণ পুরে ব্যবহার করা চলে কি? বন্ধো! শৃঙ্গের ভিতর লবণ পুরা অর্থ কি? প্রভো! যেখানে লবণের অভাব হবে সেখানে উপভোগ করব। এ ভেবে শৃঙ্গে লবণ পুরে নিয়ে যেতে পারা যায়?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(২) প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! দ্বি প্রহরের পর দ্বি অঙ্গুল অতিক্রম করলে ভোজন করতে পারা যায়?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(৩) প্রভো! গ্রামান্তর কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! এখন গ্রামান্তরে গমন করব এ ভেবে ভুক্ত নিবারিত ভিক্ষু অনতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(৪) প্রভো! আবাস কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! আবাস কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! এক সীমান্তর্গত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথক পৃথক উপোসথ করা চলে কি?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(৫) প্রভো! অনুমতি কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! অনুমতি কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! পরে উপস্থিত ভিক্ষুকে জানাব এ ভেবে (এক) সঙ্ঘ বিনয়কর্ম করতে পারে কি?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(৬) প্রভো! আচীর্ন কপ্পো বিহিত কি? বন্ধো! আচীর্ন কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন, আমার আচার্য এরূপ আচারণ করেছেন, এবলে তা আচরণ করতে পারা যায় কি?

বন্ধো! আচীর্ন কপ্পো কোনটি বিহিত আবার কোনটি বিহিত নয়।

(৭) প্রভো! অকথিত কপ্পো কি? বন্ধো! অকথিত অর্থ কি? প্রভো! ক্ষীর ক্ষীরত্ব ত্যাগ করেছে অথচ দধিত্ব প্রাপ্ত হয়নি। তা ভুক্ত নিবারিত ভিক্ষু অতিরিক্ত পান করতে পারে কি?

বন্ধো! তা বিহিতে নয়।

(৮) প্রভো! জলোগি পান করা বিহিত কি? বন্ধো! জলোগি অর্থ কি? প্রভো! যে সুরা এমাত্র চোয়ানো হয়েছে। কিন্তু সুরায় পরিণত হয়নি। তা

পান করতে পারা যায় কি?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(৯) প্রভো! অদশক বসবার আসন বিহিত কি?

বন্ধো! তা বিহিত নয়।

(১০) প্রভো! স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত কি?

বন্ধো! বিহিত নয়।

প্রভো! বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে এ দশবস্তু প্রচার করতেছে। অতএব প্রভো! আমরা এ কলহ মীমাংসা করব। পূর্বে অধর্ম প্রকাশিত হয়, ধর্ম দূরীভূত হয়। অবিনয় প্রকাশিত হয়, বিনয় দূরীভূত হয়। পূর্বে অধর্মবাদী প্রবল হয়, ধর্মবাদী দুর্বল হয়। অবিনয়বাদী প্রবল হয়, বিনয়বাদী দুর্বল হয়। তথাস্তু, প্রভো! বলে আয়ুষ্মান রেবত যশ কাকণ্ড পুত্রকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন।

প্রথম ভণিতা সমাপ্ত

২। দ্বিতীয় ভণিতা

(৩) বৈশালীবাসী ভিক্ষুগণেরও আয়োজন

বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রবণ করল, যশ কাকণ্ড পুত্র এ কলহ মীমাংসার নিমিত্ত স্বপক্ষ সুদৃঢ় করতেছেন। তখন বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। এ কলহ গুরুতর এবং সাংঘাতিক; কিরূপে আমাদের পক্ষ এ কলহে প্রবল করতে পারি? তাদের মনে এ চিন্তা উদয় হল, এ আয়ুষ্মান রেবত বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাত্রিকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচ-পরায়ণ এবং শিক্ষাকামী। আমরা আয়ুষ্মান রেবতকে আমাদের স্বপক্ষে পেলে এ কলহে আমরা প্রবল হব। এ ভেবে বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণের উপযোগী বিবিধ সামগ্রী সজ্জিত করল, পাত্র, চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমরবন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকারক (গাড়ু)। বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণের উপযোগী এ সব সামগ্রী নিয়ে নৌকায় করে সহজাতি

অভিমুখে গমন করলেন। নৌকা হতে অবতরণ করে এক বৃক্ষমূলে আহার করলেন। তখন নির্জনে ধ্যানাস্থিত থাকবার সময় আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্তে পরিবিতর্ক উপস্থিত হল। কারা ধর্মবাদী পাবেয্যক (পশ্চিমাদেশীয়) ভিক্ষু প্রাচীনক (পূর্বদেশীয়) ধর্ম–বিনয় সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় তাঁর মনে এ চিন্তা উদয় হল, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নয়; পাবেয্যক (পশ্চিমাদেশীয়) ভিক্ষু ধর্মবাদী। তখন শুদ্ধাবাস কায়িক জনৈক দেবতা স্বচিত্তে আয়ুষ্মান সাঢ়ের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হয়ে যেমন বলবান পুরুষ অক্লেশে সঙ্কুচিতবাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিতবাহু সঙ্কুচিত করে, এভাবে শুদ্ধাবাস দেবলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে আয়ুষ্মান সাঢ়ের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। সে দেবতা আয়ুষ্মান সাঢ়কে বললেন– সাধু–সাধু, প্রভো সাঢ়! প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নয়, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। প্রভো, সাঢ়! ধর্মবাদীর পক্ষাবলম্বন করুন।

দেবতে! পূর্বে এবং বর্তমানেও আমি ধর্মবাদী পক্ষে আছি। কিন্তু এখন আমার মত প্রকাশ করব না। নিশ্চয়ই আমাকে এ কলহে মনোনীত করবে।

বৈশালী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ শ্রমণোপযোগী উক্ত সামগ্রী নিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন–

প্রভো! স্থবির পাত্র–চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমর বন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকারক আদি শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন।

বন্ধো! আমার প্রয়োজন নেই, আমার নিকট পাত্র–চীবর পরিপূর্ণ আছে, এ বলে প্রতিগ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।

(৪) উত্তরের বৈশালীবাসীর পক্ষাবলম্বন করা

সে সময় বিংশতিবর্ষীয় উত্তর নামক ভিক্ষু আয়ুষ্মান রেবতের উপস্থাপক (সেবক) ছিলেন। বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান

উত্তরের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন– আয়ুষ্মান উত্তর, পাত্র-চীবর, বসবার আসন, ছুঁচের কৌটা, কোমরবন্ধ, জল ছাঁকনি এবং ধর্মকারক আদি শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন।

বন্ধো! আমার প্রয়োজন নেই, আমার নিকট পাত্র-চীবর পরিপূর্ণ আছে। এ বলে প্রতিগ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না।

বন্ধো উত্তর! জনসাধারণ শ্রমণের উপযোগী সামগ্রী ভগবানের নিকট লয়ে উপস্থিত হত। ভগবান গ্রহণ করলে তারা সন্তোষ লাভ করত। ভগবান গ্রহণ না করলে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট নিয়ে উপস্থিত হত।

প্রভো! স্থবির শ্রমণ ব্যবহার্য সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। ভগবান গ্রহণ করলে যেরূপ হয়, আপনি গ্রহণ করলেও সেরূপ হবে। আয়ুষ্মান উত্তর শ্রমণ ব্যবহার্য সামগ্রী প্রতিগ্রহণ করুন। এটা স্থবিরের (রেবতের) গ্রহণ করার ন্যায় হবে।

তখন আয়ুষ্মান উত্তর বৈশালীবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে একখানা চীবর গ্রহণ করে বললেন,–

বন্ধুগণ! আপনাদের কিসের প্রয়োজন বলুন? আয়ুষ্মান উত্তর স্থবিরকে এমাত্র বল যে, প্রভো! স্থবির সঙ্ঘসভায় এমাত্র বলবেন,– প্রাচীন জনপদে (দেশে) বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন হয়ে থাকেন। পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী পাবেয্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নন।

তথাস্তু, বন্ধো! বলে আয়ুষ্মান উত্তর বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানিয়ে আয়ুষ্মান রেবতের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন,– প্রভো! স্থবির সঙ্ঘসভায় বলবেন, পূর্ব জনপদেই বুদ্ধ ভগবান উৎপন্ন হয়ে থাকেন, পূর্বদেশীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী, পাবেয্যক ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী নন। ভিক্ষুগণ! তুমি আমাকে অধর্ম বিষয়ে নিয়োজিত করতেছ, এ বলে স্থবির আয়ুষ্মানকে বিতাড়িত (প্রণামিত) করলেন।

বৈশালী নিবাসী বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উত্তরকে বললেন,– বন্ধু

উত্তর! স্থবির কি বলেছেন?

বন্ধো! আমি অন্যায় কার্য করেছি। ভিক্ষু তুমি আমাকে অধর্ম বিষয়ে নিয়োগ করতেছ, এ বলে স্থবির আমাকে বিতাড়িত করেছেন।

বন্ধো! তুমি বৃদ্ধ, বিশ বছর বয়স্ক ভিক্ষু না হও কি? হ্যাঁ বন্ধো! এটা বটে। আমরা তোমাকে গুরুভাবে গ্রহণ করব।

অতঃপর সে কলহের বিচার করবার মানসে সঙ্ঘ সম্মিলিত হলেন। আয়ুষ্মান রেবত সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন,– সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আমরা এ বিবাদের মীমাংসা এখানেই করি, তাহলে হত প্রতিবাদী (মূলদায়ক) ভিক্ষুগণ পুনর্বিচার প্রার্থী হবে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে যেখানে এ বিবাদ উৎপন্ন হয়েছে, সঙ্ঘ সেখানেই এ বিবাদের মীমাংসা করবেন।

অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সে বিবাদ মীমাংসা করবার জন্য বৈশালী গমন করলেন।

[স্থান – বৈশালী]

(৫) সর্বকামীর যশের পক্ষাবলম্বন

সে সময় জগতে আয়ুষ্মান আনন্দের সহবিহারী সঙ্ঘ স্থবির উপসম্পদায় একশত বিংশতি বছর বয়স্ক সর্বকামী বৈশালীতে অবস্থান করতেছিলেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসীকে বললেন–

বন্ধো! যে বিহারে আয়ুষ্মান সর্বকামী স্থবির অবস্থান করেন, সে বিহারে যাব। আপনি প্রত্যুষেই আয়ুষ্মান সর্বকামীর নিকট এসে উক্ত দশবস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তথাস্তু, প্রভো! বলে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী (শ্মশানবাসী কিংবা শনবস্ত্রধারী) আয়ুষ্মান রেবতকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন।

যে বিহারে সর্বকামী স্থবির অবস্থান করেন, আয়ুষ্মান রেবত সে বিহারে গমন করলেন। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে আয়ুষ্মান সর্বকামী প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আয়ুষ্মান রেবতের শয্যাসন ছিল। আয়ুষ্মান রেবত এ স্থবির বৃদ্ধ

শয়ন করেন না। এ ভেবে শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী এ আগন্তুক ভিক্ষু পরিশ্রান্ত হয়ে ও শয়ন করতেছেন না। এ ভেবে শয়ন করলেন না। আয়ুষ্মান সর্বকামী প্রত্যুষে আয়ুষ্মান রেবতকে বললেন–

বন্ধু! তুমি এখন কোন বিহারে (ধ্যান) অধিক সময় অতিবাহিত কর?

প্রভো! এখন আমি মৈত্রী বিহারে অধিক সময় অতিবাহিত করি।

বন্ধু! তুমি এখন কুল্লক (অনাবৃত) বিহারে ধ্যানে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছ। কুল্লক বিহার অর্থ মৈত্রী।

প্রভো! পূর্বে আমি গৃহীবস্থায়ও মৈত্রী ভাবনা করতাম। তথাপি এখনও আমি অধিক সময় মৈত্রী বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করি। যদিওবা আমি বহুদিন পূর্বে অর্হত্ব লাভ করেছি।

প্রভো! স্থবির এখন অধিক সময় কোন বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করেন?

বন্ধু! আমি এখন অধিক সময় শূন্যতা বিহারে (ধ্যানে) অবস্থান করে থাকি।

প্রভো! স্থবির যে এখন মহাপুরুষ বিহারে অধিক সময় অতিবাহিত করতেছেন।

প্রভো! মহাপুরুষ বিহার অর্থই শূন্যতা।

বন্ধু! পূর্বেও আমি গৃহস্থবস্থায় শূন্যতা বিহারে অবস্থান করতাম। যদিওবা আমি বহুপূর্বে অর্হত্ব লাভ করেছি, তথাপি আমি এখন অধিক সময় শূন্যতা বিহারে অবস্থান করতেছি।

যখন স্থবিরগণের এভাবে আলাপ আলোচনা চলতেছিল, তখন আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী এসে উপস্থিত হলেন। আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান সর্বকামীর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সর্বকামীকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী আয়ুষ্মান সর্বকামীকে বললেন–

প্রভো! বৈশালীর বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ বৈশালীতে দশবস্তু প্রচার

করতেছেন। শৃঙ্গা লোন কপ্পো বিহিত ... স্বর্ণ-রৌপ্য বিহিত। স্থবির স্বীয় উপাধ্যায়ের (আনন্দের) নিকট বিবিধ ধর্ম এবং বিনয় শিক্ষা করেছেন। ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় স্থবিরের কিরূপ বোধ হচ্ছে? কারা ধর্মবাদী? প্রাচীন বা পাবেয্যক?

বন্ধো! আপনি উপাধ্যায়ের নিকট বিবিধ ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন।

বন্ধো! ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় আপনার কিরূপ বোধ হচ্ছে? কারা ধর্মবাদী? প্রাচীনক না পাবেয্যক? প্রভো! ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় আমার এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নন, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। আমাকে এ কলহ মীমাংসায় মনোনীত করবেন ভেবে আমি কিন্তু আমার মত প্রকাশ করতেছি না।

বন্ধো! আমারও ধর্ম-বিনয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করায় এরূপ মনে হচ্ছে, প্রাচীনক ভিক্ষু ধর্মবাদী নয়, পাবেয্যক ভিক্ষুই ধর্মবাদী। এ কলহ মীমাংসায় আমাকে মনোনীত করবেন ভেবে আমি কিন্তু আমার মত প্রকাশ করতেছি না।

সঙ্গীতির কার্যাবলী

(১) কার্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন

সে বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত সঙ্ঘ সমবেত হইলেন। উক্ত বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথাকথা উৎপন্ন হতে লাগল, একটি কথার অর্থও বুঝা গেল না। তখন আয়ুষ্মান রেবত সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এ বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথাকথা উৎপত্তি হচ্ছে, একটি কথার অর্থও বুঝা যাচ্ছে না। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে সঙ্ঘ এ বিবাদ কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা (উব্বহিকায়) মীমাংসা করতে পারেন।

চার প্রাচীনক ভিক্ষু এবং চার পাবেয্যক ভিক্ষু মনোনীত করলেন। প্রাচীনক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান সর্বকামী, আয়ুষ্মান সাঢ়, আয়ুষ্মান

ক্ষুদ্র শোভিয় এবং আয়ুষ্মান বার্ষভগ্রামিক। পাবেয্যক ভিক্ষুগণের পক্ষে আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান সম্ভূত সানবাসী, আয়ুষ্মান যশ কাকণ্ডপুত্র এবং আয়ুষ্মান সুমনকে মনোনীত করলেন। আয়ুষ্মান রেবত সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন–

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমাদের এ বিবাদ মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথাকথা উৎপত্তি হচ্ছে, একটি বাক্যের অর্থও বুঝা যাচ্ছে না। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে এ বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সঙ্ঘ প্রাচীনক পক্ষে চারজন এবং পাবেয্যক পক্ষে চারজন ভিক্ষুকে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন করবেন। এটাই জ্ঞপ্তি।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এ বিবাদের মীমাংসা করবার সময় নানাবিধ বৃথাকথার উৎপত্তি হচ্ছে, একটি বাক্যের অর্থও বুঝা যাচ্ছে না। কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা এ বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সঙ্ঘ প্রাচীনক পক্ষের চারজন এবং পাবেয্যক পক্ষের চারজন ভিক্ষুকে নির্বাচিত করতেছেন। প্রাচীনক পক্ষের চারজন ভিক্ষুকে এবং পাবেয্যক পক্ষের চারজন ভিক্ষুকে কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত করা যিনি উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন। কার্যকরী সমিতির দ্বারা এ বিবাদের মীমাংসা করবার জন্য সঙ্ঘ প্রাচীনক পক্ষের চারজন ভিক্ষুকে এবং পাবেয্যক পক্ষের চারজন ভিক্ষুকে সদস্য নির্বাচিত করলেন। সঙ্ঘ এ প্রস্তাব উচিত মনে করায় মৌন রয়েছেন। আমি এরূপ ধারণা করতেছি।

(২) অজিত আসন প্রস্তুতকারক মনোনীত

সে সময় অজিত নামক দশবর্ষীয় ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারক ছিলেন। সঙ্ঘ আয়ুষ্মান অজিতকে স্থবির ভিক্ষুগণের আসন প্রস্তুতকারক মনোনীত করলেন। তখন স্থবির ভিক্ষুগণের মনে এ চিন্তা উদয় হল। এ বালুকারাম রমণীয়, অল্পশব্দবিশিষ্ট, অল্পরববিশিষ্ট,

অতএব বালুকারামে আমরা এ বিবাদের মীমাংসা করব।

(৩) সঙ্গীতির কার্যধারা

সে বিবাদকে মীমাংসা করবার জন্য স্থবির ভিক্ষুগণ বালুকারামে গমন করলেন। আয়ুষ্মান রেবত সঙ্ঘকে এ প্রস্তাব জ্ঞাপন করলেন।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহলে আমি রেবত কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর প্রদান করব। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান সর্বকামীকে বললেন–

(১) প্রভো! শৃঙ্গি লবণ কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! শৃঙ্গি লবণ কপ্পো অর্থ কি? প্রভো! শৃঙ্গে যেখানে লবণের অভাব সেখানে উপভোগ করব। এ ভেবে শৃঙ্গে লবণ পুরে নিয়ে যেতে পারা যায়? বন্ধো! তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে? শ্রাবস্তীতে, সূত্র বিভঙ্গে। কোন অপরাধ হয়? সন্নিধিকারক (সঞ্চিত বস্তু) ভোজন কথায় পাচিত্তিয় হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ এ প্রথম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু (বিষয়) ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ, শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ প্রথম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(২) প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! দ্ব্যঙ্গুল কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! দ্ব্যঙ্গুল ছায়া অতিক্রান্ত হলে বিকালে ভোজন কি বিহিত?

বন্ধো! না, বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে, সূত্রবিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিকাল ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ দ্বিতীয় বস্তুর

মীমাংসা করলেন। এটা ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ দ্বিতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৩) প্রভো! গ্রামান্তর কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! গ্রামান্তর কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! এখন গ্রামান্তরে প্রবেশ করব, এ ভেবে ভুক্ত, নিবারিত ভিক্ষু অনতিরিক্ত ভোজন করতে পারে কি?

বন্ধু! না, তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্রবিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ তৃতীয় বস্তুর মীমাংসা করলেন। এটা ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ তৃতীয় শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৪) প্রভো! আবাস কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! আবাস কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! এক সীমান্তর্গত বহুসংখ্যক আবাসে পৃথকভাবে উপোসথ করতে পারে কি?

বন্ধু! না, তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে, উপোসথ সংযুত্তে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিনয় অতিক্রম করায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ চতুর্থ বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বিষয় ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ চতুর্থ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৫) প্রভো! অনুমতি কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! অনুমতি কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! উপস্থিত হলে ভিক্ষুগণকে জানাব, এ ভেবে সঙ্ঘের একাংশের বিনয়কর্ম করা কি বিহিত?

বন্ধু! না, তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

চম্পেয়্য স্কন্ধে, বিনয় বস্তুতে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

বিনয় অতিক্রম করায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ পঞ্চম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ পঞ্চম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৬) প্রভো! আচীর্ন কপ্পো কি বিহিত?

বন্ধো! আচীর্ন কপ্পো অর্থ কি?

প্রভো! আমার উপাধ্যায় এরূপ আচরণ করেছেন এবং আমার আচার্য এরূপ আচরণ করেছেন। এ ভেবে তদনুরূপ আচরণ করা কি বিহিত?

বন্ধু! কোন কোন আচীর্ন কপ্পো বিহিত। আবার কোন কোন আচীর্ন কপ্পো বিহিত নয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ ষষ্ঠ বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ ষষ্ঠ শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৭) প্রভো! অমায়িত কপ্প কি বিহিত?

বন্ধো! অমায়িত কপ্প অর্থ কি?

প্রভো! যে ক্ষীর ক্ষীরত্ব ত্যাগ করেছে অথচ দধিতে পরিণত হয়নি, তা ভূক্ত, নিবারিত ভিক্ষুর অনতিরিক্ত ভোজন করা কি বিহিত?

বন্ধু! তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্রবিভঙ্গো নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

অনতিরিক্ত ভোজনে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ সপ্তম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ সপ্তম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৮) প্রভো! জলোগী পান কি বিহিত?

বন্ধো! জলোগী অর্থ কি?

প্রভো! যে সুরা চোয়ানো হয়েছে অথচ সুরায় পরিণত হয়নি, তা পান করা কি বিহিত?

না, বন্ধো! তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

কৌশাম্বীতে, সূত্রবিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

সুরা–মৈরেয় পানে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ অষ্টম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ। এ অষ্টম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(৯) প্রভো! অদশক বসবার আসন কি বিহিত?

না, বন্ধো! বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

শ্রাবস্তীতে, সূত্রবিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

ছেদন করলে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ নবম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ নবম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

(১০) প্রভো! স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণ কি বিহিত?

না, বন্ধো! তা বিহিত নয়।

কোথায় নিষিদ্ধ হয়েছে?

রাজগৃহে, সূত্রবিভঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোন অপরাধ হয়?

স্বর্ণ–রৌপ্য গ্রহণে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ দশম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ বস্তু ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত। এ দশম শলাকা নিক্ষেপ করলাম।

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ এ দশম বস্তুর মীমাংসা করলেন। এ 'দশবস্তু' ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ এবং শাস্তার শাসন বহির্ভূত।

সর্বকামী, বন্ধুগণ! এ বিবাদ মীমাংসিত, শান্তা উপশান্ত এবং সুউপশান্ত হল। বন্ধো! আপনি আমাকে সঙ্ঘসভায় ও সে ভিক্ষুগণের অবগতির জন্য এ 'দশবস্তু' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন।

তখন আয়ুষ্মান রেবত সঙ্ঘসভায় আয়ুষ্মান সর্বকামীকে এ দশবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়ুষ্মান সর্বকামী জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহের উত্তর প্রদান করলেন।

এ বিনয় সঙ্গীতিতে অনূন্য, অনধিক সাতশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এ বিনয় সঙ্গীতি সপ্তশতিকা নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত

সপ্তশতিকাস্কন্ধ দ্বাদশ

এ স্কন্ধে পঁচিশটি কাহিনী

তস্সুদ্দানং

দসবথু পূর্ণ করে, কর্মদূতের প্রবেশে;
চারি পুনরূপেতে কৌশাম্বি আর পাবাতে।
মার্গ সেরিয়্য; সংকাশ্য, কন্যাকুব্জ উদুম্বর;
সহজাতি আর মধ্যদেশে শ্রুত হলো কি আমাদের?
প্রাপ্ত নৌকা উজান চলে নীরবে হয় উপনীত;
গুরু, সংঘ, বৈশালীতে মিত্র সংঘে বিচারে।

(সপ্ত শতাধিক স্কন্ধ সমাপ্ত)
সপ্তশতিকা–স্কন্ধ সমাপ্ত দ্বাদশ

চূল্লবর্গ সমাপ্ত

চূল্লবর্গ

চূল্লবগ্গপালিযা

নামানং অনুক্কণিকা

[অ–আ]

নামানুক্কমো	পিট্ঠঙ্কো
অচিরবতী	অচিরবতী
অজাতসত্তু	অজাতশত্রু
অজিত	অজিত
অজিতকেসকম্বল	অজিত কেশম্বল
অড্ঢকাসী	অর্ধকাশী
অনাথনিপণ্ডিক	অনাথপিণ্ডিক
অনুপিয়া	অনুপ্রিয়া
অনুরুদ্ধ	অনিরুদ্ধ
অরিট্ঠ	অরিষ্ট
অবন্তিদক্খিণাপথ	অবন্তি দক্ষিণাপথ
অস্সজিপুনব্বসুক	অশ্বজিৎ পুনব্বসু
অসুরা	অসুরাগণ
অহোগঙ্গাপব্বত	অহোগাঙ্গাপর্বত
আনন্দ	আনন্দ
আলবক	আলবকয়ক্ষ
আলবী	আবলী রাজ্য

[ই–উ–এ]

ইসিগিলিপস্স	ঋষিগিলি পর্বত
উত্তর উদায়ী উদুম্বর	উত্তর উদায়ী এবং উদুম্বর
উদেন	উদয়ন
উপনন্দ	উপানন্দ
উপবাল	উপবাল

উপালি	উপালী
উপ্পলবণ্ন	উৎপলবর্ণ
উরুবেলকস্সপ	উরুবেল কশ্যপ
এরাপথ	ঐরাবত

[ক]

ককুধ	কুকুধ
কটমোদকতিস্সক	কাটমোদক তিষ্য
কণ্নকুজ	কন্যাকুব্জ
কণ্হগোতম	কাহ্নু গৌতম নামক সর্প
কপিলবত্থু	কপিলাবস্তু
কপোতকন্দরা	কপোত কন্দরা
কল্যাণভত্তিক	কল্যাণ ভত্তিক
কাসী	কাশী
কিমিল	কিমিল
কীটাগিরি	কীটাগিরী
কুসিনার	কুশীনগর
কোকালিক	কৌকালিক
কোসম্বী	কোশাম্বী
কোসলজনপদ	কোশল জনপদ

[খ–গ]

খুজ্জসোভিত	কুব্জশোভিত
গগ্গ	গর্গ
গঙ্গা	গঙ্গা
গিজ্ঝকূট	গিধ্রকুট পর্বত
গন্ধব্ব	গন্ধর্ব
গোতমককন্দরা	গৌতম কন্দর
গৌতমী মহাপজাপতি	গৌতমী প্রজাপতি

[ঘ–চ]

ঘোসিতারাম	ঘোষিতারাম বিহার
চিত্ত	চিত্ত
চিত্তগহপতি	চিত্তগৃহপতি
চোরপপাত	চোর–প্রপাত

[ছ]

ছন্ন	ছন্দক
ছব্যাপুত্ত	ছব্যাপুত্র নামক সর্প
ছব্বগ্গিয়া	ছ–বর্গীয় ভিক্ষু

[জ]

জীবক কোমরভচ্চ	জীবক কুমার ভৃত্য
জীবকম্ববন	জীব আম্রকানন
জেতকুমার	জেতরাজ কুমার
জেতবন	জেতবন

[ত]

তপোদারাম	তপোধারাম
তিন্দুককন্দরা	তিন্দক কন্দর (গিরিখাদ)
তিমি	তিমি
তিমিঙ্গিল	তিমিমঙ্গল (বৃহদাকার তিমি)
তিমিতিমিঙ্গিল	তিমিত মঙ্গল (আরো বিশাল তিমি)

[দ]

দক্খিণাগিরি	দক্ষিণাগিরি (দক্ষিণাত্য)
দব্ব	দর্ব নামক ভিক্ষু
দেবদত্ত	দেবদত্ত

[ন]

নালাগিরি	নালাগিরি
নিগ্গণ্ঠনাতপুত্ত	নিগ্রন্থনাথ পুত্র
নিগ্রোধারাম	নিগ্রোধরাম বিহার

[প]

পকুধ কচ্চায়ন	পকুধ কত্যায়ন (তৈথিক ধর্মগুরু)
পুন্ডকলোহিতক	পণ্ডুক লোহিত নামক ভিক্ষু
পসেনদি কোসল	প্রসেনজিত কোশল (কোশল রাজ)
পাবা	পাবা (নগর)
পাবেয্যক	পাবাবাসী
পিন্ডোলভারদ্বাজ	পিণ্ড ভারদ্বাজ নামক ভিক্ষু
পুব্বরাম	পূর্বারাম বিহার

[ব–ভ]

বিম্বিসার	বিম্বিসার (মগধরাজ)
বোধিরাজকুমার	বোধিরাজ কুমার
ভগ্ন	ভঙ্গা
ভগু	ভৃগু (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু অন্যতম)
ভদ্দিয়	ভদ্রিয় (ভদ্দিয়)

[ম]

মক্খলি গোসাল	মক্ষলী গোসাল (তৈথিক গুরু)
মচ্ছিকাসন্ড	মৎসিকা অঞ্চল
মণিচূলক গামণি	মণিচূললক গামনি (জনৈক গ্রাম প্রধান)
মহাকচ্চান	মহাকচ্চায়ন (প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভিক্ষু)
মহাকপ্পিন	মহাকপ্পিন (বুদ্ধকালীন সঙ্গীতি প্রধান)
মহাকস্সপ	মহাকশ্যপ (প্রধান সঙ্গীতি প্রধান ভিক্ষু)
মহাকোট্ঠিক	মহাকোষ্টক
মহাচুন্দ	মহাচুন্দ
মহানামা	মহানাম (শাক্যরাজ)
মহামোগ্গল্লান	মহামৌদ্গাল্যায়ন
মহী	মহী (নদী)
মেত্তিয়া	মৈত্রীয় ভিক্ষু
মেত্তিয়ভূম্মজকা	মৈত্রীয়ও ভূম্মজক ভিক্ষু

[য়]

যমুনা	যমুনা
যমেলকেকুট	যমলকুটা
যস	যশ (স্থবির)

[র]

রাজগহ	রাজগৃহ
রাজগহকসেট্ঠি	রাজহশ্রেষ্ঠী
রাহুল	রাহুল
রেবত	রেবত

[ব]

বজ্জিপুত্তক	বৃজিপুত্র
বজ্জী	বৃজি
বড্ঢলিচ্ছবী	বড় লিচ্ছবী
বালিকারাম	বালুকারাম
বিসাখা মিগারমাতা	বিশাখা মৃগার মাতা
বেভরপস্‌স	বৈভার পাশ
বেসলী বেলুবন	বৈশালীর বেণুবন

[স]

সঞ্চয়বেলট্‌ঠপুত্ত	সঞ্জ বেলষ্টিপুত্র
সুণ্ঠিকাপুত্ত	সুণ্ঠিক পুত্র
সত্তরসবগ্গিয়া	সতেরো বর্গীয়
সপ্পসোণ্ডিকব্ভার	সর্প সৌণ্ডিকভার
সব্বকামী	সর্বকামী
সমুদ্দদত্ত	সমুদ্রদত্ত
সম্ভূত	সম্ভূত
সহজাতি	সহজাতি
সারিপুত্ত	শারীপুত্র

সারিমোগ্গল্লানা	সারি-মোদ্গাল্যায়ন
সাবত্থী	শ্রাবস্তী
সাল সীতবন	সাল-সীতবল
সধম্ম	সুধম্ম
সুভদ্দ	সুভদ্র
সুমন	সুমন
সুসুমাগিরি	সুসুসমগিরি
সেয্যক	সেয়ক

চূলবগ্গ পালিয়া
গাথাসূচী

পঠমপাদা	পিট্ঠঙ্কা
অদুট্ঠস্স হি যো দুব্ভে	প্রদুষ্ট নহে যেইজন
অন্ধকারেন ওনদ্ধা	অজ্ঞানের অন্ধকারে
অপাকেহি মে মেত্তাং	মৈত্রী আমার অপকারী প্রতি
অসিন্দিদ্ধো চ অক্খাতি	সন্দেহহীন খ্যাত যেই জন
আপায়িকো নেরয়িকো	অপায়িক, নৈরানিক জনে
এবমেব তথাগতং	অনুরূপ হন তথাগত
ছন্নমতিবস্সতি	আচ্ছদনেই বৃষ্টি পড়ে অতি
ততোবাতাপো ঘোরো	তথা ঘোর তাপে
দণ্ডেনেকে দময়ন্তি	দণ্ডে দমন করে যারা
দদেয়্য উজুভূতেসু	দান কর্ত্তব্য সহজ সরল জনে
পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো	সমজ্ঞাতা হয়ে পারে পণ্ডিত সুজনে
ফলং কদলিং হন্তি	ফলই হত কদলী বৃক্ষেরে
মহাবরাহস্স মহিং বিহুব্বতো	
মাকুঞ্জর নাগমাসদো	হে কুঞ্জর! অপ্রসন্ন নাহি হও বুদ্ধ নাগ প্রতি
মা চ মদো মা চ পমাদো	মত্ত হয়ো না ওহে, হয়ো না প্রমত্ত
মা জাতু কোচি লোকস্মিং	কোন লোকে জন্ম তব না করিও আশা
মা মং আপাদকো হিংসি	আমাতে হিংসা কোন

	পদহীন
মিচ্ছাজীবেন জীবন্তি	বেঁচে থাকা মিথ্যা জীবিকাতে
য়স্‌সন্তরতো ন সন্তি কোপা	যারা ক্রোধে রত হন না
য়ে বুড্‌ঢমপচায়ন্তি	যে জন সেবে বৃদ্ধজনে
য়েহি উপক্কিলিট্‌ঠা	যে জনা হয় উপক্লিষ্ট
বিরূপক্‌খেহিতে মে মেত্তং	বিরূপক্ষের প্রতি আছে আমার মৈত্রী
বিহারদানং সংঘস্‌স	সংঘকে দানিতে বিহার
বিহারে কারয়ে রম্মে	রমনীয় বিহার করিয়ে
সতং হথী সতং অস্‌সা	শতহস্তী, শত অশ্ব
সব্বদা সত্ত সব্বে পাণা	সর্বদা যে থাকে সুখে
সমুদ্দং বিসকুম্ভেন	বিষকুম্ভ সমুদ্র সম
সীতং উণ্‌হং পটিহন্তি	শীতোষ্ণকে করে প্রতিহত
সুকুরং সাধুনা সাধং	সৎকাজ করা সুখকর
সুখা সংঘস্‌স সামগ্গী	সংঘের একতায় সুখ
সুরং পিবন্তি মেরয়ং	সুরাপান, গাঁজা পান যেইজন
সো পসাদাং অনুচিন্নো	যেই প্রমত্তের সংযোজন ছিন্ন নাহি হয়
অগ্‌ঘলাট্টিকং	দরজার অর্গল
অগ্গাসনং	অগ্র আসন
অগ্গোদকং	অগ্রে প্রদত্ত জল
অগ্‌ঘসমোধান পরিবাসো	অগ্রে সমধান যোগ্য পরিবাস ব্রত
অগ্‌ঘসমোধান পরিবাস কম্মবাচা	অগ্রে সমাধান যোগ্য পরিবাস কর্মবাক্য
অঙ্গাজাতং	দেহ জাত (লিঙ্গা)

অঙ্গাজাতং ন ছেতব্বং	লিঙ্গাচ্ছেদ না করা কর্ত্তব্য
অঙ্গারাগমুখরাগ	দেহ ও মুখের প্রসাদনী
অঙ্গুলিমুদ্দিকা	আঙ্গুলের চিহ্ন (আংটি)
অচ্চয়দেসনা	উপদেশ লঙ্ঘন
অজাতসত্ত পিতরং হন্তং আরভি	অজাতশত্রু পিতৃহত্যা আরম্ভ করলো
অজাতসত্তুস্স দেবদত্তে পসাদো	অজাতশত্রু দেবত্তের উপর প্রসন্ন হলো
অঞ্ঞত্র পরিভোগো অঞ্ঞত্র ন পরিভুঞ্জিতব্বো	একস্থানের ব্যবহার দ্রব্য অন্যস্থানে ব্যবহার করা উচিত নহে
অট্টানে ন নহাযিতব্বং	অস্থানে স্নান করা উচিত নহে
অট্ঠারসবত্তং	আঠারোটি বস্ত্র
অট্ঠিল্লেন জঘনং ন ঘংসাপেতব্বং	গোলাকৃতি পাথর দ্বারা কটিদেশ ঘর্ষণ করবে না
অত্তসম্মুতি	নজেকে নিজে সম্মত করা
অত্তাদানং	নিজেকে নিজে প্রদান করা
অত্তাদানঙ্গানি পঞ্চ	আত্ম দানের পঞ্চাঙ্গ
অধম্মকম্মদ্বাদসকং	অধর্মক দ্বাদশ
অধম্মবাদী ধম্মবাদী	অধর্মবাদী ও ধর্মবাদী
অধম্মিকানং অমূলহবিনয়দানানি তীনি	অধর্মকারীদের জন্য ত্রিবিধ অমূঢ় বিনয়
অধম্মিকা সলাকগ্গাহা দস	অধর্মতঃ দশবিধ শলাকা গ্রহণ

অধম্মেন বূপসম্মতি	অধর্মতঃ সমস্যার সমাধান
অধিকরণং নো অনুবাদো	পুণঃরাবৃত্তি বিহীন অভিযোগ
অধিকরণং নো আপত্তি	পুণঃঅপরাধ বিহীন অভিযোগ
অধিকরণং নো কিচ্চং	কৃত্য বিহীন অভিযোগ
অধিকরণং নো বিবাদো	বিবাদ বিহীন অভিযোগ
অধিকরণংঞ্চেব অনুবাদো চ	পুনঃ উত্থাপন হতে পারে এমন অভিযোগ
অধিকরণঞ্চে আপত্তি চ	পুণরাবৃত্তি হতে পারে এমন অভিযোগ
অধিকরণঞ্চেব কিচ্চঞ্চ	কৃত্য থাকতে পারে এমন অভিযোগ
অধিকরণঞ্চে বিবাদো চ	বিবাদ হতে পারে এমন অভিযোগ
অধিকরণবূপসম্মণ এঞত্তি	অভিযোগের উপশম হওয়ার প্রজ্ঞপ্তি
অধিকরণানি চত্তারি	চতুর্বিধ অভিযোগ
অনাথপিণ্ডকবত্থু	অনাথপিণ্ডিক কথা
অনাথপিণ্ডিকস্স বিহারদানং	অনাথপিণ্ডিকের বিহার দান
অনুদূতকম্মবাচা	অনুদূত প্রেরণের জন্যে কর্মবাক্যে
অনুমোদন বত্তং	অনুমোদন ব্রত
অনুরুদ্ধস্স পব্বজ্জানুজাননং	অনিরুদ্ধের প্রব্রজ্যা জ্ঞাত করানো
অনুরুদ্ধস্স পব্বজ্জায়চনং	অনিরুদ্ধের প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

অনুবাদাধিকরণং কতিহি সমথেহি সম্মতি	পুনঃ উত্থাপিত অভিযোগ কত প্রকারে সমাধান করা যায়?
অনুবাদাধিকরণং কুসলং অকুসলং অব্যাকতং	পুনঃ উত্থাপিত অভিযোগে কুশল, অকুশল ও অব্যাকত
অনুবাদাধিকরণস্‌স মূলানি	পুনঃ উত্থাপিত অভিযোগের মূল
অনুবাদো অনুবাদাধিকরণং	পুনঃ উত্থাপিত অভিযোগের অভিযোগ
অনুবাদো নো অধিকরণং	পুনঃ উত্থাপিত নহে এমন অভিযোগ
অনেকবিহিতা অনাচারা	অনেক প্রকার অনাচার
অন্তরায়িকা ধম্ম পুচ্ছক সম্মুতিঞত্তি	অন্তরায়িক ধর্ম জিজ্ঞাসার সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি।
অন্তেকবাসীকবত্তং	অন্তেবাসীর ব্রত
অপরিমাণা অপ্পটিচ্ছন্নায়ো	অসংখ্য অপ্রতিচ্ছন্ন
অপরিসুদ্ধ পরিসা	অপরিশুদ্ধ পরিষদ
অপিধানং	আবরণ
অপ্পটিচ্ছন্ন অব্‌ভান কম্মবাচা	অপ্রতিচ্ছন্ন আহ্বান কর্মবাক্য
অপ্পটিচ্ছন্ন অব্‌ভানয়াচন পালি	অপ্রতিচ্ছন্ন আহ্বান প্রার্থনা (পালি)
অপ্পটিচ্ছন্নমানত্ত কম্মবাচা	অপ্রচ্ছন্ন মানত্ত কর্মবাক্য
অপ্পটিচ্ছদেত্ব বিব্‌ভমতি	অনাচ্ছাদিত করে শিক্ষা পদত্যাগ
অপ্পমত্তকবিস্‌সজ্জকস্‌স অঙ্গানি পঞ্চ	অল্পমাত্র বিসজ্জকের পাঁচ অঙ্গ

অপ্পমত্তকবস্সজ্জক সম্মুতি কম্মবাচা	অল্পমাত্র বির্জকের সম্মতি কর্মবাক্য
অপ্পমত্তকবিস্সজকেন কিং দাতব্বং	অল্পমাত্র বিসর্জন দ্বারা কি দেয়া কর্ত্তব্য
অবভানারহস্স সম্মাবত্তনা	আহ্বানারোহের সম্যক ভাবে দণ্ডব্রত পালন
অবভানারতো ভিক্খু বিব্ভমতি	আহ্বানরোহী ভিক্ষুর শিক্ষাপদ ত্যাগ
অব্ভানারহো ভিক্খু সামণেরো হোতি	আহ্বানারোহী ভিক্ষু শ্রামণের হয়ে যাওয়া
অভিমারপেসনং	ডাকাত বা কসাইকে বের করে দেয়া
অম্বপেসিকায়ো	আমের খোসা
অমূল্হবিনয়ো	অমনোযোগীতা বা উম্মাদগ্রস্ততার জন্যে প্রদত্ত দণ্ড কর্ম
অমূল্হবিনয়দান কম্মবাচা	অস্থির মতিত্বের দণ্ডকর্ম আরোপ কর্মবাক্যপদ
অমূল্হবিনয়দানি ধম্মিকানি	অমূঢ় বিনয়াদি ধর্ম কর্ম
অবঞ্জাং করোন্তি	নমিত না করা
অবন্দিয়পুগ্গলা দস	দশ প্রকার বন্দানার অযোগ্য ব্যাক্তি
অবলেখন কট্ঠং	বিজ্ঞপ্তি ফলক বা লেখার কাষ্ঠ খণ্ড
অবিস্সজ্জিযানি পঞ্চ	পাঁচ প্রকার অবিসর্জনীয় বিষয়
অবেভজ্জিা য়বত্থুনি পঞ্চ	অবিভাজ্য পঞ্চ বিষয়

অসদ্দম্মেহি তীহি অভিভুতো	আট প্রকার অসদ্ধর্মের অভিভূত হওয়া
অসদ্দম্মেহি তীহি অভিভুতো	ত্রিবিধ অসদ্ধর্মে অভিভূত হওয়া
অহিরাজকুলানি চত্তারি	চতুর্বিধ সর্পরাজকুল

[আ]

আকঙ্খমানচতুক্কং	আকঙ্খমান চতুর্থ
আকঙ্খমানচুদ্দসকং	আকঙ্খমান চতুর্দ্দশ
আকঙ্খমান ছক্কং	আকঙ্খমান ছয় প্রকার
আগন্তুকবত্তং	আগন্তুক ব্রত
আচমনকুম্ভী	জলশৌচের সরা
আচরিয়বত্তং	আচার্য ব্রত
আগিচোলকং	ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড
আনন্দস্স চীবর পরিভোগনয়ো	আনন্দের চীবর ব্যবহার বিধি
আনন্দস্স মাতগাম পব্বজ্জায়াচনং	মাতৃ জাতির প্রব্রজ্যা প্রার্থনায় আনন্দ
আপত্তাধিকরণং	আপত্তি বা অপরাধের অভিযোগ
আপত্তাধিকরণং কতিহি সমথেহি সম্মতি	অপরাধের অভিযোগ সাম্যতার কত প্রকার সম্মতি
আপত্তাধিকরণ কুসলং অকুসলং অব্যাকতং	আপত্তি অভিযোগ কুশল, অকুশল ও অব্যাকত
আপত্তাধিকরণস্স মূলানি	আপত্তি অধিকরণের মূল
আপত্তি আপত্তাধিকরণং	আপত্তি ও আপত্তি অধিকরণ
আপত্তি নো অধিকরণং	আমাদের আপত্তি সমূহের

	অভিযোগ
আপত্তিয়া অদস্‌সনে উখেপণীয় কম্মং	অপরাধ অদর্শন হেতু উৎক্ষেপণীয় দণ্ড
আপত্তিয়া অদস্‌সনে উক্‌খেপনীয় কম্মবাচা	অপরাধ অদর্শন উৎক্ষেপনীয় দণ্ডের কর্মবাক্য
আপত্তিয়া অদস্‌সনে উক্‌খেপনীয় কম্মকতস্‌স সম্মাবত্তনা	অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রপ্তের সম্যক্‌ আচরণ
আপত্তিয়া অদস্‌সনে উক্‌খেপনীয় কম্মস্‌স পটিপ্পস্‌সম্ভসকম্মবাচা	অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রত্যাহার কর্মবাক্য
আপত্তিয়া অপ্পটিকম্মে উক্‌খেপণীয়কম্মং	আপত্তির অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড
আপত্তি অপ্পটিকম্মে উক্‌খেপণীয়কম্মবাচা	অপরাধ অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপনীয় কর্মবাক্য
আপত্তিয়া অপ্পটিকম্মে উক্‌খেপনীয় কম্মকতস্‌স সম্মাবত্তন	অপরাধ অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপনী দণ্ডিতের সম্যক আচরণ
আপত্তিয়া অপ্পটিকম্মে উক্‌খেপণীয় কম্মস্‌স পটিপ্পস্‌সম্ভসকম্মবাচা	অপরাধ অপ্রতিকার হেতু উৎক্ষেপনীয় দণ্ড প্রত্যাহারের কর্মবাক্য
আমলবট্টিকং পাঠং	আমলকী গাছের অর্গল ও চেয়ার

আযোগো	বন্ধন বা পট্টি, অলঙ্কার বা সজ্জা, সমর্পিত হওয়া
আরঞ্ঞিকবত্তং	আরণ্যিক ব্রত
আলিম্পন	প্রজ্জ্বলন বা শিখা
আবাসথচীবরং	আবাসিক চীবর
আবসিকবত্তং	আবাসিক ব্রত
আবিঞ্ছনচ্ছিদ্দং	আবেষ্টনকৃত ছিদ্র
আবিঞ্ছনরজ্জুং	পাকানো রজ্জু
আসনং ন পটিবাহিতব্বং	আসন নিয়ে যাওয়া উচিত নহে
আসন্দিকো	দীর্ঘ চেয়ার (শয়ন যোগ্য)
আসন্দিপল্লঙ্কাদি	শয্যার মতো চেয়ার
আসিত্তকূপধানে	মিশ্রিত উপাদানে তৈরী বালিশ
আহচ্চপাদকং পীঠং	গুটায়ে রাখতে পারে এমন চেয়ার
আহচ্চপাদকং মঞ্চ	গুটায়ে রাখতে পারে এমন মঞ্চ

[ই]

ইদ্ধিপটিহারিয়ং ন দস্সেতব্বং	ঋদ্ধি প্রতিহার্য প্রদর্শন অকর্ত্তব্য

[উ]

উক্কাসিকং	কাশীদেশীয় তুলোর সুতো
উক্খেপণীয়কম্ম	উৎক্ষেপনীয় দণ্ড
উগ্ঘংসন	প্রলেপ
উগ্ঘাটনকিটিকং	খোলা বারন্দা
উচ্চসয়নমহাসয়নানি	উচ্চশয্যা মহাশয্যা সমূহ

উদকদোনি	জলের চৌবাচ্চা
উদকনিদ্ধমনং	জল নিঃসারণী
উদকপুঞ্ছনী	জলমোচনের বস্ত্র খন্ড
উদকমাতিকং	কর্দম
উদনো রাজা	রাজা উদয়ন
উদোসিতং	চালাঘর
উপজ্ঝায়বত্তং	উপাধ্যায় ব্রত
উপট্‌ঠান সালা	সভাগৃহ
উপনন্দো সক্যপুত্তো	উপানন্দ শাক্যপুত্র
উপসম্পদাপেক্‌খায় অনুসাসক সম্মুতিঞত্তি	উপসম্পদার্থে অনুশাসক সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি
উপসম্পদাপেক্‌খায় অনুসাসনং	উপস্পদার্থে অনুশাসন
উপসম্পদাপেক্‌খায় পক্কোসনঞত্তি	উপসম্পদার্থে প্রস্থান প্রজ্ঞপ্তি
উপসম্পদেন্তিয়া অন্তরায়িক ধম্মা চতুবীসতি	উপসম্পদার্থে চব্বিশ প্রকার অন্তরায়িক
উপস্‌সয়ং	আবাস গৃহ বা বিশ্রামকক্ষ
উপালিস্‌স পব্বজ্জ	উপালীর প্রব্রজ্যা
উপালিনা বিনয়সিক্‌খাপনং	উপালী কর্তৃক বিনয় শিক্ষা প্রদান
উব্বাহিক কম্মবাচা	বিচারকের দায়িত্ব প্রদানের কর্মবাক্য
উব্বাহিক বূপসম্মন কম্মবাচা	বিচারক দ্বারা বিচারকার্য সমাপনের কর্মবাক্য
উব্বহিকায় সম্মন্নিতব্বভিক্‌খুনো অঞ্ঞানি দস	বিচার কার্যে দায়িত্ব গ্রহণ

	যোগ্য ভিক্ষুদের দশ অঙ্গা
উভতোকাজং	উভয় দিকে হতাল যুক্ত ঝাড়ু
উভতোভিক্খুনীনং উপসম্পদ কম্মবাচা	ভিক্ষু–ভিক্ষুণী উভয়ের উপসম্পদা কর্মবাক্য
উল্লিত্তাবলিত্তং	ভেতরে বাইরে অথবা চতুর্দিকে প্রলেপ দেয়া

[এ]

একচ্চা আপত্তিযো জানাতি	কতগুলো জ্ঞাত থাকা
একচ্চা আপত্তিযো নিব্বেতিকো	কতগুলো আপত্তি গণনা করা যায়
একচ্চাসু আপত্তিসু নিব্বেতিকে	কতগুলো আপত্তির সাথে একমত না হওয়া বা অস্বীকার করা
একতোকাজং	এক পাশে হাতলযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি
একথরণপাবুরণ	ঢিলেঢালা আস্তরণ
একাহপ্পটিচ্ছ আব্ভানকম্মবাচা	একটি মাত্র অপ্রতিচ্ছন্নের আহ্বান কর্মবাক্য
একাহপ্পটিচ্ছন্ন মানত্ত কম্মবাচা	একটি মাত্র অপ্রতিচ্ছন্ন মানত্ত কর্মবাক্য

[ও]

ওথরক	একপ্রকার জল ছাকনি
ওনদ্ধাপীঠং	আবরণ যুক্ত চেয়ার
ওনদ্ধমঞ্চং	আবরণ যুক্ত শয্যা
ওরোধো	প্রতিবন্ধকতাকারী ব্যক্তি

ওলম্বকং	নিম্নদিকে ঝুলিয়ে রাখা
ওলোকন	অবলোকনকারীগণ
ওবট্টিকং	শিকল বা নর্দমা
ওসন্ঠন	ভেতরে প্রবেশ

[ক]

কংসভণ্ড	কাসা–ধাতুজ দ্রব্য
জাচ্ছুরোগবাধো	বিষাক্ত চর্মরোগ ব্যাধি
কঞ্চুকং	চাবি
কটুচ্ছুপরিস্সাবন	চামচ ও পরিস্রাবণ
কটিসুত্তকং	কোমরের সুতো
কণ্ঠ সুত্তকং	গলার সুতো
কণ্নমলহরণী	কর্ণমল হরণকারী
কণ্নমলহরণীয়ো দস	কর্ণমল ফেলার দশ প্রকার বস্তু
কত্তরিকায়	কেসি বা কাপড় কাটার চাকু
কথিনং	কথক
কদ্দমোদকেন	কর্দমাক্ত জলদ্বারা
কবাটং	দরজা বা জানালার চৌকাঠ
কামাদীনবো	কামের উপদ্রব
কায়ংবিবরিত্বা দস্েসন্তি	দেহ উম্মোচন করে দেখানো
কায়বন্ধনং	কায়বন্ধন
কায়বন্ধনানি অকপ্পিয়ানি চাত্তারি	চার প্রকার অকপ্পিয় কায়বন্ধন
কায়বন্ধনানি কপ্পিয়ানি দ্বে	দুই প্রকার কপ্পিয় কায়বন্ধ

কায়বন্ধনানি দীঘানি	দীর্ঘ কায়বন্ধন বাহুর গোলাকৃতি অলংকার
কিচ্চং কিচ্চাধিকরণং	কৃত্যের কৃত্যাধিকরণ
কিচ্চং নো অধিকরণং	আমাদের কৃত্যাদিকরণ
কিচ্চাধিরণং	কৃত্যাধিকরণ
কিচ্চাধিকরণং কুসলং অকুসলং অব্যাকতং	কৃত্যাধিকরণে কশল, অকুশল ও অব্যাকৃত
কিচ্চাধিকরণস্স মূলং একং	কৃত্যাধিকরণ অভিযোগের এক উৎস
কুক্কুসং মতিকং	মুখে মাখার মাটির গুড়া
কুট্টে কাযং উগ্ঘসেন্তি	গায়ের প্রলেপ পিষে লাগানো
কুরবিন্দকসুত্তিয়া নহায়ন্তি	কুরুবিন্দ চূর্ণ দ্বারা স্নান করা
কুলদুসককম্মং	কুলদূষক কর্ম
কুট্ঠীরপাদকং পীঠং	খুঁটি পায়াযুক্ত চেয়ার
কুট্ঠীর পাদকং মঞ্চং	কুঁটির পায়াযুক্ত মঞ্চ
কেসে ওসন্ঠেন্তি	কেসচ্ছেদন করে
কোট্ঠকং	বালিশ

[খ]

খজ্জভাজকস্স অঙ্গা পঞ্চ	খাদ্য বন্টন কারকের পঞ্চ অঙ্গা
খজ্জভাজকসম্মতি কম্মবাচা	খাদ্য বন্টন কারকের সম্মতি কর্মবাক্য
খণ্ডফুল্লং	ভাঙ্গাটুকুরা
খমাপনবিধি	ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম
খিপিত	যা ফেলে দেয়া হয়েছে

খুদ্দানুখুদ্দকসিক্খাপদানি	ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ
খুরভণ্ডং	ক্ষুরভাণ্ড
খেত্তকরণবিধি	ক্ষেত্রকরণ বিধি

[গ–ঘ]

গণ্ঠিকং পাসকং	চীবরের গ্রন্থি গুটিকা
গণ্ঠিকা	এগার প্রকার গ্রন্থি গুটিকা
গন্ধব্বহত্থকেন নহায়ন্তি	সুগন্ধ মাখা হাতে স্নান করা
গব্ভা তয়ো	তিন প্রকার গর্ভ
গমিকবত্তং	যাত্রীর ব্রত
গরু ধম্মা অট্ঠ	আট প্রকার গুরুধর্ম
গিরগ্গসমজ্জো	পর্বত প্রান্তের মেলা
গিহিনিবত্থং	গৃহীনীর বস্ত্র
গিহিপারুতং	গৃহীসুলভ পোষাক
গীতস্সরেন ধম্মং গায়ন্তি	গানের সুরে ধর্ম আবৃত্তি
গীতস্সরেন ধম্মং গায়ন্তস্স	গানের সুরে ধর্ম আবৃত্তি রত
আদীনবা পঞ্চ	পাঁচ প্রকার উপদ্রব
ঘাটকং	ক্ষুদ্র জগ
ঘাটিকাহ	জগের খোলা

[চ]

চক্খুরোগাবাধো	চক্ষুরোগ
চঙ্কমং	পায়চারী
চন্দনগণ্ঠি	চন্দন কাষ্ঠের গ্রন্থিগুটিকা
চন্দনিকং	নর্দমা
চন্দিমসুরিয়ানং উপক্কিলেসা চাত্তারো	চন্দ্র–সূর্যের চারি কলঙ্ক
চয়া তয়ো	তিন প্রকার সংগ্রহকারী
চীবর রজ্জুং	চীবর রাখার দড়ি

চীবরবংসং	চীবর রাখার বাঁশ
চীবরানি সব্বনীলকানি	সকল চীবর গুলো নীল করে ফেলা
চুদিতেন পতিট্ঠাপেতব্বধম্ম দ্বে	অভিযোগকারী কর্তৃক প্রতিষ্টিতব্য দুই ধর্ম
চোদকেন পচ্চবেকইখতব্বা পঞ্চ	অভিযোগকারী যোগ্য পঞ্চ ধর্ম

[ছ]

ছত্তং	ছাতা
ছদনানি পঞ্চ	পঞ্চবিধ ছাতা

[জ–ঞ]

জন্তাঘরবত্তং	অগ্নিশালার ব্রত
জাতরূপরজতং	টাকা, রূপা ও স্বর্ণ
জীব	প্রাণী
ঞত্তিচতুত্থকম্ম উপসম্পদা	প্রজ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য

[ত]

তজ্জনীয় কম্মং	তর্জন গর্জন নামক দণ্ডকর্ম
তজ্জনীয়কম্মকতস্স সম্মাবত্তনা	তর্জনগর্জন দণ্ড প্রাপ্তর সম্যক আচরণ
তজ্জনীয় কম্মবাচা তজ্জনীয় কম্মস্স পটিপ্পস্সম্ভনকম্মবাচা	অর্জনগর্জন দণ্ডের প্রত্যাহার কর্মবাক্য
অন্তকং	সুতো
তস্সপাপিয়সিকা	তৎপাপীয়সিক দণ্ডের কর্মবাক্য
তস্সপাপিয়সিকাকম্মকরণকম্মবাচা	তৎপাপীয়সিক দণ্ডের

	কর্মবাক্য
তস্‌সপাপিযসিকাকম্মকরণানি ধম্মিকানি পঞ্চ	তৎপাপিয়সিক দণ্ডে ধর্মত পঞ্চবিধ দণ্ড
তস্‌সপাপিয়সিকাকম্মকতস্‌স সম্মাবত্তনা	তৎপাপীয়সিক দণ্ডিতের সম্যক আচরণ
তস্‌সপাপিয়সিকা কম্মবাচা	তৎপাপীয়সিক দণ্ডের কর্মবাক্য
তালবন্টং	তালবৃক্ষের মূল শেকড়
তাবকালিকং	সাময়কি ভাবে
তালচ্ছিদ্দং	তালার ছিদ্র
তালানি তীণি	তিন প্রকার তালা
তিকভোজনং	তিনটি ভোজন
তিকাপত্তিমানত্তকম্মবাচা	তিনটি অপরাধের মানত্ত কর্মবাক্য
তিণবথারকো	তৃণাচ্ছাদন মীমাংসা
তিণবথারককম্মাবাচা	তৃণাচ্ছাদক কর্মবাক্য
তিণসন্থারকং	তৃণের আচ্ছাদন
তিত্তিরজাতক	তিত্তির জাতক
তিমি	তিমি মাছ
তিমিঙ্গলো	বৃহদাকার তিমি
তিমিতিমিঙ্গালো	বিশাল কাল্পনিক তিমি
তিরচ্ছানবিজ্জং	পশু পক্ষীর চারিতাচার বিচার বা নিকৃষ্ট বিদ্যা
তুম্বকটাহ	নারিকেল বা কুমড়া জাতীয় খোল
তুলানি তীণি	তিন প্রকার ওজনী (পাল্লা)
তেচত্তালীসবত্তং	তেতাল্লিশ প্রকার ব্রত

তিরীতক	কোনকিছু মাপা বা বিচারের মাপকাটি

[দ]

দন্ডসম্মুতিদান কম্মবাচা	দন্ড সম্মতিদান কর্মবাক্য
দন্ডসিক্কা	দন্ড শিক্ষাদান
দন্ডসিক্কাসম্মুতি কম্মবাচা	দন্ড শিক্ষা দাতার সম্মতি কর্মবাক্য
দন্ডকট্ঠং	দন্ডকাষ্ঠ
দন্ডকট্ঠস্স অখাদনে আনিসংসা পঞ্চ	দন্ডকাষ্ঠ গরাধকরণ না করাতে পাঁচ অপকারিতা
দন্ডকট্ঠস্স খাদনে আনিসংসা পঞ্চ	দন্ডকাষ্ঠ খাওয়াতে পাঁচ অপকারিতা
দসবত্থু পুচ্ছাবিসজ্জনা	দশ বত্থু জিজ্ঞাসা বিসর্জন
দসবত্থুনি	দশবিধ বত্থু
দায়ো	বন, অংশীদার
দারূপত্তং	কাষ্ঠ পাত্র
দারুভন্ডং	কাষ্ঠ ভান্ড
দীঘা নখা	দীর্ঘ নখ সম্পন্ন
দীঘেকেসে ধারেন্তি	দীর্ঘ চুল ধারণকারী
দুমাসিকং বা দবঙ্গুলং বা কেসং	দুই মাসে দুই আংগুল পরিমাণ চুলে
দূতস্স আঙ্গানি অট্ঠ	সংবাদ বাহকের আট প্রকার গুণ
দূতেন উপসম্পদাকম্মবাচা	সংবাদ বাহকের দ্বারা উপসম্পদা কর্মবাক্য
দূতেন উপসম্পদা	সংবাদ বাহকের দ্বারা উপসম্পদা
দূতেন উপসম্পদা য়াচনকথা	সংবাদ বাহকের দ্বারা

	উপসম্পদা যাঞ্চা কথা
দেবত্তস্‌স ইদ্ধি পরিহায়নং	দেবদত্তের ঋদ্ধি অন্তর্ধান
দেবদত্তস্‌স পঠমো সঙ্কপ্পো	দেবদত্তের প্রথম সংকল্প
দেবদত্তস্‌স পাপিচ্ছা	দেবদত্তের পাপেচ্ছা
দেবদত্তস্‌স ভগবতি আঘাতকরণং	দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধকে আঘাত করা
দেবদত্তস্‌স লোহিতগ্গমনং	দেবদত্তের রক্তপাত
দেবদত্তেন অজাতসত্তুনো বুদ্ধং অভিমারেতুং উয্যোজনং	দেবদত্ত অজাতশত্রু কর্তৃক বুদ্ধ হত্যা আয়োজন
দেবদত্তেন ভিক্‌খুসংঘং পরিহরিতুং যাচনং	দেবদত্ত কর্তৃক ভিক্ষু সংঘ পরিচালনার প্রার্থনা
দেবদত্তেন যাচিতবত্থুনি পঞ্চ	দেবদত্তের প্রার্থীত পঞ্চ বিষয়
দেবদত্তেন লোহিতুপ্পাদককম্মস্‌স করণং	দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের রক্ত উৎপাদক কর্ম
দেবদত্তেন সংঘভেদো কতো	দেবদত্ত কৃত সংঘভেদ
দ্বে ভিক্‌খু মিস্‌সকং আপন্না	দুই ভিক্ষুর মিশ্র আপত্তি প্রাপ্তি
দ্বে ভিক্‌খু সংঘাদিসেসং আপন্না	দুই ভিক্ষুর সঙ্ঘাদিশেষ আপত্তির প্রাপ্তি
দ্বে ভিক্‌খু সুদ্ধকং আপন্না	দুই ভিক্ষুর সুদ্ধান্ত আপত্তি প্রাপ্তি
দ্বে মাসপটিচ্ছন্ন পরিবাসকম্মবাচা	দুই মাস যাবত গোপন রাখা পরিবাস কর্মবাক্য

দ্বে মাসপরিবসিতব্ববিধি অপরাধ	দুই মাসের যাবত গোপন রাখার পরিবাস কর্মবাক্য বিধি
দ্বে মাসপরিবাসকম্ম বাচা	দুই মাসের পরিবাস কর্মবাক্য

[ধ]

দম্মকম্মদ্বাদসকং	বারো প্রকার ধর্মকর্ম
ধম্মকরণং	ধর্মতঃ কৃতকাজ
ধম্মচুদিতস্‌স উপদহাতব্ববিপ্পটিসারা পঞ্চ	ধর্মতঃ আবেদনকারীর বিষয় উপস্থাপনে মন্দ অভিপ্রায় পঞ্চ
ধম্মচোদকস্‌স উপদহাতব্বঅবিপ্পটিসাবা পঞ্চ	ধর্মতঃ অভিযোগকারীর বিষয় উপস্থাপনে সুঅভিপ্রায় পঞ্চ
ধম্মপুচ্ছকসম্মুতিঞত্তি	ধর্ম জিজ্ঞাসুকের সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি
ধম্মপুচ্ছাবিস্‌সজ্জনা	ধর্মজিজ্ঞাসুকের দায়িত্ব ত্যাগ
ধম্মবিনয়বিনিচ্ছয়লক্‌খণা	বিনয়ের বিচার লক্ষণ
ধম্মবিস্‌সজ্জকম্মুতিঞত্তি	ধর্ম বিসর্জ্জক সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি
ধম্মিকানি তস্‌সপাপিয়সিকাকম্মকরণানি পঞ্চ	ধর্মতঃ পাঁচ প্রকার তৎপাপীয়সিক দণ্ড প্রদান
ধম্মিকা সলাকগ্গাহা দস	ধর্মতঃ দশ প্রকার শলাকা গ্রহণ

ধম্মেন বূপসম্মতি	ধর্মতঃ বিচার মীমাংসা
ধোতপদাকং	ধৌতপা

[ন]

নগ্ন	উলঙ্গা
নপ্পটিপ্পস্‌সম্ভেতব্ব তজ্জনীয়কম্মস্‌স অঙ্গানি	তর্জনীয় দণ্ডের অমুক্তির অঙ্গাসমূহ
নপ্পটিপ্পস্‌সম্ভেতব্ব অট্‌ঠাবসকং	দণ্ড অমুক্তির আঠারো প্রকার কারণ
নমতকং	বস্ত্র খণ্ড
নবকম্মদানকম্মবাচা	নব কর্মের অনুমতিদান কর্মবাক্য
নবকম্মানি	নব কর্মসমূহ
নহায়মানা	স্নানরত
নালাগিরিহত্থী	নালগিরি হস্তী
নিয়স্‌সকম্মং	আশ্রয় কর্মবাক্য
নিয়স্‌সকম্মবাচা	আশ্রয়গ্রহণ কর্মবাক্য
নিয়স্‌সকম্মকতস্‌স সম্মবত্তনা	আশ্রয় কর্মকৃতের আচরণ
নিয়স্‌সকম্মস্‌স পটিপ্পস্‌সম্ভনকম্মবাচা	নিশ্রয় দণ্ড প্রত্যাহারের কর্মবাক্য
নিবেসনং	আবস্থান বা আবাস কক্ষ
নিল্লেখং জন্তাঘর	প্রাপ্ত ভাগ বিহীন অগ্নিশালা

[প]

পকতিমিত্তিকং	স্বাভাবিক মাটি
পকাসনীয়কম্মং	প্রকাশনীয় দণ্ডকর্ম
পকাসনীয়কম্মবাচা	প্রকাশনীয় কর্মবাক্য
পকাসনীয়কম্মকারসম্মুতিকম্মবাচা	প্রকাশনীয় দণ্ডদাতা সম্মতি কর্মবাক্য

পক্‌খপ্পটিচ্ছন্নপরিবাসকম্মবাচা	পক্ষকাল গোপন রাখা পরিবাস কর্মবাক্য
পক্‌খপরিবাসদান	পক্ষকাল পরিবাস দান
পক্‌খপরিবাসিকমূলায় পটিকস্‌সনা কম্মবাচা	পক্ষকাল পরিবাসিকের মূলে প্রতিকর্ষণকর্মবাক্য
পঞ্চসতিকা	পঞ্চশতিকা
পঞ্চহাপ্পটিচ্ছন্নকম্মবাচা	পাঁচদিন গোপনের জন্যে কর্মবাক্য
পটগ্গি	প্রতিঅগ্নি, প্রতিরোধাগ্নি
পটিগ্গহা	প্রতিগ্রহণ
পটিচ্ছন্নাপত্তিকো ভিক্‌খু বিব্ভমতি	গুপ্ত–অগুপ্ত আপত্তিগ্রস্থের ভিক্ষুত্ব ত্যাগ
পটিচ্ছাদিয়ো তিস্‌সো	তিন প্রকারে গোপন
পিচ্ছদেত্বা বিব্ভমতি	গোপন রেখে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ
পটিঞ্ঞাতকরণং	প্রতিজ্ঞাকরণ
পটিপ্পস্‌সম্ভেতব্বঅট্‌ঠারসকং	প্রত্যাহার যোগ্য অষ্টাদশ
পটিপ্পস্‌সম্ভেতব্বজ্জনীয়কম্মস্‌স অঙ্গানি	তর্জ্জনীয় দণ্ডের প্রত্যাহার যোগ্য অঙ্গসমূহ
পটিপ্পস্‌সম্ভেতব্বতেচত্তালীসকং	তেতাল্লিশ প্রকার প্রত্যাহার
পটিভানচিত্তং	প্রতিভান চিত্ত
পটিসারণীয়কম্মং	প্রতিসারনীয় দণ্ডকর্ম
পটিসারণীয়কম্মবাচা	প্রতিসারনীয় কর্মবাক্য
পটিসরণীযকম্মকতস্‌স সম্মাবত্তনা	প্রতিসারনীয় দণ্ডিতের সম্যক আচারণ
পটিসারণীয়কম্মকতস্‌স পটিপ্পস্‌সম্ভনকম্মবাচা	প্রতিসারনীয় দণ্ডের প্রত্যাহার কর্মবাক্য

পঠমসঙ্গীতি	প্রথম ধর্ম সঙ্গায়ন
পত্তং	পাত্র
পত্তউক্কুজ্জনকম্মবাচা	পাত্র উর্ধমুখী কর্মবাক্য
পত্তউক্কুজনস্স অঙ্গানি অট্ঠ	পাত্র উর্ধমুখী করণের অষ্ট কারণ
পত্তউক্কজ্জিনা	পাত্র উম্মোচন
পত্তকুন্ডোলিকং	পাত্র কুন্ডলিক
পত্তথবিত	পাত্রথলি
পত্তনিক্কুজ্জনা	পাত্রনিম্নমুখী করণ
পত্তনিক্কুজ্জনকম্মবাচা	পাত্র নিম্নমুখী করণ কর্মবাক্য
পত্তনিক্কুজ্জনস্স অঙ্গানি অট্ঠ	পাত্র নিম্নমুখ করণ বন্ধের অষ্ট কারণ
পত্তমন্ডলং	পাত্র মন্ডল (পাত্র রাখার চক্রাসন)
পত্তমন্ডলানি উচ্চাবচানি	পাত্রমন্ডলের উচ্চতা নীচুতা
পত্তমন্ডলানি চিত্রানি	পাত্রমন্ডলেন চিত্র সমূহ
পত্তা কপ্পিয়া দ্বে দ্বিবিধ কপ্পিয়	দ্বিবিধ কপ্পিয় (ব্যবহার যোগ্য) পাত্র
পত্তাধারক	পাত্রের ধারক
পত্তে উচ্চাবচে ধারেন্তি	পাত্রসমূহ উচুঁ নীচুতে ধারণ
পদরসিলং	কেটে যাওয়া পাথর
পব্বাজনীয় কম্মং	পব্বাজনীয় দন্ডকর্ম
পব্বাজনীয়কম্মবাচা	পব্বাজনীয় কর্মবাক্য
পব্বাজনীয়কম্মকতস্স সম্মাবত্তনা	পব্বজনীয় ও দন্ডিতের সম্যক আচরণ

পব্বাজনীয়কম্মস্‌স পটিপ্পস্‌সম্ভন কম্মবাচা	পব্বাজনীয় দণ্ডের প্রত্যাহার কর্মবাক্য
পরসম্মুতি	বিশেষ ভাবে সম্মতি প্রদান
পরিমানা পটিচ্ছন্নায়ো পরিবত্তনানি	পরিমাণ যোগ্য অপ্রকাশিত পরিবর্তন সমূহ
পরিবসন্তো ভিক্‌খু আপত্তিয়া অদস্‌স উক্‌খিপিয্যতি	পারিবাসিক ভিক্ষু অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষেপন দণ্ডিত
পরিবাসন্তো ভিক্ষু পাপিকায় দিট্‌ঠিয়া অপ্পটিকম্মে উক্‌খিপিয্যতি	পারিবাসিক ভিক্ষু অপরাধের প্রতিকার না করলে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে
পরিবাসন্তো ভিক্ষু পাপিকায় দিট্‌ঠিয়া অপ্পটিনিস্‌সগ্গে উক্‌খিপিয্যতি	পারিবাসিক ভিক্ষু পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের উৎক্ষিপ্ত হতে পারে
পরিবসান্তো ভিক্‌খু বিক্‌খিত্তাচিত্তো	পারিবাসিক ভিক্ষুর চিত্ত চাঞ্চল্যতা
পরিবাসন্তো ভিক্‌খু বিব্‌ভমতি	পরিবাসিক ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করলে
পরিবাসন্তো ভিক্‌খু বেদনাট্টো	পরিবাসিক ভিক্ষু বেদনার্ত হলে
পরিস্‌সাবনং	পরিশ্রাবণ
পলালপীঠং	শুষ্কখড়ের আসন
পলিতং	ধূসর বর্ণ

পবত্তিনী	প্রবর্ত্তন হতে থাকা
পবারণাযাচকসম্মতিকম্মবাচা	প্রবারণা যাচকের সম্মতি কর্মবাক্য
পস্‌সাবং	প্রস্রাব
পস্‌সাবকুম্ভী	প্রস্রাব শৌচকর্মের কলসী
পস্‌সাবদোণিকং	প্রস্রাব দ্রোণী
পস্‌সাবপাদুকং	প্রস্রাবে ব্যাবহার পাদুকা
পকারা তয়ো	তিন প্রকার প্রাচীর
পতিমোক্‌খং ন ঠপেতব্বং	প্রাতিমোক্ষ স্থাপন অনুচিত
পাতিমোক্‌খট্‌ঠপনং অধম্মিকানি	প্রাতিমোক্ষ স্থাপনে একপ্রকার অধর্মতঃ কৃত্য
পাতিমোক্‌খট্‌ঠপনানি অধম্মিকানি	প্রাতিমোক্ষ স্থাপনে অধর্ম সমূহ
পাতিমোক্‌খট্‌ঠপনং ধম্মিখং একং	প্রাতিমোক্ষ স্থাপনে ধর্মতঃ কৃত্য এক
পাতিমোক্‌খট্‌ঠপনানি ধম্মিকানি	প্রাতিমোক্ষ স্থাপনে ধর্মতঃ কৃত্য সমূহ
পাদঘংসনী	পাদঘর্ষনী
পামোচনী	পামোচনী
পানীযমণ্ডপং	পানীয় মণ্ডপ
পানীয়সালা	পানীয় শালা
পাপিকায় দিট্‌ঠিয অপ্পটিনিস্‌সগে উক্‌খেপনীয়কম্মবাচা	পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম বাক্য
পাপিকায় দিট্‌ঠিয়া অপ্পটিনিস্‌সগ্গেন উক্‌খেপনীয়কম্মকততস্‌স সম্মাবত্তনা	পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের উৎক্ষেপনীয় দণ্ডিতের সম্যক আচরণ

পাপিকায় দিট্ঠিয়া অপ্পটিনিস্সগ্গে উক্খেপনীযকম্মস্স পটিপস্সম্ভন	পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগের উৎক্ষেপনীয় দণ্ডের উপশম করুন
কম্মবাচা	পাপদৃষ্টি অপরিত্যাগে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডের প্রত্যাহার কর্মবাক্য
পমজ্ঞাং	একপ্রকার শিকল
পারিবাসিকমলায পটিকস্সনা কম্মবাচা	পরিবাসিকের মূলেপ্রতিকর্ষন কর্মবাক্য
পরিবাসিকস্স রত্তিচ্ছেদা তয়ো	পরিবাসিকের তিন প্রকার রাত্রিচ্ছেদ
পারিবাসিকবত্তং	পারিবাসিক ব্রত
পিণ্ডচারিকবত্তং	পিণ্ডচারিক ব্রত
পিণ্ডোলভারদ্বাজো	পিণ্ডোল ভারদ্বাজ
পুগ্গলিক	পুদ্গলিক
পুথুপাণিকং	সাধারণ পানীয়
পুরাণো	প্রাচীন
পুরিসব্যঞ্জণ	পুরুষ চিহ্ন
পুরে অধম্মো দিপ্পতি	অগ্রেঅধর্ম দীপ্তিমান
পোক্খরণী	পুকুর
পোরিসং রুক্খং অভিরুহিতুং	চাকরটি গাছে উঠেতে গিয়ে

[ব]

বহুসিথানি	বহুভাত
বাহিরলোসিং উন্নিং	বাহিরে লোমযুক্ত উলের বস্ত্র

বিদলমঞ্চকং	ডাল জাতীয় খড়ের মাচা
বিব্বোহনং	বিভ্রান্ত ঘুরে বেড়ানো
বীজনিয়ো তিস্সো	পাখা বহনকারী তিষ্য
বুদ্ধসাসনে অচ্ছরিয় ধম্মা অট্ঠ	বুদ্ধশাসনে আটপ্রকার আশ্চার্য বিষয়
বুদ্ধবচনং ছন্দসো ন আরোপেতব্বং	বুদ্ধ বচনে গীতের ছন্দ প্রয়োগ করতে নাই
বুন্দিকাবদ্ধং পীঠং	স্লেট পাথরে বদ্ধ চেয়ার
বুন্দিকাবদ্ধ মঞ্চং	স্লেট পাথরে আবদ্ধ মঞ্চ
বোধিরাজকুমারো	বোধিরাজকুমার
ব্রহ্মদণ্ডো	ব্রহ্মদণ্ড

[ভ]

ভত্তগ্গবত্তং	ভূক্তাগ্রব্রত
ভত্তুদ্দেসকসম্মুতিকম্মবাচা	ভক্তানুমোদনকারী সম্মতি কর্মবাক্য
ভত্তুদ্দেসকস্স অঙ্গা পঞ্চ	ভূক্তানুমোদনকারী পাঁচ অঙ্গা
ভত্তুদ্দেসনাবিধি	ভূক্তানুমোদন বিধান
ভদ্দিয়স্স উদানং	ভদ্দীয় স্থবিরের প্রীতিগীত
ভদ্দিযস্স উদানকারণং	ভদ্দীয় স্থবিরের প্রীতি গীতের কারণ
ভদ্দিযাদীনং পব্বজ্জা	ভদ্দীয়ের প্রব্রজ্যা
ভদ্দিযাদীহি লদ্ধধম্মবিসেসো	ভদ্দীয় প্রমুখের লব্ধধর্মের বিশেষার্থ (অরহত্ব)
ভিক্খুনিযা চুণ্ণেন ন নহাযিতব্বং	ভিক্ষুনীরা সুগন্ধি চূর্ণদ্বারা স্নান অনুচিত
ভিক্খুনিযা	ভিক্ষুনীদের প্রজ্ঞপ্তি
ঞত্তিচতুত্থ কম্মউপসম্পদা	চতুর্থী কর্মবাক্য দ্বারা স্নান

	উপসম্পদা দান
ভিক্খুনিযা দুতিয়া দান কম্মবাচ	ভিক্ষুনীদের দ্বিতীয় সাথী দান কর্মবাক্য
ভিক্খুনিযা পল্লঙ্কেন নিসীদিতব্বানিসীদিতব্বতা	পালঙ্কে ভিক্ষুনীদের উপবেশন, অনুপবেশন বিধান
ভিক্খুনিযা যানেন যায়িতব্বাযাযিতব্বতা	ভিক্ষুনীদের যানে গমন, অগমন বিধান
ভিক্খুনিযো ভিক্খূনং উপোসতং ঠপেন্তি	ভিক্ষুনী দ্বারা ভিক্ষুদের উপোসথ স্থগিত করণ
ভিক্খুনীনং উপসম্পদানজাননং	ভিক্ষুনীদের উপসম্পদা জ্ঞাতকরণ
ভিক্খুনীনং চীবরানি পঞ্চ	ভিক্ষুনীদের পঞ্চচীবর
ভিক্খুনীনং পবারণা	ভিক্ষুনীদের প্রবারণা
ভিক্খুনীনং পাতিমোক্খদ্দেসানুজাননং	ভিক্ষুনীদের প্রতিমোক্ষ উদ্দেস জ্ঞাতকরণ
ভিক্খুনীনং বচ্চকট্ঠানং	ভিক্ষুনীদের মলত্যাগের অস্থান
ভিক্খুনীনংসন্নিধি ভিক্খূহি পরিভুঞ্চিতব্বা	ভিক্ষুণীদের সঞ্চিত দ্রব্য ভিক্ষুদের পরিভোগ্য
ভিক্খুনীনং সিক্খাপচ্চক্খাভাবো	ভিক্ষুনীদের শিক্ষাপদ ত্যাগ প্রবণতা
ভিক্খুনীহি ওবাদপসঙ্কমনযাচনং	ভিক্ষুনীগণ দ্বারা উপদেশ দাতার রেহাই প্রার্থনা
ভিক্খুনীহি সঙ্কেতং গন্তব্বং	ভিক্ষুনীদের সংকেত

	স্থানে গন্তব্য
ভিক্খূহি সন্নিধি ভিক্খুনীহি পরিভূঞ্জিতব্ব	ভিক্ষুদের সঞ্চিত দ্রব্য ভিক্ষুনীদের পরিভোগ্য
ভিক্খূহি ভিক্খুনীনং উপোসথং ঠপেন্তি	ভিক্ষু কর্তৃক ভিক্ষুনীদের উপোসথ স্থগতি করণ
ভিসিযো পঞ্চ	পাঁচ প্রকার বালিশ
ভেসজ্জথবিকং	ভেষজ থলি

[ম]

মকসকুটিকং	মশারী
মকসব্যজনী	মশক তাড়ানোর পাখা
মঞ্চপঠিপাদকং	মঞ্চের পাদপীঠ
মঞ্চ পীঠানি চত্তারি	চার প্রকার মঞ্চপীঠ
মণিচূলকো গামনী	মাথায় ঝুটিওয়ালা গ্রামনেতা
মতসন্তকস্স বিভাজনং	মৃতের সম্পদ বিভাজন
মত্তিকভণ্ডং	মৃত্তিকা ভাণ্ড, মাটির পাত্র
মরুম্বং	সুগন্ধি যুক্তি মাটি
মল্লকেন নহায়ন্তি	মল্লক দ্বারা স্নান
মসারকং পীঠং	মঞ্চাকৃতির লম্বা চেয়ার
মসারকং মঞ্চ	চেয়ার আকৃতির মঞ্চ
মস্সু	বর্দ্ধনশীল লম্বা দাঁড়ি
মাহানদিযো পঞ্চ	পঞ্চ মহানদী
মহাপজাপতিযা উপসম্পন্না	উপসম্পদা প্রাপ্ত মহাপ্রজাপতি
মহাপজাপতিযা পব্বজাযাচনং	মহাপ্রজাপতি কর্তৃক প্রব্রজ্যা প্রার্থনা
মহাপজাপতিযা পব্বজ্জানুজাননং	মহাপ্রজাপতিকে প্রব্রজ্যা

	অনুজ্ঞাত করণ
মহাসমুদ্দে অচ্ছরিয়া ধম্ম অট্ঠা	মহাসমুদ্রের আট আশ্চর্য ধর্মতা
মহিলাতিত্থে নহাযিতুং	মহিলাদের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে
মলোরিকং	পাত্রধারক
মাতুগামস্স অভিবাদনং নকাব্বং	মাতৃজাতিকে অভিবাদন যোগ্য নহে
মানত্তং চরন্তো ভিক্খু বিব্ভমতি	মানত্তচারিক ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব ত্যাগ
মানত্ত চরন্তো ভিক্খু সামনেরো হোতি	মানত্তচারিক ভিক্ষু শ্রামণের হয়ে যাওয়া
মানত্ত চারিকমূলায পটিকস্সনাকম্মবাচা	মানত্তচারিককে মূলেপ্রতিকর্ষণ কর্মবাক্য
মানত্তারিকস্স রত্তিচ্ছেদা চত্তারো	চারিকের চার প্রকার রাত্রিচ্ছেদ
মানত্তদানং	মানত্ত দান
মানত্তচারিকস্স সম্মাবত্তনা	মানত্ত চারিকের সম্যক আচরণ
মানত্তারহস্স সম্মাবত্তনা	মানত্তারোহীর সম্যক আচরণ
মানত্তারহা ভ্খিু বিব্ভমতি	মানত্তারোহী ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব ত্যাগ
মানত্তারহো ভিক্খু সামনোরো হোতি	মানত্তারোহী ভিক্ষু শ্রামণের হয়ে যাওয়া

মালাকম্মং	মালা তৈয়ারী কাজ
মুখং আলিম্পন্তি	মুখে লেপন করছে
মুখনিমিত্তং ওলোকেন্তি	মুখের ছবি দেখেছে
মুখে বণো হোতি	মুখে ব্রণ হওয়া
মূলাযপটিকস্‌সনা	মূলে প্রতিকর্ষণ করা
মূলাযপটিকস্‌সনারহো ভিক্‌খু বিব্‌ভমতি	মূলে প্রতিকর্ষণারোহী ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব ত্যাগ
মূলাযপটিকস্‌সনারহো ভিক্ষু সামণেরো হোতি	মূলে প্রতিকর্ষণারোহী ভিক্ষু শ্রামণের হয়ে যাওয়া
মূলাযপটিকস্‌সনারেহাস্‌স সম্মাবত্তনা	মূলে প্রতিকর্ষণারোহীর সম্যক আচরণ
মূলাপটিকস্‌সিত আব্‌ভানকম্মবাচা	মূলে প্রতিকর্ষণান্তে আহ্বান কর্মবাক্য

[য়]

য়ন্তকং সূচিক	তালা বন্ধকরা
যসো	যশ-কীর্ত্তি
যেভূয্যাসিকা	সংখ্যা গরিষ্ঠানুসারে বিচার সাব্যস্ত করা

[র]

রেবতো	রেবত থেরো
রোমন্থক	রোমন্থন করা

[ল]

লসুণং	রসূন
লেণানি পঞ্চ	পাঁচ প্রকার লেন

লোকযতং	লৌকিক অধিগত লোকায়ত
লোহভণ্ডং	লৌহজাত দ্রব্য

[ব] (অন্তস্থ 'ব')

বচ্চং	মল
বচ্চকুটি	পায়খানা
বচ্চকুটিবত্তং	পায়খানার ব্রত
বচ্চপাদুকং	পায়খানায় ব্যবহার্য পাদুকা
বজ্জিপুত্তকা ভিক্খু	বৃজি পুত্রীয় ভিক্ষুগণ
বজ্জিপুত্তকেহি দীপিতবথুনি দস	বৃজি পুত্রীয় ভিক্ষুদের দ্বারা উল্লেখিত দশ বথু
বজ্জিপুত্তকেহি দীপিতবথুনি পটিক্খিত্তকথ	বৃজি পুত্রীয় ভিক্ষুদের উল্লেখিত প্রস্তাব প্রত্যাখান কথা
বণিজ্জং পযোজেন্তি	বাণিজ্যে নিযোজিত হওয়া
বণ্ণা চত্তারো	চরি প্রকার বর্ণ
বথু বিনিচ্ছিনেয্যঞত্তি	বথু বিনিচ্ছয় যোগ্য প্রজ্ঞপ্তি
বন্দিয পুগ্গলা তযো	বন্দনা যোগ্যে তিন ব্যক্তি
বস্সসহস্সং সদ্ধম্মো তিট্ঠেয্য	সহস্র বর্ষকাল সদ্ধর্মের স্থিতি
বাটা তযো	সংযোজন ত্রয়
বাতপানচক্কলিকং	জানালায় বায়ু সঞ্চালক চাকা
বাতাপানানি তীণি	তিন প্রকার জানালা
বারকা তযো	তিন প্রকার পাত্র বা জগ
বিগ্গয়হ পরিকম্মং কারাপেন্তি	ছবি যুক্ত আস্তরণ করানো
বিতানং	চাদোয়া (Canaiay)

বিধং	এক প্রকার
বিধূপনং	পাখা
বিনয়পুচ্ছকসম্মুতিঞত্তি	বিনয় জিজ্ঞাসার সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি
বিনযপুচ্ছাবিস্‌সজ্জনা	বিনয় জিজ্ঞাসার উত্তর দান
বিনযবিস্‌সজ্জকসম্মুতিঞত্তি	বিনয়সম্পর্কিত উত্তর দাতার সম্মতি প্রজ্ঞপ্তি
বিলীবেন পট্টেন ফাসুকা নামেন্তি	বাঁশের পাত্র সহজে নামানো যায়
বিবাদাধিকরণং	বিবাদ মিমাংসা বিধি
বিবাদাধিকরণং কুসলং অকুসলং অব্যাকতং	বিবাদ মিমাংসায় কুশল অকুশল ও অব্যাকৃত
বিবাদাধিকরণস্‌স মূলানি ছ	বিবাদ মিমাংসা ছয় প্রকার মূল
বিবাদো নো অধিকরণং	মিমাংসাহীন বিবাদ
বিবাদো বিবাদাধিকরণং	বিবাদ মিমাংসা হতে জাত বিবাদ
বিহারানুজাননং	বিহার বলে পুনঃ জানানো
বিহারদানং	বিহার দান
বীসতিমট্‌ঠং	বিশ প্রকার বার্নিস
বেমং	তাঁতের মাকু
বেসিং বূট্‌ঠাপেন্তি	বেশ্যাকে দীক্ষাদান

[স]

সংঘভত্তাদি	সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাত
সংঘভেদককম্মস্‌স বজ্জং	সংঘভেদ কর্মের বর্জন

সংঘভেদকরবথুনি অট্‌ঠারস	সংঘভেদকের আঠারো প্রকার বথু
সংঘভেদকো আপাযিকো	অপা গামী সংঘভেদক
সংঘভেদকো ন আপাযিকো	অপায়গামী নহে এমন সংঘভেদক
সংঘভেদো	সংঘ ভেদ
সংঘরাজি	সংঘের মধ্যে অনৈক্য
সংঘরাজিসংঘভেদান বিসেসতা	সংঘরাজি ও সংঘভেদের বৈশিষ্ট্য
সংঘসমগ্গকম্মস্‌স ফলং	সংঘের একতার ফল
সংবেল্লিয ন নিবাসেতব্বং	চতুর্দিকে ছেড়া বস্ত্র পরিধান অনুচিত
সংবেল্লিয কটিসুত্তকং	চারিদিকে ছেড়া বস্ত্র হবে কোমর বন্ধ
সংসরণকিটিকং	সঞ্চালন যোগ্য পর্দা
সকায নিরুত্তিযা	নিজের ভাষায় উচ্চারণ
সণ্ডসং	কেস উপড়ে ফেলার হাতিয়ার
সতিবিনযদানকম্মবাচা	স্মৃতি বিনয়দান কর্মবাক্য
সতিবিনয়দানানি ধম্মিকানি পঞ্চ	স্মৃতি বিনয় দানে ধর্মসম্মত পাঁচ বিধি
সতি বিনযো	স্মৃতি বিনয়
সত্তঙ্গো	সপ্ত অঙ্গা
সত্থকং	কাঁচি বা কেসি
সত্থকদণ্থ উচ্চাবচা	কঁচির হাতল হবে উচুঁ শেখর হতে
সত্থারো পঞ্চ	পাঁচ প্রকার কাঁচি
সদ্ধিবিহারিকবত্তং	সহ অবস্থানকারী ব্রত

সন্থারা তযো	তিন প্রকার আস্তরণ
সব্বকামী সংঘথেরো	সর্বকামীদের সংঘ স্থবির (নায়ক)
সব্বপংসুকুলিকো	সবকিছু পাংকুলিক
সমণকপ্পানি পঞ্চ	শ্রমাণের যোগ্য পাঁচ প্রকার দ্রব্য
সমণব্রাহ্মণাং উপক্কিলেসা চত্তারো	শ্রমণ ব্রাহ্মণদের চারি উপক্লেশ
সমাদানং	কোন গৃহ বাদ না দিয়ে পিণ্ডাচরণ কেহ কোন কিছু গ্রহণ করা
সমানাসনিক	সমোধান পরিবাসিক
সমোধানপরিবাসকম্মবাচা	সমোধান পরিবাসিক কর্মবাক্য
সমোধানপরিবাসো দাতব্বো	সমোধান পরিবাস দান কর্ত্তব্য
সম্ভুতো	উৎপন্ন হওয়া
সম্মজ্জনী	সম্মার্জনী বা ঝাড়ু
সম্মুখবিনযেন	সম্মুখ বিনয় দ্বারা সমাধান
সম্মুখবিনযস্মিং সম্মুখতা চতস্সো	সম্মুখ বিনয় বিচারে সম্মুখতা চার প্রকার
সরভঞ্ঞং সরভসং	দ্রুততার সাথে
সরিতকসিপাটিক	কৃষি কার্যের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ঘূর্ণায়মান পাথর
সলাকগ্গাহকা তযো	শলাকায় ভোট গ্রহণ তিন প্রকার
সলাকগ্গাহা ধম্মিকা দস	ধর্মতঃ শলাকা গ্রহণ দশ প্রকার

সলাকগ্গাহাপকসম্মুতিকম্মবাচা	শলাকা গ্রাহক সম্মতি কর্মবাক্য
সাপত্তিকেন পাতিমোক্খং ন সোতব্বং	আপত্তি গ্রস্ত হয়ে প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ অনুচিত
সামণেরপেকস্স অঙ্গানি পঞ্চ	শ্রামণের জন্যে সেবকের সম্মতি কর্মবাক্য
সামণেরপেসকম্মুতিকম্মবাচা	শ্রামণ–সেবকের সম্মতি কর্মবাক্য
সামুক্কংসিকা ধম্মদেসনা	প্রশংসনীয় ধর্মদেশনা
সিক্কাসম্মতিকম্মবাচা	শিক্ষা সম্মতি কর্মবাক্য
সিক্খাপদানং যথাপঞ্ঞত্তিট্ঠাপন কম্মবাচা	শিক্ষাপদে যথাযথ প্রজ্ঞপ্তি স্থাপন কর্মবাক্য
সুদ্দন্ত পরিবাসদানং	সুদ্ধান্ত পরিবাস দান
সুদ্দন্ত পরিবাসকম্মবাচা	সুদ্ধান্ত পরিবাস কর্মবাক্য
সুদ্দন্ত পরিবাসিতব্ববিধি	সুদ্ধান্ত পরিবাসিকের কর্ত্তব্য বিধি
সুভদ্দো বুড্ঢপব্বজিতো	বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র
সেতবণ্ণাদি	শ্বেতবর্ণাদি
সেনাসনগ্গহণযো	শয়নাসন গ্রহণ বিধি
সেনাসনগ্গাহপকভিক্খুনো অঙ্গানি পঞ্চ	শয়নাসন গ্রাহক ভিক্ষুর পাঁচ অঙ্গ
সেনাসনগ্গাহপকসম্মতিকম্মবাচা	শয়নাসন গ্রহক সম্মতি কর্মবাক্য
সেনাসনপঞ্ঞাপকো	শয়নাসন প্রজ্ঞাপনকারী
সেনাসনপঞ্ঞপকাদিসম্মুতিকম্মবাচা	শয়নাসন প্রজ্ঞাপকাদি সম্মতি কর্মবাক্য
সেনাসনপঞ্ঞাপনবিধি	শয়নাসন প্রজ্ঞাপন বিধি

সেনাসনবত্তং	শয়নাসন ব্রত
সেনাসনং ন পটিবাহিতব্বং	শয়নাসন বাইরে ফেলা রাখা অনুচিত
সোদকো পত্তো	জলযুক্ত বা সিক্তপাত্র
সোপান তযো	তিন প্রকার সোপান

[হ]

হত্থাভরণং	হাতের অলংকার পরিধান করা
হরীতকপক্কিক	পাকা হরিতকী

সমাপ্ত

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

Taking Refuge with a mind of Bodhichitta

In the Buddha, the Dharma and the Sangha,
I shall always take refuge
Until the attainment of full awakening.

Through the merit of practicing generosity
and other perfections,
May I swiftly accomplish Buddhahood,
And benefit of all sentient beings.

The Prayers of the Bodhisattvas

With a wish to awaken all beings,
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I attain full enlightenment.

Possessing compassion and wisdom,
Today, in the Buddha's presence,
I sincerely generate
the supreme mind of Bodhichitta
For the benefit of all sentient beings.

"As long as space endures,
As long as sentient beings dwell,
Until then, may I too remain
To dispel the miseries of all sentient beings."

GREAT VOW

BODHISATTVA EARTH-TREASURY
(BODHISATTVA KSITIGARBHA)

" Unless Hells become empty,
I vow not to attain Buddhahood;
Till all have achieved the Ultimate Liberation,
I shall then consider my Enlightenment full !"

Bodhisattva Earth-Treasury is entrusted as the Caretaker of the World until Buddha Maitreya reincarnates on Earth in 5.7 billion years.

Reciting the Holy Name:
NAMO BODHISATTVA EARTH-TREASURY

Karma-erasing Mantra:
OM BA LA MO LING TO NING SVAHA

TAKING REFUGE IN THE TRIPLE JEWELS

To the Buddha I return and rely,
returning from delusions and
relying upon Awareness and Understanding.

To the Dharma I return and rely,
returning from erroneous views and
relying upon Proper Views and Understanding.

To the Sangha I return and rely,
returning from pollutions and disharmony and
relying upon Purity of Mind and
the Six Principles of Living in Harmony.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Be mindful of Amitabha!
Namo Amitabha!
Homage to Amita Buddha!

May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：THE CULLAVAGGO (A BENGALI TRANSLATION OF THIRD VINAYA PITAKA), 律藏第三部》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
6,000 copies; April 2013
BA042 - 11142